বঙ্গের গুপ্তকথা।

বা

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রহস্য

প্রথম খণ্ড।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা বড়বাজার রামমোহন মল্লিকের ষ্ট্রীট ৬৬নং বাটী হইতে

শ্রীনাথো মিশ্র কর্ত্তক প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY BHAKTESWAR NEWGEE, AT THE

"BHARATA MITRA PRESS."

60. CROSS STREET,

1885.

মূল্য ২ টাকা।

মুখবন্ধ ।

ঈশ্বর কৃপায় আজি আমরা "বঙ্গের গুপ্ত কথার" প্রথম খণ্ড সমাপন করিতে সমর্থ হইলাম। বঙ্গের গুপ্ত কথা নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিয়া প্রতি মাসে পাঠক বর্গের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য যাহা কিছু প্রশংসা বা ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য তাহা আমাদিগের প্রকাশক মহাশয়ের প্রাপ্য। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন এবং উদ্যমশীলতায় "বঙ্গের গুপ্ত কথা" সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এজন্য তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পাত্র।

"বঙ্গের গুপ্ত কথা" নাম শুনিলেই অনেকে মনে করেন উহা কোন ইংরাজী মিষ্ট্রীর অনুবাদ না হয় ছায়া, অথবা আজি কালি যেরূপ রাশি রাশি উপন্যাস, নবন্যাস বা গুপ্ত কথা বাহির হইতেছে তাহাদেরই মত একটা কোন সামগ্রী ;—প্রথম প্রথম অনেকেই সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া "গুপ্ত কথা" পড়িতে উপেক্ষা করিতেন। সৌভাগ্য ক্রমে আজিকালি ইহার সহস্রাধিক গ্রাহক। সে সংস্কার আর অনেকের নাই। বাস্তবিক "বঙ্গের গুপ্ত কথা" কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে লিখিত নহে। আমাদিগের বঙ্গ ভাষার আজি কালি যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিজাতীয় ভাষা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতে পারিলে ভাল ভিন্ন মন্দের কথা নয়। কিন্তু বিজাতীয় রুচি, বিজাতীয় আচার ব্যবহার, বিজতীয় স্বভাব চরিত্র পাঠ করিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ ভিন্ন আপন জাতির স্বভাব চরিত্র, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের উৎকর্ষ অপকর্ষ, সামাজিক এবং জাতীয় রহস্য জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। এজন্য

আমাদিগের আপন জাতীয় এবং সামাজিক রহস্য পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, আমাদিগের দেশের রাজ দরবারে, ধনীর অট্টালিকায়, গৃহস্থ গৃহে, দরিদ্র কুটীরে, কৃষক পরিবারের মধ্যে কিরূপ ঘটনা ঘটিতেছে, সমাজ মধ্যে কি কি অনিষ্ট অঙ্কুরিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই সকল অনিষ্টের মূলোৎপাটিত হইতে পারিবে; আমাদিগের হিন্দু সমাজ যে দিন দিন অবনতির সোপানে বিলুণ্ঠিত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে; দেশমধ্যে চুরি ডাকাইতী, শঠতা প্রবঞ্চনা নর-হত্যা, জাল জালিয়তী, প্রভৃতি কদাচার বৃদ্ধি পাইতেছে, অশিষ্টে শিষ্টের প্রতি অত্যাচার করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে; অসতে সতীর সতীত্বাপহরণে ভীষণ পাপস্রোত প্রবাহিত করিতেছে; সুরাপান বেশ্যাসক্তি দোষে সমাজ কলুষিত হইতেছে। পাপের উন্নতি, ধর্ম্মের অবনতি ও অধঃপাতে সমাজবন্ধন দিনে দিনে শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, সেই সকল পাপে বঙ্গীয় সমাজ এবং জাতির দারুণ দুষ্কৃতি সঞ্চিত হইতেছে। এই সকল মহাপাপের প্রশ্রয়ে যে বঙ্গীয় রাজা রাজড়া, ধনী মহাজন, গৃহস্থ দরিদ্র, উকীল মোক্তার, ডাক্তার বৈদ্য, কেরানী মোহরী, পুলিশ প্রহরী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অতিথি সন্ন্যাসী, বালক বৃদ্ধ যুবা যোষিত বঙ্গসমাজ কলঙ্কিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতিকৃতি প্রকৃত রূপে অঙ্কিত করাই বঙ্গের গুপ্ত কথার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধিত করিতে হইলে যে কত আপদ অভ্যাপাত আছে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বিবেচনা করিতে পারিবেন না। ইহার প্রধান অন্তরায় গ্রাহকগণের নিগ্রহ; আজি কালিকার গ্রাহকগণের মধ্যে শতকরা পাঁচজন বিনা প্রার্থনায় মূল্য পাঠাইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; শতকরা দশজনের নিকট পত্র লিখিয়া মূল্য পাওয়া যায়, শতকরা পঁয়ত্রিশ জন পত্র লিখিলে

ত্বর মূল্য পাইতেছি বলিয়া আশ্বাস দেন, আর অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন ত শত পত্র লিখিলেও উত্তর দিয়া সততা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত য়েন। আগামীবারে তদ্রূপ গ্রাহক মহাশয়দিগকে দূর হইতে নমস্কার রিয়া তালিকা হইতে তাঁহাদিগের নাম তুলিয়া দিয়া সৌভাগ্যজ্ঞান রিব। তাঁহারা যে কি মনে করিয়া পুস্তকের মূল্য পাঠাইতে কৃপণতা কাশ করেন বুঝা যায় না। তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য াহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। আমরা সদাশয় মুক্তহস্ত াঠক দিগকে ভক্তি করি, তাঁহাদিগের সদ্ব্যবহারে প্রবঞ্চক দিগের নকটে ও মূল্য প্রাপ্তির আশা করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থব্যয় স্বীকার রিয়া এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করিতেছি। প্রথমোক্ত মহোদয়দিগকে ামাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রথম খণ্ডে গুপ্ত কথার যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে উহা াহার সূচনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজব সহর কলিকাতার প্ত কথা শুনিবার জন্য মফস্বলবাসী অনেকেই আগ্রহশীল, এজন্য থম খণ্ডের অনুপযুক্ত স্থানে একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার সূত্রপাত রা হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় খণ্ডে হওয়াই উচিত ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ও াহার পর তৃতীয় খণ্ডে পাঠক, সম্পূর্ণরূপে সে আশা মিটাইতে ারিবেন।

উপসংহারে ব্যক্তব্য পাঠকগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না, অপেক্ষা রুন যে যে কথা প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি সকলেরই ার্থকতা দেখিতে পাইবেন।

ভাঙ্গামোড়া
৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ বঙ্গাব্দ

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

nner in which Coolies are recraited for service in the tea gardens.
The Indian Mirror dated 25th July 1882

শান্তিরাম। অতি সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। বড় মানুষের ছেলেরা ন্যাবধি পিতা মাতার উচিতাধিক আদর পাইলে কি রূপে বিদ্যা শিক্ষায় অবহেলা রন, তাহার পরে অল্প বয়সে যদি পিতৃহীন হইয়া বিষয়ভার প্রাপ্ত হয়েন তাহাহইলে র্য্য গর্ব্বে বিষময় ফল প্রসব করিয়া তাঁহাদিগের পরিণাম যে কীদৃশ ভয়ঙ্কর করিয়া গালে তাহাই শান্তিরামের বর্ণিত বিষয়। মূল্য ॥০ আনা। নূতন প্রকাশিত এ জন্য নেও সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই।

পরোক্ত কয়েকখানি পুস্তকই বঙ্গের লব্ধনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত

অধ্যাত্ম রামায়ণ। মহাত্মা বেদব্যাস প্রণীত সংস্কৃত মূল ও বিশুদ্ধ ানুবাদ সহ অতি উত্তম বাঁধাই মূল্য ৬৲ টাকা। অন্ততঃ ১০ খণ্ড লইলে প্রতিখণ্ড টাকার হিসাবে দেওয়া যায়।

শঙ্কর বিজয়। সংস্কৃত মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ৬৲ টাকা। দ্ধধর্ম্মের উৎপীড়নে সমস্ত ভারতভূমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে ভগবান ভবানিপতি ং শঙ্করাচার্য্য রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধদিগকে কি রূপে বিচারে পরাস্ত রিয়া তাহাদিগকে এ দেশ হইতে দূরীকৃত ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে ভারতে বদ্ধমূল করেন হাই ইহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। হিন্দু মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠকরা উচিত।

রণলতা। করুণ ও বীর রসাত্মক অতি সুন্দর উপন্যাস। মূল্য ডাকমাসুল ॥৵০ আনা।

মা। বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। একখানি অতি উপাদেয় উপন্যাস;—মুদ্রিত তেছে। আমাদিগের অঙ্গনাগণ কি রূপ গুণগ্রামে ভূষিতা হইলে পুত্র কন্যাদিগের স্থ্য ও বিদ্যালাভে ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় করিতে পারেন তাহাই ইহাতে বিশদরূপে ান হইতেছে। ইহাতে সূতিকা ও বালচিকিৎসা সূচীকার্য্য এবং নানাবিধ সুগন্ধি ল প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থ অল্পব্যয়ে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে উৎকৃষ্ট ইংরেজী ও বৈদ্যক গ্রন্থ তে সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছে। "মা" নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। শ্রাবণ মাসের শেষ বসে পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সমাধা হইবে। আষাঢ় মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত মূল্য ঠাই ৸০ আনা নতুবা ১৷৷০ টাকা দিতে হইবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া। বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। আমা-গর ভারত রাজরাজেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অতি অপূর্ব্ব জীবনী। ইহাতে তাঁহার গ, জ্যেষ্ঠ তাত রাজা চতুর্থ জর্জ ও চতুর্থ উইলিয়ম এবং তাঁহার সহধর্ম্মী প্রিন্স আল-র্টর জীবনী অতি সুন্দররূপে লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের অনেক অনুসন্ধানের ফলে,

ইংলণ্ডীয় সামাজিক ও রাজনীতি এবং ভারতীয় শাসনপ্রণালীর নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশি হইয়াছে। এ খানি বৃহৎ গ্রন্থ। অতি উত্তম বাঁধান পুস্তক গুলির মূল্য প্রতি খণ্ড ২০৲টাক উহা আর পাওয়া যায় না। বঙ্গের লব্ধনামা রাজা ও জমিদারগণ পূর্ব্বেই ক্রয় করি েছন। মধ্যম গোছ বাঁধাই মূল্য ৫৲ টাকা। এবং সাধারণের পক্ষে ২৲ টাকা। স্ত্রীলে এবং স্কুলের বালকদিগের পক্ষে আগামী আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ১৲ টাকা।

এজেন্সী বিভাগ।

আমরা এই কার্য্যালয়ের একটী এজেন্সী বিভাগ খুলিয়াছি। মফঃস্বলে ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে লিখিলে ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে তা পাঠাইয়া দিব। আমার সহিত বড় বাজারের বড় বড় দোকানদার ও কলিকাত ভাল ভাল কয়েকটী হৌসের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় আমি অতি সুলভ মূে সকল প্রকার জিনিষই ক্রয় করিয়া দিতে পারিব। কেবল ক্রীত দ্রব্যের মূলে উপর শতকরা ৫৲ টাকা মাত্র কমিশন লইব। এতদ্ব্যতীত সুলভ মূল্যে পুস্তক মুদ্রাঙ্ক পুস্তক বাঁধান, এনগ্রেভিংএর কাজ যথা—চাপরাস, শীলমোহর, উডকাট ছবি খোদ করা ইত্যাদির ভার লইয়া থাকি। যখন কোন মহাত্মা কোন অর্ডর পাঠাইবেন ত তিনি রীতি মত ফরমে অর্ডর পাঠাইলেই তাহা পাঠাইয়া দিব।

কলিকাতা, বড় বাজার
৭২ নং রামমোহন মল্লিকের ষ্ট্রীট

এজেণ্ট
শ্রীশ্রীনাথো মিশ্র

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আমাদিগের এজেণ্ট।

তাঁহাদিগের নিকট সকল পুস্তক প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
„ „	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
„ „	করালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সারদায়ী পুস্তকালয়, গরাণহাটা ঐ।
„ „	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	হেডক্লার্ক, পুলিশ আপিশ, গয়া।
„ „	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ ঐ বগুড়া।
„ „	যোগেন্দ্রনাথ রায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর	ঘাটাল, মেদিনীপুর।
„ „	লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টর,	বাঁকুড়া।
„ „	বরদাপ্রসাদ দত্ত পেস্কার, কমিশনর আপিশ বর্দ্ধমান	বিভাগ বর্দ্ধমান
„ „	আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কমিশনর আপিশ	ঢাকা বিভাগ ঢাকা
„ „	রাধিকাপ্রসাদ মুন্সী সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার আপিশ	দানাপুর
„ „	হরিদাস ভট্টাচার্য্য, অডিট আপিশ	জামালপুর।
„ „	হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হরিপাল, হুগলী।
„ „	গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বালী, উত্তরপাড়া।
„ „	কেদারনাথ সরকার, রিফ্রেশমেণ্ট রুম,	বর্দ্ধমান ষ্টেশন।
„ „	বিহারীলাল মিশ্র বি, এ,	বোরহাট, বর্দ্ধমান।

Z 1461,

বঙ্গের-গুপ্তকথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদেশ যাত্রা।

খ্রীষ্টীয় ঊণবিংশ শতাব্দীর ছাপান্ন বৎসর চলিয়া গেল;—ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রায় শতবৎসর হইতে চলিল,—ভারতে ইংরেজ শাসন বদ্ধমূল করিতে কত জীব নষ্ট হইল,—ভারত বক্ষ কতবার হিন্দু ও যবন শোণিতে পরিপ্লাবিত হইল,—কত বীরনারী বিধবা হইল, কত বীরমাতা পুত্র হারাইলেন, কত বাল বিধবার আর্ত্ত-নাদে ভারতীয় আকাশ বিদীর্ণ হইল,—কত সমরকুশলীর সমর কৌশল ব্যর্থ হইল, কত রাজনৈতিকের মস্তিষ্ক নিয়ত পরিচালনে দুর্ব্বল হইল, কত কৌশল, কত শঠতা, কত মন্ত্রণা, কত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের পর তবে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইল,—ভারতের মানচিত্র প্রায় সব লাল হইল;—লর্ড ডাল হৌসী আপন নামের জোরে ডঙ্কা বাজাইয়া, ইংলণ্ডে ডিরেক্টর সভার নিকট বাহবা লইলেন। এদিকে ইংরেজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের;—ভারতবাসীকে মুহূর্ত্তেক মধ্যে এক দেশের কথা অন্য দেশে তারে ব[illegible]য়া, এক দিনের পথ একঘণ্টায় রেল যাইতে দেখাইয়া অবাক করি[illegible] দি দুই চারি পয়সায় ভারতের একদেশে অন্য দেশে লইয়া গিয়া ভারতব ভেবাচেকা লাগাইলেন;—আবার ইং শিক্ষার নূতন পদ্ধতি বাহির করিলেন, গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ইং বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন,—ভ বাসী মন খুলিয়া ইংরেজী, [illegible] সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ইংরেজকে দিতে লাগিল; ইতি পূর্ব্বে লিপি পরিহারের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হ ছিল। ভারতে যেন যুগান্তর উপস্থিত বহু দিন অরাজকতার পর পুনরায় শাসনের সুনিয়ম সংস্থাপিত হইল ভারতবাসী ভাবিতে লাগিল বু[illegible] সুদিন আসিল;—সুলভ[illegible] পড় আমদানী হই[illegible] সুখ বা[illegible]

প্রস্তুত হইতে লাগিল ;
কে ভারতবাসীর সকল দুঃখ
নানান রকমে আপন নাম
সী সাহেব আট বৎসরের
যাত্রা করিলেন। এদিকে
ও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সিড়িতে
লাগিলেন ;—ভারতবাসী চির-
বং মেধাবী জাতী সময় পাইয়া
রিয়া হারান ধনের পুনরনুসন্ধান
লাগিলেন, সকলের অগ্রে ইংরেজী
মাকাঙ্খকতা হইল, আপনা হইতে উ-
য়া সকলেই আপন আপন গ্রামে
তে লাগিলেন,—এই সময়ে
পুর অঞ্চলে একটী উচ্চ ইংরাজী
স্থাপিত হইল, বিদ্যালয়ের স্থাপন
একজন জমিদার, গবর্ণমেণ্ট লিখিলেন
ক্ত বেতন দিতে প্রস্তুত একজন, ভাল
কর প্রয়োজন। বিদ্যালয় সমূহের
ধারক সেই কথা সংবাদ পত্রে প্রচার
দিলেন, কয়েক খানি আবেদন
সিল, তাহাদের মধ্যে যেখানি
হইল সেখানি চন্দননগরের
কুমার চক্রবর্ত্তীর প্রেরিত ;—সাত-
পরে বসন্ত জানিতে পারিলেন তাঁহার
না গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহাকে মেদিনী
যাইতে হইবে। বসন্তকুমার সে
জী নবীস, সুতরাং মেদিনী-
রাখিতেন না, জানি-
পিসে গেলেন,
ীপুরের

জল বায়ু ভাল, তথায় যাইতে পাল্কী এবং গোরুর গাড়ী ভিন্ন অন্য সুবিধা নাই ;—বাড়ীতে আসিয়া সেই কথা তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট জানাইলেন, সকলের মন সমান নয়, কেহ যাইতে যুক্তি দিলেন, কেহ নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা জননী কোন মতেই সম্মত হইলেন না ;—স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মন কিঞ্চিৎ জমাট,—বসন্তকুমারের পিতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মেদিনীপুর গমনে তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন, অগত্যা অনেক কষ্টে তাঁহার মাতার ও সম্মতি হইল ;—বসন্ত-কুমার মেদিনীপুরে মাষ্টারী করিতে যাই-বেন পাড়ার ছেলে বুড়ার কাণে উঠিল, বসন্ত বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বিদায় লই-লেন,—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা অনেক অনু-সন্ধানে একখানি কালেজের পাঁজি আনা-ইয়া দিনস্থির করিলেন, সেই দিনেই বসন্তের মেদিনীপুর যাওয়া অবধারিত হইল,—বসন্ত কিছু দিনের জন্য মাতার নিকট অনুপস্থিত থাকিবেন, এবং দূরদেশ যাইবেন, এজন্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানাবিধ সুভোজ্য ভোজনের সহিত পুত্রের কল্যানের নিমিত্ত পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। সেদিন রাত্রিতে মাতার নিদ্রা হইল না, স্বদেশের বিদেশের, আপন পিত্রালয়ের জাগ্রত গ্রাম্যদেবতাগণের নিকট উদ্দেশে কত রকম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পুত্র বিদেশে গিয়া যেন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে,

ান কিছু দূরে ছিল, বসন্তকুমার করিলেন "উলুবেড়ে হইতে আসিতে মেদিনীপুর যাইবেন।" দূরে দেখা গেল। উড়িয়া পশ্চিম দিক্ হইতে বটতলার আসিতেছে, তাহা দিগকে দেখিয়া ক দুইজনা চলিয়া গেল আর কিছু সা করিল না ;—বসন্তকুমারের মনে ক মাত্রায় ভয় সঞ্চিত হইল,—সে সম। কর্ত্তব্যতা ভাবিতেছেন এমন সময় উড়ি পাল বটতলায় আসিয়া আপনাদের হ মোট নামাইল, ছাতা ফেলিল, একে ক সকলে বসিল, কেহ বা শুইয়া প- া ; নির্জন গৃহে সামান্য প্রাণীও মানুষের র হয়, সভয় মনে সাহস দেয়, এ ত এক মনুষ্য ;—উড়িয়া দিগকে দেখিয়া বস- কুমার একটু ভরসা পাইলেন, তাহাদিগের ইত কথা কহিতে কহিতে গাড়োয়ানের হার সমাপন হইল,—তিনি গাড়োয়ানকে লেন, আর দেরি না করিয়া গাড়ী ড়িয়া দেওয়া হয়, গাড়োয়ান তাহাই ল। সন্ধ্যা হইল গাড়ী আসিয়া রূপ- ায়ণ তীরে উপস্থিত হইল ;—পশ্চিম ে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিল, থাকিয়া য়া তাহার কোলে চপলা খেলা ক- লাগিল,—দেখিতে দেখিতে পশ্চিম র দক্ষিণ দিকের আকাশ মেঘে কিয়া ফেলিল ;—প্রদোষে নিশীথের অন্ধ- ার আসিয়া উপস্থিত হইল, বায়ুর সঞ্চার ভূত হইল না, গাছে পাতাটী নড়ে না নারায়ণের জল নাচে না ;—প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে ;—রূপনারায়ণের ঘাটে নৌকা আছে, কর্ণ- ধার নাই,—মহা বিভ্রাট, নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন চারি খানি দোকান ;—দোকান গু- লির কিছু দূরে বাবলা গাছ, অন্ধকারে ভাল চিনা গেল না, আর একটী উচ্চ মহী- রুহ, তাহারই তলে গাড়ী খানি রাখিয়া বসন্তকুমার বলরাম এবং গাড়োয়ান তিন জনেই একখানি দোকান ঘরে প্রবিষ্ট হই- লেন,—প্রবিষ্ট হইবামাত্র পশ্চিম দিক্ হ- ইতে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই ঝড়ে কত বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিল, পত্র ছিঁড়িল, ঘর ভাঙ্গিল, চাল উড়াইল তাহার ঠিকানা করা যায় না,—দেশের ধুলা উড়াইয়া আ- কাশ পৃথিবী ঢাকিয়া দিল,—কিছুই দেখা গেল না, নয়ন কেবল ধূলি রাশি বই আর কিছু দেখিতে পায় না,—এক ঝড়েই বৃষ্টির আরম্ভে প্রলয়ের ভীষণ ছবি দেখাইয়া বিষয়- মত্ত মানবকে বিশ্বের পরিণাম, বুঝাইয়া দিল, মানব তাহা বুঝিল না ;—বুঝিবে ত সংসারের এত দুর্গতি কেন হইবে! ঝড় প্রতি বর্ষেই এইরূপ শিক্ষা দেয়, এইরূপে ঘোর ভীষণ রবে আবহমান কাল বিশ্বের পরিণাম বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে ; তাহার কি ফল দর্শিয়াছে যে আজি তাহার প্রত্যাশা করিব ;—ঝড় থামিল না—আ- রও জোরে বহিতে লাগিল, মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতাগ্নি বাহির হইতে লাগিল, বজ্রপাত শব্দে শ্রবণ বধির হইয়া আসিল, মুসল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল,

র্বসায়োপলক্ষে একবার মেদিনীপুর অঞ্চলে গিয়া ছিলেন. কিরূপে মেদিনীপুর যাইতে হইবে তাহার উপদেশ গ্রহণ করা এবং কলিকাতায় কয়েকটী আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করার প্রয়োজন থাকায় তিনি সেই আত্মীয়ের নিকট সেদিন অবস্থিতি করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। পর দিন ভাটায় নৌকারোহণ করিয়া কলিকাতার দশক্রোশ দক্ষিণ উলুবেড়েয় আসিয়া একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া মেদিনীপুর রওনা হইলেন,—তখন কেনাল হয় নাই; মেদিনীপুর যাইতে হইলে সকলকেই কটক রোড দিয়া যাইতে হইত। গাড়ী চণ্ডীপুরে পৌছিল, তখন বেলা প্রায় ৩ টা; বৈশাখ মাস;—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—আকাশে মেঘ মাত্র নাই;—চারি দিক্ যেন রক্ত বর্ণ;—দূরস্থিত গ্রাম গুলি ধূমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, কোন দিকে পশু পক্ষীর শব্দটী মাত্র নাই,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ;—রাস্তার ধারে দুই একটী অশ্বথ বৃক্ষের তলে কেবল বায়ুর সঞ্চার অনুভূত হইতেছে, অশ্বথের কচি কচি পাতা গুলি গুড় গুড় করিয়া কাঁপিতেছে, গাড়ীর গোরু অশ্বথতল পাইলে চলিতে চাহিতেছে না, গাড়োয়ানের প্রহারে বাধ্য হইয়া দুই এক পদ চলিতেছে, না পারিয়া মাঝে মাঝে ভূমিতল আশ্রয় করিতেছে;—নিকটে আশ্রয় নাই যে আমাদের পথিক দুইটী তথায় গিয়া বিশ্রাম লয়েন,—চতুর্দ্দিকেই মাঠ,—দূরে একটী বট বৃক্ষ দৃষ্ট হইল, বসন্ত কুমার গাড়োয়ানকে বলিলেন "গাড়োয়ান, চল ঐ বটবৃক্ষ তলে গিয়া তোমার গোর জল দিবে।" গাড়োয়ান বলিল ভালয় ভালয় এমাঠ পার হ'তে ত?

বস। তবে না হয়, আমরা হাটিয়া যাই;—তুমি আস্তে আস্তে লইয়া আইস।

গাড়ো। আপনারা দুটীতে যে কোরে যাবেন মশয়?

বস। আমাদের সঙ্গে ছাতা আছে

গাড়ো। তা নয় মশয়, এমাঠে সন্দ আছে;—

বস। কিসের সন্দেহ গাড়োয়ান?

গাড়ো। সে কথা আর আপনা শুনে কাজ নাই;—

এই কথায় বসন্তকুমারের মনে এ ভয়ের সঞ্চার হইল;—তিনি আর f বলিলেন না;—ক্রমে গোরুর গাড়ীর c দুইটী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলি দূর হইতে দৃষ্ট সেই বটতলায় আ পৌছিল,—গাড়োয়ান গোরু দুইটীর গ খুলিয়া দিল;—তাহাঁরা যদৃচ্ছা চ লাগিল,—মুসলমান গাড়োয়ান গ নীচু হইতে একটী হাঁড়ি বাহির ক পান্তা ভাত খাইতে বসিল—গাড়ী বসন্তকুমার বসিয়া কত কি ভাবিতে, বলরাম নিদ্রা যাইতেছে,—এমন সময় ই কায় দীর্ঘাঙ্গ, সবল শরীর দুইজন পু গাড়ীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা ক "কোথাকার গাড়ী, কোথায় যাইে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে।

সময়ে হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ রেলওয়ে খুলিয়াছিল—কলিকাতা হইলে চন্দন নগরের লোক পূর্ব্ব-ারে নৌকায় না গিয়া রেল ওয়ে-ইত;—বসন্ত কুমারও তাহাই , অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই চন্দন নগরের পৌছিলেন,—ষ্টেশনে আসিয়া জা-খনও গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে, র ওয়েটিং রুমে বসিয়া ভাবিতেছেন, প কতদিনে মেদিনীপুর পৌছিবেন, শ কেমন, সেখানে থাকিয়া কোন কষ্ট হ কিনা, ইত্যাদি;—নুতন দেশ দেখি-নূতন নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ বন, মাসে মাসে বেশ দশ টাকা বন এজন্য আবার একটু কৌতূহল ও ত ছিল, এমন সময়ে ষ্টেশনে ঘণ্টা —যাত্রীরা টীকিট লইবার জন্য তাড়া করিতে লাগিল, বসন্ত বলরামকে ন "দাদা তুমি দুখানা কলিকাতার কিনিয়া আন।" বলরাম বলিল কল কাজ আমাকে বরাত করিও না াপনি যাও।" বলরামের সাহস, বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা সেজন্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টীকিট আনিতে গেলেন; টীকিট দিবার ঘরে পিপীলিকা শ্রেণীর মত লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে অ-নেক সহ্য করিয়া তিনি দুই খানি টীকিট কিনিয়া বলাইকে লইয়া প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বলাই কাপড়ের গাঁটরী হাতে করিয়া প্লাট ফরমের ধারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে গাড়ীর ধুঁয়া দেখিতে ছিল, বোধ হয় ইতি পূর্ব্বে বলরাম কখন গাড়ী চড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে গুড় গুড় শব্দে ট্রেন খানি ষ্টেশনের প্লাট ফরমে প্রবেশ করিয়া জোর বলরামকে কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, বলরাম বজ্রাহতের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বসন্তকুমার না ধরিলে সাংঘাতিক আঘাত পাইত।

গাড়ি থামিল, বলরামের কাঁপনি থামি-লনা, গোছে গাছে বসন্তকুমার বলাইকে একজনার সাহায্যে গাড়িতে তুলিয়া লই-লেন, গাড়ী কতক দূর চলিলে বলরামের সাহস হইতে লাগিল, রসনা শুষ্ক হইয়া গিয়া ছিল, একটু সরস হইল,— ভা-বিল তাহার একটা ফাঁড়া গেল। ঘণ্টা-মধ্যেই ট্রেন হাওড়ার গিয়া পৌছিল;—বসন্তকুমার বলাই দাদার সঙ্গে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় পৌছিলেন, কলি-কাতায় বসন্তকুমারের একজন আত্মীয়

বিদেশ যাত্রা।

দুর্গা দুর্গা বলিয়া রাত্রি প্রভাত হইল,—বসন্তকুমার তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া যাত্রা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন,—সঙ্গে তাঁহার পিসতুতো ভাই বলরাম মেদিনীপুর যাইবেন, তাঁহাকে ডাকিলেন, বস্ত্রত্যাগ করিয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইবেন, এমন সময় তাঁহার জননী তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া গৃহ মধ্যে যে একটী পূর্ণ ঘট পূর্ব্বেই স্থাপনা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাকে তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে বলিলেন,—ঘটের উপরে দেওয়ালের গায়ে একখানি দেশী চিত্রকর চিত্রিত দশভুজার মূর্ত্তি ছিল, পরে তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্ন কৃত বাসে প্রণাম করিতে বলিলেন; তখনকার ইংরেজী নবীশদিগের মধ্যে মিল বা কোমতের তর্ক এবং ব্রাহ্ম সমাজের যুক্তিও এতটা সুলভ ছিল না সুতরাং বসন্ত নিরাপত্তিতে জননীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিলেন;—তাঁহার মাতা বিজয়াযাত্রার পুষ্প লইয়া তাঁহার চাদরের কোণে বাঁধিয়া দিলেন, বসন্ত পিতৃ মাতৃ পদে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন,—তাঁহার মাতা পিতা নানা দেব দেবীর নাম গ্রহণানন্তর শুভ যাত্রিক নানা প্রকার দ্রব্য ও পশুপক্ষীর নাম করিতে লাগিলেন;—বসন্ত ঘরের বাহিরে আসি-

লেন বাহিরে তাঁহার কনিষ্ঠ সহো
পাড়া প্রতিবাসীদের ছোট ছে
গুলি দাঁড়াইয়া উকি ঝুকি মারি
তাহাদিগের কাহারও গায়ে, কাহার
হাত দিয়া সম্ভাষণ করিলেন
বাসিনী দুই চারি জন বৃদ্ধা
প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদিগকে
করিয়া, আশীর্ব্বাদ লইয়া, বাটীর
আসিলেন, বাহিরে বৃদ্ধগণ অপেক্ষা
ছিলেন তাঁহাদিগেরও সম্মান র
তিনি, পশ্চাতে বলাই, যাত্র
লেন। তাঁহার জননী অপ
পরাকাষ্ঠা হেতু বাহির বাড়ীতে
যতক্ষণ পুত্রের প্রতি দৃষ্টি পৌছিল
দেখিতে লাগিলেন, পরে তাঁহার
বয়স্কারা আসিয়া তাঁহাকে বাটীর
লইয়া গেলেন। একটা অদ্ভুত ঘ
ন্যায় বসন্তের মেদিনীপুর যাত্রা
প্রচারিত হইল। বসন্তের মাতা
প্রবেশ করিয়া ঘর ফাঁকা ফাঁকা
লাগিলেন, তাঁহার মন উড়ু উড়ু
লাগিল;—বসন্ত সবে মাত্র চব্বিশ
পড়িয়াছে, ঘরে থাইয়া কালেজে প
কখন বিদেশে থাকেন না; কেমন
ভগবান তাঁহাকে ভাল রাখিবেন তাঁহ
কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলে

বৃষ্টির বিরাম নাই;—এমন সময় বসন্তকুমার যে দোকান ঘরে আশ্রয় লইয়া ছিলেন, সেই ঘরের বাহিরে মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন,—কে যেন বলিতেছে "মশায় দোর খুলে প্রাণ রক্ষা করুণ।" বসন্ত দ্বার খুলিতে চাহিলেন, বলরাম নিষেধ করিয়া বলিল "আপনাদের প্রাণ থাকিলে অপরের প্রাণ রক্ষা হইবে, এখন দোর খোলা যাইতে পারে না।" পুনরায় শব্দ হইল "তবে আপনাদের সাক্ষাতে স্ত্রী হত্যা হইল।" "স্ত্রী হত্যা হইল" এই কথায় বসন্তকুমার অনুরোধ বা প্রাণের ভয় কিছুই রক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কাহার ও শব্দ পাইলেন না;—বারম্বার চীৎকার করিতে লাগিলেন "কে ডাকিতে ছিলেন? কোথায় গেলেন, আসিয়া গৃহে আশ্রয় লউন" কোন উত্তর পাইলেন না। ইতি মধ্যে বিদ্যুতস্ফূরণ হইল;—বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন একটী স্ত্রী লোক প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে পতিত;—বিদ্যুতালোক নিমেষ মধ্যে নিবিয়া গেল,—বসন্তকুমার হাতড়াইয়া কামিনীকে ধরিয়া গৃহমধ্যে টানিয়া লইলেন; নাসিকা রন্ধ্রে হস্তারোপ করিয়া দেখিলেন, শ্বাস পতন হয় না;—তখন ভাবিলেন বাস্তবিকই স্ত্রী হত্যা হইয়াছে,—মুখে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন, দুইপাটী দাঁত চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে;—তখন আমাদের দেশে বিলাতি দেশেলাই সুপ্রচুর ছিল না, কিন্তু

বসন্তকুমার কলিকাতা অঞ্চল[illegible] গ্রামে যাইতেছেন, পথে কে[illegible] প্রয়োজন হইলে যদি না পান লণ্ঠন, কতক গুলি বাতি, অ[illegible] দেশেলাই সঙ্গে আনিয়া ছিলে[illegible] হইতে দেশেলাই বাহির করি[illegible] জালিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটীর ব[illegible] মানিক তের চৌদ্দ বৎসর, গৌর[illegible] হারা শরীর,—মুখখানি পান পত্রে[illegible] বড় লম্বাও নয় গোলও নয়, পা[illegible] খানি ফরেস ডাঙ্গার লাল বাগানে[illegible] গা সাজান স্বর্ণালঙ্কার,—যথা গলে[illegible] ছড়া চিক্, কাণে কতক গুলি মাক[illegible] ডুগাছি সোনার বালা, উপর হা[illegible] সোনার তাবিচ্, কটিতে একছড়া উল্টা গোট, সোণার সূক্ষ্ম একছড়া মস্তকের কবরী বাঁধা;—দেখিয়াই[illegible] কুমার বুঝিতে পারিলেন কামিনী সম্ভ্রান্তকুল ললনা;—সমস্ত অঙ্গ [illegible] এবং মুখের সরসতা দেখিয়া [illegible] একরূপ স্থির করিলেন যে কা[illegible] এখনও জীবিতা; বায়ু, বৃষ্টি, এবং [illegible] ভয়ে চেতনা শূন্য হইয়াছেন;—সেই মধ্যে কতকগুলি শুষ্ক তাল পত্র ছিল সন্ত তাহা জ্বালাইয়া তাঁহার অঙ্গ প্র[illegible] কিছুক্ষণ তাপ দিতে দিতে, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল,—শ্বাসপতন অ[illegible] হইল, তখন বসন্ত নিশ্চয় করিলেন এ[illegible] তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় না[illegible] মিনী জীবিত,—বসন্তের মন[illegible] বাল[illegible]

ার সঞ্চার হইয়াছে,—কিছুক্ষণ থাকিয়া কামিনী অনাবৃত ল টানিয়া ঢাকা দিলেন,— কুমার একটু সরিয়া বসিলেন, অগ্নি জ্বলিতে লাগিল;—ক্রমে ল,—বৃষ্টির সহিত প্রবল বাত্যা বিশ্রাম করিল,—দেখিতে দে- ঘাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্থ- ন্তরীক্ষ-দেশ কোটী কোটী হীরক আপন কলেবর সাজাইল;—চারি ফরসা হইল—নক্ষত্রালোকে গাছ ঝোপ জঙ্গলের ছায়া দেখা যাইতে াজার মধ্যে মনুষ্য কোলাহল শুনা রম্ভ হইল;—দোকানীরা কেহ উত্তর কোনার খুটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে, বা আমার বড় আম গাছের ডাল াছে, কেহ আমার ঘর ভাসিয়া ছ।" এইরূপ বলিতেছে। সকলেই নের অন্বেষণ করিতেছে;—প্রদীপ বার প্রয়োজন হইয়াছে,—কাহার চক- ; সোলা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহার মাল- আগুণ ছিল বৃষ্টির শীকরবাহী বায়ু স্পর্শে য়া গিয়াছে,—বসন্তকুমারের ঘরে ী জ্বলিতেছে দেখিয়া দুই এক জন রা প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া গেল,— লই কামিনীকে বসন্তকুমারের সহ- ণী বিবেচনা করিয়া "ভদ্রলোক পরি- ড়্ইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছে" বলিতে বলিতে আপন কর্ম্মে গেল;—সে সকল কথা বসন্তের শ্রুতিপথে পৌছিল না। ক্রমে নীলাকাশে কে যেন রূপা ঢালিয়া দিল;—ছোট ছোট নক্ষত্রগুলি গলিত- রজত স্রোতে ডুবিয়া গেল;—আকাশ হাসিল, পৃথিবী হাসিল, দিক সকল হাসিল, বৃক্ষের নবীন কিশলয়গুলি সোনার মুখে রূপার হাসি হাসিল, এ হাসি বড়ই মধুর;— ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু বহিল,—কৌ- মুদী-রাশি রূপনারাণকে আলিঙ্গন দিয়া আহ্লাদে সহস্রধা হইল,—রূপনারায়ণ ও প্রত্যালিঙ্গন দিয়া চন্দ্রিকার গলা ধরিয়া নাচিতে নাচিতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীর চরণ ধৌত করিয়া আর্য্যকীর্ত্তি গাইতে গাইতে চলিতে লাগিল;—বসন্তকুমার ঝটিকার পরক্ষণেই প্রকৃতিকে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দেখিয়াছিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ তাহার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন,— এই ঝড় বহিল আকাশ পৃথিবী কাঁপাইল, বৃক্ষ ভাঙ্গিল, লতা ছিড়িল ঘর উড়াইল— পরক্ষণেই সব মাতিয়া গেল,—কোথাও কিছু নাই,—আবার বায়ু বহিল, পাতা নড়িল, নদ খেপিল,—প্রকৃতি হাসিল;— সকলই যেন পতন হইল;—দুই ঘণ্টা মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হইল,—এই সকলকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের অনন্ত নিয়ম, বিশ্ববিধায়িনী শক্তির অনন্ত মহিমা ভাবিতে ভাবিতে পার্থিব চিন্তা ভুলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু ?

গৃহাভ্যন্তরে বলরাম স্ত্রীলোকটীর চতুর্দ্দিকে আগুণ জ্বালিয়া বসিয়া আছে;—প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অবস্থার উন্নতি প্রত্যাশা করিয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে;—বসন্তকুমার একটু তফাতে;—এমন সময় অকস্মাৎ "এদিকে একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছিল" এই শব্দ তাঁহার শ্রুতিচর্ম্মে আঘাত করিয়া ঘোর ভাঙ্গিয়া দিল;—শশব্যস্তে বলিলেন "এদিকে আসুন"—বলিবা মাত্র একটি যুবক পশ্চাতে বেহারাদিগের স্কন্ধে একখানি পাল্কী, সঙ্গে সাত আট জন ভোজপুরে দরওয়ান বসন্ত কুমারের নিকটস্থ হইল। যুবকের বয়স আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর;—উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ;—মোটা সোঁটা দোহারা শরীর;—মুখ মণ্ডল গোল;—নাসিকা উন্নত;—তাহার অগ্রভাব একটু বক্র, চক্ষু মুখের অনুযায়ী নহে, তুলনায় একটু ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়;—গণ্ড স্থলের অস্থি উন্নত;—শ্রুতি দুইটী একটু বড়;—অপ্রশস্ত ললাটের মধ্যভাগ ঈষৎ অবনত;—চিবুকাস্থি বহির্ভাগবর্ত্তী;—শরীরে মাধুর্য্য মাত্র নাই;—পরণে এক খানি কালাপেড়ে ধুতি;—গায়ে একটী নিমুর পিরাণ; স্কন্ধে একখানি চাদর। যুবক বসন্তকুমারের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"সৌদামিনী" পুনরপি বলিলেন "সৌদামিনী, ভদ্র লোকের ঃ এইরূপে পিত্রালয়ে গিয়া থাকে শ্বশ্রু প্রভৃতি গুরুজনের অবমানন, স্বেচ্ছাচারিণী হ'লে দেবতা তাকে বিপদে ফেলেন, দেখ দেখি, অন্ন কষ্ট পেলে! এখন আমার পাল্কী —এ অতি কুস্থান, এখানে রাত্রি যার পর নাই অসুখ হ'বে, চল্ ঘরে যাব" কামিনী নিরুত্তর যুবা পুরুষ তখন গৃহ মধ্যে প্র। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—

কামি। মহাশয়, আমাকে স্বামীর নিকট পৌছিয়া দিন।

যুব। এই যে আমি, তোমার নিকটেই আছি;—

কামি। আমায় রক্ষা করুন,—দ দস্যু—দস্যু—রক্ষা করুন!!!

যুবক তখন বসন্তকুমারকে জি করিল মহাশয়, "কে এঁকে এখানে আ

বস। উনি আপনি এসেছেন।

যুব। বেহারা বেটারা কি অবিশ —ওঃ বেটারা ভয়ানক নেমক হারাম

বস। ব্যাপার টা কি বলুন দেখি

যুব। দু তিন রাত ধরে বল্লেও হয় না।

নিকিআপনার স্ত্রী ?
।জ্ঞা, হাঁ
জলটার সময় আমরা দ্বার বন্ধ
াছি ;—অকস্মাৎ চীৎকার শব্দে
য়া দেখি উনি দাওয়ার উপর অ
ায় পড়ে আছেন, ধরা ধরি করে
জনে ঘরে নিয়ে সেক তাপ দিতে
খন জ্ঞানের সঞ্চার হ'লো—তখন
দেখে আগুণ জ্বেলে দিয়ে আমারা
বসেছি, আর আপনি এলেন।
মহাশয়রা আমার জীবন দিয়ে-
কিছুতেই আপনাদের ধার পরিশোধ
বা না ;—স্ত্রীলোক নিয়ে ঘরকন্না
াল্ ঘোর দায় হ'য়েপড়েছে; —
আপনার নিবাস কোথায় ?
। বড় অধিক দূর নয় ;—
।। কত দূর হ'বে ?
। এখান হ'তে তিন চারি ক্রোশ ;
স। গ্রামটীর নাম কি ?
ব। জগদীশপুর ;—
স। বৈশাখ মাসের দিন অপরাহ্নে
স্ত্রী লোককে বাড়ীর বাহির হ'তে
য়া যার পর নাই অন্যায় ;—
ব। আপনি তবে সব কথায় কাণ
না বোধ হ'চ্ছে।
াস। আজ্ঞা না ;—
ুব। আমরা কেহ জানি না ;—সক-
ের অনুমতিতে পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন ;—
বস। আপনাদের পল্লী গ্রামে সবই
তে পারে ;—

যুব। মহাশয়ের নিবাস ?
বস। চন্দন নগর ;—
যুব। গঙ্গাতীর ?
বস। আজ্ঞা হাঁ ;—
যুব। কোথায় যাবেন ?
বস। মেদিনীপুর ;—
যুব। সেখানে অবস্থিতি করা হয় ?
বস। আজ্ঞা না ;—এই নূতন যাচ্চি ;—
যুব। কর্ম্ম কার্য্য উপলক্ষে বুঝি ?
বস। হাঁ ;—
যুব। কি কাজে যাচ্চেন ?
বস। বিলাসপুরে একটী ইংরেজী স্কুল হয়েছে, সেই স্কুলের শিক্ষকতা কাজে যাচ্চি ?
যুব। তবে মহাশয়, আজি রাত্রি হয়;—
বস। আজি রাত্রি এখানে অবস্থিতি করে প্রাতেই না হয় যাবেন ;—
যুব। না মহাশয়,—আপনি ইঙ্গিতে আমাদের পাড়া গাঁয়ের একটু নিন্দা কল্লেন, কিন্তু সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদের অনেকটা আবরু আছে ;—গ্রামে একথা রাষ্ট্র হ'তে না হ'তে আমাকে বাড়ী পৌছিতে হ'বে।
বস। আপনাদের দেশের রীতি নীতি আমার ভাল জানা নাই ;—যদি কোন ত্রুটী হ'য়ে থাকে মার্জনা করবেন ;—
যুব। আজ্ঞা না ; ত্রুটীর কথা বলছি না,—বরং মহাশয় যা উপকার করেছেন, কিছুতেই তার প্রতিশোধ হবে না। আপনি তবে ওকে জাগ্রত করুন ;—

বস। সেটা কি ভাল দেখায় ? আপনার অনুপস্থিতে আমাদের কর্ত্তব্য যা করেছি, এখন আপনার কর্ত্তব্য কাজ করুন ;—আপনার নামটী কি ? এই পথে এখন কিছু দিন ত যাতায়াত কত্তে হ'বে ;—কখন সরাইতে থাক্‌তে যদি অসুবিধা হয়, মহাশয়ের অতিথি হবো।

যুব। পরম সৌভাগ্যের কথা ; তা কি কখন ঘটবে ! এমন দিন কি হ'বে,—মহাশয়ের মত লোককে ঘরে ব'সে পাবো ?

বস। সময়ের কথা কি বলা যায় মহাশয় !

এই কথার পর যুবক গৃহপ্রবিষ্ট হইবেন এমন সময় বসন্তকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নামটী কি ?"

যুব। আজ্ঞা,—আমার নাম বিপিনবিহারী শর্ম্মণ, আমরা ফুলে মেলের মুখুটী ;—

বস। যে আজ্ঞা—পরম বাধিত হলেম ;—

গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া যুবক নিদ্রাভিভূতা কামিনীকে "সৌদামিনী" "সৌদামিনী" বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিল ;—কামিনী চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া "মহাশয়, রক্ষা করুন" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন। বসন্ত তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলেন কামিনী আপন বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া দুই হস্ত চাপিয়া ধরিয়া আছেন ;—বসন্ত যুবককে এরূপ আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনে ভাবিলেন যুবক হয় ত মনঃক্ষোভে কামিনীর বরাঙ্গে কোন আঘাত করিয়াছে। পাঠক, বাস্তবিক তাহা নহে ;—বসন্তকুমারের পদশব্দে কামিনী পুনরায় চক্ষু চাহিলেন, পুনরায় কহিলেন "মহাশয়, দস্যু হস্ত হ'তে রক্ষা করুন।" স্ত্রীলোকটীর বারম্বার এইরূপ কাতরোক্তিতে বসন্তকুমারের মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল। তিনি যুবককে বলিলেন মহাশয়, অদ্য রাত্রি এখানে অবস্থিতি করুন, কল্য প্রাতেই যাওয়া শ্রেয়ঃ।"

যুব। কি বলেন মহাশয়, আমি সামান্য বাজারে সস্ত্রীক আজ রাত্রি কাটালে প্রাতে মুখ দেখান ভার হ'বে। আমারা এদেশের গণ্য মান্য,—আমাকে কেহ না চিনুক, আমার পিতার নাম এদেশের লোকের প্রাতঃস্মরণা, সকলেই তাঁ'কে জানে ;—তাঁর পুত্র, পুত্র বধূ এরূপ জঘন্য স্থানে রাত্রি কালে ছিল, শুন্‌লে লোকে কত কি মনে করবে ?

বস। নিকটে কোন আত্মীয় লোক নাই ?

যুব। রাশি রাশি ;—সেখানে নিয়ে যাবার কোন আপত্তি নাই, কেবল এই যে পাছে কুটুম্ব সমাজে সকল কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ;—

বস। স্ত্রীলোকটী যে কথা বল্‌তেছেন, তার কারণ কি ?

যুব। ঘরের কথা আপনি বিদেশী লোক, কেমন ক'রে সমস্ত বলি ;—

বস। যদি আপত্তি থাকে, কোন প্রয়োজন নাই ;—

এই সকল কথা শুনিয়া বসন্তকুমারের দাদা বলরাম বলিয়া ফেলিল "বল্‌তে কি মহাশয়, আপনার কথায় বড় সন্দেহ হচ্চে।"

যুব। আপনি কি বলেন আমার স্ত্রী নয়?

বস। হউন না হউন,—তায় আমাদের কিছু আসে যায় না। উনি যখন আজি রাত্রি আমাদের আশ্রয় নিয়েছেন, তখন কোন মতে ছেড়ে দিতে পার্‌চি না,—কাল প্রাতে আপনার কুটুম্ব স্বজনকে এখানে এনে, বুঝাইয়া নিয়ে যাবেন।"

যুব। তা হলেই আপনারা আমাকে হত্‌মান করেন ;—আমি আপনার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে যাব, তায় আপনাদের এত আপত্তি, এত বাধা দিবার আবশ্যক ত দেখ্‌ছিনা।

বল। স্ত্রীলোকটী যে আপনার বিবাহিতা তারই প্রমাণ কি?

যুব। আপনার কাছে ত তার নিষ্পত্তি হ'বে না!

বল। নিষ্পত্তি না হ'লেও আমরা ছাড়তে পারি না,—যে হেতু স্ত্রীলোক তাহাতে সম্মত নহে।

যুব। স্ত্রী লোক যদি দুষ্টা হয় ;—

বল। তবে আপনি তাকে নিয়ে গিয়ে যদি খুন করেন ;—

যুব। তায় আপনার কি?

বল। এ আর মুসলমানদের রাজত্ব নয়, কোম্পানি বাহাদুরের মুলুক ;—বাঘে বলদে এখন এক ঘাটে জল খায় ;—

যুব। আপনারা যদি আমার স্ত্রীকে না নিয়ে যেতে দেন তা হ'লে আমি জোরে নিয়ে যাব ;—

বল। বলদেব শর্ম্মা থাক্‌তে আর নয় ;—

বলরামের সহিত যুবক বিপিনবিহারীর অনেক ক্ষণ বাগবিতণ্ডা চলিতে লাগিল,—কথায় কেহ কাহাকে পরাভূত করিতে পারিতেছে না ;—পরিশেষে বিপিন আপন অনুচর বর্গকে হুকুম দিল সকলে সৌদামিনীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া পাল্‌কীতে তুলিয়া লয় ;—পূর্ণিমার জোয়ারের জলরাশির মত দরওয়ানেরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধ নিদ্রিত স্ত্রীলোকটীকে ধরিল ;—তিনি "দস্যু—দস্যু—দস্যু—মহাশয় রক্ষা করুন,—আমার বেহারা দরওয়ান সকলকে খুনকরেছে, আপনারা আমায় রক্ষা করুণ ;—সতীর জীবন অপেক্ষাও মহার্হ ধন সতীত্ব রক্ষা করুন, দস্যু হস্ত হ'তে উদ্ধার করুন।" বসন্তকুমার আর সহ্য করিতে পারিলেন না, দরওয়ানদিগকে আক্রমণ করিলেন, বলরাম একগাছা লাঠী লইয়া তাহাদের একজনকে আঘাত করিল ;—বসন্তকুমার একজনকে ভূমিতলে শয়ন করাইলেন ;—অন্য সকলে মরিয়া হইয়া বসন্ত ও বলরামকে লাঠি দিয়া জখম করিল ;—উভয়ে বিমুখ হইলেন। স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তনাদ আরও বাড়িতে

লাগিল, বিপিন দরওয়ানদের সাহায্যে তাঁহাকে পাল্কীতে তুলিয়া পাল্কীর দ্বারে চাবি বন্ধ করিল ;—বেহারাগণ জোরে পাল্কী হাঁকাইয়া—দিল।

পাল্কী কটকরোড দিয়া পূর্ব্বমুখে ছুটিল ;—স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তিনাদ পাল্কীর কপাট ভেদ করিয়া আকাশপথ কাঁপাইতে লাগিল ;—পাল্কী যত ছুটীতে লাগিল কামিনীর আর্ত্তনাদও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল ;—পাল্কীখানি যতই দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল কামিনীর করুণস্বর ততই মন্দীভূত হইয়া আসিল,—ক্রমে আর শুনিতে পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনা।

লাঠির আঘাতে বসন্তকুমারের পৃষ্ঠে এবং বলরামের কটিতে বড়ই দরদ লাগিয়াছিল ;– উভয়েই যারপর নাই কাতর হইয়াছিলেন ;—লাঠির আঘাত অপেক্ষা স্ত্রীলোকটীর কাতর বাক্য তাঁহাদিগকে অধিক লাগিয়াছিল ;—উভয়ে ভূমিতল হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতর গেলেন ;—বাজারের দোকানদারেরা আসিয়া বসন্তকুমারের পরিচয় লইতে লাগিল ;—সকলেই তাঁহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিল ;—বসন্তকুমারের ইচ্ছা ছিল না যে সে রাত্রি আহার করেন, কিন্তু বলরাম অনাহারে থাকিবার পাত্র নহে, দোকানদারের নিকট হইতে চাল ডাল আনিয়া রন্ধন করিতে বসিল ;—বসন্ত গাড়ী হইতে শয্যাটি উঠাইয়া আনিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন ;— ঘুম আসিল না ;—নানান্ ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল ;—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে এক বারেই সিদ্ধান্ত করিলেন, মেদিনীপুর ভাল জায়গা নহে ;—এদেশে এরূপ ভয়ানক দস্যুতার কথা তিনি কখন উপন্যাসেও শুনেন না ;—শুনিলে আসিবার বিষয় বিবেচনা করিতেন ; যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার আর উপায় নাই ;—এখন যেরূপে হউক মেদিনীপুর পৌঁছিতে পারিলে ভবিষ্যতে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল ;—কিয়ৎক্ষণ পরে বলরাম তাঁহাকে জাগ্রত করিল,—উভয়ে একত্র আহার করিলেন। আহারের পর বসন্তকুমার বলরামকে বলিলেন "বলাই দাদ, এক একজন করিয়া ঘুমাইতে হইবে, এস্থানটা বড় ভাল নয় ;—গাড়োয়ানকে শুইতে বল।" বলাই গাড়োয়ানকে ডাকিল ; গাড়োয়ান দোকান ঘরের দাওয়ায় শয়ন করিল ;—প্রথম

বসন্ত কুমার ঘুমাইলেন;—বলরাম ভ্রাতার নিকট স্বীকার করিল ঘুমাইবে না, কিন্তু তাহার চক্ষু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দিল না,—আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিল, কিয়ৎকাল পরে বলরামের নাক ডাকিতে লাগিল;—ক্রমে নির্ম্মল নীল আকাশে চন্দ্রমা পশ্চিম দিকে ঝুলিয়া পড়িল;—কাকেরা বাসা ছাড়িল না;—কিন্তু "কাকা" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; গাছের পাতার ভিতর বসিয়া দয়েল শিশ্ দিয়া যেন সিত রশ্মির শীতলতা বাড়াইয়া দিল; শুনিয়া মন গলিয়া গেল; এখন রূপ নারায়ণ গম্ভীর মূর্ত্তি প্রবীণের ন্যায় স্থির; চঞ্চল নহে। পরক্ষণেই রূপ নারায়ণের ঘাটে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পথিকদের কথোপকথন শুনা গেল।

গাড়োয়ানের নিদ্রা ভাঙ্গিল; আপন পশু দুইটী নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থতলে, যেখানে ভোজনাবশিষ্ট তৃণ গুলিতে শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, সেই খানে গিয়া তাহাদের গলরজ্জু ধরিয়া টানিল;—গোরু দুইটীর সুখ নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাহারা—শৃঙ্গ নাড়িয়া একবার উঠিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল;—গাড়োয়ান আবার টানিল;—পশু জাতি বুঝিল না,—উঠিতে ইতঃস্তত করিল;—গাড়োয়ানের হাতে প্রহার খাইল, তখন গাঝাড়া দিয়া উঠিল, অবোধ পশু বোঝে না যে তাহারা নাকফোড়া বলদ, নাসারজ্জু টানিলেই উঠিতে হইবে;—পরবশীভূত,—পরের ইচ্ছা পরের আবশ্যক পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগের জন্ম,—আমাদিগেরও ভ্রম যে পশু জাতিকে একথা বলি,—আমাদিগের মধ্যেও কত নাক ফোড়া পশু আছেন,—প্রভু দড়ি ধরিয়া অসময়ে টানিলে তাঁহারাও শৃঙ্গ নাড়া দেন,—কিছুতেই চাগেন না, শেষে চাবুকটী পাইলেই ভাল মানুষী দেখান;—ভাই পশু গণ, কখন আমাদের পশুজন্ম খণ্ডন হয় তবে শিংনাড়া সাজিবে, না হইলে চাবুকই সার;—তাই বলি যে হেতু পরমেশ্বর নাক ফোড়া করিয়াছেন;—এখন শৃঙ্গ নাড়িওনা,—নাড়িলেই যদি চাবুক, তবে কাজ কি,—দড়ি টানিলেই আপনার অবস্থাকে প্রণাম করিয়া গাঝাড়া দিয়া উঠিবে। প্রভু গাড়িতেই যুতুন, পৃষ্ঠে দশমণ বোঝাই চাপান, আর লাঙ্গলেই দিন, তাহাতেই জুটিবে। অনিচ্ছা প্রকাশ করিওনা। ঐ দেখনা নির্বোধ পশু এতক্ষণ শৃঙ্গ নাড়া দিয়া উঠিতে চাহিতে ছিল না,—চাবুক খাইয়া আপনিই গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়াছে;—গাড়োয়ান গাড়িতে যুতিয়া দিতেছে, আপনা হইতে ঘাড় পাতিয়া বহনদণ্ড স্কন্ধে লইতেছে; গাড়োয়ানের গাড়ী যোতা হইল;—ঘরের দ্বারে গিয়া ধাকা দিয়া বলিল "বাবু উঠুন,—সকাল হয়েছে।" গাড়োয়ানের ডাকে বসন্তকুমারের নিদ্রা ভাঙ্গিল, ভাবিলেন বলাই দাদা অনর্থক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিল,—কিন্তু পরক্ষণেই বলরামের নিশ্বাসের গম্ভীর শব্দে তাঁহার সে সন্দেহ মিটিয়া গেল। তিনি "বলাই দাদা" বলিয়া দুই তিন বার ডাকিবার পর,—বলাই

দাদা ঘুমাইতে ঘুমাইতে উত্তর দিল,—আবার নাসিকা ডাকিতে লাগিল,—বলাই জাগিল না,বসন্তের হাতেও চাবুক ছিল, যে হেতু বলরাম আত্মীয় হইলেও তাহার সংসার খরচের জন্য তাঁহাকে মাসিক কিছু কিছু দিবার করার করিয়া ছিলেন ;—বসন্ত গাড়োয়ান অপেক্ষা অধিক দয়ালু,—চাবুক চালাইলেন না,—আবার ডাকিলেন, বলাই উঠিল না, ওঁ, আঁ করিতে লাগিল,—বসন্ত ঠেলা মারিয়া বলরামকে জাগ্রত করিলেন, বসন্তের ঠেলায় বলাই উঠিয়া বসিল, চোখ হাত মুছিতে লাগিল; শেষে কাপড়, বিছানা বাঁধিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল; তখন সকাল হইয়াছে; লোক জন উঠিয়া মুখ হাত ধুইতে যাইতেছে, কেবল আমাদিগের বলরামের সহাধ্যায়ী দুই একজন এখনও শয্যায় পড়িয়া গ্রীষ্মকালের ছোট রাত্রিকে টানিয়া টুনিয়া বাড়াইয়া লইতেছেন। এখনও সূর্য্য ওঠে নাই, কিন্তু পূর্ব্বদিকের আকাশে পাতলা সোনার মত সূর্য্যকিরণ খেলা করিতেছে ;—কেমন এক রমণীয় শীতলতা লইয়া দক্ষিণ বাতাস মৃদু বহিতেছে,—বলাই গাড়ীতে উঠিয়াই পূর্ব্ববৎ নাসিকা ডাকাইতে লাগিল,—বসন্তকুমার গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে বলিয়া পদব্রজে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নিকটেই রূপনারায়ণের পার ঘাট,—বসন্তকে বড় অধিক দূর হাঁটিতে হইল না,—নৌকা কিনারায় আসিল সকলে তাহাতে উঠিলেন, গাড়ী খানিও উঠিল,—উঠিয়া অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনীয়তা সপ্রমাণ করিল এবং "না পর গাড়ী" এই মহাবাক্য কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিল। নৌকা খানি রূপনারায়ণে পাড়ি মারিল ;—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পারে পৌছিল ;—তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে ; গাড়ী খানি নৌকা হইতে নামাইয়া গাড়োয়ান পুনরায় গোরু যুতিয়া জোরে পশ্চিম মুখে কটক রোডে চালাইয়া দিল ;—গাড়ীর ভিতর বলরাম নিদ্রা দেবীর চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে যাইতেছেন ;—বসন্তকুমার পূর্ব্ব রাত্রির অদ্ভুত ঘটনা আলোচনা করিতেছেন ;—দিবাভাগে একটী সরাইয়ে পৌছিয়া তাঁহারা আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যা কালে পাঁশকুড়ায় পৌছিলেন ; সে দিন বৈকালে ঝড় বৃষ্টি হয় না ; আকাশ পরিস্কার ছিল ;—সূর্য্য দেব সকায় অস্ত গেলেন ;—বড় মনোরম সন্ধ্যাকাল ;পাখীর গানে, মলয় সমীরণে, সন্ধ্যার আঁধারে মন উদাস করিল ;—মন যেন এক অনন্ত ভাবে বিভোর হইল ;—বিশ্বের আদি অন্ত, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবিতে ভাবিতে অনন্তে মিশিয়া গেল ;গাড়ী খানি একটী দোকানের সম্মুখে গিয়া থামিল ; দোকান-দারেরা সকলেই বহু দিনের পরিচিতের ন্যায় "এখানে আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল ; একাকী বসন্ত কয়জনের অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম, তিনি বাজারের মধ্যস্থলে, একখানি ভাল ঘর দেখিয়া তাহাতেই আপনাদের আসবাব উঠাইয়া লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দস্যু গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি।

মেদিনীপুর সদর ষ্টেশনের আনুমানিক ত্রিশমাইল উত্তরে চন্দ্রকোণা একটী প্রাচীন জনপদ;—প্রবাদ এইরূপ যে পুরাকালে চন্দ্রকেতু রাজা এইস্থানে রাজত্ব করিতেন, এজন্য এই স্থানের নাম চন্দ্রকোণা হইয়াছে; তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখানকার লোকেরা কতকগুলি দেবালয়, একটী কূপ দেখাইয়া বলেন সেগুলি রাজা চন্দ্রকেতুর কীর্ত্তি;—ফলতঃ চন্দ্রকোণা যে বহুকালের প্রাচীন স্থান সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই;—চন্দ্রকোণার ধুতি আমাদিগের ছোট বড় সকল পাঠকের নিকট পরিচিত;—চন্দ্রকোণার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে একটী অরণ্য মধ্যে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি নামক একজন খ্যাত দস্যু বাস করিত;—তাহার বাল্যকাল হইতে দস্যুতা ভিন্ন আর কোন উপজীবিকা ছিল না;—সে যেমন বলিষ্ঠ কায় তেমনি সাহসী,—কাহাকেও দৃক্‌পাত করিত না;—বড় বড় জমিদারেরা তাহার নাম শুনিলে থর হরি কাঁপিতেন,—গোবর্দ্ধন পত্র দ্বারা গৃহস্থকে সংবাদ দিয়া দস্যুতা করিত,—তাহার ভয় ডর কিছুই ছিল না, নিকটবর্ত্তী দুই তিনটা জেলার দস্যুগণ তাহাকে আপনাদিগের সর্দ্দার বলিয়া মানিত;—এই জন্যই গোবর্দ্ধনের দিক্‌পতি উপাধি হয়;—প্রভূত ধনশালী না পাইলে গোবর্দ্ধন দস্যুতা করিত না;—দুই চারি সহস্র মুদ্রা ক্ষতিতে যাঁহার অনাটন হইবে এমন বাড়ীতে সে যাইত না, বা আপনার দল পাঠাইত না;—দরিদ্রের প্রতি গোবর্দ্ধনের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল,—কেহ বিপদে পড়িয়া অর্থ যাচঞা করিলে সে তাহাকে নিরাশ করিত না;—নিশ্চয়ই তাহার অভাব পূরণ করিত। গোবর্দ্ধন অশিক্ষিত,—দস্যু সম্প্রদায়ের অধিনায়ক বটে, কিন্তু কস্মিন কালেও তাহার জ্ঞানগোচরে তাহা দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা বা সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না;—সে স্ত্রীলোকমাত্রকে মহাশক্তির অংশজ্ঞানে ভক্তি করিত;—যেখানে যখন দস্যুতা করিতে যাইত, স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিত;—মুসলমান দিগের উপর তাহার দারুণ বিদ্বেষ ছিল,—পথে ঘাটে মুসলমান দেখিলে, তাহার সহিত অর্থ থাকুক না থাকুক তাহার জীবন বিনষ্ট করিত;—দোষ হউক গুণ হউক গোবর্দ্ধনের এ অভ্যাস ছিল, যে সে মুসলমান দেখিলে ছাড়িত না—দস্যুতা করিয়া সে অনাথ দীন দরিদ্র দিগকে অর্থদান করিত;—পরের দুঃখ দূর করিত,—এক পয়সা সঞ্চয় করিত না, এক জনের লইয়া অপরকে দিত; সংসারে

দিক্‌পতির কেহ ছিল না,—বাল্যকালে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়,—যৌবনে সহধর্ম্মিনী পরলোক গমন করে,—তাহার পর গোবর্দ্ধন আর বিবাহ করে নাই;—সেই অবধি লোকালয় ছাড়িয়া জনশূন্য অরণ্যে বাস করিত;—দিবাভাগে কেহ কখন তাহার সাক্ষাৎ পাইত না,—আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে দশ পনর দিন অরণ্যের নিকট অপেক্ষা করিলে তাহার সহিত দেখা হইত,—তাহাও সকল রাত্রিতে নয়; দিবাভাগে অরণ্যমধ্যে অন্বেষণ করিলেও তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইত না, এজন্য কেহ কেহ বলিত সে অরণ্যমধ্যস্থিত ভূগর্ভে বাস করিত; ফলতঃ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অবধারিত হয় নাই;—গোবর্দ্ধন ঘোর তান্ত্রিক;—শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত,—শক্তির উপাসনা ব্যতীত জল গ্রহণ করিত না;—অমাবশ্যার রজনীতে কোথায় থাকিত তাহার বিশ্বাসী অনুচরেরাও তাহা বলিতে পারিত না,—গোবর্দ্ধনের নাম তৎপ্রদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানিত কিন্তু অনেকেই তাহাকে চিনিত না;—গোবর্দ্ধন দীর্ঘাঙ্গ,—শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু;—তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট,—আয়ত লোচন—ঘন দীর্ঘ ভ্রূ,—ক্ষুদ্র শ্রুতি; আকর্ণ প্রসারিত গুম্ফের উভয় পার্শ্ব কুঞ্চিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করিয়াছে; মস্তকের কেশ ক্ষুদ্র অথচ বিরল তাহাদের অধিকাংশরই পরিণত অবস্থা, শুভ্র। দোহারা শরীর, প্রত্যেক অঙ্গের মাংস পেশী সমুদায় গোবর্দ্ধনের বলশালীত্বের পরিচয় দিতেছে; কাপড় সর্ব্বদাই মালকোচা করিয়া পরা ও হাতে এক গাছা ছোট লাঠী থাকিত; গোবর্দ্ধন ইংরেজের কত শত কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছে; কত রাজা, জমিদারের বাড়ীতে ডাকাইতী করিয়াছে কিন্তু সেই ছোট লাঠী গাছটী ব্যতীত কখন অপর অস্ত্র ধারণ করে না। ফলতঃ অশিক্ষিত হইলেও সে একজন নীতিজ্ঞ এবং উচ্চাশা না থাকিলে ও এক জন বীর পুরুষ স্বীকার করিতে হইবে।

গোবর্দ্ধনের ডাকাইতি এবং দস্যুতার কথা মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং হুগলীর মাজিষ্ট্রেটদিগের কর্ণগোচর হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বিশেষ হুকুম প্রচার হইল,—পৃথক্ পুলিশও নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু কাহার এমন সাহস যে গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়;—তাহার সেই একই ভাব,—পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে এতদঞ্চলের জমিদারেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—সকলে দলবদ্ধ হইয়া পুলিশের অকর্ম্মণ্যতার কথা মাজিষ্ট্রেটদিগের গোচর করিলেন;—গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য লোকজন সংগ্রহ হইল;—দশ পনের দিন, সময়ে সময়ে দুই একমাস গোবর্দ্ধনের সন্ধান পাওয়া যায় না,—কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ হয় না,—মধ্যে মধ্যে একজন জমিদারের বাড়ীতে ডাকাইতী হয়,—তাহাতে গোবর্দ্ধন অধিনায়কত্ব করে—সে যেমন যায়, জমিদারের দারয়ান-

দিগকে বাঁধে, প্রায়ই প্রাণে মারে না; দরজা ভাঙ্গে টাকা কড়ি, গহনা যেখানে যাহা থাকে লইয়া প্রস্থান করে;—কোথায় যায়,—তাহার ঠিকানা হয় না,—গোবর্দ্ধন সদলে প্রায়ই বনপ্রদেশ আশ্রয় করে। পুলিশ প্রহরী কেহই কিছু করিতে পারে না;—গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এত পীড়াপীড়ি কিন্তু গোবর্দ্ধন হেলে না দোলে না।

যে দিন রাত্রিতে রূপনারায়ণ তীরে বসন্তকুমারের নিকট হইতে বিপিন (যতক্ষণ না প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় ততক্ষণ এই নামই লইতে হইতেছে।) বিপদাপন্ন আশ্রিত কামিনীটীকে লইয়া প্রস্থান করে তাহার পরদিন রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়াছে গ্রাম, পল্লী, বন, উপবন সকলই নিস্তব্ধ এমন সময় গোবর্দ্ধনের আশ্রয়ভূত অরণ্যপ্রান্তে একজন পদাতিক উপস্থিত হইল,—রাত্রিকালে গোবর্দ্ধনের অনুচরেরা এই বনে পাহারা দেয়, তাহাদিগের বিনানুমতিতে কেহ বনে প্রবেশ করিলে গোবর্দ্ধনের হুকুম আছে সে যেই হউক তাহার শিরচ্ছেদ করিবে। আগন্তুক বনের ধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল—ইহাতেই বোধ হইল সে গোবর্দ্ধনের আদেশ অবগত ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঢাল, তরওয়ার, বর্শা, তীর, লাঠী—পাঁচ হাতিয়ার বাঁধা একজন প্রহরী পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক তাহার নিকটবর্ত্তী হইল;—প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল "কে, ও?"

আগ। হরিপ্রসাদ;—

প্রহ। তোমার বাবুর কাজ ফতে?

আগ। না,—মহা বিপদ;—

প্রহ। তবে কিষণলাল কল্লে কি?

আগ। সেই কালে বলেছিলাম দেশী লোক চাই। আমাদের এ দেশের লোকের লাঠীর জোর কত!

প্রহ। কত দূর কি হয়েছে?

আগ। বাবু, তাঁর পরিবার সকলকেই পুলিশে আটক করেছে;

প্রহ। এখন উপায়?

আগ। কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কত্তে হবে!—

প্রহ। এত রাত্রে?

আগ। হাঁ!

প্রহ। তাও কি হয়!

আগ। না হলে চলবে না:—

প্রহ। মাথাটী যেতে কার যাবে?

আগ। তোমারও না, আমারও না!—

প্রহ। আজি রাত্রে গিয়া কি আর কাজ হয়?

আগ। রাতারাতি চলেগেলে,—সকালে সেখানে পৌঁছে,—রাত্রিতে কাজ শেষ করা যাবে।

প্রহ। যাই হ'ক আজ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাতে বারণ আছে।

গোবর্দ্ধন দিক্‌পতির বারণ আছে,—তাহার উপর কথা কয় সাধ্য কার;—গোবর্দ্ধনের হুকুম বড় কড়া,—তাহার নিকট হুকুম অমান্যে ফাঁসী দণ্ড:—সুতরাং আগন্তুক

সাহস করিল না,—একটী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে; রাত্রির অন্ধকারের সহিত প্রহরীও অদৃশ্য হইল;—আগন্তুক হরিপ্রসাদ তখন জাগ্রত হইয়া বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিল দিকপতি দেবীপূজার নিমিত্ত বনে পুষ্পচয়ন করিতেছে;—হরিপ্রসাদ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল। গোবৰ্দ্ধন হরিপ্রসাদকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল;—হরিপ্রসাদ উত্তর করিলেন "ভাল নয়।"

গোব। কি হয়েছে;

হরি। বাবু ও তাঁ'র পরিবার দুই-জন আর আমাদের চারি পাঁচ জন লাঠিয়াল পুলিশে আটক আছে; বাবু বলে দিয়াছেন এ যাত্রা তাঁকে পুলিশের হাত হ'তে উদ্ধার কত্তে পাল্লে তিনি চিরকালের জন্য কেনা থাকেন, আরও বলেছেন যে দিকৃপতি মশায় ভিন্ন আর কেহ তাঁ'কে রক্ষা কত্তে পারবে না, অতএব আপনাকে স্বয়ং একবার যেতে হবে।

গোব। হরিপ্রসাদ তুমি ত বড় অমঙ্গল সংবাদ দিলে, বিনোদ বাবু পুলিশে ধরা আছেন, আজ কাল আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ সদাই অনুসন্ধান কর্‌চে, তায় আমি ততটা ডরাই না, কিন্তু আজ আবার একজন বন্ধু এসে অতিথি হ'য়েছেন, আতিথ্য সৎকার কত্তে হবে, আর এক ব্রাহ্মণ কন্যা দায় জানিয়ে পাঁচশত টাকা ভিক্ষা চেয়ে গেছেন, কা'ল তাঁর বাড়ীতে টাকা পৌঁছে দিতে হবে।

হরি। টাকার জন্য বড় আটক হবে না, পাঁচশত টাকা সেখানে গেলেই পাবেন,—জানলে না হয় সঙ্গে করে আন্‌তাম, কিন্তু যিনি এসেছেন, তাঁর ত বড়ই মনোকষ্ট হবে।

গোব। বাবুর শ্বশুর কি তাঁদি'কে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন?

হরি। হাঁ;—

গোব। আমার লোক জনদের মধ্যে কেহ কি পুলিশে আছে?

হরি। আজ্ঞা না;—

গোব। তারা সকলে কোথা আছে?

হরি। এ দিকে ও দিকে;—

গোব। খাবা দাবার ভাল ব্যবস্থা করেছ ত?

হরি। আজ্ঞা হাঁ—তার ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে;—বাঙ্গালীরা মাছ ভাত আর হিন্দুস্থানীরা ডাল রুটী দুবেলাই খাচ্ছে।

গোব। দেখ, আমার লোকজনের যেন কোন কষ্ট হয় না।

হরি। আজ্ঞা,—আমাদের বাবু তেমন লোক ন'ন।

গোব। তোমাদের বাবু ত হাজতে?

হরি। আজ্ঞা হাঁ;

গোব। তবে,—তিনি তা'র কি কর্‌বেন!

হরি। আজ্ঞা, আমরা আছি ত;

গোব। তাই বল; দেখ, যেন তাদের কোন কষ্ট না হয়;

হরি। আজ্ঞা, না; আমরা না খেয়ে তাঁদিকে খাওয়াব—,

গোব। হাঁ; তাই, আমি চাই;

হরি। তার ক্রটী হ'বে না।

গোব। তোমাদের বাবু,—নিজে সঙ্গে গিয়ে কি খারাপ কাজই করেছেন, যাতে আইনের সাজা আছে, তেমন কাজে যেতে আছে;—

হরি। সেটা আগে সমজান হয় না;

গোব। যা হবার হয়েছে; লাল সিং আর অখিলকে সঙ্গে দিচ্চি, আমি নিজে গেলে যেমন হ'তো এরা তেমনি কাজ করবে; কিন্তু যেন বিবেচনার ক্রটী না হয়;—

হরি। আজ্ঞা, কোন মতে হবে না; আমাদের কাজ হাসিল হ'লে, যে যেমন সকলকেই খুসী করবো;—

গোব। লাল সিং আর অখিল তোমাদের বাবুকে যেমন ক'রে হ'ক ছিনিয়ে আনবে; যম এদিগে দেখলে ভয় পায়।

হরি। যে, আজ্ঞা, তা হ'লেই হলো।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর গোবর্দ্ধন সেই খান হইতে লাল সিং ও অখিলকে ডাকিবা মাত্র তাহারা সম্মুখে হাজির হইল; কোন দিক্ হইতে কেমন করিয়া তাহারা আসিল, হরিপ্রসাদ তাহার কিছুই টের পাইল না, তাহারা এমন ভাবে আসিল যেন সেই খানেই উপস্থিত ছিল। দেখিয়া হরিপ্রসাদ অবাক হইল; দিক্‌পতিকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, ইহাঁরা কোথায় ছিলেন, কেমন করে এলেন, আপনাকে বল্‌তে হ'বে আশ্চর্য্য কৌশল, আশ্চর্য্য ক্ষমতা;"—

গোব। উহারা তোমার পশ্চাদ্ভাগেই ছিল,—তুমি দেখতে পাচ্ছিলে না, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা এখানে এসেছে। না হ'লে এত চেষ্টাতে কোম্পানী ওদিগে গ্রেপ্তার কত্তে পারে না!

হরি। আজ্ঞা হাঁ, যথার্থ বটে!

এই সকল কথা বার্ত্তার পর গোবর্দ্ধন অখিল বাগ্‌দী আর লাল সিংকে হরিপ্রসাদের সঙ্গে দিয়া বিদায় করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধনের বন্ধু দস্যু না কি?

গোবর্দ্ধনের বন্ধু দস্যু না কি? গোবর্দ্ধন দস্যুচূড়ামণি; পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন সাধুর বন্ধু সাধু,—চোরের বন্ধু চোর—সংসারে দুজন সমান না হইলে বন্ধুতা জন্মে না,—একথা সকলেই জানে—গোবর্দ্ধন দস্যু সুতরাং তাঁহার বন্ধুও একজন প্রধান দস্যু! আমরা সে কথা পাঠকদিগকে এখন ভাঙ্গিব না;—আমরা রহস্য লিখিতে বসিয়া অগ্রেই তাহার মর্ম্ম খুলিয়া দিব না;—পীড়া পীড়ি করেন, বলিব আমরা তাহাতে বাধ্য নহি।

কিছুদিন দিক্‌পতি মেদিনীপুর জেলার একজন জমিদারের বাটীতে ডাকাইতি করিবার সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া তাহার পাঁচ সাত দিন পরে পঞ্চাশ ষাটি জন অনুচর সহিত ডাকাইতি করিতে গিয়া জমিদারের বাড়ী ঘেরাও করিবার সময় দেখিল কুড়ি পঁচিশ জন লোক তাহাদিগের পূর্ব্বেই বাটী ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; দস্যুপতি জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" তাহাদের একজন উত্তর করিল "আমরা দস্যু এই বাড়ীতে আজি রাত্রিতে ডাকাইতি করিব।" গোবর্দ্ধন উত্তর করিল "দিক্‌পতির সহিত লড়িতে চাও,—অগ্রসর হও।" অপর ব্যক্তি উত্তর করিল "আজ্ঞা না,—মহাশয়ের মোট বহিতে প্রস্তুত,—অনুগ্রহ ক'রে যদি মজুরি দেন,—"গোবর্দ্ধন এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাহার দল? এদলের কর্ত্তা কে?" উত্তর হইল "লক্ষীকান্ত সেনাপতির দল,—আমারই নাম লক্ষীকান্ত;—

ইত্যাদি কথোপকথনে গোবর্দ্ধন লক্ষীকান্তকে আপনার শ্রেণীভুক্ত বিবেচনায় তাহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিল; সেই অবধি লক্ষীকান্তের সহিত গোবর্দ্ধনের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না,—আজি হঠাৎ লক্ষীকান্ত গোবর্দ্ধনের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিল,—আতিথ্য সৎকারের জন্য গোবর্দ্ধন হরিপ্রসাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না,—গোবর্দ্ধনের অনুচরগণ চতুর্দ্দিক হইতে নানাপ্রকার সুভোজ্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ষোল আনা রকমে লক্ষীকান্তকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করাইল,—যে বনে গোবর্দ্ধন বাস করিত, পাঠক শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন তাহার সপথাবলম্বী বন্ধু লক্ষীকান্তও স্থির করিতে পারিল না যে গোবর্দ্ধন কোথায় রাত্রিযাপন করে। যে বনে গোবর্দ্ধন বাস করে, দুই তিন দিন ভ্রমণ করিলেও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না,—ছোট বড়

শাল গাছ, গণিয়া উঠা যায় না, কেবলই চারিদিকে সারি বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কতদূর গিয়াছে, সহজে তাহা স্থির করিবার উপায় নাই :—বনটী অতি রমণীয়,—স্থানে স্থানে দশ পনর হাত, কোথাও বা কুড়ি পঁচিশ হাত লম্বা শালগাছের গুঁড়িগুলি উপরে উঠিয়া গিয়া ডাল পালা বিস্তার করিয়া মনোহর ছাদ রচনায় সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়াছে :—আকাশ দেখিতে দেয় না,—স্থানে স্থানে পাঁচ সাতটী বৃক্ষের গুঁড়িতে মোটা মোটা আরণ্যলতা জড়াইয়া আপনাদিগের পত্রবিন্যাসে একএকটী পরিপাটী লতামণ্ডপ রচনা করিয়াছে,—লতা মণ্ডপগুলি একএকটী গৃহের ন্যায়, দেখিতে বড়ই সুন্দর,—গ্রীষ্মকালে সেই সকল লতিকা পুষ্পবতী হইয়া অনুপম সৌরভ বিস্তার করিয়া লতামণ্ডপবাসীকে যার পর নাই পরিতৃপ্ত করে,—লতামণ্ডপের দ্বারদেশে সকালে সন্ধ্যায় ময়ূর ময়ুরী এবং হরিণশিশুরা আসিয়া খেলা করিতে করিতে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, লুকাইত হয় ;— আবার বাহির হইয়া যায়; এই সকল লতামণ্ডপ গোবর্দ্ধনের শয়ন, ভোজন এবং বিশ্রাম স্থান।

অরণ্যের কোন কোন স্থান নানাজাতীয় কণ্টকিত লতাপত্রের ঘন সন্নিবেশে এরূপ দুর্গম যে সেখানে উরগাদি সরীসৃপ ভিন্ন অন্য জীবজন্তুর প্রবেশাধিকার নাই; এই নিবিড় বহুদূরব্যাপী বনস্থলী মধ্যে অবস্থিতি করিয়া গোবর্দ্ধন লক্ষ্মীকান্তকে নগরের বিবিধ স্বাদু আহারীয় দ্বারা পরিতোষ করিল; কিন্তু সে সকল দ্রব্য কখন কিপ্রকারে কে, কোথায় হইতে সংগ্রহ করিল লক্ষ্মীকান্ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না;—গোবর্দ্ধনের অনুচর চারি পাঁচজন মাত্র;—তাহারাও সর্ব্বদা তাহার অনুবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন যখন যেখানে থাকে তাহারাও সঙ্গে থাকে।

দিবাভাগে লক্ষ্মীকান্ত লতামণ্ডপে আহার করিল, তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল;—বৈকালে মুখহাত ধুইয়া জলযোগ করিল;—ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল;—দিনের আলোক নিবিয়া গেল বনের ভিতর একটা কোলাহল উঠিল; ঐ কোলাহল মনুষ্যের নয়; বা পশুগণেরও রব নয়; রাশি রাশি বিহঙ্গম আকাশ পথে উড়িয়া অসিয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া এই কোলাহল তুলিয়াছে; কি মধুর শব্দ;—দয়েল, বাবুই, কোকিল, পাপীয়া, ফিঙ্গে নানান জাতীয় পক্ষীর শব্দ! দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের উপর যেন পক্ষীর নগর বসিয়া গেল; সন্ধ্যাকালে বনের কি অপূর্ব্ব শোভা! আরণ্য তরু আপনাদিগের কিশলয় এবং কুসুমের সুগন্ধ বিস্তার করিয়া জনমোহিত করিতে লাগিল; দূর হইতে বন্য পশুগণের চীৎকার লক্ষ্মীকান্তের মনে ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল; লক্ষ্মীকান্ত একটী লতামণ্ডপে একাকী উপবিষ্ট; কেহ তথায় নাই; সকলেই আপনাপন কাজে গিয়াছে, একাকী

বনমধ্যে থাকিয়া নানান্ বিভীষিকার আশঙ্কা করিতেছে; প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি হিংস্র জন্তু দিগের রসনা পরিতোষের জন্যই এই দুর্গম বনে তাহার ভৌতিক দেহের পতন হইবে; এমন সময় গোবর্দ্ধনের দুই জন অনুচর আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, ভয় পেয়েছেন ?" অনুচর দ্বয়ের শব্দে লক্ষ্মীকান্ত চমকিয়া উঠিল, মনে করিল কোন হিংস্রজন্তু তাহার প্রাণসংহারের জন্য উপস্থিত; পরে যখন জানিতে পারিল তাহারা দিকৃপতির অনুচর, তখন উত্তর করিল, "হাঁ কিছু ভয় হয়ে ছিল বটে; অনুচরদ্বয় ব্যস্ত সমস্তহইয়া নিকটে আসিল,—তাহাকে নানারকমের খাবার আনিয়া খাইতে অনুরোধ করিল। লক্ষ্মীকান্ত সেই সমুদায় আহার করিয়া বলিল, "বন্ধু কোথায় ?"

আগন্তুক দুই জনে উত্তর করিল, তিনি আপন কাজে আছেন, এখনই আস্‌বেন।"

লক্ষ্মীকান্ত তাহাদিগের সহিত নানা কথা বার্ত্তায় মনোনিবেশ করিল, জিজ্ঞাসা করিল;—ইনি কত দিন এই বনে আছেন ?"

অনু। আমরা বল্‌তে পারি না।

লক্ষ্মী। তোমরা কতগুলি ইহাঁর দলে আছ ?

অনু। দুই তিন শতের কম নয়।

লক্ষ্মী। সকলেই কি এই বনে থাক ?

অনু। না—নানা স্থানে থাকিয়া কাজ করে; সময়ে সময়ে আসে যায়।

লক্ষ্মী। নিত্য কতগুলি লোক তাঁর নিকট থাকে ?

অনু। তার এমন কিছু ঠিকানা নাই।

লক্ষ্মী। বন্ধু কোথায় আহারাদি করেন ?

অনু। আমরা জানি না, কোথায় কখন আহার করেন, আমরা দেখতে পাই না।

লক্ষ্মী। কোথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা জান ?

অনু। তাহাও জানি নাই, সে কথা তিনি কাহাকেও বলেন না; লোকে বলে তাঁর ২টা সিংহ আর দুটা পোষা বাঘ আছে; যখন তিনি নিদ্রা যান তখন তারা চৌকী দেয় কিন্তু আমরা দেখি নাই; তাঁর যে আট জন প্রিয় শিষ্য আছে তারাই জানে।

এই সকল কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় গোবর্দ্ধন তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বন্ধুর জলযোগ হয়েছে কিনা ?"

অনুচরেরা। "আজ্ঞে হাঁ! বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মীকান্ত বিনীত ভাবে গোবর্দ্ধনকে কহিল দেখুন বন্ধু, আমি বড় বিপাকে পড়েছি, আমার দলস্থ যে লোক গুলি ছিল, তাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হ'য়ে কয়েদ হয়ে গিয়েছে, যদি আপনি, দয়া প্রকাশ ক'রে আমাকে আপনার কয়েকটী অনুচর দিয়ে আমার

দলটী বজায় ক'রে দেন, তবে আমার ছেলে পিলেরা অন্ন পায়।"

গোব। আমার অনুচরেরা প্রায়ই আমার কাছ ছাড়তে চায় না; তবে যদি তা'দিকে সম্মত ক'রে নিয়ে যেতে পারেন, আপত্তি নাই।

লক্ষ্মী। আপনি না ব'লে দিলে তারা কি যাবে?

গোব। আমি আশ্রিত ব্যক্তিকে কখন আমার আশ্রয় ছাড়্‌তে উপদেশ দি নাই, তবে কেহ যায়, আমার আপত্তি নাই; তবে আপনার যদি সংসার অচল হ'য়ে থাকে, তবে আমার এখান থেকে মাঝে মাঝে এসে সংসারের খরচ নিয়ে যাবেন, কেহ কখন আপত্তি বা আপনার সম্ভ্রমের ক্রুটী কর্‌বে না; মাসে এক শ লাগে দুশ লাগে, পাবেন।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞা।

গোব। কিসে মত হ'লো?

লক্ষ্মী। মাসকাবার টাকাই নিয়ে যাব;

গোব। যদি তাই মত কল্লেন, তবে বিশ্বনাথ বলে আমার যে একজন লোক আছে, এখনই আস্‌বে, তাকে বলে রাখুন, মাসের শেষে এস, আমি থাকি না থাকি, টাকা নিয়ে যাবেন; কিন্তু আসবার সময় কদাচ আর কা'কেও এখানে আন্‌বেন না।

লক্ষ্মী। রাধে কৃষ্ণ, আমার যা উপকার হলো, আমি কি এপথ আর কা'কেও দেখাব!

গোব। এ যাত্রা আপনাকে আমি পরিতোষ পূর্ব্বক সেবা কর্‌তে পাল্লেম না, সে জন্য অপরাধ লবেন না।

লক্ষ্মী। আমি এই দুর্গম বনে বসে নগরের জিনিষ আস্বাদ করেছি:—ধনাঢ্য কুটুম্ব ঘরেও এমন পরিতৃপ্ত হই না।

গোব। বন্ধু! এইখানে বিশ্রাম করুন, রাত্রিকালে কিছু আবশ্যক হয়, ডাকবেন, যে নিকটে থাক্‌বে সেই এসে দিয়ে যাবে। কিছু ভয় কর্‌বেন না। নির্ভাবনায় নিদ্রা যাবেন।

লতামণ্ডপের মধ্যস্থিত শয্যায় লক্ষ্মীকান্ত শয়ন করিল। গোবর্দ্ধন অন্তর্দ্ধান হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাঁশকুড়ায়।

সে দিন সন্ধ্যাকালে বসন্তকুমার পাঁশকুড়ার বাজারে পৌঁছিয়া দাদা বলরামকে আহারাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সকল কর্ম্ম অপেক্ষা বলরাম এই কর্ম্মে বড় মজবুত ছিল; তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া অগ্রেই একটী ঘর দেখিয়া লইল; সদর রাস্তার দু-ধারেই সারি গাঁথা দো-[illegible] সকল গুলিই কাঁচা; মাটীর দেও-[illegible] খড়ের চাল; রাস্তা হইতে অর্দ্ধ কি[illegible]ক হস্ত উচ্চ; দোকানের পশ্চাদ্‌ভাগে এক একটী ছোট উঠান; উঠান ঘেরিয়া তিনদিগে পথিকদিগের থাকিবার ঘর; অপর দিকে দোকান; ঘরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটরীতে বিভক্ত; কুটরী গুলির দ্বারে প্রায়ই কপাট নাই; আগড়;—ঘরের মধ্যে নানা স্থানে একটু তফাতে তফাতে দুই তিনটী করিয়া উনান উনানের গায়ের দেওয়ালে ধুঁয়া লাগিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িয়া রহিয়াছে; কখন কখন দেওয়াল পরিষ্কার করা হয় বটে, কিন্তু কালীর দাগ উঠাইবার চেষ্টা প্রায়ই হয় না, কেবল পবিত্রতা রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে গোবর জল দেওয়া হয় মাত্র; ঘর গুলির দেওয়ালে, জন্মকালীন দেওয়ালীর অহ্[illegible] চিহ্ন লোপ করিবার কোন প্রয়াস পাও[illegible] হয় না;—সেই চিহ্নগুলি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। যে দোকানীর নাম ডাক বেশী সেই কেবল দুই তিন হস্ত উপর পর্য্যন্ত দেওয়াল গুলির সংস্কার করিয়াছে; আর দ্বারে এক এক জোড়া আঁবের কপাট দিয়াছে। ঘরের চারিকোণে মাকড়সার জাল স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে; সন্ধ্যাকালের মক্ষিকারা অসাবধানতায় উড়িতে গিয়া সেই সকল জালে পড়িয়া উহাতে আপনাদের কলেবর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; দেওয়ালের অঙ্গ হইতে জাল গুলির মুক্তি হয় না, সুতরাং মক্ষিকাগুলির মৃত কলেবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও করা হয় না; জালেই আবদ্ধ রহিয়াছে। দেওয়ালের স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত উনানকুঞ্জের উপরি একএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত পিলসুজের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য রচনা করা আছে;—সেই সকল গর্ত্তে প্রদীপের তেল পড়িয়া একপ্রকার দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর বাজারের মধ্যে নাই—বাজারের মধ্যে কেন, বঙ্গদেশের কোন সরাইয়ে এ অপেক্ষা সুন্দর ঘর পাওয়া যায়না। বসন্তকুমার বাছিয়া বাছিয়া কপাট দেওয়া একখানি ঘর পছন্দ করিয়া লইলেন; বলরামের সে সকল দেখা শুনানাই,—হাঁড়ি কাঠ চাল ডাল লইয়া

দাওয়ার এক স্থানে রান্না চাপাইয়া দিল। বসন্তকুমার একটু বিশ্রাম লইয়া বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। পাঁশকুড়া গ্রামটি মন্দ নয়; গ্রামের ধার দিয়া কটক রোড চলিয়া গিয়াছে; আশে পাশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা; রাস্তার ধারে লোকালয়; একটু দূরে রাস্তার গায়ে কয়েকটি অশ্বথ এবং বটগাছ, তাহাদের পাশে পুলিশ থানা; বরকন্দাজ, জমাদার, দারোগা প্রভৃতির প্রতাপে স্থানটি সাধারণের পক্ষে দুর্গম। থানাঘরটি হাতে বহরে খুব; চারিদিকে চাঁচ দিয়া ঘেরা; বাহির হইতে আর কিছু দেখা গেল না। রাস্তারদিকে মুখ করিয়া একটী আধা বয়সী পুরুষ একখানি চৌকিতে বসিয়া ফরসীতে তামাকু খাইতেছেন; তাঁহারই পাশে একখান পাল্‌কী কাপড়ে ঘেরা রহিয়াছে। থানা ঘরের পাশে একটি লম্বা আস্তাবল গোছের ঘরে মোটাপাতলা উভয় আকারের পনর ষোল জন ভোজপুরে খাটিয়ার উপর, কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া রহিয়াছে; তাহাদের কেহ হিন্দুস্থানী গজল গাইতেছে,—কেহ বা নিমের ডালে সিদ্ধি ঘুটিতেছে। থানার চারিদিকে কতকটা খোলাজমি; সবুজ ঘাসে ঢাকা, চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছে; দক্ষিণে হাওয়া ঝুরঝুর করিয়া বহিতেছে; মাঝেমাঝেকোকিল ডাকিতেছে, কাকও নিরস্ত নয়;—থাকিয়া থাকিয়া "কাকা"করিতেছে। এই "কাকা" রব দিনের বেলার মত তীব্র নয়, শুনিলেই বোধ হয় যেন কাকেরা ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চন্দ্রকিরণে দিবাগম ভাবিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে; রাহীরা পূর্ব্ব পশ্চিম দিক হইতে দলে দলে আসিয়া বাজারে পৌছিতেছে; দোকান দারেরা "এই দোকান এই দোকান," করিয়া চেঁচাইতেছে কেহ অনুরোধ রক্ষা করিতেছে, কেহ বা তাহা না শুনিয়া পরিচিত দোকানের অনুসন্ধান করিতেছে। বাজারের ধারে, অদূরে দুই একটী পুষ্করণী; পথিকেরা এ সময় হাত পা ধুইতেছে, কেহ বা পানীয় জল কলসীতে পুরিয়া দোকানের দিকে আসিতেছে, কেহ কলসী ডুবাইতেছে কেহ বা কলসী পূর্ণ করিয়া, অপরে পা প্রক্ষালন করিতেছে তাহার অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; এই সকল বাজা যেন প্রতি দিন উৎসবালয়; শত শত ব্যক্তি আসিতেছে যাইতেছে; আহারাদি করিতেছে; রাত্রি কালে কলরব করিতেছে; নিদ্রা যাইতেছে; আবার স কালে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছে। সংসার পান্থনিবাসও এইরূপ; ইহাতে নিত্য নিত্য শত শত লোক জন্মিতেছে; কিছু দিন থাকিয়া আহারাদি করিতেছে, নিদ্রা যাইতেছে; সময় শেষ হইলে চলিয়া যাইতেছে; আবার নূতন নূতন লোক আসিতেছে; আজি যাহাকে দেখিতেছি, কালি তাহাকে দেখিতে পাই না, কালি যাহাকে দেখিনাই, আজিতাহাকে দেখিতেছি!

রাত্রি প্রায় দশ দণ্ড অতীত হইল;—পল্লী গ্রামে তখন ঘড়ী ছিল

না, দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রি কালে শৃগাল আর পেচক সময় জ্ঞাপক ছিল; প্রহরে প্রহরে শৃগাল পেচকের ডাক পল্লী গ্রামবাসী দিগকে সময় জানাইয়া দিত। এক প্রহরের শৃগাল অনেকক্ষণ ডাকিয়া গিয়াছে, বসন্ত কুমার আর রাত্রি অধিক না করিয়া বাসায় আসিলেন; বলরাম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিতেছিল, বসন্তকুমার বাসায় পৌঁছিয়া পরিবেশন কার্য্যে তাহার সাহায্য করিয়া আহারাদির পর উভয়ে শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন এমন একজন থানার বরকন্দাজ চৌকীদার সঙ্গে করিয়া আসিয়া দোকানদারদিগকে বলিয়া গেল যাহার ঘরে যত রাহী লোক আছে, প্রাতে থানা হইতে লোক আসিয়া দেখিয়া না দিলে যেন ছাড়িয়া না দেয়। দোকানদাররা তখনই বরকন্দাজের সমুখে আপনাপন রাহীদিগকে তাহা শুনাইয়া দিল; আর থানার বরকন্দাজ যে ঘরে যত লোক ছিল তাহার একটী তালিকা করিয়া লইয়া গেল; বরকন্দাজ চলিয়া গেলে দোকানদার গণ এরূপ আজ্ঞা এবং লোক তালিকার বিষয়ে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

ক্রমে দুই প্রহরের শৃগাল ডাকিয়া উঠিল;—বাজার নীরব নিস্পন্দ হইয়া নিদ্রা গেল; রাজপথে মনুষ্য চলে না, ঘরে কেহ জাগ্রত নহে; শান্তির সুখময় ক্রোড়ে জগৎ বিলীন। দূরস্থিত গ্রামে চৌকীদারদিগের চীৎকার শব্দ শুনা যাইতেছে প্রকৃতি আপন কোটী কোটী সন্তান সন্ততিকে ঘুম পাড়াইয়া জলে, সমীরণে, চন্দ্রকিরণে খেলা করিতেছে; এ খেলা দেখিবার জন্য কেবল দার্শনিক আর কবি সুখের ঘুম ছাড়িয়া বনে, প্রান্তরে, শৈলশিখরে বসিয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, কেহ বা নদী, সরোবর বা সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতেছেন; এই শোভার ভাণ্ডার দেখিবার জন্য ধনী, মহাজন, রাজা, সংসারের অপর শ্রেণীর কেহই জাগ্রত নহে; জাগিবে কি, তাহারা এই অপার আনন্দ উপলব্ধি করিতে বঞ্চিত; বসন্তকুমার এতক্ষণ আপন শয্যায় শয়ন করিয়া আকাশ, পাতাল, চন্দন নগর, মেদিনীপুর, পূর্ব্ব দিনের দস্যু দল, সেই স্ত্রীলোকটী, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে কি হইল এই সকল ভাবিতে ছিলেন; ক্রমে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, তিনি নিদ্রা গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি !

রাত্রি প্রভাত হইল; আকাশে চন্দ্রদেব মলিন হইয়া আসিলেন; আসলের নিকট নকলের গৌরব থাকে না, এই জন্যই চন্দ্রের জ্যোতি কমিয়া গেল, পূর্ব্ব দিকে দিবাকরের জন্য উষার আসন পড়িল; পাখী সকল ডাকিয়া উঠিল, মৃদু মন্দ প্রভাতী বাতাস বাগানে, গাছ তলায়, মাঠে বেড়াইতে লাগিল; যে গৃহস্থের বাড়ী ফাকা পাইল, তাহাতে প্রবেশ করিয়া খেলা করিতে করিতে গৃহ মধ্যে ঢুকিয়া গেল; গৃহস্থ দম্পতীকে সেবা করিল; ছোট ছোট ছেলে গুলিকে বিছানায় পাইয়া তাহাদিগের চুল নাড়িয়া, চুম খাইয়া বাহিরে আসিল;—রাস্তার ধারে গাছতলায় যেখানে গাড়োয়ানদের গোরু গুলি গোবর মাখা খড়ের উপর শুইয়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইতেছিল সেখানে আসিয়া তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইল; ফুল বাগানে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের গায়ে পড়িয়া, শিকা উড়াইয়া, নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের মন তর করিয়া দিল, তাঁহারা গাইলেন "জয় হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" ইত্যাদি;—মাঝে মাঝে পুষ্করণীর জলে পড়িয়া, গা ধুইয়া, শীতল হইয়া প্রাতরুত্থায়ী পথিক দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, তাহাদের গায়ে পড়িল, শ্রমঘর্ম্ম মুছাইল;—হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পথের ধারে গাছতলায় বসিল, একটুক্ষণ বসিয়া গাছে উঠিল, পাতা নাড়িল, ফুল দোলাইল; পাখীর গান শুনিল; শেষে লোকালয়ে আসিয়া যাহার দরজা জানালা খোলা পাইল প্রভাতের কোলাহল তুলিয়া দিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইল; যাহার দ্বার বন্ধ তাহার দ্বারে ধাক্কা দিয়া তাহাকে জাগাইল; সূর্য্য উঠিল কেহ আর উঠিতে বাকী রহিল না। বসন্তকুমার শয্যা ছাড়িয়া অনেক ক্ষণই উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বসিয়া ছিলেন; কতদেশের লোক কত দেশে চলিয়া গেল; পুলিশ আমলা না দেখিলে তাঁহাদের অব্যাহতি নাই,—তাই এখনও তিনি পাঁশকুড়ায়, নতুবা এতক্ষণ দুই তিন ক্রোশ রাস্তা পশ্চাৎ করিতেন। পথিক গণ সকলেই আপনাদের বুচকি বাচ্‌কি লইয়া এক দৃষ্টিতে থানার দিকে চাহিয়া আছে, পুলিশ আমলা আর বাহির হয় না; কেহ যাইতেও পারে না; এক পা অগ্রসর হইলেই মহারাণীর হুকুম অমান্য হইবে, কাজে কাজেই ইচ্ছা স্বত্বেও সকলে দোকান-দার গৃহে; গাড়োয়ান গাড়ী যুতিয়া তামাক খাইতেছে;—বল-

রাম বিছানা মাছুর গুটাইয়া মোট বাঁধিয়াছে ;—গাড়োয়ানের সঙ্গে কলিকা লইয়া এক একবার তামাকু টানিতেছে, আর মনে মনে পুলিশ আমলার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছে। গাছপালার উপরে রোদ উঠিল ;—একজন বাবু থানা হইতে বাহির হইলেন ; পথিক গণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল ; বাবু থানার হাতা হইতে রাস্তায় পদার্পণ করিয়া সকলের চোখের উপর পড়িবামাত্র "ঐ আস্‌চে, ঐ আস্‌চে" এই একটা শব্দ উঠিল ; বাবুর দুই দিকে দুইজন চৌকীদার পশ্চাতে একজন বরকন্দাজ ধীরে ধীরে পান চিবাইতে চিবাইতে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন ; বাজারের রাহীরা "আমি আগে,—আমি আগে" ইত্যাদি রবে দোকানের নীচে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইল ; বাবু তাহাদিগের উপর কৃপা দৃষ্টি করিয়া "যাও" এই কথা বলিবা মাত্র মেষেরপালের ন্যায় সকলে পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে হুড় হুড় করিয়া চলিয়া গেল ; ক্রমে তিনি আমাদের বসন্ত কুমারের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাড়ী কোথায় ? কি নাম।" প্রশ্ন শুনিয়াই বসন্তকুমারের হরিভক্তি উড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল না যে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন,—বিলম্ব দেখিয়া বাবুটী "আবার বলিলেন,—"উত্তর দিচ্ছনা যে ? বসন্তকুমার বলিলেন "আপনিই কি দারোগা ?"

বাবু। তোমার সে জমাখরচে কাজ কি ? তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তারই যবাব দাও।

বস। আমার নাম বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী,—নিবাস চন্দননগর ;—

বাবু। তুমিই কা'ল রাত্রিতে রূপনারায়ণের তীরে ছিলে ;—

বস। হাঁ ;—

বাবু। আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে —তোমার গাড়োয়ান কোথা ? আর কে তোমার সঙ্গে ছিল ?

বস। আমি সকলকে নিয়ে যাচ্ছি ; আপনি অগ্রসর হ'ন ;

বাবু। অগ্রসর হবে কি,—তোমরা সকলে এক সঙ্গে যেতে পাবে না ; তফাতে তফাতে যেতে হবে,—কেহ কাহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে পাবে না।

বস। তার মানে কি ?

বাবু। মানে থানায় গিয়ে জান্‌তে পার্‌বে ;—

এই বলিয়া তিনি বরকন্দাজ ভিখন সিংকে বলিলেন "এই লোককে নিয়ে থানায় পৌছ। আমি গাড়োয়ান আর যে যে ছিল তা'দিগে নিয়ে যাচ্ছি ; দোকান-দার বাঁধা পড়িল ; দেখিয়া গাড়োয়ান কাঁপিতে লাগিল ; বলরাম হত বুদ্ধি দাঁড়িয়া রহিল ; ভাবিল এ আবার কি ? বসন্ত ইংরেজের মুলুক ছাড়িয়া কোথা চাকরী করিতে আসিল ; না জানিয়া শুনিয়া বসন্তর সহিত তাহার আশা ভাল হয় না ; তাই ভাবিতেছিল, চৌকীদার আসিয়া বলরা-

বল। রাজার হুকুম ;—

বস। টাকা দিতে গেলাম কেন ?

বল। না দিলে হাজত হ'বে।

বল। একি মগের মুলুক নাকি ?

বরকন্দাজএই কথাই বড়ই চটিল ;—বসন্তের হাত ধরিয়া টানিয়া থানার দিকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"এসকো হাম সিধা করেঙ্গে।" বলরাম হতাশ হইল ;—ইতি মধ্যে দোকানদারের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল ;—মুন্সী মহাশয় সেখানে থাকিয়া দোকানদারকে সিধা করিতেছেন। বরকন্দাজ ও চৌকীদার আমাদের উপন্যাসের মুখপাত্র দুইটীকে লইয়া থানায় পৌছিল। দারগা মহাশয় তখন থানায় ছিলেন না।

কাল রাত্রিতে বসন্তকুমার বাহির হইতে যে থানাঘর চারিদিকে চাঁচ দিয়া ঘেরা দেখিয়াছিলেন আজি সেই থানার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন মধ্যে তিনটী ঘর ;—একধারের ঘরটীতে হাজত ;—অপর ধারেরটীতে কাগজ পত্র থাকে ;—মধ্যের ঘরটীতে কাছারী হয় ;—তাহাতে দুই তিন খানি তক্তপোষ পরস্পরে জুড়িয়া পাতা ;—তাহার উপর মাদুর বিছাইয়া দেওয়া ;—মাদুরের উপর দুই তিন জায়গায় দোয়াতের কালীতে পুলিশের চরিত্রের ন্যায় বিছানাটীও ময়লা ;—মধ্যস্থলে এক খানি তোষক ;—তাহার উপর একমণ কি সমন তুলার একটী তাকিয়া পড়িয়া আছে ;—তাকিয়ার সমুখে তোষকের একধারে একটী কাঠের বাক্স ;—ছিটের আবরায় ঢাকা ;—আশে পাশে নায়েব দারগা জমাদার, তাইদ নবিশেরা বসিয়া গিয়াছে ;—সকলের সমুখেই এক একটী দপ্তর ;—জীর্ণ ময়লা নেকড়ায় বাঁধা ;—স্থানে স্থানে লেখনী মুখ বিনির্গত কালীর দাগ ;—কোন কোনটি খোলা ;—ভিতরে কতকগুলি করিয়া কাগজ ;—কলম রাখিবার জন্য এক একটি কাগজের থলি ;—কাগজের লেখা শুকাইবার জন্য এক একটি চুনের পুটুলি ; যে হেতু তখন ব্লটিংয়ের আমদানী বড় হয় না ;—কাগজের কাণ ফুড়িবার জন্য এক একটি গুণ ছুঁচ ;—কতকটুকু দেশী সূতা ;—আরসোলা রঙ্গের চারি পাঁচটি খাগড়ার কলম। কাছারীঘরটি মাটির হইলে কিহয়, সাদা ধপ্ধপ্ করচে দারোগা মহাশয় বড় সৌখীন ; মাটির ঘরে চুণ দিয়া দালানের বাহার দিয়াছেন। উপরে এক খানি সাদা চাঁদোয়া দিয়া চাল ঢাকা ;—দেয়ালের স্থানে স্থানে জোড়া ও সিঙ্গেল কোলঙ্গা।

কোলঙ্গা গুলির কোনটীতে এক ছিলিম তামাক, কোনটীতে একটী কঞ্চির কলম ; কোনটীতে বা নির্ব্বাপিত সতৈল প্রদীপ একটী ; সেরেস্তার পাশাপাশি দেওয়ালের কাছে একটী কাঠের আলমারী আর আলকাতরা মাখান একটী আঁবের সিন্দুক, তাহার চাবি দিবার সুরসা বেষ্টন করিয়া সিন্দুরের দাগ। বসন্তকুমার চৌকীদার সঙ্গে দুই ভ্রাতায় থানার কাছারী ঘরে প্রবেশ করিল ; প্রবেশ করিয়া দাঁড়া-

ইয়া রহিলেন, কেহ কোন কথা কয় না; বসন্ত কুমার অধিক ক্ষণ কাষ্ঠপুতলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বিরক্তি বোধ করিলেন; আমলাদিগের নিকট তক্তপোষে বসিতে গেলেন,—একজন আমলা বলিয়া বসিলেন, "ইহাতে বসিও না, এ মহারাণীর তক্ত।" বসন্ত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আমাদিগে তলব হয়েছিল?" উত্তর হইল, আর একটু দাঁড়াও।" বসন্ত তখন কাছারী ঘরের বাবাহিরে আসিয়া একখানি চৌকীর উপর বসিলেন। ঘরের ভিতর হইতে আমলারা বলিলেন "চৌকীদার এই দুইটী লোককে হেফাজতে রাখিস্; চৌকীদার আসিয়া বসন্ত ও বলরামকে লইয়া বাহিরের একটী বকুলতলায় আপনারা যেথানে বসিয়াছিল, সেই থানে বসাইল।

বলরাম বসন্তকে কহিল "ভাই বসন্ত, এদেশে চাকরীতে কাজ নাই; এখানে হাজার টাকা পেলেও থাকবার দরকার নাই; চল দেশে ফিরে যাই;- বসন্ত নিরুত্তর রহিলেন। বেলা প্রায় ছয় দণ্ড অতীত; সূর্য্যকর গরম হইয়া আসিল;—পথের মাটি তপ্ত হইতে লাগিল; এমন সময় একজন মুসলমান দন্তধাবন করিতে করিতে থানার বারাণ্ডায় একখানি চৌকীতে বসিল; মুসলমানটীর বয়স চল্লিশ পার হইয়া দুই চারি বৎসর হইয়াছে; দেহটী তৃতীয়াব তার, (চীন দেশ সুলভ; অধুনা এদেশে ইংরেজ রসনা তোষের জন্য পালিত) শুভ্রকায় পশুবিশেষের ন্যায় গোল গাল, মোটা দোহারা শরীর, ভুঁড়ীটী মুঙ্গেরের মটকীর ন্যায়, হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি ধড়টীর অনুরূপ; মুখভরা দাড়ি! মুখের সৌন্দর্য্য দাড়িতেই ঢাকা;—মাথায় টাক,টাকের চতুর্দ্দিকে ঝাড়ি জঙ্গলের ন্যায়, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, কোথাও ছোট, কোথাও বড় চুল;—চক্ষু দুইটী ছোট অথচ চঞ্চল;—যেন কোটরস্থিত খঞ্জন; এই কিম্ভূতকিমাকার মুসলমান মূর্ত্তি থানার বারাণ্ডায় বসিবামাত্র চৌকীদারগণ সসব্যস্তে সম্মুখে গিয়া ঘাড় নোয়াইয়া সেলাম করিল।

পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন ইনিই থানার দারোগা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন নূতন পুলিশের সৃষ্টি হয় না।

সে কালের দারোগা গিরিই পুলিশের, শুধু পুলিশের কেন, মফস্বলের শেরা চাকরী ছিল; তখন এই সকল পদ গুলি প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীস্থ মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী রজপুতদিগের একচেটে থাকিত, ভদ্র লোকের ছেলেরা এ সকল কাজে বড় আসিতে সম্মত হইত না। বরকন্দাজ হইতে জমাদার, জমাদার হইতে নায়েব দারগা, নায়েব দারোগা হইতে দারগা গিরি হইত; দারগা গিরিতে লেখা পড়ার বড় একটা দরকার হইত না সুতরাং এই শ্রেণীর দারোগার কাণ্ড জ্ঞান প্রায়ই

Y 1492 · BL 3347 · 4M-1884

রহিত ছিল ;—যাহার মুখ বুক ছিল সেই একটা পুরা দারগা ; অর্থাৎ যাহার মিথ্যা কথা কহিতে বাদিত না ;—প্রাণের ভয় ছিল না—যে অনায়াসে সাহেবের লাথি ঘুষা খাইতে পারিত সেই পাকা দারোগা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিত। বাড়ন সই বরকন্দাজ গুলি প্রায় আখেরে দারোগা হইতেন;—ইংরেজকে সন্তুষ্ট করিয়া শেষে বাহাদুরীও পাইতেন, আজি কয়েক বৎসর হইল মতিউল্লা দারোগা নিজে খাঁ বাহাদুরীর সহিত পেন্সন লইয়া পুত্রকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পায়া দিয়া দুনিয়া দাঁরী হইতে অবসর লইলেন। হায় বঙ্গের পোড়া অদৃষ্ট! বরকন্দাজের ছেলে যে ডেপুটী সেই ডেপুটী গিরি পাইয়া "বাহাদুরবংশধর" ও আজি বাহাদুরী জ্ঞান করেন ;—হায় রে অর্থ, তোর জন্য বঙ্গের ধনী মানী লোকের ছেলেরা কত দূর নীচতা স্বীকার করিতেছেন !

সাবেক পুলিশের দারোগারা হলপ দিতে পারিতেন, আসামীর জবাব লিখিতেন ;—মোটের উপর এক কথা বলিলেই চলিবে তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ ছিলেন। এই সকল নিরক্ষর ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত লোকের হস্তে দারোগাগিরির বিড়ম্বনা হইত তাহাতে আর বিচিত্র কি ! রাজকার্য্যে যেখানে ন্যায্য ক্ষমতার অপব্যবহার, সেখানে সততার অভাব সেই স্থানেই প্রচুর রুধির ;—মহাষ্টমীর দিন কালিঘাটে বা কি রুধির যত রুধির দারগাগিরিতে ;—বলিতে লজ্জা বোধ হয়, বঙ্গের কয়েকটী জমিদার বংশের মূল পত্তন দারোগা গিরিতে, পাঠক ব্যগ্র হইবেন না ক্রমে সকলেই দেখিতে পাইবেন।

দারগা মহাশয় চৌকীতে বসিয়া দাঁতন্ চিবাইতেছেন, নীচে একটী তামার কলাই করা বদনা,—চরণ তলে একটী কাল রঙ্গের দেশী কুকুর পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে ; চৌকীদারেরা তীর্থের কাকের ন্যায় এক দৃষ্টিতে তাঁহার বদন চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপনাদের চৌদ্দ পুরুষকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। বসন্তকুমার যে চৌকীদারের হেপাজাতে ছিলেন, সে চৌকীদারও তদ্রূপে দণ্ডায় মান ; একটু তফাতে বসন্ত ও বলরাম দুইজনে দণ্ডায় মান ; দারগা সাহেবের এজলাশ সরগরম ;—মফস্বলের হাকিম বাহাদুর চৌকীতে বসিয়া ফরসিতে তামাকুও টানিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে দাড়ি চুলকাইয়া আপন প্রবীণতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছেন, এমন সময় দশ বার বছর বয়সের একটী ছেলে ; দেখিতে শ্যামবর্ণ ; গোল গাল চেহারা ;—মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা চুল, বর্গ ক্ষেত্রের আকারে ললাট দেশের চুল গুলির সীমা সংরক্ষিত ; মাঝারি আকারের দাঁত গুলি হরিদ্রা বর্ণ ;—মুখ খানি গোল ; গলায় একটী রূপার পদক,—তাহাতে আল্লা রসুলের নাম পারসী অক্ষরে লিখিত —পদকের আশে পাশে তিনটী করিয়া

ছয়টী রূপার মাদুলী, দুহাতে দুগাছি রূপার বালা,—চেহারাটী দারোগা সাহেবের এক ছাঁচের;—ছেলেটী আসিয়া সাহেব বাহাদুরের উৎসঙ্গ দেশ জোড়া করিল; ভাবেই বোধ হইল ছেলেটীতে তাঁহার মালিকান স্বত্ব আছে, সেটী তাঁহার নিজের। ইত্যবসরে দারোগা সাহেবের দৃষ্টি বসন্তকুমারের উপর পতিত হইল;—তিনি একটু উচু রবে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুন্সী কোথায়?" ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল "খুনী মোকদ্দমার সাক্ষী সাবুদ আনতে গিয়াছেন।"

দার। এদুটা লোক তকে কে?

বসন্তকুমার সুবিধা পাইয়া অমনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমাদি'কে কি জন্য আনা হ'য়েছে?"

দার। ঐ খানে দাঁড়াও, আগিয়া আসবার দরকার নাই;—কে তোমাদিগকে এখানে আন্‌লে?

বস। থানার একজন বরকন্দাজ,—আর একটী বাবু কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চি না;—

দার। কোন বরকন্দাজ?

বসন্তকুমার বরকন্দাজকে দেখাইয়া-দিলেন বরকন্দাজ তখন থানার আড় গড়ায় গিয়া তামাকু খাইতেছিল। সে দারগা সাহেবের তলব মতে হুজুরে হাজির হইয়া উত্তর করিল "এই দুইটী লোককে মুন্সী সাহেব বাজার হ'তে পাঠিয়ে দিয়াছেন।"

দার। এরাই তবে খুনি মোকদ্দমার লোক?

দারগা সাহেবের পদতলে যে কুকুরটা শয়ন করিয়াছিল, সেটা এতক্ষণ বসন্তকুমারকে দেখিতে পায় না, তিনি অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিতে লাগিল;—আর এক এক বার অগ্রসরও হইতে ছিল; চীৎকার শব্দে থানা ঘর কাঁপিয়া উঠিল;—দারগা সাহেবের কুকুর; কাহার কিছু বলিবার কথা নাই;—কুকুর অনেক দিন হইতে দারগা সাহেবের অন্নে প্রতিপালিত;—এক মুহূর্ত্ত তাঁহার কাছ ছাড়া হয় না;—দারগা সাহেব মফস্বলে তদারকে যাইলে কুকুর সঙ্গে যাইত;—আহারের সময় সমুখে বসিয়া থাকিত;—রাত্রিকালে বাড়ীতে চৌকী দিত;—বাড়ীতে পোকটীমাকড়টী নড়িলে কাহার সাধ্য তাহার চীৎকারে বাড়ীতে থাকে। একদা রাত্রি কালে দারগা সাহেব মফস্বল হইতে আসিতেছিলেন কুকুরটী সঙ্গে আসিতেছিল,—হঠাৎ সে রাস্তার পার্শ্বে দৌড়িয়া কিছুদূর গিয়া বেহারাদের পায়ের কাছে আসিয়া চীৎকার করিলে,—কোন মতে তাহাদের গমনে প্রতিবন্ধকতা দিল; দারগা সাহেব প্রিয় পশুর কাতরতা দেখিয় যে দিকে সে গিয়াছিল, সেই দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া এক দল ডাকাইতকে উপস্থিত দেখিতে পান;—ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার্ করিয়া চালান দেন এবং য়েদ করেন। সেই অবধি কুকুরটী দারগা সাহেবের অতিকতর প্রিয় হইয়াছিল;—

তিনি আপনার অপেক্ষা কুকুরের অনুসন্ধান শক্তি প্রবল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ;—সেই ডাকাইতী মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র দৃষ্টে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত কুকুরটীকে চিনিয়া ছিলেন ; পশুটীকে আপন অধিকার ভুক্ত করিবার লোভও তাঁহার মনের মধ্যে জন্মিয়াছিল, কিন্তু কুকুরটী বিলাতী নহে, দেশী ;—এ জন্য তিনি এ হীনতা টুকু স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিলেন ; এতদ্ভিন্ন দারগা সাহেব সময় বিশেষে পশু পক্ষীর চীৎকারে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কল্পনা করিতেন ;—তাহাতে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে মহম্মদীয় কোরাণেও সে বিশ্বাস হ্রাস করিতে পারে না। আজি সেই ডাকাইত গ্রেপ্তারকারী অসাধারণ অনুসন্ধান-শক্তি সম্পন্ন কুকুর দুরদৃষ্ট ক্রমে বসন্তকুমারের সুন্দর পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া থাকা সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিল;—তীক্ষ্ণধী মুসলমান কুলরত্ন দারগা সাহেবের দারুণ সন্দেহ হইল বসন্তকুমার রূপনারায়ণ তীরের খুনী মোকর্দ্দমার আসমী,—নিশ্চয়ই তিনি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছেন,—নতুবা কুকুর এত চীৎকার করিত না ;—তিনি মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ;—কত আশাকেই মনের মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় দেখিতে পাইলেন ;—ভাবিলেন যদি এ মোকদ্দমায় সুরাগ সন্ধান করিতে পারেন তাহা হইলে কুকুর ও আপনি দুই জনেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাণের তুল্য হইবেন ; তাঁহার সুযশসৌরভ ভিন্ন জেলার সাহেবদের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিবে ;—তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবেন না,—আপনাদের জেলায় অতিরিক্ত বেতনে হয়ত লইয়া যাইতে চাহিবেন ;—তাঁহার দারোগা গিরি সার্থক হইবে ; দেশ বিদেশে নামডাক হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বসন্তকুমারের হাতে হাত কড়ি দিবার আদেশ দিবেন এরূপ স্থির করিতে ছিলেন;—তাঁহার পুত্রটী কুকুরের চীৎকার থামাইবার জন্য উঠিয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল, গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিল, তাহাতেই সে ক্ষান্ত হইল ;—থানা ঘর ঠাণ্ডা হইল ;—এই অবকাশে একটী বাবু ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। বাবুটী দোহারা—শ্যাম বর্ণ,—বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ ;—গায়ে একটী নাংকুণের কামিজ ;—গম্ভীর মূর্ত্তি,—মুখশ্রীতে বিদ্যা এবং বুদ্ধি বত্তার পরিচয় দিতেছিল ;—তিনি বাহিরে আসিবামাত্র ত্রস্ত হইয়া দারগা সাহেব উঠিয়া চৌকী ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুলিশ তদন্ত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে বাবুটীর উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার নাম অনুপচন্দ্র ঘোষ,—নিবাস হুগলী; তিনি হুগলীমাজিষ্ট্রেটের আদালতে কেরাণীগিরি করিতেন;—মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন জেলায় ইংরেজীনবিশ দারগা বাহাল করিবার মথ করিয়া হুগলীর মাজিষ্ট্রেটকে একজন ইংরাজীজানা লোক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন,—হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন আমলা দিগের মধ্যে সকলকেই মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় অবগত করিয়া তাঁহাদের কেহ যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা জানিতে চাহিলে, অনুপচন্দ্র প্রার্থনা করেন,এবং সে কালের দেব দুর্লভ দারগা গিরি লইয়া মেদিনীপুর যাত্রাকরেন;—যে দিন রাত্রিতে বসন্তকুমার রূপনারায়ণতীরে বিপাকে পড়িয়াছিলেন, সেই দিন বৈকালে জল ঝড়ের সময় অনুপচন্দ্র নৌকা করিয়া উলুবেড়েয় পৌছেন;—জল ঝড় থামিলে আহারাদির পর সেই রাত্রেই ডাক পাল্কীতে কয়েক জন চৌকীদার সঙ্গে মেদিনীপুর যাত্রা করেন, এবং উলুবেড়ে ছাড়িয়া রাত্রি আন্দাজ দুই তিনটার সময় দামোদর তীরে উপস্থিত হ'ন; তখন নৌকা পরপারে ছিল, ডাকের পাল্কী শুনিয়া মাঝী তাড়াতাড়ি পশ্চিম পার হইতে নৌকা পাড়ি দিল;—নৌকা যতই কিনারার নিকট আসিতে লাগিল,—ততই একটা চীৎকার শব্দ শুনা গেল; অনুপচন্দ্র পাল্কীতে নিদ্রা যাইতে ছিলেন চীৎকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল;—নিদ্রা ভাঙ্গিলে সেই শব্দ ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া তাঁহার শ্রুতি পথ আকুল করিল;—এই গভীর রজনীতে দামোদরবক্ষ চীৎকার শব্দে প্রতিধ্বনিত;—জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী ধপ্ ধপ করিতেছে, অনুপচন্দ্র পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন নৌকা খানি দামোদরের মাঝা-মাঝি আসিয়াছে;—পাল্কীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া একদল লাঠিয়াল লাঠী খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান আছে;—পাল্কীর নিকট একটী ভদ্র বেশ ধারী পুরুষ, সগর্ব্বে দণ্ডায় মান;—নৌকা খানি ক্রমশঃ কূলের অতি নিকটে আসিল; তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল সেই আকাশভেদী চীৎকার পাল্কীর ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল;—আকুল চীৎকার শব্দ বলিতেছিল "কেহ থাকেন

স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করুন,—দস্যু—দস্যু—দস্যু এই শব্দে আমাদিগের অভিনব দারগা বাবু নূতন কার্য্যক্ষেত্রে আপনার গুণ গরিমার সুন্দর পরিচয় দিবার সুবিধা পাইলেন;—তিনি আপনার চৌকীদার দিগকে বলিলেন "এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করতে হ'বে;—"ইতি পূর্ব্বে তাঁহার ডাক পাল্কীর বেহারা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, পরিবর্ত্তিত বেহারা সমেত ষোলজন তাঁহার সঙ্গে;—তাহাদিগকে বলিলেন "গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তিনি পুরা বক্সিস্ দিবেন";—তাঁহার সঙ্গে একজন বরকন্দাজও ছিল, তাহাকে দিয়া নিকটবর্ত্তী ফাঁড়িতে বলিয়া পাঠাইলেন যে একদল চৌকীদার লইয়া ফাঁড়িদার তাঁহার সাহার্য্যার্থে ত্বরায় উপস্থিত হয়;—বরকন্দাজ দৌড়িল; বেহারা, চৌকীদার সারি বাঁধিয়া নদীর ধারে খাড়া হইয়া গেল;—আর তিনি আপনি একটী রিভল্ভারে টোটা পুরিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল;—তখন নদীতে ভাটা;—নদীর জল কমিয়া কূল ভূমির অনেক নীচে গিয়াছিল;—অনুপচন্দ্র সদলে কিনারার উপরে দণ্ডায়মান, নীচে নৌকা;—নৌকা হইতে যে অবিশ্রান্ত চীৎকার শব্দ আসিতেছিল তাহার উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন "ভয় নাই;—ঈশ্বর রক্ষা করবেন।"

চীৎকার শব্দ আবার বলিল "ভগবান কি এ অভাগীর দিকে মুখ তুলে চাইবেন?"

অনু। স্থির হ'ন উপায় হচ্চে।

এই কথা বলিয়া তিনি বন্দুকে একটা আওয়াজ করিলেন;—সেই নিস্তব্ধ নিশীথে বন্দুকের শব্দে বায়ু কাঁপিল, কাঁপিতে কাঁপিতে যত দূর গেল সেই শব্দকে বহিয়া ছুটিল; গ্রাম বাসী দিগকে জাগ্রত করিল;—অনুপ সদম্ভে বলিলেন "সৎ হও অসৎ হও,—ডাকাইত হও দস্যু হও ধীরে ধীরে নৌকা হ'তে নামিয়া এস,—নতুবা নিস্তার নাই,—"এই কথায় লাঠিয়াল দিগের মধ্যে একজন নৌকার মাঝিকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল, আপনি হাল ধরিয়া দক্ষিণ দিকে নৌকা ভাসাইয়া দিল। ভাটার জোরে নৌকা দক্ষিণ মুখে ভাসিয়া চলিল;—দারগা বাবু অনুচরগণ সহিত কিনারা দিয়া অনুধাবন করিলেন। অনুপ যুবা পুরুষ, নূতন ক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে অসীম সাহসে, বিপুল বলে ছুটিতে লাগিলেন;—লক্ষ্যে, অলক্ষ্যে গুলি চালাইতে লাগিলেন;—নৌকা হইতে তিন চারি জন অচেতন বস্তুর ন্যায় ঝুপ ঝুপ জলে পড়িয়া গেল;—নৌকাস্থিত ভদ্রবেশী পুরুষটী উপায়ান্তর না দেখিয়া পাল্কী খানিকে নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া আপনিও পড়িল;—তখন গ্রামের লোক নদীর উভয় তীরে দাঁড়াইয়া গিয়াছে;—অনুপ গ্রামবাসীদিগের সাহায্যে পাল্কী খানি জলে তুলিলেন,—আপনি নদীতে নামিয়া চৌকীদার দিগকে লইয়া সাত জন লাঠিয়ালের সহিত যুবাকে গ্রেপ্তার করিলেন, সক-

লকে বাঁধিয়া লইয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। ইতি পূর্ব্বেই পাল্কী খুলিয়া দেখা হইয়াছিল যে তাহার মধ্যে একটী যুবতী মুমূর্ষ প্রায়। পশ্চাৎ বেহারাগণ পাল্কী খানিকে লইয়া ঘাটে পৌঁছিল;—এই ঘাটের নিকট একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল তাহাতে কয়েক ঘর চণ্ডাল মাত্র বাস করিত;—তাহারা সকলেই অনুপচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। নদী তীর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব দিকে একটী পুলিশ ফাঁড়ি ছিল;—তাহাতে একজন ফাঁড়িদার থাকিত। পাঠক বর্গ অবগত আছেন ইতি পূর্ব্বে আমাদিগের নূতন দারোগা ফাঁড়ি দারের সাহায্য জন্য বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিলেন;—বরকন্দাজ এখনও ফিরিল না। রাত্রি শেষ হইল;—আকাশের পশ্চিম ধারে পূর্ণিমার চন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল;—জ্যোৎস্নার সেরূপ জ্যোতি নাই, মলিন হইয়া আসিল;—চন্দ্রালোকে রাত্রির অন্ধকার গাছে পালায় আশ্রয় লইয়াছিল;—উষার আলোকে আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—ধীরে ধীরে আপন অঙ্গ লুকাইতে লাগিল;—চারি দিক্ ফরসা হইল;—দস্যুগণ সকলে পড়িয়া আছে; অনুপচন্দ্র স্ত্রীলোকটীর সেবা শুশ্রূষা করাইতেছেন; প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে সকলেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে;—স্ত্রীলোকটীও বমন করিতে আরম্ভ করিলেন; বারম্বার বমনের পর তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল;—অনুপচন্দ্র তখন দস্যু যুবককে একটী গাছতলায় লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন সত্য কথা বলিলে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবেন। দস্যু যুবা উত্তর করিল,—"স্ত্রীলোকটী তাহার বনিতা,—গতরাত্রির পূর্ব্ব রাত্রিতে শ্বশ্রু প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের অসম্মতিতে পিত্রালয়ে পলায়ন করিতেছিল; সে সন্ধান পাইয়া জল ঝড়ের সময় রূপনারায়ণ তীরে এক দোকানে একটী ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আমি তাহাকে খুজিয়া পাইয়া সেখান হ'তে ধরে আনবার কালে সমস্ত পথ সে চীৎকার করে আসিতেছিল।"

অনু। তোমার নাম কি?

দস্যু। বিপিনবিহারী;—

অনু। কোথায় বাড়ী?

বিপি। জগদীশপুর;—

অনু। কি জাতি;—

বিপি। ব্রাহ্মণ;—

অনু। নৌকার মাজিকে জলে ফেলে দিয়ে নৌকা নিয়ে কেন পলাতে ছিলে?

বিপি। আপনার বন্দুকের গুলিতে সে জলে পড়ে গিয়াছে।

অনু। ভাল;—পলাচ্ছিলে কেন?

বিপি। এপথে বড় দস্যু ভয় আছে, আপনাকে দস্যু মনে ক'রে পলাচ্ছিলাম;—

অনু। পাল্কী কেন জলে ফেলে দিলে?

বিপি। দস্যু হাতে মরতেই যদি হ'লো তবে স্ত্রী পুরুষে দুজনেই মরা শ্রেয়, এই বিবেচনায়;—

প্রত্যুত্তরে অনুপচন্দ্র একটু হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন;—"দস্যুকেত তুমি পেয়েছ, পুলিশে দিবে না?"

বিপি। একটু সুস্থ হইলেই থানায় গিয়া এজেহার দিব;—

অনু। থানায় যেতে হ'বে না,—এখনই দারগা আসবেন;—.

এতক্ষণে স্ত্রীলোকটী উঠিয়া বসিলেন, একটু দুগ্ধ খাইলেন;—পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইলেন, কথা কহিতে পারিলেন। অনুপচন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি একটু সুস্থ হ'লেন?" তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ডাকা দিয়া বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ;—আপনার অনুগ্রহে জীবন পেলাম।"

অনু। আমার অনুগ্রহে নয় ঈশ্বরের; বিপন্নকে তিনি ভিন্ন কেহ উদ্ধার কত্তে পারে না;—মনুষ্য অবলম্বন মাত্র;—

স্ত্রী। আপনিই আমার মনুষ্য রূপী ঈশ্বর;—নতুবা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কে রক্ষা কত্তে পারে?

অনু। আপনার নিবাস কোথায়?

স্ত্রী। রিষড়া;—

অনু। শ্রীরামপুর রিষড়া?

স্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ;—

অনু। কোথায় যাচ্ছিলেন?

স্ত্রী। স্বামী মেদিনীপুরে চাকরী করেন, সেই খানে যাচ্ছিলাম;—

অনু। কিসে যাচ্ছিলেন?

স্ত্রী। পাল্কীতে;—

অনু। ডাক পাল্কীতে?

স্ত্রী। না,—দেশ হ'তে বেহারা ক'রে আস্‌ছিলাম, সঙ্গে একজন ঝি আর দুজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছিল;—

অনু। তারা কোথায়?

স্ত্রী। তা দিকে খুন করেছে;—

অনু। কোথায় খুন করেছে?

স্ত্রী। রূপনারায়ণের তীরে;—

অনু। কোন দিন?

স্ত্রী। গত রাত্রিতে,—দুই তিন দণ্ডের সময়, যখন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়,—আমি পলাইয়া একটী ভদ্র লোকের আশ্রয় লই, বোধ হয় তিনিও একজন পথিক; এরা তাঁর কাছ থেকে আমাকে জোর করে এনেছে;—

অনু। সেই ভদ্র লোকটীকে চিন্‌তে পারেন?

স্ত্রী। ভাল রূপ নয়;—তখন আমি অজ্ঞান ছিলাম, ভাল ক'রে তাঁকে দেখি নাই;—

অনু। আপনি লেখা পড়া জানেন?

স্ত্রী। জানি;—সামান্য রূপ।

অনু। আপনার স্বামীর নাম লিখিয়া দেন দেখি;—

অনুপচন্দ্র আপনার পাল্কী হইতে কাগজ কলম আনিয় লিখিতে দিলেন স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বামীর নাম "বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় হেড কেরাণী ওয়াটসন কোম্পানির কুঠী—গড়বেতা" এইমাত্র লিখিয়া দিলেন। নামটী পাঠ করিয়া অনুপচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন,

—ঈশ্বরকে ধন্য বাদ দিলেন;—বিষাদে হর্ষে তাঁহার চক্ষে জল আসিল;—রিষড়ার বিপিন তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারই বিপদ,—সেই বিপদে তিনি উদ্ধার কর্ত্তা; যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "নাম শুনিয়া আপনার চক্ষে জল আসিল কেন?"

অনু। সে কথা আপনার এখন শুনে কাজ নাই;—পরে শুনবেন। আপনি এই দস্যু যুবাকে কখন দেখে ছিলেন?

স্ত্রী। উনি আমার স্বামীর সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র;—অনেক দিন হ'তে আমার প্রতি আসক্ত,—সময়ে সময়ে আমার সতীত্ব অপহরণেরও প্রয়াস পান,—স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁকে পত্রে লিখি;—এত দিন তিনি আমাকে আপনার কাছে লইয়া যান এমন সুবিধা পান না অল্প বেতন পেতেন, এখন বেতন বেড়েছে,—

অনু। আপনার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কি?

স্ত্রী। বিনোদ;—

অনু। যেখানেআপনার বেহারা দরওয়ানরা মারা গিয়াছে সে স্থানটী দেখাতে পারবেন?

স্ত্রী। রূপনারায়ণ তীরে, যেখানে এই রাস্তার শেষ, সেই খানে; চেষ্টা কল্লেই সব দেখতে পাওয়া যাবে;—

অনুপ আহারাদির কোন আয়োজন করিলেন না; বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল; ফাঁড়িদারকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন, বিনোদ আহত লাঠিয়াল, সৌদামিনী, সকলকেই সঙ্গে লইলেন কাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন না;—ডাক পাল্কীর বেহারাদিগকে দশটী টাকা পুরস্কার দিলেন; তিনি থানায় পৌছিয়া আপন পরিচয় দিলেন; দারগাকে সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন—মোকর্দ্দমার সংবাদ লিখিত করিয়া দারগাও লোক জন সমেত রূপনারায়ণ তীরে উপস্থিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দারোগা মহাশয় মফস্বলে।

থানার দারগা মহাশয় যখন রূপনারায়ণ তীরে পৌঁছিলেন তখন বেলা ৫টা বাজিয়াছে;—তিনি যাইবার পূর্ব্বে রূপনারায়ণ তীরে লোক ধরে না;—গ্রামস্থ গমস্তা, মণ্ডল পাইক সকলেই কটক রোডে সমবেত হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল;—ছেলে বুড়া আদি করিয়া সকলেই বাঁধা যাইবে;—এগারটা খুন;—আটজন বেহারা, দুইজনা ভোজপুরে দরওয়ান, একজন স্ত্রীলোক;—কাহার মাথা কাটা, কাহার সর্ব্বাঙ্গে লাঠির যখম;—চককমলা গ্রামে কটক রোডের ধারে পতিত, রক্তের স্রোত বহিতেছিল;—এখনই পুলিশ আমলা আসিয়া সকলকে এক দড়িতে বাঁধিবে তাহারি উপায় কি, কি করিলে ভাল হয়, ইহারই আলোচনা হইতেছিল;—কি করিলে সকল দিক্ বজায় থাকে তাহারই একটা যুক্তি হইবে এমন সময় দারগা বরকন্দাজ, চৌকীদার সমস্ত গ্রামের মাঠে পৌঁছিয়া গেল; মণ্ডল গমস্তা, চৌকীদার সকলেই ত্রস্ত;—মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল;—সকলেরই মুখে অন্য কথা নাই, কেবল দোহাই দারগা মহাশয়ের, তিনি ভিন্ন গতি নাই;—তিনি রাখিলেই গ্রাম থাকে, নতুবা সর্ব্বনাশ; দারগা মহাশয় সরেজমিনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জমিদারের বাড়ীতে চৌকীদার দৌড়িল;—গ্রামের বড় বড় পুষ্করণীতে ধীবরেরা দল বাঁধিয়া নামিয়া গেল;—পুষ্করণী তোল পাড় করিল; এমন সুবিধা আর হইবেনা,—মুহূর্ত্তেক মধ্যে ধীবরেরা একটার জায়গায় দশটা বড় বড় রুই কাৎলা তীরস্থ করিল;—এদিকে জমিদার গমস্তারূপ রুই, কাতলা ডাঙ্গায় ধড় ফড় করিতেছে গ্রামের পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে সেখানে চৌকীদার ছুটিতে লাগিল; হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকিতে, মেদিনী কম্পমান;—সকল গৃহস্থেরই সদর খিড়কী বন্ধ; সাবালক পুরুষ গ্রামে খুজিয়া মিলা ভার! গ্রামান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া নীরব;—শিশু জননীর স্তন পান করে না;—এক হুল স্থূল ব্যাপার; চৌকীদারেরা প্রজার গাছের ফল পাড়িতেছে,—ডাল কাটিতেছে; ঘর ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠের আয়োজন করিতেছে;—গ্রাম যেন জন মানব শূন্য;—মাতা পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেছেন, গৃহিণী স্বামীর দশা কি হইবে তাহারই জন্য আকুল, ভগ্নী ভ্রাতার ক্লেশ চিন্তা করিতেছেন;—এ অপরাহ্নে তাহারা সকলে কোথায় যাইবে, কাহার

আশ্রয়ে থাকিবে, দৈব ক্রমে যদি পুলিশ আমলার হাতে পড়ে তবে কতই নিগ্রহ হইবে, শেষে হয়ত হলফ করিতে হইবে;—যাহার জন্য এত কষ্ট হয়ত তাহাই অদৃষ্টে আছে;—কি বলিতে কি বলিবে,—কখন হাকিমের কাছে যায় না। নানা ভাবনায় গ্রামের কাহার বাড়ীতে সে রাত্রি হাঁড়ি চড়িল না।

দারগা তেজচন্দ্র ঘোষ পুলিশের এক জন খ্যাতনামা মহাপুরুষ;—তাঁহার জো-র্দ্দণ্ড প্রতাপে চোর ডাকাত, দস্যু বদমায়েস থরহরি কাঁপিত;—সেই তেজচন্দ্র দারগা আজি খুনি মোকর্দ্দমার তদন্তে মফস্বলে; প্রজা, জমিদার, পাইক, মণ্ডল, কাহার রক্ষা আছে;—তেজচন্দ্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ;—বয়স আন্দাজ ৫০। ৫২ বৎসর; দেখিতে উজ্জল শ্যামবর্ণ;—পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের সমতল ক্ষেত্র হইতে নাভিস্থল মাপে পাঁচ পোয়া দেড় হস্তের কিছু উপর;—মস্তকের উপরিভাগটী শ্রাদ্ধ বাড়ীর উঠানের ন্যায় তক্ তক্ করিতেছে; ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর এক গাছিও চুল ছিল না;—মুখ খানি ভারি ভারি;—মাংসল গণ্ডস্থল দুইটী কুঞ্চিত;—মুখের দন্ত পাঁতি দুইটীরও অবস্থা বড় ভাল নয়;—দন্ত গুলির কেহ হেলিয়াছেন, কেহ দুলিতেছেন;—কেহ ক্ষয় গ্রস্ত, কেহ বা অন্তর্হিত;—গোঁপ জোড়াটী দেখিলে বোধ হয় না যে কোন প্রাচীন লোকের, চক্‌চকে কাল, যেন ভ্রমর;—লজ্জার মাথা খাইয়া আমাদিগকে বলিতে হইল দারগা মহাশয় এ বয়সে গোঁপে কলপ দেন;—গৃহে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী;—প্রথম পক্ষের মেজ ছেলেটীর সময়ে বিবাহ দেওয়ায় একটী পৌত্র; মেজ পুত্রের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী বিবাহের পরই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন;—দারগা মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তে এক খানি সোনার ইষ্ট কবচ অর্থাৎ ষোল আনা রকম মিথ্যা কথন, এবং বিবিধ কপটতাচরণের উপর ধর্ম্মের আবরণ;—তাহার অপর দিকে একটী বড় রুদ্রাক্ষ;—পরণে একখানি সিমলার কালা পেড়ে ধুতি, গায়ে একটী মলমলের মেরজাই, যে হেতু পাড়া গ্রামে তখন নিমুর এতটা আমদানী হয় নাই;—কাঁধে এক খানি কল্মের উড়ানী;—দারগা মহাশয় এইরূপে আপনার পরলোকগত যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি খানি ষোল আনা রকমে শ্রীঅঙ্গে বজায় রাখিতে তদবির করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কালের এমনি গোস্তাকি, যে, সে রাজা রাজড়া, হাকিম দারগা কাহার মুখ চায় না; খাতির রাখে না; বা কাহাকেও ভয় করে না;—তাই দারগা মহাশয়ের এত যত্ন, এত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। দারগা মহাশয় পাল্কী হতে অবতীর্ণ হইয়া সৌদামিনীর এজেহার লইলেন, তাঁহাকে দিয়া লাশ গুলি সোনাক্ত করাইলেন; সৌদামিনী একে একে আপনার দারওয়ান, বেহারা ও দাসীর লাশ চিনিলেন,—যে দোকানে পলা-

ইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিলেন ;—খুনি মোকর্দ্দমার তদন্ত চলিতে লাগিল। গ্রামের জমিদার নজর বন্দী, এবং মণ্ডল, গমস্তা গ্রামস্থ পাইক সকলে এক দড়িতে বদ্ধ পড়িলেন; যতক্ষণ মোকর্দ্দমা কিনারা না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে, সকলকেই সেই রূপে থাকিতে হইবে। দারগা মহাশয় বাদী, আসামী সাক্ষী সকলকে লইয়া জমিদারের বাটীতে গিয়া ডেরা ডাণ্ডা ফেলিলেন। অনুপচন্দ্র রাত্রিতে আহারান্তে মেদিনীপুর রওনা হইবেন, পথে সৌদামিনীর আশ্রয় দাতা যুবার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইলে তদন্ত ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবেন ইহাই অবধারিত হইল। দারগা মহাশয়ের সঙ্গে দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী পাচক বিনা বেতনের চাকর ;—দীনবন্ধু দারগা মহাশয়ের বাসায় পাক করে, খাইতে পরিতে পায়,—বেতন একটী পয়সা নাই ; তথাপি সে দারগা মহাশয়ের পরিচর্য্যা ত্যাগ করিতে পারে না ;—তাহার পরিবার প্রতিপালনের কোন কষ্টও ছিল না ;—দীনবন্ধুর অন্যকোন উপজীবিকা না থাকিলেও কে জানে কেমন করিয়া তাহার বনিতার অঙ্গে পাঁচ খানা সোনা রূপার অলঙ্কার ছিল,—বৎসরান্তে আশ্বিন মাসে সে মহামায়ার পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্ব পত্রও দিতে ছাড়িত না ;—দীনবন্ধু সেই সুখে দারগা মহাশয়ের কাছ ছাড়া হয় না ;—দীনবন্ধুকে বেতন দিতে হইত না, সেই জন্য আমাদিগের দারগা মহাশয়ও তাহাকে বেশ ভাল বাসিতেন,—মফস্বলে দীনুর মহা খাতির ; সকলেই জানিত দীনবন্ধু দারগা মহাশয়ের বড় পেয়ারের চাকর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় চক চম্‌লা গ্রামের জমিদার একজন কায়স্থ ;—তাঁহার বাড়ী নিকটবর্ত্তী গ্রামে ; সেই খানেই আজি দারগা মহাশয়ের অবস্থিতি ; কায়স্থ জমিদারের বাড়ীতে আজি যেন বিবাহোৎসব ;—জমিদারের সদর বাড়ীটী কাঁচা,—বাড়ী প্রবেশ করিতেই অতিথি ফকির বসিবার জন্য দুই ধারে দুই খানি চালা, বাড়ীটী পূর্ব্ব দ্বারী ;—বাড়ীর ভিতর প্রাচীরের গায়েও তদনুরূপ দুই খানি চালা ; বাম দিকেরটীতে এক খানি পালকী লাল-মান্দ্রাজী গড়ায় আপনার অঙ্গ আঁটিয়া শোভা করিতেছে ;—ডানদিকের চালাটীতে একখানি চৌপালা,—ইনি সে কালে পল্লী গ্রামে বিবাহ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেন ; আজি কালি এই সামগ্রীটীর ব্যবহার বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সদর বাড়ীর মধ্যস্থলে এক খানি বৃহৎ আটচালা ;—চারিদিকে শালের খুটী, গণিয়া শেষ করা যায় না,—চালটী গৈরিকমৃত্তিকারঞ্জিত শলা বরগায় ছেটা ;—বেতদিয়া বাঁধা ;—দড়ি গুলি লাল কাল নানা রঙ্গে রংকরা ;—আটচালার উপরে কতকগুলি ঘট কলসী শ্রেণী বদ্ধ থাকিয়া প্রতিবর্ষের দুর্গোৎসবের পরিচয় দিতেছে ;—ঘটকলসী গুলির এক পার্শ্বে এক খানা অতি বৃহৎ তাল পত্রের,

আর এক খানি ময়ূরপুচ্ছের পাখা; পূজা উৎসবাদি শুভ কার্য্যে সে গুলির ব্যবহার হয়;—সচরাচর আবশ্যক হয় না এজন্য অতি যত্ন সহকারে আটচালার অতি উচ্চে রক্ষা করা হইয়াছে। পরচালার নীচ চালে বাড়ীর চাকর দিগের অন্য কর্ম্মে ব্যস্ততা হেতু পরিত্যক্ত দুই একখানি কাস্তে, দুই তিনটী দড়ির ঝুটী;—কয়েক খানি ধান নিড়ান দাউলী দেখিতে পাওয়া যায়; পূজা মহোৎসবাদিতে যাত্রা গীতাদির সময়ই কেবল আটচালা খানির কার্য্য কারিতা উপলব্ধি হয়, তদ্ভিন্ন প্রতি দিন প্রাতে এবং বৈকালে একজন গুরু মহাশয় তাহাতে বসিয়া গ্রাম্যশিশু গুলিকে লইয়া অধ্যাপনা কার্য্য করেন। আজি বৈকাল হইতে সশিষ্য গুরু মহাশয় ফেরার;—কাজেই পাঠাশালা বন্ধ; আটচালার উত্তর দিকে এক খানি চণ্ডীমণ্ডপ; তাহার সিড়ি গুলি ইষ্টকরচিত, উভয় পার্শ্বে এক একটী বংশদণ্ড অবলম্বনে দুইটী যুঁই ফুলের ঝাড় দণ্ডায় মান রহিয়াছে;—চণ্ডীমণ্ডপের খুটী গুলি স্থূল, এবং সূত্রধরের কারু কার্য্যের পরিচয় দিবার জন্য শিরোদেশে এক একটী কাষ্ঠ রচিত পক্ষী, লতা, পুষ্প প্রভৃতির প্রতি মূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে; বহির্দেওয়ালের দুই দিকে দুইটী মাটীর সিংহ; দুর্গোৎসবের সময় বাড়ীর ছেলেরা তাহাদিগের গায়ে খড়ি মাটী মাখাইয়া সাদা করিয়া দিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের সমুখ দেওয়ালে বিবাহ, অন্ন প্রাশনাদি শুভ কার্য্যের পরিচয় জন্য নান্দী মুখের বসুধারা। তাহাদের একটু দূরে অন্তঃপুরবাসিনী গণের শিল্প বিদ্যার পরিচয় দিতে খড়ি এবং গৈরিক মৃত্তিকায় চিত্রিত দুইটী সপত্র কমল কুসুমের ঝাড় অঙ্কিত; উপরে এক খানি সাদা চন্দ্রাতপ, তাহার চারি কোণে পাঁচ ছয়টী লাল শালুর তয়ারি বৃহৎ পুষ্পের পাপড়ি, এবং মধ্য স্থলে একটী পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিশোভিত; তাহাতেই চণ্ডীমণ্ডপের চাল ঢাকা দিয়াছে। পূজাদি মহোৎসবে চণ্ডীমণ্ডপের ব্যবহার হয়, আর বাড়ীতে অভীষ্টদেব বা তত্তুল্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিলে তাহাতে শয়ন করেন। আটচালার পশ্চিম দিকে পূর্ব্ব দ্বারী এক খানি উচ্চ বৈটক খানা;—তাহার মধ্যস্থল দিয়া অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথটী প্রাঙ্গণের সহিত সমতল;—সেই বৈটক খানার উপর দুই খানি বৃহৎ মাতুর মৃত্তিকা ঢাকা দিয়া প্রাতঃকাল হইতে দিবা রাত্রি পড়িয়া আছে;—মাতুরের উপর বসিয়া নায়েব গমস্তারা কাছারীর কাজ করে। বৈঠক খানার দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটী কোলঙ্গাতে আমলাদিগের অসাবধানুতাত্যক্ত মসিচিত্রিত, সাদা কাপড়ে বাঁধা কাগজ পত্রের কতকগুলি দপ্তর; চালের উপরে বংশশলাকা রচিত একটী মঞ্চ আলমারীর কাজ করিতেছে; গতাজি কাগজ পত্র সমস্ত খুজিলে তাহারই মধ্যে পাওয়া যায়। একটী কোলঙ্গায় কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ সিন্দুর মাখান মাটীর মস্যাধার; আর কতকগুলি কঞ্চির

কলম ;—বৈটকখানার এক জায়গায় চালের উপর কতকগুলি বড় বড় তাকিয়া, কোন টীর আবরণ আছে, কোনটী অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত; সদর বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের বাম দিকে একটী শিবমন্দির; তাহার সমুখ দেওয়ালে ইষ্টকে খোদিত নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি; তাহাদের মধ্যে এক একটী অশ্লীল ছবি তৎকালিক কুরুচির পরিচয় দিতেছে; মন্দিরের সমুখে একটী শ্রীফল আর একটী বক পুষ্প তরু সাময়িক পুষ্পের আদর নষ্ট করিয়া পুষ্পের ভার মাথায় লইয়া প্রতি দিন প্রাতে পল্লীস্থ ব্রাহ্মণ গণকে আহ্বান করে ;—বাটীর উত্তর পূর্ব্বকোণে একটী বাতাপী লেবুর গাছ ;—বাতাপী ফুলের গন্ধে বাড়ী আমোদিত; লেবু গাছের ধারেই এক খানি লম্বা চালা; তাহাতে কতকগুলি লাঙ্গল, জোয়াল, গোরুর আস্তরণ, গুণ, কুঠারি কোদাল ইত্যাদি কৃষি কার্য্যের আসবাব ও বাড়ীর চাকর দিগের শয়ন করিবার তিন চারি খানি মাদুর এবং কৃষ্ণ বর্ণ পাঁচ সাতটী মলিন বালিস ;—এই চালাটীর সকল খুঁটীতে সর্ব্বদাই পাট ও শণের গোছা টাঙ্গান আছে, তাহাদের গায়ে দড়ী সমেত এক একটী ঢেরা, চাকরেরা সন্ধ্যার পর এবং অবকাশ কালে দড়ি তাহাতে কাটে; কোন কাজ না থাকিলে বাটীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অবকাশ কাল ক্ষেপণ করেন; চালার এক পার্শ্বে একটী মালশায় আগুণ এবং তাহার কাছে একটী চকমকীর বাক্স।

দারগা মহাশয় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, অনুচরবর্গ যে যেখানে পাইল কেহ বসিল, কেহ শয়ন করিল। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ গমস্তাকে জানাইল, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য একশের আটা, একশের দুগ্ধ, আধশের রহড়ের ডাল, এবং তদুপযুক্ত শর্করার আবশ্যক, তাহার পরে আটচালার এক পার্শ্বে গিয়া আড্ডা লইল। দারগা মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে আটচালায় গালিচা পড়িল ;—বাঁধা হুঁকা বাহির হইল ;—বড় পাখা খানি নামিল; চৌকীদার দুই জন পাখা নাড়িয়া দারগা মহাশয়কে বাতাস করিতে লাগিল; পাচক দীনবন্ধুকে লইয়া জমিদার পাকশালে গিয়া দারগা মহাশয়ের অভ্যস্ত আহারীয়ের তালিকা লইতে লাগিলেন, এদিকে দারগা মহাশয় মধ্যে মধ্যে বরকন্দাজ জমিদারকে ডাক দিয়া "হুশিয়ার" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া আপন কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিতেছিলেন; যে হেতু জমিদার নজর বন্দী; জমিদার নজর বন্দীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝিতেন; বরকন্দাজকে ডাক হাঁকের ও কারণ জানিতেন, এজন্য তিনি মুখস্থ এক একবার উত্তর দিয়া দারগা মহাশয়ের আহারাদির বন্দোবোস্ত করিতে, আর সাতে পাঁচে, কাজে কর্ম্মে, হরেক রকমে দীনবন্ধুর মন যোগাইতে লাগিলেন; দীনবন্ধুর বেতন ছিল না, এ কথা পাঠকগণকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি; তাহার এই সকল দাঁও; এমন একটা আধটা দাঁও পাইলে দীনবন্ধু হেলায় মাস

কাটাইয়া দিত; তাই জমিদারকে নিভৃতে পাইয়া এক পোয়ার বায়গায় একশের ঘৃত, দশ শেরের স্থলে একমণ তণ্ডুল এইরূপে বৃষোৎসর্গের ফর্দ্দ দিল। জমিদারিতে এগার এগারটা খুন; তায় তেজচন্দ্র দারগার কলম;—একটু ক্রুটী হইলে পাথর ভাঙ্গিতে হইবে তাহা জমিদার জানিতেন। কাজেই দীন বন্ধু তিলকাঞ্চনে দান সাগরের ব্যবস্থা দিলেও তাহারই আয়োজন হইতেছিল।

এতক্ষণ আমরা পাঠক বর্গকে এক বিষয়ে সামান্য একটু ভ্রমে ফেলিয়া ছিলাম, —বস্তুত যে বাড়ীতে দারগা মহাশয় উপস্থিত; যিনি আজি নজরবন্দী, তিনি চক্‌কমলা গ্রামের জমিদার নহেন,—পত্তনিদার; সুতরাং তাঁহাকে তালুকদার বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত ছিল; তাঁহার নাম সীতারাম বিশ্বাস, জাতিতে কায়স্থ একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সীতারামের বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; পাঁচটী কন্যার পর একটী পুত্র; পুত্রটীর বয়স আন্দাজ সাত আট বৎসর;—সংসারে আর কেহ অবিভাবক নাই;—বাড়ীর কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য নবীন নামে তাঁহার একজন পিসতুতা ভ্রাতা ছিলেন;—নবীন বাঙ্গালা লেখা পড়া মাত্র জানিতেন;—জমিদারী ও মহাজনী কাজ উত্তমরূপ বুঝিতেন। নবীনের বয়স ২৭।২৮ বৎসর;—উহার একটী মাত্র পুত্র; এবং সহধর্ম্মিণী সীতারামের সংসারেই থাকিত। নবীন কার্য্যোপলক্ষে আজি স্থানান্তর গিয়াছেন;—ভ্রাতার উপস্থিত বিপদের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না;—রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল;—দারোগা মহাশয় ও অনুপ বাবু আহারাদি সমাপন করিলেন। আহারান্তে অনুপবাবু মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করিলেন;—যাইবার সময় সৌদামিনীর যত্ন লইবার জন্য দারগা মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন;—সৌদামিনী সীতারামের অন্তঃপুরে থাকিলেন;—অনুপ পূর্ব্বে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তিনি মেদিনীপুর যাইবেন আর ফিরিবেন না, কিন্তু তিনিই এ মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী;—তাঁহার গমনে আসল কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতে পারিবে, বিশেষতঃ সৌদামিনীকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া লৌকিকতা বিরুদ্ধ বিবেচনায় তিনি সে রাত্রিতে মেদিনীপুরের পথে যুবাকের অনুসন্ধান কার্য্যে অনুরুদ্ধ হইয়া তেজচন্দ্রের থানার একজন বরকন্দাজ সহিত কমলাচক হইতে বাহির হইলেন। সেই রাত্রিতেই পাঁশকুড়ার থানায় পৌছিয়া বাজারের যাত্রীদিগকে আটক করেন। পর দিন প্রাতঃকালে যখন বসন্তকুমার পাঁশকুড়ার থানায় দারগার নজরবন্দীতে ছিলেন সেই সময় তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া থানার বাহিরে আসিলে দাগরা তাঁহাকে চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান;—সেই সময় তিনি প্রথম পাঠক বর্গের দৃষ্টি পথে পতিত হয়েন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

পাঠক, আমাদের সঙ্গে এখন পাঁশকুড়ার থানায় আসুন। অনুপচন্দ্র দারগা সাহেবকে উঠিতে দেখিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে চৌকীতে বসাইলেন ;—একজন চৌকীদার থানা ঘরের ভিতর হইতে আর একখানা চৌকী আনিয়া অনুপবাবুকে বসিতে দিল ;—অনুপ তাহাতে বসিয়া দারগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বসন্তকুমারের সভ্যভব্য চেহারা খানি দেখিতে পাইলেন ;—তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে ?"

বস। আমার নাম বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, নিবাস চন্দন নগর ;—

অনু। চন্দন নগর ?

বস। হাঁ, চন্দন নগর ;—

অনু। ওরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

বস। বিশেষ অবগত নহি ;—

অনু। সে কি রকম ?

অনুপ বাবুর এরূপ প্রশ্নে দারগা সাহেব উত্তর করিলেন "উনি আপনার চককমলা গ্রামের খুনী মোকদ্দমার আসামী ;—

অনু। আসামী ?

দার। আমার ত এই রূপই বোধ হচ্চে ;—

অনু। আপনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হ'য়েছিল ?

দার। বিশেষ কিছু হয় নাই ;—চেহারাটা বড় সন্দেহ জনক ;—

অনু। আচ্ছা ; দেখা যাচ্চে ;—

বসন্তকুমার দারগার সহিত অনুপচন্দ্রের কথা বার্ত্তা শুনিয়া অবাক হইলেন, মনে মনে বলাই দাদাকে শতবার প্রণাম করিলেন ; গ্রামস্থ যে সকল লোক মেদিনীপুর আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশে ধন্যবাদ দিলেন ;— ভাবিলেন মেদিনীপুর ইংরেজের নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ ;—নতুবা এদেশে ন্যায্য বিচার নাই কেন। বসন্তকুমার সদ্বংশজাত, ব্রাহ্মণ পুত্র,— সভ্য সমাজ চন্দন নগরে জন্ম স্থান ; ইংরাজী বাঙ্গলা শিক্ষার আলোকে তাঁহার মনোবৃত্তি সমুদায় পূর্ণ বিকাশিত ;—তিনি মনের কথা খুলিয়া বলিবার লোক পাইতেছিলেন না, তাই এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন ; তাঁহার সম্ভ্রম এক জন অশিক্ষিত, নীচ কুলোদ্ভব মুসল-

মান কি বুঝিবে? পাঠকগণ প্রথম হইতেই বসন্তকুমারের সহিত পরিচিত কিন্তু আমাদিগের বড়ই ক্রুটী হইয়াছে যে বসন্তকুমারের আকার প্রকারের বিষয় আপনাকে অবগত করা হয় নাই;—বড় আবশ্যক ও বিবেচনা করি নাই। কিন্তু যখন মোটা বেতনের ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সেকালের একজন হাকিমতেন লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে যে বসন্তকুমার হত্যাকারী, তখন আর দারগাকৃত সন্দেহের চেহারাটী বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বসন্তকুমারের বয়স ২৩।২৪ বৎসর; এ কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে; তাঁহাকে দেখিতে গৌর বর্ণ;—গৌরবর্ণ বলিয়া একবারেই তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া দারগা সাহেবের মতের বিপরীতে পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক লইতে আমরা সাহসী নহে; এজন্য বলিতেছি যে গৌরবর্ণ হইলেই যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় এমন বিবেচনা করিবেন না;— তাঁহার আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী একে একে সকলই বলিতেছি, আপনারা বিবেচনা করিয়া লইবেন বসন্তকুমারের চেহারাটা কতদূর সন্দেহজনক;—তাঁহার যৌবনকরা বমর্ষিত মুখ-খানি গোলও নহে লম্বাও নহে, মাঝারি ধরণের, মস্তকের আয়তন বিলক্ষণ;—কাণ দুটী ক্ষুদ্র;—চক্ষু লম্বা, কর্ণমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত; উপরে নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল চক্ষুর সহিত সমান্তরে থাকিয়া শ্রুতি স্পর্শ করিয়াছে; "খগবর জিনি নাসা" আমরা একথার অনুমোদন করিতে পারিলাম না, —তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শ্রুতিযুগের মিলন ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া স্থূলাকার ধারণ করিয়াছে, রন্ধ্র দুইটী ক্ষুদ্র;—তাহার নিম্নে সবে এই গোঁপের রেখাপাত হইয়াছে, এখনও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে নাই!—গণ্ড বা চিবুকাস্থি অনুভূত হয় না;—অথচ তিনি স্থূলকায় নহেন; মুখের মাংসপেশীগুলি স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট; অধর ওষ্ঠ সূক্ষ্ম; যেন ক্ষুদ্র দুইটী গোলাপ কলিকা; মুখের হাঁ এত ছোট যে উচ্চ হাস্য করিলেও উপরের দন্ত পাঁতির কিয়দংশ মাত্র দৃষ্ট হয়;—মস্তকের চুলগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত; অথচ ক্ষুদ্র; গায়ে একটী সাদা পিরাণ;—পরণে একখানি ফরেসডাঙ্গার কালা পেড়ে ধুতি, পায়ে একজোড়া কাল চামড়ার জুতা, ব্রূস করা, পরিস্কার,—ঝর ঝরে;—এরূপ চেহারা এক কুকুরের কর্কশ রবে দারগা মহাশয়ের অপ্রীতিকর হইয়াছিল;—জ্ঞান চক্ষুর তুল্য চক্ষু নাই;—জ্ঞানী লোক অন্ধ হইলেও দিব্য দৃষ্টিতে জগৎ দেখিতে পান;—না দেখিলেও দুরারোহ গিরি শৃঙ্গের শোভা কল্পনা করিতে পারেন—নিবিড় দুর্গম কান্তারের রমনীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম; না ডুবিয়াও অতল জলধি গর্ভের শুক্তিনিবাস দৃষ্টিপথে আনিতে পারেন;—তাঁহার কল্পনা কুত্রাপি পরাভূত হয় না। অনুপ বসন্তকুমারকে দেখিয়াই তাঁহার প্রকৃতির একরকম মোটামুটী পরিচয় পাইয়াছিলেন;—তথাপি

তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন ;—তিনি কাছে আসিলে চৌকীদারকে একখানি চৌকী আনিয়া দিতে বলিলেন ;—চৌকীদার চৌকী আনিল ; অনুপ বসন্তকে তাহাতে বসিতে বলিলেন ;—বসিবার পূর্ব্বে বসন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, এখানকার সকল চৌকী কি মহারাণীর তক্ত নয় ?" পাঠকবর্গ বলিতে পারেন আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের দেশের শাসনকর্ত্রী ছিলেন না ;—সে কথা সত্য ;—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন আমাদিগের দেশ শাসন করিতেন,—কিন্তু তখনও রাজকার্য্যে মহারাণীর দোহাই চলিত। বসন্তকুমারের ঈদৃশী উক্তিতে অনুপচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "একথা বলবার কারণ কি ?" তখন তিনি বলিলেন "আপনাদের থানা ঘরে একবার প্রবেশ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে থানার মসনদ মহারাণীর ;—যাঁহারা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ—তাঁহারা ভিন্ন কেহ তাহাতে বসিতে অধিকারী নহে।" আমাদিগের নূতন দারগার তখনও পুলিশের ব্যবহার ভালরূপ অভ্যাস করা হয় না। কাজেই তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আজ্ঞা না——আপনি অনায়াসে বসিতে পারেন।"

দারগা সাহেব অনুপের এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইয়ং বেঙ্গল ইংরাজী নবিশ ছোঁড়া গুলাকে সরকার বাহাদুর পুলিশে লইয়া পুলিশের মান ইজ্জতের পথে কাঁটা দিলেন ;—দারগা গিরির সুখ ক্রমেই নষ্ট হইতে চলিল ; তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না ;—তিনি সেখান হইতে উঠিয়া আপন সেরেস্তায় তাকিয়া হেলান দিয়া দারগা গিরির ইজ্জত বজায় করিলেন। অনুপ বসন্তের আদ্যোপান্ত পরিচয় লইলেন, পরিচয়ে জানিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ;—ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ; আরও জানা গেল যে অনুপ যদিও বসন্তের সহিত পরিচিত নহেন কিন্তু তাহার পিতার নাম শুনিয়াছিলেন, তিনি একজন সে অঞ্চলের গণনীয় ব্যক্তি ;—মেদিনী পুরের পথে অনুপ একজন স্বদেশী সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন ; অধিকন্তু তিনিও এক যাত্রার যাত্রী ;—কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুর যাইতেছেন ; বসন্তকুমারও অনুপের বিশেষরূপে পরিচয় পাইয়া তুল্য রূপে সুখী হইলেন। হুগলী অঞ্চলে সে কালে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কেবল মাত্র মহম্মদ মহসীনের একমাত্র কলেজ ছিল ;—তাঁহারা উভয়ে একই সময়ে উক্ত কলেজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। এরূপ মিলনে উভয়েরই সুখের সীমা রহিল না ; কথা বার্ত্তায় বেলা হইল ; দুইজনে একত্র আহার করিলেন ;—বৈকালে বলাই, অনুপ, বসন্ত তিন জনে চককমলা গ্রামে ফেরৎ রওনা হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মোহনলাল।

লোকে বলে পাষাণ বড় কঠিন ; পাষাণ জলে ভিজে না,—শিশিরেও সিক্ত হয় না ;—বর্ষার জল পাষাণে পড়িয়া গড়াইয়া যায়, থাকে না ;—পাষাণের উপর আপন প্রভুতা বিস্তার করিতে পারে না ; পাষাণগাত্র এরূপ নয় যে জলে আর্দ্র হইবে ;—তবে আর শিশিরে কি করিতে পারে! পাষাণ বড় কঠিন, পৃথিবীর কোন বস্তুই কাঠিন্যে পাষাণের সমতুল্য হইতে পারে না ;—সেই জন্য যাহার মনে দয়া, সহানুভূতি, ইত্যাদি মাধুর্য্য গুণ নাই, তাহার মনের সহিত পাষাণের উপমা হয়। কিন্তু সেই প্রস্তরে কোন রূপ দাগ পড়িলে সে দাগ কখন মিলায় না ; প্রস্তরাজ যত দিন চূর্ণীকৃত না হইবে তত দিন সে দাগ আর যাইবার নহে।

পাষাণের আর এক মহৎগুণ, তৃণাদি একবার তাহাকে চুম্বন করিলে তাহার উপর ধূলি, ধূলির উপর কর্দ্দম, কর্দ্দম হইতে মৃত্তিকাস্তর সৃষ্টি হয় তখন তাহার রমণীয়তা অতি অপূর্ব্ব হয় ;—তখন সেই পাষাণবক্ষে জটা-মাংসী, কুম্ কুমাদি নানা জাতীয় সুরভী উদ্ভিদ, অতি রমণীয় সৌন্দর্য্যে অনুপম সৌরভে পাষাণের পাষাণত্ব ঘুচাইয়া দেয়। লোকে তখন পাষাণের সর্ব্ববাদী সম্মত কলঙ্কের কথা মুখে আনে না। ঘরে বসিয়া সকলেই এই পাষাণের নিন্দা করে, কিন্তু গিরিশিখর আরোহণ করিয়া কয় জন বল দেখি, সহস্র মুখে তাহার সুষমা কীর্ত্তন না করে! প্রস্তরে একবার পর্দ্দা পড়িলে প্রস্তর স্নিগ্ধাদি নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হয়। তাই বলি জগতের যেখানে উগ্রতা সেই খানেই মধুরতা ; যেখানে পাপ সেই খানেই অনুতাপ, যেখানে দুঃখ সেই খানেই সুখ ;—

রাত্রি দুই প্রহর অতীত ;—প্রকৃতি নিস্তব্ধ ;—কুত্রাপি মনুষ্যের গতিবিধি নাই ;—জগৎ সুষুপ্তির সুখময় ক্রোড়ে বিলীন ;—কোথাও পশুপক্ষীর সাড়া শব্দ নাই,—চন্দ্রকোণা একটী গণ্ড গ্রাম হইলেও বহুলোকের নিবাস ভূত বলিয়া এই গ্রামটীকে সকলেই সহর বলিত, ফলতঃ আমাদিগেরও তাহাতে কোন আপত্তি নাই ঃ—এই নীরব নিস্পন্দ নিশীথে পাঠক, একবার চন্দ্রকোণা নগরীর প্রান্তভাগে অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন ; ইষ্টকালয়টী জ্যোৎস্নালোকে ধপ্ ধপ্ করিতেছে ;—দ্বিতল গৃহের অনতি পরি-

সব গবাক্ষের উপর চাহিয়া দেখুন, গৃহমধ্যে এখনও দীপালোক অবসর লয় না, দিপ্ দিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে ;—সেই ক্ষীণ দীপালোকের ভিতর দিয়া দেখুন, গৃহমধ্যে একটী স্ত্রীলোক,—বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ বৎসর,—প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতেছে,—গৃহের ভিতর দীপালোকে বসিয়া কামিনী আপন কাজ করিতেছে,—আর দুই একটী কথা কহিতেছে,—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি স্ত্রীলোকটী বঙ্গদেশীয়া,—তাহার বর্ণটী যাটা মাটা উজ্জল শ্যাম ;—মাজাঘসায় একটু গৌর বলিয়া অনুমান হয় ;—দেহখানি বেশ ডৌলশুদ্ধ ;—বড় কৃশ ও নহে আর স্থূলও বলিতে পারা যায় না ;—বড় দীর্ঘও নহে, খর্ব্বও নহে, মাজারী ধরণের,—হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ মাংসল, তিনি যৌবন সীমার শেষ প্রান্তে উপনীত হইলেও তাঁহার চেহারা খানি দেখিলে তাঁহাকে তেমন বোধ হয় না,—তাহার আন্তরিক আদর পাইয়া যৌবন দেহ ছাড়িয়া যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছে না,—কাল পূর্ণ হইয়াছে, না যাইলেও নয়, অথচ যত্নে বাঁধা থাকিয়া কেমন যেন একরকম লজ্জা বিনত ; তাই তাদৃশ, স্ফূর্ত্তি নাই ;—কিন্তু আদরের বাড়া বশীকরণ আর নাই, তাই এখনও ভৃত্যের ন্যায় তাহার অনুগামী। তাহার মুখখানি নিটোল,—কপালটী ছোট,—নাসিকা উন্নত,—শ্রুতি ক্ষুদ্র,—চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা ; এক মাথা চুল, বাঁধিয়া না রাখিলে পায়ের সন্ধিস্থল স্পর্শ করে ;—ক্ষুদ্র অধর ওষ্ঠ দুইটী তাম্বুল রাগে বিভোর ;—উন্নত বক্ষঃস্থল, বিশাল নিতম্ব দেশ এখনও যৌবন গরিমা পরিত্যাগ করে না ;—তাহার এই পরিণাম দশাগ্রস্ত যৌবনের সৌষ্ঠব বাড়াইবার জন্য অলঙ্কারের অভাব ছিলনা ;—দুই কাণে দুই খানি সোনার পাশা ;—পাঠক, কি করিব, তখন আমাদিগের দেশের গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোকেরা কাণবালা, সোনার কাণ, এক রাশি মাকড়ির কথা শুনেন না, নাসাগ্রে একটী সোনার নথ, তাহাতে দুইটী মুক্তাফল—মধ্যস্থলে এক খানি চুনি, শোণিত বিন্দুর ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে ;—গলায় কেবলমাত্র একছড়া চিক, দুই হস্তে দুই খানি বাজু, তাহার নীচে এক ছড়া করিয়া তাবিজ, হস্তের মণিবন্ধ বেষ্টন করিয়া সুবর্ণের বাউটী, কটিদেশে চন্দ্রহার, চন্দ্রহার সাটীর উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে,—দুঃখের বিষয় তাহার ললাট প্রান্তে সিন্দুর রাগ ও হস্তে লৌহ কঙ্কণ দেখিতে পাইলাম না ;—কি করিব শরতের চন্দ্রও যখন মেঘে ঢাকা পড়ে, বিনয় শিষ্টাচারাদি সদ্‌গুণের সঙ্গেও যখন দারিদ্র্য দুঃখকে দেখিতে পাই, অলৌকিক রূপ রাশির মধ্যে ও যখন অসূয়াদি প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে তখন সুন্দরীতে বৈধব্য বা চপলতা বিচিত্র নহে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, জগৎ নিস্তব্ধ,—এসময় অট্টালিকার দ্বিতলে আলোক জ্বালিয়া তাম্বুল রচনা করিতে ক-

রিতে একটী স্ত্রীলোক কথা কহিতেছে, শুনিলেই কৌতূহল বৃদ্ধি হয়;—তাহার নাম মঙ্গলা, নামটী শুনিয়াই পাঠক বিবেচনা করিবেন মঙ্গলা যখন এত অল্প বয়সে বিধবা তখন সে আপন নামের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থা নহে;—কিন্তু আমরা তাঁহার সে কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না;—যে হেতু যে ব্যক্তি তাহার নাম রক্ষা করিয়াছিল সে অবশ্য গুণের পরিচয়েই তাহাকে মঙ্গলা বলিয়া ডাকিত;—তবে যে ব্যক্তি তাহার দুঃখের ভাগ ছাড়িয়া সুখের ভাগ লইতে লোলুপ হইয়াছিল, সে আপন দুর্ভাগ্যবশে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে মঙ্গলার নামের দোষ কেমন করিয়া দিব;—আমাদের মঙ্গলা—চণ্ডালিনী;—মঙ্গলার পিতা নিধিরাম চণ্ডাল—চন্দ্রকোণার প্রান্তভাগে একখানি শতছিদ্র কুটীরে বাস করিত;—দিনান্তে অন্ন পাইত না;—যে দিনে মঙ্গলা ভূমিষ্ঠ হয় সে দিন সে আপন ভদ্রাসন খনন করিতে করিতে কিছু গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হয়। সেই ধনের বলে বলবান হইয়া নিধিরাম দ্বিগুণ খাটিতে থাকে পূর্ব্বে সে পরের কাজে খাটিত, কিন্তু বৎসরেক পরে আপনি জমি জমা লইল, গোরুবাছুর কিনিল, চাস করিল,—আপন কাজে পরকে খাটাইতে লাগিল, তাই আদর করিয়া কন্যার নাম মঙ্গলা রাখিল;—ইহাতে আমরা নিধিরাম বা মঙ্গলা কাহাকেও দুষিতে পারি না;—চণ্ডালের ঘরে মঙ্গলা সৌভাগ্যবতী;—লোকে বলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ বিধাতার লিখন,—কিন্তু যে বিধাতার চাঁদে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, বারিদে বজ্র, সংসারে বৈচিত্র্য তাঁহার সৃষ্টিতে যে সমতা নাই, সমতা যে তাঁহার চক্ষুশূল একথা আমরা শতবার স্বীকার করিব,—এহেন বিধাতার সৃষ্টিতে মঙ্গলার বৈধব্য ভিন্ন আর কি ঘটিবে;—নয় বৎসরের সময় বিবাহ হইবামাত্র বছরের ভিতর মঙ্গলা বিধবা;—মঙ্গলাকে পাইয়া মঙ্গলার পিতা নিধিরাম আজি কুটীর বাস ছাড়িয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়াছে, তাহার অন্নহীনতা ঘুচিয়া ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, ধনধান্যে তাহার ঘর পরিপূর্ণ;—কমলার কৃপার পার নাই, অন্ত্যজাধম নিধে চাঁড়ালও আজি এক জন গণ্য মান্য লোক। নিধে এত ধনবান হইয়াও কিন্তু আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করে, তাই শিষ্টাচার ভুলিতে পারে না;—কন্যা বিধবা হইলেও সে এক দিনের তরে তাহাকে অযত্ন করিত না;—পাছে মঙ্গলা মনে দুঃখ করে এজন্য সে সর্ব্বদাই তাহার মনের মত কাজ করিত; মঙ্গলা সকলের অগ্রে খাইত;—সকলের অপেক্ষা ভাল পরিত,—নিধিরামের পাকা ঘরের উপর তোলায় শয়ন করিত, সহস্র অপরাধ করিলেও নিধিরামের নিকট ক্ষমা পাইত;—নিধিরাম তাহাকে কিছুই বলিত না। মঙ্গলা বিধবা হইবার দুই তিন বৎসর পরে একদিন সে আপন পিতার বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তখন বেলা দ্বিপ্রহর, বৈশাখ মাস,—রৌদ্রে কাট ফাটিতেছে;—সূর্য্যকরে গৃহ-

বাসী দিগের তালু শুষ্ক হইতেছে, এমন সময় একজন পুরুষ, বয়স প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, দীর্ঘকায়, সবল শরীর, প্রশান্ত মুখশ্রী, পিপাসার্ত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ;—আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন মঙ্গলার পিতা নিধিরাম কুটীর বাসী নহে, ভদ্র-লোকের মত বাড়ী ঘর দ্বার গুছাইয়া লইয়াছে ;—অপরিচিত পথিকেরা উচ্চজাতীয় ভ্রমে তাহার বাটীতে আসিয়া অতিথি হইলে সে আপন জাতীয় অধমতার পরিচয় দিয়া যথাসাধ্য অতিথি সৎকারের প্রয়াস পাইত ; কেহ কেহ তাহার শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া আতিথ্য গ্রহণও করিতেন ;—এই অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া মঙ্গলা পিপাসু যুবককে জল আনিয়া দেয়, জলপান করিয়া যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় চণ্ডাল কন্যা জানিয়া বলিলেন "তুমি আমার জাতি মাল্লে ?" এই কথায় মঙ্গলা একটু মুচকিহাসি হাসিয়া বাটীতে গিয়া তাহার মাতাকে সমস্ত জানাইল; তাহার মাতা বাহিরে আসিয়া দেখিল যুবকের গলে যজ্ঞোপবীত ;—এই দেখিয়া নিধিরামজায়া যুবকের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ;—নিধিরাম আসিয়া পৌছিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, সে ভাবিল অনেক দুঃখের পর তাহার অদৃষ্ট ফিরিয়াছিল, কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে, তাই বুঝি ছলনা করিয়া কোন দেবতা আসিয়াছেন,—মঙ্গলার চক্ষুও জলে ভিজিয়া আসিল ;—বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল ;—নিধিরামের অনেক অনুনয় বিনয়ে যুবক সে দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন, এবং তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পর দিন প্রাতে চলিয়াগেলেন ;—সেই দিন হইতে আজি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যুবক মঙ্গলার জাতিমারার কথা ভুলিতে পারে না ;—মধ্যে মধ্যে আসিতেন, যাইতেন, দুই-এক দিন থাকিতেন, আবার চলিয়া যাইতেন ; বাড়ীর সকলে তাহাকে মোহনলাল বলিয়া জানিত ; এই রূপ যাতায়াতে কিছু দিনের মধ্যে নিধিরামের পরিবারের সঙ্গে মোহন লালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল ;—বিশেষ মঙ্গলা মোহনলালকে তিনদিনের অধিক চারিদিন না দেখিতে পাইলে অধীর হইত ;—মোহনলাল আসিয়া সময়ে সময়ে চারি পাঁচ দিন থাকিতেন,—এক এক বারে দুই শত, চারি শত টাকা আনিয়া নিধিরামকে দিতেন ;—মোহন লালের টাকায় কিছু দিনের মধ্যে নিধিরামের বাড়ী ঘর পাকা হয়, পুষ্করিণী, বেড়, বাগিচা বড় মানুষের যা কিছু দরকার সমস্তই হইয়া উঠে ;—মোহন লাল রাত্রিতে আসিতেন রাত্রিতে যাইতেন যে দুই চারি দিন থাকিতেন, বাটীর বাহির হইতেন না ;—যে মঙ্গলার হাতের জল খাইয়া এক দিন তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়াছিলেন সেই মঙ্গলা এখন মোহন লালকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিত, মোহন লাল নিরাপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিতেন। এই শুভ মিলনের কিছু দিন পরে নিধিরাম

মোহন লালকে অনুরোধ করে যে তিনি মঙ্গলাকে বিবাহ করেন,—মোহন লাল বিশেষ কোন মতামত দেন না, নিধিরাম মৌনং সম্মতি লক্ষণং বুঝিয়া আপনার জাতি ও জ্ঞাতিগণকে নিমন্ত্রণ করে এবং মঙ্গলার পরিণয় বলিয়া সকলের দুই তিন দিন সেবা লয়। এই সময় হইতে মঙ্গলা মোহন লালকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিত ;—প্রথম দিনকয়েক মঙ্গলা তাঁহাকে তদ্রূপ সম্বোধন করিলে মোহন লাল মঙ্গলার কপালের সিন্দুরহীনতা মোচন করিয়া দেন। কিন্তু কে জানে মঙ্গলা কেন যত্ন করিয়া আর কখন সিন্দুর পরে না, বা হস্তে লৌহ কঙ্কনও ধারণ করেনা।

মোহনলালের সহিত মঙ্গলার পতি-পত্নিত্ব জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু মোহনলাল কোন্ জাতীয়, কাহার পুত্র, কোথায় তাহার বাস স্থান, একথা কেহ জানিত না ; নিধিরাম দরিদ্র চণ্ডাল, মোহনলাল হইতে তাহার মাসিক চারি পাঁচ শত টাকা আয়ের সংস্থান হইয়াছে, তাহার এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইবার ততটা আবশ্যকও ছিল না ; তবে মঙ্গলা সময়ে সময়ে দুই তিন দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেও সে কাহাকে কিছু বলিত না। কে জানে তাহাদের মনে কি ছিল।

যে দিন রাত্রির কথা বলিতেছি, অর্থাৎ যে রাত্রিতে পাঠবর্গ মঙ্গলাকে তাহার পিতার দ্বিতল গৃহের উপর বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতে করিতে কথা কহিতে শুনিয়াছিলেন ; সেই রাত্রিতে মোহনলাল মঙ্গলার নিকট ছিলেন ;—মঙ্গলা মোহনলালের সঙ্গেই কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমরা এই কয়েকটী কথা মাত্র শুনিতে পাইয়াছিলাম মঙ্গলা বলিল ;—

"তুমি যেখানে যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

মোহ। তাও কি হ'য়ে থাকে,—স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাহির হওয়া উচিত নয় ;—

মঙ্গ। তবে তিন দিনের বেশী চার দিন না দেখতে পেলে তুমি আমাকে চিরকাল দেখতে পাবে না।

মোহনলাল এই কথার উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখখানি বিষাদ-মসির কালিমা মাখিল। পাঠক, পরে দেখিবেন যে এই পরিচ্ছেদের প্রথমে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই মঙ্গলার সহিত মোহনলালের প্রণয় ঠিক পাষাণে উদ্ভিদ্।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা ভিজিল কিসে ?

পাঁশকুড়ার থানায় বসন্তকুমারের পরিচয় পাইয়া অভিনব দারগা অনুপচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বেলাপরাহ্ণে চককমলা গ্রামে রওয়ানা হইলেন ;—পাঁশকুড়া হইতে চককমলা আনুমানিক ছয় ক্রোশ পথ ;—রাত্রি তিন চারি দণ্ডের সময় তাঁহারা চক কমলার জমিদারবাটীতে আসিয়া দারগা তেজ চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ;—দারগাগিরির প্রথম উদ্যমেই অনুপচন্দ্রের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া বৃদ্ধ তেজচন্দ্র বড়ই খুসী হইলেন,—রাত্রিতে তাঁহার আহারাদির বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন ;—অনুপ একটু শ্রান্তি দূর করিয়া দারগার মফস্বলের এজলাস সীতারামের আটচালায় গিয়া দেখিলেন, সীতারাম দারগা তেজচন্দ্রের সহিত বসিয়া আছেন, মোকদ্দমার সুরাগ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছেন, আজি সীতারামের বন্ধনপাশ ছেদ হইয়াছে,—তিনি ইচ্ছা মত গমনাগমন করিতেছেন ;—মনের স্ফূর্ত্তিতে হাসি মুখে ইতঃস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন ;—তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্ব দিনের সে বিষাদ বিবশা মূর্ত্তি নাই ; অন্তঃপুরাঙ্গনাদিগের সে সুদীর্ঘ সাশ্রু নিশ্বাস নাই ; ঝটিকান্তে প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্ত্তির ন্যায় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলের মুখেই হাসি; কল্য যে দারগা কৃতান্ত বেশে তাঁহার বাড়ীতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, আজি তিনি বহুদিনের পরিচিত কুটুম্বের ন্যায়, সীতারামের অন্তঃপুরে আহার করেন, তাঁহার ছোট পুত্রটীকে আদর করিয়া কোলে লয়েন, কোন কাজ করিতে হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া করেন না ; ঘোর ঘনিষ্ঠতা,—ভারি মাখা মাখি,—এক রাত্রির মধ্যে তাঁহার সহিত দারগা তেজচন্দ্রের এত দূর আনুগত্য যার পর নাই স্বভাব বিরুদ্ধ, আমাদের নূতন পুলিশ অনুপ কিছুতেই তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না ;—ভাবিলেন সীতারাম দারগার স্বজাতীয়, বোধ হয় কোনরূপ কুটুম্বতা সূত্রের হারান থাই খুজিয়া মিলয়াছে। সীতারাম আপন কার্য্য সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া তাহাতেই তেজচন্দ্রকে বাঁধিয়া থাকিবেন।

পাঠক, সে কথা বড় মিছা নয়, নূতন দারগার এরূপ অনুমানকে আমরা ততটা অযুক্তিমূলক মনে করি না,—যাহার জন্য আপনি, আমি, এই সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, মহাজন, যুবা, বৃদ্ধ যোষিত

সকলেই হাহা করিয়া পরেচ্ছা প্রতিপালন করিতেছি, যাহার জন্য প্রাণের সোদর, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজনেরা ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ান; আবার পথের পথিকও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়ের অধিক আত্মীয় হয়, সংসারী হইয়া যে এক সাধারণ সূত্রে ছোট বড় সকলেই বাঁধা;—দারগা তেজচন্দ্র আজি সেই সূত্রে সীতারামের নিকট বাঁধা পড়িয়াছেন। অনুপ শ্রান্তি দূর করিয়া আটচালায় বসিতে না বসিতে সীতারাম করযোড়ে আসিয়া বলিলেন "একবার অনুগ্রহ করিয়া গা তুলুন," বসন্ত ও বলরামের প্রতিও তদ্রূপ শিষ্টাচার প্রযুক্ত হইল;—অনুপচন্দ্রের আগমন বাটী মধ্যে প্রচার হইতে না হইতে চণ্ডীমণ্ডপে যে আলোক জ্বলিয়া উঠে,—সেই আলোক তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই;—গৃহস্বামীর অনুরোধে তাঁহারা তিন জনে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া পূর্ণমাত্রায় শ্রান্তি দূর করিলেন;—মুখ হাত ধুইয়া আটচালায় বসিলেন; পরে অনুপ বসন্তকে তেজচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন, তাঁহার সহিত আপনার দেখা শুনা, কথা বার্ত্তা ও পরিচয়ের কথা সমস্তই সংক্ষেপে একরূপ তাঁহার গোচর করিলেন; তেজচন্দ্র কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে বসন্তের নিকট সৌদামিনীর বৃত্তান্ত সবিস্তার অবগত হইলেন;—আজি রাত্রিকাল এই পর্য্যন্তই হইয়া রহিল, আসামীদিগকে সোনাক্ত করা, এবং এজেহার লওয়ার কিছুই হইল না! বিষয় কর্ম্মের কথা এক রূপ বন্ধ হইল; তেজচন্দ্র লোকটা বড় মিশুক, এখন বিষয় কার্য্যের কথা ছাড়িয়া বসন্তের সহিত অপর কথায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ও দিকে দীনবন্ধুচক্রবর্ত্তী পাকশালায় বিরাজ করিতেছেন;—চারি দিকে চৌকীদার,—দীনু দারগার পাচক, চৌকীদারগণ তাহার দাসানুদাস,—সময়ে সময়ে দারগা মহাশয়ের কোপ দৃষ্টিতে পড়িলে দীনবন্ধুই দারগা কোপরূপ অপার জলধির কর্ণধার;—তাই কেহ দীনবন্ধুর জন্য কাষ্ঠ বহন করিতেছে, কেহ তামাকু সাজিতেছে, স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ দীনুর চৌকীদার সুলভতা দেখিয়া তাহার অবস্থাকে হিংসা করিতেছে। এই রূপে চণ্ডীমণ্ডপে, আটচালায়, সদর দরজায়, চৌকীদারের হুড়াহুড়ী, যে দিকে দৃষ্টি যায়, রক্তবীজের বংশের ন্যায় সেই দিকেই চৌকীদার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

নানা কথায় শেরার্দ্ধ তামাকু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল;—আর যে সময়ের পলার্দ্ধের মূল্য ও অবধারিত করিতে পারা যায় না—সেই অমূল্য সময়েরও ৫।৬ দণ্ড কাটিয়া গেল;—দীনবন্ধুর দরবারে দারগা মহাশয় দিকের ডাক পড়িল;—বলরামের আজি একাদশ বৃহস্পতি, তিনি চক কমলা গ্রামে পাদার্পণ করিয়া যতক্ষণ না ষোড়শোপচারে শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন, ততক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণার খাতিরে তাঁহার নয়নযুগল এই ভঙ্গুর জগতের ভঙ্গুর শোভার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াছিল;—

তাহার পর তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন;—বসন্তকুমার এবং গৃহস্থ সীতারামের বারম্বার চীৎকারে সে নিদ্রার মহাবেগ ভঙ্গ করিয়া চক্ষু রুন্মীলিত করিয়া ছিল;—গৃহস্বামীর বিনয় বশীভূত হইয়া আহার করিতে উঠিল;—সীতারাম পল্লীগ্রামের গৃহস্থ অথচ তালুকদার,— তাঁহার গৃহে এক জন নয়, আধজন নয় দুই জন পূর্ণ দারগার আবির্ভাব কম সৌভাগ্যের কথা নয়;—অপর গৃহস্থ ঘরে দশজন ভাটপাড়ায় ভট্টাচার্য্য, দুই এক জন প্রভুসন্তান গোস্বামীর কৃপাহইলেও এতদূর আহারের আয়োজন হয় না;—পূরা চারি দণ্ড ধরিয়া সানুচর দারগা বাবুরা সীতারামকে বাধিত করিয়া আচমন করিলেন তাহার পর সুনিদ্রায় ত্রিযামার যামত্রয় অতিবাহিত করিলেন।

পূর্ব্বদিক ফরসা হইল,—ভোরের পাখী ডাকিল,—বসন্তকুমার গাত্রোত্থান করিলেন,—দারগা বাবুরা এখনও সুকোমল শয্যার মমতা পরিহার করিতে পারিতেছেন না;—আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে, লোকজন কাজকর্ম্ম করিতেছে,—বৃদ্ধ দারগা তেজচন্দ্রের নাসিকা তখন ও ঘোর নিশীথের ডাক ডাকিতেছে;—তরুণ দারগা অনুপ চন্দ্র জাগ্রত হইয়াছেন,—কিন্তু আলস্য নিদ্রার সপত্নীত্ব পালন করিবার জন্য শয্যা হইতে উঠিতে দিতেছেনা, তিনি চাকরকে তামাক দিতে অনুমতি করিলেন;—অনুপের চাকর পূর্ব্বাঞ্চলের লোক, তায় দুই দিন আজি দারগা তেজচন্দ্রের ভৃত্যের সহবাসে আছে, সে কি আর স্বয়ং তামাকু সাজিবার হীনতা স্বীকার করে, প্রভুর হুকুম তামিল করিবার জন্য একজন চৌকীদারকে বরাত করিল,—চৌকীদার প্রস্তুত ছিল, তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিল অনুপ চন্দ্রের ফরসীর ডাকে বৃদ্ধ দারগার নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—তাঁহার নাসিকারব থামিল;—প্রকৃতি আরাম পাইলেন; আমরাও সুবিধা পাইলাম পাঠককে দুইটা নূতন খবর দিতে পারিব।

পাঠক ভাবিলেন বৃদ্ধ দারগা তেজচন্দ্র যখন নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গাঝাড়া দিয়া উঠিলেন; তখন বুঝি পৃথিবীতে কেহ আর জাগ্রত হইতে বাকী নাই, আজি দুই দিন কাল আপনার সহিত বিশেষ পরিচয়েও যদি আপনি একথা মনে করেন তাহা হইলে আপনাকে চৌকশ বলিতে পারি না;—চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, এখনও একটী ক্ষুদ্র মশারি প্রাতঃসমীরণে হেলিতেছে, দুলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ব্যাকুলতা সহকারে আছাড় কাছাড় করিতেছে, পাঠক, এখনও যদি না বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে কাজেই আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে, এই রজ্জু সূত্রময় গৃহে মহাত্মা বলরাম শর্ম্মা চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া দারগাগিরির সুখের সারসুধা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিতেছে। তেজচন্দ্র দারগা এবং বলরাম শর্ম্মার সহিত আমাদিগের যে কয়েক দিনের পরিচয়,

এবং সেই কয়েক দিনে তাঁহাদিগের উভয়ের কার্য্য সম্বন্ধে যত দূর দৃষ্টি রাখিয়াছি; তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে দারগা মহাশয় গত দুই দিনে যাহা যাহা করিয়াছেন যদি তাহাই তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মের উচ্চাঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে বলরাম শর্ম্মা একজন প্রথম শ্রেণীর দারগা;—দারগা মহাশয় অহোরাত্রের মধ্যে দুইবেলায় এক প্রহরের কিছু অধিক কাল ভোজনে, এবং চারি দণ্ডের কিঞ্চিদূণ সময় জলযোগে অতিবাহিত করিয়া যে সময় তামাকু খাইয়া গল্প করিয়া অপব্যয় করেন, সে সময় বলরাম বেকার থাকে না, বা বাজে কাজ করে না;—কেবল নিদ্রা যায়।

পাঠক, বিবেচনা করিবেন যে আমরাও বাজে কথায় এক পরিচ্ছেদ পূর্ণ করিলাম, দারগা মহাশয়ের আহার বিহারাদির অতি বর্ণনায় অনেক সময় কাটাইলাম, গুপ্ত কথার তিন চারি পৃষ্ঠা অধিকার করিলাম, এবং আপনার দশ পনর মিনিট সময় নষ্ট করিলাম, কিন্তু আমরা যে রূপ লোকের পরিচয় দিতেছি, তাঁহার নামেরগুণে, তাঁহার বিষয় আলোচনার পুণ্যে আমরাও তদ্ভাব বা তদ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি;—ফলতঃ পাঠক, পর পরিচ্ছেদে এই অতি বর্ণনার কারণ বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আসামী ফেরার।

চককমলা গ্রামের তালুকদার সীতারামের বাটীতে দারগা মহোৎসবের দুই দিন কাটিয়া গেল;—তুলনায় আজি নবমী;—শেষ পূজা। সকালে সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইলেন, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে করিতে স্নান কাল উপস্থিত হইল; এমন সময় কাগজ কলম লইয়া বসিলে সময়ে স্নানাহার হইবে না, এজন্য পরামর্শ স্থির হইল সকাল সকাল স্নান করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। সীতারাম উপস্থিত,—তৎক্ষণাৎ দারগা বাবুদিগের স্নানের আয়োজন করিয়া দিলেন। চারি পাঁচ জন চৌকীদার আসিয়া দারগা মহাশয় দিগের চরণ তলে বসিয়া

গেল; তৈল লইয়া শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিল,—বাবুদের নানান্ গল্প চলিতে লাগিল;—চৌকীদারগণ "ছিলিমের উপর ছিলিম" ভরিয়া তামাকু যোগাইতে লাগিল। সীতারামের আটচালা তামাকের ধূমে মেঘাচ্ছন্নবৎ! এমন সময় দারগা তেজচন্দ্রের বরকন্দাজ ভুমন সিং ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, দারগা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভুমন সিং, থাবার দাবার কোন অসুবিধা হচ্চে না ত?—"এই কথায় সীতারাম এস্ত—নিকটে আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা,—জমাদার সাহেবের আটা রুটীর জন্য মুদিকে বলা আছে, যখন যা দরকার হ'বে তাই পাবেন।" সীতারামের বলা শেষ না হইতে হইতেই ভুমন বলিল "আজ্ঞা না, বিশ্বাস মশায়ের এখানে আমাদের কখন কষ্ট হয় না। দারগার পানে চাহিয়া বলিল,—"আপনাকে একবার উঠে আস্‌তে হ'বে, একটা কথা আছে।" তেজচন্দ্র তখন আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, ভাবিলেন, ভুমন দাঁও মিলাইয়া থাকিবে,—তিনি ভুমনের সঙ্গে সঙ্গে বাটীর বাহিরে গেলেন, নিরীহ সীতারামের তখন সন্দেহ বাড়িল, তিনি ভাবিলেন, ভুমন তাঁহারই বিরুদ্ধে দারগা মহাশয়কে কিছু বলিবে, তাঁহার সাক্ষাতে কিছু বলিতে না পারিয়া বরকন্দাজ তাঁহাকে আড়ালে লইয়া গেল। যাহা হউক তিনি সে বিষয়ে নির্দ্দোষী, মনে জানেন কোন রূপে ভুমনের অমর্য্যাদা হয় নাই।

ভুমন দারগা মহাশয়কে বাটীর বাহিরে অনেক দূরে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিল,—কোন কথা কহিল না, দারগা তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভুমন, সব ভাল ত?"

ভুম। আজ্ঞা না;—ভারি বিপদ, এত দিন আপনার কাছে আছি এমন কখন হয় না,—বড় বড় দায় চলে গেছে,—তায় কিছু ভাবনা করি না, আজ ভাবিয়েছে।

দার। ব্যাপারটা কি বল দেখি;—

ভুম। এমন কিছু সঙ্গীন ব্যাপার নয়, তবে এই বেকারবারী নূতন লোকটা থেকেই গোল বেধেছে,—না হ'লে সব চুকে যেতো;—

দার। হয়েছে কি?—

ভুম। আসামী কটা কাল রাত্রে সরেছে;—

দার। সে কি ভুমন, খুনী মোকর্দ্দমার আসামী পালাল কি? কখন?

ভুম। কাল রাত্রে;—

দার। রাত্রে ত জানি, কেমন সময়?

ভুম। তা জান্‌তে পারা গেলে কি ধরা পড়তে বাকী থাকে;—

দার। কে পাহারায় ছিল?

ভুম। এই গ্রামেরই সাত বেটা চৌকীদার ছিল,—

দার। ভুমন, শেষ বয়সটায় বড়ই বিপদ দেখ্‌ছি, দুটা বছর গেলে পেন্সন নিয়ে বার হ'তেম, তা আর অদৃষ্টে ঘটলো না বোধ হচ্চে;

ভুম। আপনি অত ভাব্‌বেন না,—এই ভুমন থাক্‌তে আপনার কিছু হ'বে না;—

দার। তা ত জানি, কিন্তু আসামী কোথা পাবে? এখনও সাক্ষীদের সোনোক্ত করান হয় না,—তাইত, কি হবে?

ভুম। আমি ত চৌকীদার দিয়ে ধ-র্‌তে পাঠিয়েছি,—

এই সকল কথা কহিতে কহিতে দারগা তেজচন্দ্র বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল; বড় ভয়ানক কথা খুনী মোকর্দ্দমার আট জন আসামী ফেরার। দারগা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ভাবনা দেখিয়া ভুমন বলিল "বাবু, ভাববেন না, একটা উপায় করা আছে।"

দার। কি বল দেখি?

ভুম। একবার এদিকে আসুন;

দার। যাবো কি ভুমন, আমার পা চলে না;—

ভুম। আপনি দারগা গিরি ক'রে মাথার চুল পাকালেন, আর, একটা সামান্য কাজে একবারে ব'সে পড়লেন;—

দার। সামান্য কাজ বল কি ভুমন, আজ কাল যে মেজেষ্টর সাহেব, শুনলেই ত জেলে পুরবে।

ভুম। সামান্য বই কি বাবু, কত লোক খুন কোরে পার পেয়ে গেল, আর আপনার ত কটা আসামী পালিয়েছে; তার ভাবনা কি? কিছু পরবা নাই, আপনি কাগজ পত্র সারুণ গিয়া। আমি তার উপায় করবো।

দার। কোথা যেতে বল্‌ছিলে, চল যাই।

ভুমন দারগা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যেখানে আসামীরা আবদ্ধ ছিল, সেইখানে লইয়া গেল;—গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দারগা মহাশয় দেখিলেন আট জন লোক আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা দারগা মহা-শয়কে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল "দোহাই দারগা মহাশয়,—আমরা কাশীজোড়া পর-গণার লোক, গঙ্গা মায়িদর্শনে যাচ্ছিলাম আমাদিগে ধরে এনেছে,—ধর্ম্ম অবতার আমরা কিছুই জানি না। আপনি আমা-দের মা বাপ।" এই সকল কথা শেষ না হইতে হইতে ভুমন বলিল "চুপ রও,—ঘাব-ড়াও মৎ।" ভুমনের কথায় তাহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দারগা মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল,—কথা কহিলে ভুমন মারিতে উদ্যত, আর কথা কহিল না।

দারগা মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভুমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এরা একবার করে না?" ভুমন উত্তর করিল "চেষ্টা হচ্ছে,—"

দার। একরার কল্লেও টিক্‌বেনা;—সাক্ষীরা ত সোনাক্ত করবেনা,—

ভুম। একরার ত করুক, তা হ'লে সাক্ষীরা আর কতক্ষণ সোনাক্ত না ক'রে থাক্‌তে পারে;—

দার। সাক্ষী যে তেমন নয়;—

ভুম। আমি ওদিগে ঠিক ক'রে আপ-

নার কাছে নিয়ে, যাবো আপনি ওদের একরার লিখতে আরম্ভ করবেন তার পর দেখবেন, সাক্ষীরাও ধাঁ ধাঁ সোনাক্ত করে ফেল্‌বে ;—

দার। সোনাক্ত সোনাক্ত অনুপ বাবুর সোনাক্ত,—তা বই ওদুজন লোকত জল ঝড়ের দিন রাত্রে ঘোর অন্ধকারে দেখেছিল,—তাও চকিতের ন্যায় ;—সে সোনাক্ত ততটা প্রমাণ যোগ্য নয়।

ভুম। অনুপ বাবুও ত পুলিশ, তিনি আর কি অন্য কথা বল্‌তে পারেন ;—যদি আসামীরা একরার করে, আর ঐদুজন সাক্ষী সোনাক্ত করে তা হ'লে আর অনুপ বাবুই কি করবেন ;—

দার। তা হ'লে কিন্তু বড় একটা কাজ হ'য়ে যায় ;—আচ্ছা দেখা যা'ক দেখি। তুমি ওদি'গে বেশ ঠিক ক'রে তবে নিয়ে যাবে।

ভুম। আপনি যা'ন ;—আমি নিয়ে যাচ্চি ; কিন্তু এবেলা না হলেই ভাল হয়,—

দার। আচ্ছা,—আমি তারও চেষ্টা দেখছি ;—

দারগা মহাশয় ভুমনের নিকট বিদায় লইয়া ভাবিতে ভাবিতে সীতারামের সদর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন,—ভুমন অশিক্ষিত লোক, কিন্তু হাজার হউক দারগা ভদ্র বংশজাত, একটু লেখা পড়ার গন্ধও তাহাতে ছিল, বয়স যে রূপ তাহাতে দারগা গিরির লোভ না থাকিলে তিনি এত দিন কাশীবাস করিতেন ; কি করিবেন, তাহার উপর আবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ; এই সকল কারণে দারগা মহাশয় এখনও সংসারে আছেন ;— দীর্ঘকাল পুলিশে চাকরী করিয়া যদিও তাঁহার দয়া মমতাদি মনুষ্য মনের কোমলতা জমাট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্যের বিবেকতাপে সে জমাটত্ব একটু শিথিল হইল,—তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগকে মনে পড়িল ;—পরকাল মনে হইলেতাহাতেই গাত্র শিহরিয়া উঠিল ; আমাদের সেকালের তেজচন্দ্রের ইংরজী ভাষায় জ্ঞান ছিল না, সুতরাং পরকাল সম্বন্ধের আধুনিক সন্দেহ তাঁহার মনে বড় একটা উঠিল না। ভুমনের অবলম্বিত পন্থা তাঁহার প্রীতিকর হইল না,—কিন্তু না হইলেও আপনি মারা পড়েন, কি করিবেন সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে আপনার চৌকীতে গিয়া বসিলেন। চৌকীদারেরা পূর্ব্ববৎ আপনাদিগের সতৈল হস্তে তাহার অঙ্গসেবা করিতে লাগিল। দারগা মহাশয় অনুপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই অন্য মনস্ক,—প্রাচীন দারগা লোকটা বড় বিচক্ষণ,—বিশেষ সাবধান লইতেছেন অনুপ কোনমতে তাঁহাকে ধরিতে না পারেন।

কথায় বার্ত্তায় তৈল মর্দ্দন ক্রিয়া সমাধা হইল। সকলেই স্নান করিতে গেলেন।

পাঠক, আমাদের সঙ্গে একবার ভুমনের নিকট আসুন। ভুমন বিহারী,—গাজিপুর অঞ্চলের লোক, জাতিতে কৈরী,—উপর মুলুক হইতে যে সকল লোক আমাদের দেশে

আইসে তাহারা দোবে, চৌবে, হইলেও পাঁড়ে, তেয়ারী না হইলে সকলেই "সিংহ" উপাধিতে খ্যাত,—এজন্যই ভুমন কৈরী "সিং"। ভুমনের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর ;—সে নানান্ সরকারী কার্য্যে এখানে ত্রিশ বৎসর কাটাইয়াছে ; কথা বার্ত্তা, চাল চলন সকলই এদেশীয়দের মত। ষোল বৎসর বয়সের সময় সে বাপ মার নিকট হইতে পলাইয়া এদেশে আইসে,—এদেশে আসিয়া ভরণ পোষণের উপায় না দেখিয়া একজন বিলাতী সিবিলিয়েনের বাবুরচীর সহিত আলাপ করে, সেই তাহার সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত,—বাবুরচির সহিত আলাপ করিয়া ভুমন সাহেবের কুঠীতে যাতায়াত করে, একদিন সাহেবের সহিস ঘোড়ারদানা চুরী করিয়া বাবুরচীকে প্রতিশ্রুত অংশ না দেওয়ায় বাবুরচী সাহেবকে বলিয়া দেয়, সহিস চাবুকের ভয়ে পলায়ন করে। বাবুরচীর ইষ্টসিদ্ধি হইল, কিঞ্চিৎ প্রণামীর অঙ্গীকার পাইয়া ভুমনকেই সহিসী চাকরী দেওয়াইয়া দিল। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে সহিস ঘোড়ার ঘাস কাটিতে কাটিতে পুলিশের বরকন্দাজী পায়াছে সে নিতান্ত ঘাসকাটা সহিস নয়। ভুমনের চালাকী চাতুরী দেখিয়া কিছু দিন পরে সাহেব তাহাকে আপনার কোটে পেয়াদাগিরি দেন ;—সাহেব যখন উচ্চ পায়া পান, তখন এক দিন এজলাশে বসিয়া দেখিতে পান যেন একজন সাক্ষীকে এজেহার শিখাইয়া দিতেছে ;—প্রতি পক্ষের উকীল তাহা জানিতে পারিয়া ভুমনের চরিত্র পুরা এজলাশে সাহেবকে দেখাইয়া দিলে ;—সাহেব তাহার দণ্ড স্বরূপ তাহাকে পুলিশের বরকন্দাজ করিয়া আপনার এজলাশ হইতে বিদায় দেন। সেই হইতে ভুমনের ত্রিশ বৎসর কাল পুলিশে কাটিয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তাহার সেই সিবিলিয়ান মুরুব্বি এ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সাহেবের দোহাই দিয়া ভুমন অনেক সময় অনেক দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে ; তাই ভুমনের এত সাহস!

ভুমন আসামীদিগকে লইয়া কত প্রকার উপদেশ দিল,—তাহাদিগকে যাহা বলিতে বলিল, দারগা আর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাহারা সেই রূপ বলিলে—নিষ্কৃতি পাইবে, নতুবা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

আমাদের অনেক পাঠকেই বোধ হয় কাশীজোড়া পরগণার নিম্ন বা মধ্যবৃত্ত লোকের সহিত পরিচিত নহেন,—আমরা এতদঞ্চলের উচ্চ শ্রেণী লোকদিগের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না—তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ের কোন সংশ্রব নাই ;—কাশীজোড়া পরগণা মেদিনীপুরের পূর্ব্বভাগে সংস্থিত। এখানে কৈবর্ত্ত জাতীয় লোকের বাস অধিক ;—কৈবর্ত্তগণের অনেকেই মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের উপাসক,—সুতরাং প্রাণী হিংসা ইহাদিগের

ধর্ম্মবিরুদ্ধ; তবে তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব প্রথানুসারে অনেকেই মৎস্যভক্ষণ অশাস্ত্রিক মনে করে না;—সকলেই চাস-জীবী, ক্ষেত্রে খাটে, গোলার ধান খায়, রাত্রিতে খোল কর্ত্তালের তালে হরিনাম সংকীর্ত্তন করে,—মনে আশার উচ্চতা নাই, কেহ কখন অত্যাচার করিলে "ভগবান আছেন।" এই নালিশ করিয়াই মনকে প্রবোধ দেয়, অপকারীর অপকার করিবার তদ্বির করিতে শিক্ষা করে না; এদিকে আবার লাল পাগড়ী দেখিলে লুক্কাইত হয়, কখন তাহার নিকটে আসে না —ভয় এই, আদালতে গিয়া পাছে কোন গতিকে মিথ্যা বলিতে হয়। তাহাদের মনে এই রূপ বিশ্বাস, যেন আদালতের মধ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা শঠতা, ছুটাছুটী করিতেছে;—যে আদালতে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই যেন গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সন্দেহটা নিতান্ত অমূলকই বা কেমন করিয়া বলি;—পাঠক, দেখিবেন সরল নিষ্পাপ মনের যাহা বিশ্বাস তাহাই সত্য! কাশীজোড়া পরগণার কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে সকলের কথা বলিতেছি না, বিশেষ যাহারা আজি কালিকার সহরের ফেরত, তাহাদিগের ত নয়ই। অপরাপর লোকেরা এখন পর্য্যন্ত বড় সরল, যার পর নাই ভীরু;—আমরা বলিতে পারি তাহাদিগের মধ্যে প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা হস্তপদ এবং বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট এক জাতীয় জীব, মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "হুতোমের গুড়ুক গঁই, এবং কাঁধেবাড়ী বলরামের" অভিনয় এ অঞ্চলেই হইত, এখনও কোন কোন স্থলে হইয়া থাকে। ফল কথায় ইহারা বোকার শিরোভূষণ! আজি কালি স্থানে স্থানে পাঠশালা, স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া এদেশের লোকের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিতেছে;—বিশেষ কলিকাতাঞ্চলে গতিবিধির সুগমতা হেতু অনেকের চোখ, মুখ, নাক ফুটিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় তাহারা নিরেট বর্ব্বর ছিল। সেই কাশীজোড়ার কৈবর্ত্ত সকল আজি ভুমন হেন এক জন সুনিপুণ চতুরের খেলনক; দুইচারি বার তাহারা ভুমনের প্রস্তাবে অসম্মত হইল, কিন্তু যখন ভুমন নিজমূর্ত্তি ধরিল তখন তাহাদের একজন স্বীকার করিল; একজন স্বীকার করিল দেখিয়া অপর সকলেই তাহাতে অমত করিল না;—ভুমন যে মন্ত্র পড়াইল তাহাই পড়িয়া অভ্যাস করিল;—চতুর বরকন্দাজ বলিল যে আগে গিয়া দারগা মহাশয়ের কাছে বলিবে সেই আগে খালাস পাইবে। এই কথা শুনিয়া সকলেই সর্ব্বাগ্রে দারগা মহাশয়ের কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল;—তখন ভুমন তাহাদিগের জলপানের ব্যবস্থা করিয়া দিল। চারি দিক্ হইতে রাশি রাশি জল খাবার আসিয়া পড়িল;—তাহারা সকলে উদর পূর্ণ করিয়া জলযোগ করিল,—ভুমনের আনন্দের সীমা নাই;—কতক্ষন দা-

রগা মহাশয় স্নান করিয়া আইসেন- এই আশায় তাঁহার পথ পানে চাহিয়া রহিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দারগা সে কালের লোক, হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহার স্নানাহ্নিক সমাপণ করিয়া ফিরিতে প্রায় চারি দণ্ড কাল কাটিয়া গেল;—তাহার পর ভুমনের আশার পথে দারগা মূর্ত্তি উপস্থিত হইলেন, ভুমন তাড়াতাড়ি পথে গিয়া দারগা মহাশয়কে বলিল "সব ঠিক, আপনি গিয়া লিখতে বসলেই নিয়ে যাচ্ছি।"

এই কথায় দারগা প্রাণ পাইলেন, মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন, তাঁহার চক্ষুতে একটু আনন্দাশ্রু দেখা দিল;—তখন তিনি ভাবিলেন ভুমনের কৃতকার্য্যতা কেবল তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রসন্নতায়। ইষ্টদেব সুপ্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহার পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিয়াছেন তখন আর ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, ধৃত আসামীরা অবশ্য পাপী, উপস্থিত ক্ষেত্রে না হউক, তাহারা অন্যান্য অপরাধের অপরাধী, তাই ঈশ্বর তাহাদিরকে এরূপ মতি দিয়াছেন। তিনি স্তব কবচ পাঠ করিতে করিতে আসিতেছিলেন তাড়াতাড়ি তাহা সমাপন করিলেন। ব্যবস্থামত যে জলপান উয়স্থ করিতে তাঁহার এক ঘন্টা অতীত হইত, সে কার্য্য মুহুর্ত্ত মধ্যে শেষ হইল,—শশব্যস্তে তিনি অনুপ বাবুকে কাছে লইয়া কাজে বসিলেন;—কাগজ পত্র বাহির করিলেন,— মুন্সী আসিয়া নিকটে বসিল, ভুমন একজন আসামীকে লইয়া উপস্থিত হইল। দারগা মহাশয় তখন অনুপ বাবুর মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "আসামীর একরার কর্ত্তে চায়, আগে উহাদের একরার কলম বন্দী করা যাক, তার পর তখন বসন্ত বাবু, তাঁর ভ্রাতা, আর সৌদামিনীর এজেহার ও সোনাক্ত লওয়া যাবে।" অনুপ বাবু তখন পুলিশে নূতন,—পুলিশের কাজ কর্ম্মের দস্তুর বড় একটা জানিতেন না, তেজ চন্দ্রের প্রস্তাবে মত দিলেন।

—*—

BL 35-48
4A-1884.
1495
3548

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

একরার!

দারগা মহাশয় পান চিবাইতে চিবাইতে ফরসীর মুখনল চুম্বন করিতেছেন;—পার্শ্বে অনুপ বাবু একটী তাকিয়া হেলান দিয়া কা'ত হইয়া পড়িয়া আছেন; সমুখে দারগা মহাশয়ের মুন্সী লক্ষ্মণের ফল ধরার ন্যায় কাগজ কলম ধরিয়া বসিল। ভুমন যে আসামীটীকে আনিল তাহার নাম "রমানাথ গুছাইত।" রমানাথ আপন বয়সে কখন তেমন বাড়ী, ঘর, দ্বার বা মজ্‌লিস্ দেখে নাই;—তেমন দারগাও দেখেনাই, তেমন গালিচার বিছানা, তেমন তাকিয়া, তেমন ফরসী, মোট কথায় সেখানে যে সকল সরঞ্জাম ছিল তাহাদের কিছুই দেখে নাই কেবল অনেক দিন পূর্ব্বে একবার খাজনার তলব গহুরী করায় তাহা[কে] ... মিদারী কাছারিতে ধরিয়া লইয়া ছিল, জমিদার বড় দুরন্ত,—সে যাত্রা হাকে একদিন কাল কিছু খাবার না দিয়া চুণের গুদামে বন্ধ করিয়া রাখিয়া হল। সীতারামের বাটীতেও একটী জমি-রী কাছারী, জমিদারী কাছারীর যত কার সরঞ্জাম সমস্তই ছিল, তাহার উপর বার পুলিশের সরঞ্জাম, বড় কম নয়! তরাং বাটী প্রবেশ করিবামাত্র রমনাথের আপন গ্রামের জমিদারী কাছারী, সেই ভ্রুকুটী ভঙ্গি বিশিষ্ট বক্কিম লোচন, বক্র-গুম্ফ নায়েবকে মনে পড়িল, সে দিনকার অবস্থা স্মরণ হইল,—রমানাথ থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল,—আটচালার দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না; বাড়ীর ভিতর দুই তিন পা গিয়াই বসিয়া পড়িল; ভুমন সাহস দিয়া আটচালার উপর পর্য্যন্ত আনিল; দারগা মহাশয়ের নিকট আসিয়া সে গলায় কাপড় দিয়া বসিল; ভুমন বলিল "রমানাথ যা যা করেছিস্ দারগা মহাশয়ের কাছে সব বল, কিছু ভয় নাই।" রমানাথ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দারগার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা আসিল নাই,—দারগা মহাশয় রমানাথকে যথা যোগ্য উপদেশ দিলেন, তাহার সঙ্গে উপযুক্ত সাহস দিতেও ত্রুটী করিলেন না, সত্য কথা বলিলে মোকর্দ্দমার কিনারা হইবে তাহা হইলে রমানাথ যে প্রচুর পুরস্কার পাইবে তাহারও লোভ দেখাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রমানাথ ভুমনের মুখের দিকে চাহিল—ভুমন যতদূর পারিল বুঝাইল তাহার পর রমানাথ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তবে বলবো?"

ছুম। হাঁ,—বলবি বই কি, খুব সাহস করে বল, ভয় কি।

রমা। "বলবো?"

ছুম। বলবি বই কি!

রমা। তবে বলি;—

ছুম। তুই কি সত্য ক'রে নিচ্ছিস্ না কি?

রমা। তবে বলি,—আমার নাম রমানাথ (থামিল)

ছুম। বল, বল, ভয় কিসের;—

রমা। গুচুত,—আমি হাজিরা বিপিন বাবুর সঙ্গে এদেশে এসে (থামিল)

ছুম। বল্‌তে বল্‌তে থামিস্ কেন! বল চট্ পট্ বলে দিয়ে যেথানে ইচ্ছে চলে যা,—কে তোকে আর ধরে রাথবে;—

রমা। খুন করেছি,—

এই কথার পর দারগা মহাশয় বলিলেন "সে বিপিন বাবু কই?" রমা ছুমনের মুখের দিকে চাহিল,—ছুমন অপর একজন আসামীকে আনিল, বলা বাহুল্য যে ছুমন এই আসামীটীকে পরিস্কার কাপড় চোপড় পরাইয়া কাশীজোড়ার সে কালের কৈবর্ত্ত অপেক্ষা বাহ্যিক একটু সভ্য ভব্য করিয়া আনিয়াছিল, দ্বিতীয় আসামীকে আনিয়া ছুমন রমানাথকে বলিল "এর দিকে চেয়ে দেখ দেখি;—", রমানাথ তাহাকে দেখিয়া নীরব রহিল;—পুনরায় ছুমন বলিল "একে চিনিস্? এ কে?" রমা উত্তর করিল "ও আমার পিস্‌তুতা, ভাই হবে জানা।" এই উত্তর পাইয়া দারগা হতাশ হইয়া বসিলেন,—ছুমন না ছোড়বান্দা ফের বলিল বেশ ক'রে দেথ।" রমা বলিল "বেশ ক'রে দেথেছি, ওর সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে গোরু চরিয়েছি, একত্রে হাল করেছি—আর ওকে আমার চিন্‌তে দেরি লাগবে;—ও আমার আপনার পিসতুতা সহোদর, হবে জানা।" ছুমন তথন বলিল "এই যে তুই আমার কাছে বল্লি ওর নামই বিপিন বাবু;—"

রমা। হাঁ হাঁ—বিপিন বাবু, ভাল মনে করে দেছ।

ছুম। তুই বেটা কি ন্যাকাম ধরলি নাকি? দেথবি?

রমা আমরা ছোট জাত মশায় সব কথাকি স্মিতি হয়!

ছুম। ফের ন্যাকাম?

রমা। মশায় বল্লুম ত আমরা ছোট জাত দু একবার অভ্যাস কল্লে কি সব শিথতে পারি—তত কথা কি মনে থাকে?

দারগা—মহাশয় ছুমনকে চক্ষুর ইঙ্গিতে বলিলেন রমানাথকে স্থানান্তর করা হয়। অনুপ বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলি "এত বিপিন নয়,—বরকন্দাজ তবে অ[illegible] কাকে ও এনে থাকবে। "তেজচন্দ্র উত্ত করিলেন "এ উৎকণ্ঠার সময় কাজ নাই,-আহারান্তে তথন দেখা যাবে।" অনু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি আর থাকতে পারচি না—আর এই ভ[illegible] লোকও একটী নূতন চাকরীতে যাচ্চে

ওঁর ত দেরি হলে ক্ষতির সম্ভাবনা,—আপনি আজ রাত্রে বিদায় করে দিন।"

দার। আপনাকে বরং আজ রাত্রেই বিদায় দিব, কিন্তু বসন্ত বাবুকে আর এক দিন রাখবো—

অনু। বসন্ত বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে যেহেতু উনি আমার এক দেশীয়, এ রাস্তায় কখন আসেন নাই। একা যেতে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে।

দার। সে ওবেলার কথা ওবেলা হবে সে কথায় এখন কাজ নাই। এখন আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা টা হোলেই হয়।

অনু। তায় আমাদের বিশ্বাস মহাশয়ের ত ত্রুটি নাই,—ষোড়শোপচারে চালাচ্চেন।

সীতারাম তিলেকের জন্য তাঁহাদিগের কাছ ছাড়া হন নাই। তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "এ সব মহাশয়দেরই যা হচ্চে তা সব আপনাদেরই আশীর্ব্বাদে।"

অনু। পথের ধারে বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী টা হয়ে বড় ভালই হলো, মেদনীপুরের পথে অনেক বার যাতায়ত কত্তে হবে। আড্ডা টা এই খানেই পড়বে দেখেছি।

সীতা। সেত পরম সৌভাগ্যের কথা মধ্যে মধ্যে মহাশয়দের পায়ের ধুলা পড়লে ভিটা পবিত্র হয়।

সীতারামের সরলতায় তেজ চন্দ্র বলিলেন "বিশ্বাস মশায় বড়—অমায়িক লোক। যা আয়, তাতে ওঁর কুলান হয় না,—লোক জন নিয়তই বাড়ীতে আসচে যাচ্চে; কারো প্রতি কখন অযত্নের কথা শুনি নাই।—বারমাসে তের পার্ব্বণ আছে, স্বর্গীয় কর্ত্তাদের কীর্ত্তি কলাপও যথেষ্ট, উনি বংশ উজ্জ্বল করে বসে আছেন।"

সীতা। সে সকল স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আশীর্ব্বাদে সীতারামের এমত ক্ষমতা কি যে আপনাদের মত মহাশয়দের পরিতোষ কত্তে পারে।

এই সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতে দীনবন্ধুর ডাক আসিয়া পৌছিল। সকলে একটু ত্রস্ত হইলেন। সীতারামের ত্রিকুল পবিত্র করিবার জন্য সকলে গাত্রোত্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বসন্ত কুমার খালাস।

দারগা মহাশয় প্রতিদিন আহারের পর নিদ্রা যান, সূর্য্যদেব দিনের কাজ সারিয়া পৃথিবী হইতে পাড়ি দিবার চেষ্টা করেন, এমন সময় তাঁহার চেতনা হয়,—আজি কিন্তু যশোহরবাসী কায়স্থ সে অভ্যাস ত্যাগ করিয়া ছুমনের নিকটে গিয়া ছুমনকে বলিলেন "ছুমন, এ মোকর্দ্দমাটায় বড় ঠক্‌তে হলো।"

ছুম। বাবু কিছু পরওয়া নাই, আপনি ঠিক থাকবেন;—

দার। আমি ঠিক আছি, কিন্তু এ ভদ্রলোককে দিয়ে কোন কাজ হবেনা;—অন্য পথ দেখ।

ছুম। গোছ গাছ করে ঠেলে দিন, না হয় দায়রা হতে খালাস পাবে;—

দার। তা হলে মুখ দেখান ভার হবে। আজিই ত মুখ নিয়ে ওঠা ভার হয়েছিল।

ছুম। চেষ্টায় থাক্‌লাম, কিন্তু আর ত লোক পাওয়া যাচ্চে না;—

এই লোক গুলাকে ধরতেই ত গাঁয়ে গাঁয়ে সোহরত হয়ে গেছে পুলিস যাকে পাচ্ছে তাকে ধরচে;—নিকটের পাঁচ খানা গাঁয়ে লোক নাই,—আজি দু দিন সরকারী পথ দিয়ে লোক চলা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দার। তবে থাক, আর মোকদ্দমাটায় অধর্ম্ম করে কাজ নাই;—ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করা যায়;—

ছুম। দেখাযাক যতদুর হয়;—

দার। দেখ, আর কিছু হয় না;—

অনুপ চন্দ্রের সহিত আলাপের পর হইতে বলরাম তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত; আজি আহারের পর দারগা মহাশয় ছুমনের নিকট কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, সীতারামের বৈটক খানায় শয়ন করিয়া বসন্ত কুমার ইংরেজী ভাষায় লিখিত "রেনল্ডের মিষ্ট্রী" পাঠ করিতেছেন, অনুপ তাহা শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় বলরাম তাঁহদের নিকটে আসিয়া বলিল "দাদা শুনেছেন,—মোকর্দ্দমা ফায়েস।"

অনু। সে কেমন বলদেব?

বল। আসামীসব কাল রাত্রে সরেছে অনুপ তাকিয়ায় মাথা দিয়া ছিলেন উঠি বসিলেন, বসন্ত কুমার উৎকণ্ঠ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন করে?"

বল। বরকন্দাজ চৌকীদার সকলে ঘুমুচ্ছিল ফাক পেয়ে তারা পিট্টান দিয়েছে;—ভোরের সময় এক বেটা চৌকীদার জেগে উঠে দেখে জে আসামী নাই;—

তার পর বরকন্দাজকে জাগায়, সে উঠে চৌকীদারকে সঙ্গে করে নিয়ে কটক রোডের ধার হ'তে কতকগুলো বাঙ্গীকে ধরে এনে ঘরে পুরেছে ;—

অনু। ঠিক—ঠিক—আমিও ত তাই ভাবি—এ সকল আসামী নূতন লোক, আমি যাদিগে গ্রেপ্তার করেছি, তাদের চেহারা আমার বেশ মনে আছে,—কাল ; মোটা মোটা লোক তারা,—তাদের এক এক জনে দশ দশ জনলোককে কাত কত্তে পারে,—আর এরা নিতান্ত কৃষ্ণের জীব,—

বস। আচ্ছা মশায় পুলিশ কি ভয়ঙ্কর!

অনু। কতক গুলো অশিক্ষিত লোক হ'তে পুলিশের এ অখ্যাতি,—তারা না জানে লেখা পড়া ; না রাখে ধর্ম্মজ্ঞান,—তাদের বিশ্বাস মোকর্দ্দমা চিত্র কত্তে পাল্লেই তারা একং জন পাকা লোক হলো; তাদের হ'তেই এ কলঙ্ক ;—

বস। যাহ'ক মহাশয় দেখবেন নিরীহ লোক যেন কষ্ট না পায়।

অনু। দেখা যাক না, পুরাণ দারগা সাহেব কতদূর কি করেন ;—

বস। আপনি এত কাজ থাকতে এ কাজে এলেন কেন?

অনুপ। এ কাজে বেশ উন্নতি আছে ;—ঠিক থেকে কাজ কত্তে পারলে শীঘ্র ভাল হ'বার সম্ভাবনা।

বস। যা হক মহাশয়, আমি ত বলি এ কাজ "আপাত মধুর" ;—পরে কি ভাল হয়?

অনু। তার সন্দেহ আছে!

বস। কা'রো হয়েছে?

অনু। কত শত!

এই সকল কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় দারগা মহাশয় আসিয়া পৌছিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের কথা বার্ত্তা বন্ধ হইল ;—অনুপ তেজচন্দ্র বলিলেন "রায় মহাশয়! ধরেছেন কি, আমাদের কি ছুটী মিলবে না?"

দার। পুলিশের কাজ,—পুলিশ কাঁটা-বন, একবার গায়ে জড়ালে শীঘ্র ছাড়তে চায়না ;—

অনু। আপনারাই কাঁটাবন ক'রে-ছেন ;—

দারগা। আমরা স্বয়ং স্বয়ংই কাঁটা!

অনু। বাস্তবিক তাই বটে ;—আপনা-দের হ'তেই পুলিশ কন্টকময় হয়েছে।

দার। পুলিশ আমলা মাত্রে এক একটী কাঁটা,—চৌকীদার, বরকন্দাজ হ'তে খোদ কর্ত্তা পর্য্যন্ত,—একবার জড়ালে ত আর ছাড়বার নয়!

অনু। প্রত্যেকের কথা বলেন কেন?

দার। আর ত বেশী দিন লাগবে না মেদিনীপুর পৌছতে যত দেরি, তার পর চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'বে,—আপনাকে দিয়েই দেখে লবেন।

অনু। আশীর্ব্বাদ করবেন কাঁটা না হ'তে হয়! স্বীকার করি অনেক কাঁটা দেখবো বটে, কিন্তু নিজে কাঁটা যেন না হই।

দার। না হ'লে টিকতে পারবেন না;—কাঁটার সঙ্গে কাঁটা না হ'লে মিশ খায় না;—বিধাতার স্বষ্টির দিকে চেয়ে দেখুন কাঁটা বনে কুসুমের অভাব পূরণের জন্য কেতকের সৃষ্টি! সৌরভে দিক্ আমোদিত, বনের মধ্যে ফু'টে থাকে,—দূর পথের পথিকের মন চঞ্চল করে,—ফুলের রাজা, হ'লে কি হয় সঙ্গে সে কাঁটার সঙ্গে, বিধাতার সৃষ্টিতে অন্য ত কিছুই নাই, তাই কেতক অঙ্গে কণ্টক!

অনু। কিন্তু সেখানে যুঁই, বেল, মল্লিকা ফুটলে কেমন হয়?

দার। এত বিধাতার সৃষ্টিতে হ'তেই পারে না, হলেও থাকে না, শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে যায়।

অনু। আচ্ছা দেখবেন;—

দার। ঋষি বিশ্বামিত্র সহস্র সহস্রাব্দী তপস্যা করেও বিধির সৃষ্টির ব্যতিক্রম কত্তে পারেন না;—

অনু। যাউক;—আপনি আমাদিগে সত্বর মুক্ত করুণ;—

দার। আপনারা মনে কল্লেই মুক্ত;—

অনু। তবে আমারা আজিই যেতে পারি?

দার। অনায়াসে;—

অনু। বসন্ত বাবু, বলাই দাদা, সকলে?

দার। সকলেই,—

অনু। সব কাজ মিটে গেছে;—

দার। সমস্ত;—

অনু। কিছু বাকী নাই?

দার। কিছু না;—

অনু। এ দুটী ভদ্র লোককে সীতারাম বাবুর অন্ন ধ্বংস করবার জন্য কি তবে আনা হ'লো,?

দার। ওঁদের কাজ ত সেরে লওয়া গেছে;—আপনার এজেহার পূর্ব্বেই লওয়া হয়েছে;—

অনু। ওঁদের কাজ কি রকমে সারা হলো?

দার। একবার কেবল সৌদামিনীকে এনে বাবুদের সোনাক্ত নিতে হবে;—তা হ'লেই আর কিছু বাকী রইল না;—

অনু। আসামীদি'গে চিনাবেন না?

দার। প্রয়োজন নাই;—

অনু। সে কি মশায় ওঁরা প্রধান সাক্ষী;—

দার। ওঁদের সোনাক্ত ততদূর বিশ্বাস যোগ্য হবে না;—

অনু। তবে সৌদামিনীর সোনাক্ত কেমন ক'রে বিশ্বাস যোগ্য হবে?

দার। বসন্ত বাবু ক্ষণেকের জন্য রাত্রি কালে আসামীদি'গে দেখে ছিলেন, সে মুহুর্ত্তের মধ্যে তা দি'গে চিনে রেখেছি একথা শুন্‌লেই হাকিমদের অবিশ্বাস যোকর্দ্দমাটী খাম হ'য়ে যাবে।

অনু। বিপিনকে ত বেশ চিন্‌তে পারবেন;—যদি বসন্তবাবুর বিপিনকে সোনাক্ত করা বিশ্বাস যোগ্য না হয়, তবে সৌদামিনী ও বসন্ত বাবুর পরস্পরের সোনাক্ত কেমন ক'রে হবে?

দার। আইনে তার বেশ বিধি আছে;

অনু। যদি তার বিধি থাকে তবে এর বিধিও থাক্‌বে;—

দার। আপনার কি "সাক্ষ্য বিষয়ক আইন দেখা আছে?"

অনু। যদিও দেখা নাই কিন্তু আইন ত যুক্তি ছাড়া নয়;—একই ক্ষেত্রে, একই অবস্থায়, একই সময়ে যদি একজন অপরকে চিনিতে পারা সম্ভব হয়, তবে তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে সে নিয়ম কেন না খাট্‌বে?

দার। আইনের উপরত জোর চলে না,—আইন কর্ত্তারা যা ক'রেছেন তাই আমাদি'গে বেদ বলে মান্‌তে হবে;—

অনু। আপনি আইনের যে স্থানের কথা বল্‌চেন, সে স্থানটী আপনার স্মরণ আছে?

দার। আমরা কি আর মুখস্থ ক'রে থাকি? দিবা রাত্রি এই কাজ্‌ ক'রে ক'রে অভ্যাস হ'য়ে গিয়াছে;—এর অনেক কথা এখন আপনারা হাজার হ'ক ছেলে মানুষ, কাজ কত্তে কত্তে সব জান্‌তে পারবেন।

অনু। তা হ'লে আমি হতাশ হলেম!

দার। এ সকল কাজ দু দিন এ দিনে শিখবার উপায় নাই মশায়! যদি হ'বে তবে আজ কাল অনেক ইংরেজী নবিশ হ'য়েছেন, এ সকল বুড়ো লোক গুলোকে আর কেন এত মোটা বেতন দিয়ে সরকার বাহাদুর রাখবেন?

অনু। ফলে আপনাদের বিশ্রাম লাভের পর নূতন ক'রে আর যে সেকেলে লোককে চাকরী দিবেন তা এক রূপ অনিশ্চিত জানতে হ'বে।

দার। সে কথা বলা যায় না;—

বসন্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আপনাদের ঘরে ঘরে কথা বলবার অনেক সময় আছে; এখন গরিব ব্রাহ্মণের যাতে শীঘ্র অব্যাহতিটা হয় সে উপায় ক'রে দিন।"

দারগা মহাশয় সীতারামকে বলিলেন বাড়ীর ভিতর হইতে সৌদামিনীকে আনা হয়;—অবিলম্বেই অবগুণ্ঠনবতী সৌদামিনী বাহিরে আসিলেন আসিয়া বসন্ত এবং বলরামকে দেখিয়া বলিলেন "হাঁ বোধ হয় এঁরাই সে রাত্রিতে আমার প্রাণদান ক'রেছিলেন।"

বসন্তকুমার আপন বিশ্বাসের জন্য সে রাত্রির ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য সৌদামিনীকে অনুরোধ করিলে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন, তখন বসন্ত এবং বলরাম তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনুপ, দারগার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার চাতুরী সাধারণ্যে প্রকাশ পায়, তাহারই বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, বলিলেন "দারগা মহাশয় এই সময় একবার বিপিনকে আন্‌লে হয়,—সে কি ব'লে দেখা যেতো।"

দার। রহস্য দেখাবার কাজ নয়,—এত ভদ্রলোকের সমক্ষে সে একজন ভদ্র

সন্তান তাঁ'কে এনে অপদস্থ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না ;--

ইহাতে অনুপের বড় কষ্ট বোধ হইল; —একটু ক্রোধও হইল,—যে হেতু তিনি প্রথম দিন নিরীহ সীতারামের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তিনি মনের ভাব মনে রাখিয়া বলিলেন "বিপিন ভদ্র সন্তানের কাজ করে না, যখন তাঁ'কে আদালতে শতশত লোকের সমক্ষে আপনার পরীক্ষা দিতে হবে, তখন এ কয়েক জনার সমক্ষে আর তার কি গুরুতর অপমান হবে ?"

দার। আদালত যা ক'রেন, তার উপর কারো হাত নাই, আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হই ;—

অনু। ভালই বিবেচনা করেছেন ;—কিন্তু আপনার বরকন্দাজ ঝুমন যে বিপিনকে এনেছিল সে আমার গেরেপ্তারী আসামী বিপিন নয় ,—

দার। সে কি কথা বলেন, যখন সে আপন মুখে একরার করেছে, তখন আপনি "না" বল্লেই "না" হবে ;—যদি বলেন তা হ'লে আপনাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হ'তে হ'বে।

"মিথ্যাবাদী" শব্দটীতে অনুপ বড়ই মর্ম্ম বেদনা পাইলেন, বলিলেন,"কে মিথ্যা বাদী আদালতে সাব্যস্ত হ'বে ? এ গ্রামের সকল লোকই জানে,—আপনি কখন সত্য গোপন রাখ্‌তে পারবেন না, আগুণ কখন কাপড় চাপা দিয়ে লুকান যায় না।"

দার। শেষকালটায় আপনি এরূপ ব্যবহার কর্‌বেন স্বপ্নেও চিন্তা করি না ; —আপনি তাই বল্‌ছিলেন আমারা পুলিশের কণ্টক,—মনে ভেবে দেখুন কে কণ্টক !

অনুপ এই কথায় ক্রোধে অধীর হইলেন,—কোনক্রমে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—সীতারামকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিন, আমরা এখনই যাবো।" সীতারামের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহাদিগকে আজি বিদায় দেন, কিন্তু যখন তাঁহারা পরস্পরের মনোমালিন্য হেতু বিদায় লইতেছেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, অনুপ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন "বারান্তরে আপনার উপরোধ রক্ষা করবো, এ যাত্রা মার্জ্জনা কর্‌বেন।" দারগা তেজচন্দ্র ও চক্ষুর ইঙ্গিতে সীতারামকে নিষেধ করিলেন,—তিনি আর বিশেষ প্রয়াস পাইলেন না, তাঁহাদের সকলের বিদায়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন ;—বহারা পাল্কী আনাইতে সন্ধ্যা হইল ;—রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনুপ, বলরাম, বসন্ত সৌদামিনী সকলেই চককমলা হইতে বিদায় লইলেন ; আসিবার সময় অনুপ দারগা মহাশয়কে বলিলেন "দেখুন মহাশয়,যদি কোন অলৌকিকতা হ'য়ে থাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, আর আপনার ভালর জন্য বল্‌চি আপনার তিনকাল গিয়ে এক

কাল বাকি পড়েছে;—এখন হ'তে আর নিষ্পাপী জেনে কা'কেও নিরর্থক কষ্ট দেবেন না, এই আমার শেষ অনুরোধ।" দারগা মহাশয়ও বাক্যে ততোধিক সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরা এক্ষণে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে তাঁহারা চককমলা হইতে বাহির হইয়া নিরাপদে মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়েন, পথে আর কোনি বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শুঁড়ীবাড়ী।

বৈশাখ মাসের রৌদ্রে কাট ফাটিতেছে, বেলা দুই প্রহরের কাছা কাছি;—এখনও সূর্য্যদেব গগণপথের অর্দ্ধেক দূরে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব আছে;—পশু পক্ষী, জীবজন্তু নীরব;—গৃহস্থেরা স্নানাহারের আয়োজন করিতেছে,—কৃষক মাঠ হইতে গ্রামে প্রবেশ করিতেছে;—কেবল চাতক ঊর্দ্ধ মুখে আকাশ পথে উঠিতে উঠিতে আকাশকে স্ফটিক জল ভিক্ষা করিতেছে; স্বরে বুঝা যাইতেছে ঠিক যেন বলিতেছে "জল দাও,—না হলে প্রাণ বাঁচে না।" চাতক বর্ষাকালে বজ্রভয়ে আকাশকে গালি দিত, আকাশ আজি তাহার শোধ লইতেছে; চাতকের কথায় কর্ণপাতও করে না। এমন সময় চন্দ্রকোণার মাঠ ধূ ধূ করিতেছে;—মাঠে জন প্রাণী নাই;—কেবল তিন জন পথিক সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে হন্ হন্ করিয়া পশ্চিম মুখে গ্রামের দিকে যাইতেছে; ঘর্ম্মে দেহ ভিজিয়া গিয়াছে। পাঠক, বলিলে চিনিতে পারিবেন এই তিন জনের মধ্যে এক জন বিপিন, অপর দুই জন গোবর্দ্ধন দিক্‌পতির অখিল বাগ্‌দী ও কিষণলাল;—অখিল বিপিনকে বলিল "মাঠ পার হ'য়ে শুঁড়ীর দোকান পাওয়া যাবে বাবু, সে খানে গিয়ে ভোর পুর মদ খেতে হ'বে।"

বিপিন। ভালয় ভালয়, মাঠ পার হ'লে সকলকেই খেতে হ'বে, —এখন সোজা পথে চল, অনেক দূর আসা গেছে, আর ভয় নাই;—

অখি। এখনও বলা যায় কি?

বিপি। না আর ভয় নাই,—এদিকে কেহ আসবে না;—

আপ্নি এ কাজে নূতন;—আপনি তা মনে কর্ত্তে পার, কিন্তু আমরা ত আর নূতন নই;—আমরা এই কাজ করে এত বড় হয়েছি;—

বিপি। হাঁ, তোমরা আমা চেয়ে বেশী জান, কিন্তু আমি এই জানি যে যদি খোজ খবর লয়, ত এ দিকে নয়, তা হ'লে ফরাশডাঙ্গা আর রিষড়ের লোকে যাবে। আমাদের এ দিকের কথা কেউ জানে না।

কথা বার্ত্তার কাছে পথশ্রম কত ক্ষণ না ঠকিয়া থাকিতে পারে; দেখিতে দেখিতে চন্দ্রকোণা নিকট হইয়া আসিল। সে কালে পল্লীগ্রামে বেশ্যা এবং শৌণ্ডিক গ্রাম মধ্যে থাকিয়া আপনাদের ব্যবসায় করিতে পারিত না;—তখন সমাজের এতই আঁটা আঁটি ছিল; গ্রামের মধ্যে কেহ কোন সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিতে পাইত না, করিলে সে সমাজচ্যুত হইত। এজন্য বড় বড় গণ্ডগ্রাম গুলির প্রান্তভাগেই প্রায় শুঁড়ীর দোকান ও বেশ্যালয় দেখিতে পাওয়া যাইত। ছোট খাট গ্রামগুলিতে এ সকল অত্যাচার বড় ছিল না। চন্দ্রকোণা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অখিল কিষণলালকে বলিল "দাদা, মামার বাড়ী দেখা যায়," পাঠক বোধ হয় জানেন না পল্লীগ্রামের ছোট লোকরা শৌণ্ডিকালয়কে "মামার বাড়ী" বলিয়া থাকে; তাহাদিগের এ কথার কোন যৌগিক অর্থ আছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু কোন আভিধানিক ও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। "মামার বাড়ীর" কথা শুনিয়া কিষণলাল বলিল"অখিল ঐ খ নেই আজকার দিনটা কাটিয়ে রাত্রে তখন যাওয়া যাবে।"

চন্দ্রকোণার পূর্ব্বদিকে মাঠের ধারে একটী বৃহৎ পুষ্করণী ছিল;—সেই পুষ্করণীর গায়ে ছুটী বড় বড় অশ্বথ গাছের তলে এক খানি মাটীর ঘর, খড়ে ছাওয়া,—সমুখ দিকটী ফাক;—রাত্রি কালে সেই দিক্ বন্ধ করিবার জন্য কয়েকটী আগড় প্রস্তুত করা রহিয়াছে; এই ঘরের চাতালে এক খানি তক্তপোষের উপর কয়েকটী বোতল;—তখন যদিও বোতলের ব্যবহারটা এত ব্যাপক ছিল না; কিন্তু শৌণ্ডিকালয়ে উহার দর্শন পাওয়া যাইত;—বোতল গুলির মধ্যস্থলে একটী কলসী, কলসীর গলায় এক গাছি সোলার মালা, তাহাতে দুই একটী শুষ্ক যবা ও বক ফুল; তাহার পার্শ্বেই এক খানি মাদুরের উপর শৌণ্ডিক মূর্ত্তি বিরাজমান; তাহার বয়স কাছাকাছি চল্লিশ,—শ্যাম বর্ণ;—দেহ একটু খর্ব্ব;—কপালের উপর ব্রহ্মরন্ধ্রের এলাকায় একটু তফাৎ পর্য্যন্ত অধুনা অনুর্ব্বরা;—এক গাছিও চুল নাই,—দাড়ি গোঁপ কামান;—চোখ গুলি একটু বসা বসা, কিন্তু দৃষ্টি বড় তীক্ষ, কান দুটী চুলে পরিপূর্ণ,—প্রবাদ এইরূপ যে কানে চুল থাকা সৌভাগ্যের

চিহ্ন বলিয়া শৌণ্ডিকতনয় যত্নে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, কদাপি পরিস্কার করিবার ইচ্ছা করে না; তাহার গলায় এক গাছি তুলসীর মালা; মালার দুই তিন স্থলে তিন চারিটী প্রবাল, আর ছোট বড় দুইটী সোনার মাদুলী; পরণে এক খানি আড় ময়লা ঘরবুনান ধুতি, কখন আঁটুর নীচে নামে না। নামটী "রামসদয়," কিন্তু সুবিধার জন্য সকলে "সদয়" বলিয়াই ডাকিত। সদয়ের মাথার উপরে এক খানি দক্ষিণা কালীর মূর্ত্তি রক্ত চন্দন চর্চ্চিত যবা কুসুম মালায় বেষ্টিত;—আশে পাশে আরও দুই এক খানি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। তক্তপোষের নীচে একটী চক্মকির বাক্স, তাহার এক কুটরীতে কতক গুলি কয়লা, মধ্যস্থলে খানিকটা নারকেল ত্বক্ (ছোবড়া শুঁড়ি ভাষা) একটী কুটরীতে কিছু তামাক; এতদ্ব্যতীত হনুমানের মুখ খানিকে বিদ্রূপ করিয়া কয়েক খণ্ড সোলা তাহাতে শয়ন করিয়া আছে; ইস্পাত পাথরের কথাই নাই; তাহার উল্লেখ বাহুল্য। চাতালের বামদিকে একটী ছোট কুটুরী, বাহির হইতে তাহাতে ভাল দৃষ্টি চলে না; নিতান্ত আলোকাভাব। এই ছোট ঘরটীর ভিতর কয়েকটী বড় বড় জালা, ছোট বড় অনেক গুলি কলসী, একটা বহুকালের পুরাণ আঁবের সিন্দুক, তাহার মধ্যে মদ্য প্রস্তুত করণের সমস্ত মসলা রক্ষা করা হয়। এই ঘরের পশ্চাতে প্রাচীরে ঘেরা খানিকটা খোলা জমি; তাহার মধ্যে বড় বড় লম্বা উনান;—তাহাতেই মদ চোয়ান হয়, বাড়ীর একদিকের কোণে একটী ছোট ঘর। দোকান ঘরটী সদয়ের যত্নে সর্ব্বদা ঝর্ ঝর্ করিত, একটী কুটা পড়িয়া থাকিতে পাইত না। মদ বেচিয়া সদয় বেশ লক্ষ্মীশ্রী করিয়াছিল, তাহার বাটীতে সম্বৎসরের ধান বাঁধা থাকিত;—সে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ।

ক্রমে আমাদিগের পথিক তিন জন শৌণ্ডিকালয়ের নিকটবর্ত্তী হইল,—বিশ্রাম করিবার জন্য অশ্বত্থছায়ায় উপবেশন করিল;—কিন্তু শৌণ্ডিকালয় হইতে থাকিয়া২ হৈঃ হৈঃ রৈ রৈ শব্দ উঠিতে ছিল,—সেই শব্দে অখিল চিত্তস্থির রাখিতে পারিল না, কাজেই অধিকক্ষণ বায়ু সেবন করা হইল না,—অখিল উঠিল, কিষণলাল, বিপিনও সেই সঙ্গে উঠিল। সদয়শুঁড়ীর দোকান অখিলের নূতন নয়, কতবার তাহাতে তাহার পাদার্পণ হইয়াছে,—এমন কি সদয় দেখিলে বিনাপরিচয়েও তাহাকে চিনিতে পারিত; অখিল যথারীতি বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, কিষণলাল বা বিপিন কেহ আসিতেছে না, এজন্য বাটীর বাহিরে আসিল—বিপিন সেখানে দাঁড়াইয়া পা ঘসিতেছিল। সে পূর্ব্বাঞ্চলের লোক, ভদ্রসন্তান; যদিও অভ্যাসটা ছিল কিন্তু এরূপ স্থলে কখন তাহার গতিবিধি হয় না, তাই বাহিরে দাঁড়াইয়া ইতঃস্তত করিতেছিল—অখিল আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিল—"বাবু গা গরম করা হবে কি?"

বিপিন। অখিল, বাহিরে কোথাও সুবিধা নাই?

অখি। বাহিরে লোক জন দেখ্‌তে পাবে, বাড়ীর ভিতরে এস, এখানে বেশ জায়গা আছে।

বেলাটা বড় অধিক হইয়াছিল; পথশ্রমে কষ্টও বড় কম হয় না, গা হাতের বেদনাও ছিল;—বিশেষ পুলিশের হেফাজতে থাকিয়া কয়েক দিন অভ্যাসমত কাজ হয় না এজন্য সুরাসেবনে সেই সকল কষ্টের অপনোদন এবং স্ফুর্ত্তি করিবার জন্য বিপিনের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানটা তাহার উপযুক্ত হইতেছিল না, তাই প্রথম অগ্রপশ্চাৎ করিতেছিল;— শেষে ভাবিল বিদেশ;—কে তাহাকে এখানে চিনে;—কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অন্য পরিচয় দিলেই চলিবে; মনোগত ভাব অখিলকে জানাইলে অখিল খুব সম্মত হইল। বিপিন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতরসদয়ের একজন চাকর আপনাদের জিনিস পত্রের হেফাজত ও মাতাল দিগের হুকুম তামিল করিবার জন্য উপস্থিত থাকিত; অখিল তাহার কাণে ২ কি বলিল, তাহার পরেই সে ভারি সম্ভ্রমের সহিত বিপিনকে লইয়া সেই ছোট ঘরটীর ভিতর এক খানি মাদুর পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল।

বাহিরে অশ্বত্থগাছ দুইটীর বড় বড় কয়েকটী শাখা বাড়ীর ভিতরের উঠানটিতে ছায়া করিয়াছে। সেই অশ্বত্থের ছায়ায় বসিয়া দেশ বিদেশের ভদ্র অভদ্র রাশি রাশি মাতাল পৃথক্ পৃথক্ দলে মদ খাইতেছে,—মদ খাইতে খাইতে, আহা মদের কি অদ্ভুত মহিমা; কেহ শিষ্ট শান্ত বিনয়ীর চূড়ান্ত হইয়া কাহার পায়ে ধরিতেছে;—সামান্য অপরাধে কৃতাঞ্জলি করিতেছে,—অতি দীন হীন, শক্তিবিহীন বাক্যে, যে হেতু কহিতে কহিতে বন্ধ হইয়া যাইতেছে সুতরাং তাহাতে একটু মধুরতা জন্মিতেছে, সেই মধুমাখা বচনে ক্ষমা চাহিতেছে; কেহ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে;—কেহ বিরাট মূর্ত্তিতে উল্লম্ফন করিতে করিতে, চীৎকারে আকাশ ফাটাইতেছে,—দেশের রাজা রাজরা, জমিদার, মহাজনদিগের চতুর্দ্দশ, কখন কখন ঊর্দ্ধতন বায়ান্ন পুরুষ পর্য্যন্তের তর্পণ করিতেছে; মূর্খের চূড়ামণি একজন অন্ত্যজও মিষ্ট সুরে বিশুদ্ধ ভাষা কহিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্রও হয়ত বচন ও আচরণে, অন্ত্যজাধম হইয়া উঠিয়াছেন; কেহ বা এই মাত্র আরম্ভ করিয়া ঘোরাল চক্ষে, মনের আহ্লাদে গান ধরিয়াছে;—"

"তারা দে মা চিনির পানা—"

কেহ মাটীতে পড়িয়া বমি করিতে করিতে গাইতেছে;—

"তারা আর মদ খাবো না,
শুঁড়ী ঘর যাবো না,
পড়েছি বিষম ফেরে গো;—"

কোথাও বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কপালে

রক্ত চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলাইয়া "মা—মা—মা" বলিয়া কালী নামে কাঁদিতে কাঁদিতে গাইতেছেন ;—

"সুরা পান করিনে তারা,
সুধা খাই মা কালী ব'লে
জ্ঞান ভাটিতে চুয়াই ভাটি
এ মা মাতালে মাতাল বলে।"

অশুভক্ষণেই "শিব" তন্ত্রে সুরা পানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,—বল্লাল সেনের "নবধা কুল লক্ষণং" কথার কুলীন দিগের ন্যায় কদাচারপরায়ণ মাতালে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে ; আজি কালিকার কুলীনে বল্লাল সেনের উল্লিখিত নবগুণের নাম গন্ধ নাই, বরং তাহার পরিবর্ত্তে আচার স্থানে অনাচার ;—যথা সে কালে সন্ধ্যাহ্নিক না করা, অধুনা যবনহস্তে হংস কুক্কুটাদি অখাদ্য ভোজন ; বিনয়ের অভাবে উগ্রতা ; "হুঁ" করিতে অভিসম্পাত করা ; দু হাজার পাঁচ হাজার না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না ইত্যাদি। লোকে বল্লাল সেনের উদ্দেশ্য বুঝিল না, ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দেখিল না, কৌলিন্য বংশপরম্পরাগামী বুঝিয়া লইল ;—কালমহাত্ম্যে যখন কদাচার সম্পন্ন কুলীনপুত্রগণ পূর্ব্ব পৈতামহিক মর্য্যাদাবঞ্চিত হইল না, তখন আর তাহারা কেন অনর্থক ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম প্রতি পালন করিতে উদ্যোগী হইবে ;—যেমন কৌলিন্য প্রথা বংশানুগামী হইয়া নানান্ বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে, তেমনি যোগাভ্যাসীদিগের আত্মসংযমে মনঃস্থির করিবার জন্য শিব তন্ত্র শাস্ত্রে অল্প মাত্রায় সুরাপান ব্যবস্থা করিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে কি বিষবৃক্ষেরই বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদিগের আত্ম সংযের আয়োজন নাই, যোগাভ্যাসের চেষ্টা নাই, শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত শাক্ত শক্তি সাধনার অনুষ্ঠানকে দূরে রাখিয়া, সুরা পান শিক্ষায় আসল কাজ হারাইয়া সমাজের এবং ধর্ম্মের মুখে ছাই দিয়া বসিয়াছেন ;—ব্রতের সহিত সংশ্রব নাই, তাঁহারা পারণের গোঁসাই, কাহার কোন পুরুষে যদি সাধনা করিয়া থাকেন তিনি সেই পৈতৃক গৌরবের গর্ব্ব করেন, এবং সুরা পানকে কৌলিক কার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না ;—এই সকল লোক সমাজের কলঙ্ক,—ইহাঁরাই তন্ত্রের অবমাননা করিয়া শিববাক্য কলঙ্কিত করিতেছেন।

এইরূপ নানা শ্রেণীর মতালের সমাগমে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মদয়ের দোকান লোকাকীর্ণ ;—কেহ ভদ্র লোকটীর মত ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক পা অগ্রসর, দশ পা পশ্চাৎ হঠিয়া দোকান প্রবেশ করিতেছেন, পরক্ষণেই রুদ্র মূর্ত্তিতে বাহিরে গিয়া আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন,—এখানে আসিয়া সরস্বতীর কুপুত্রও ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক করিতেছে ;—দুর্ব্বল মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিতেছে,—বোবা কথা কহিতেছে—আশ্চর্য্য স্থান মহাত্ম্য ;—আশ্চর্য্য মদয়ের

মহিমা,—আর আশ্চর্য্য তাহার সহ্য গুণ! কেহ তাহার পায়ে ধরিতেছে, কেহ গালাগালি দিয়া দোকান কাঁপাইতেছে;—কেহ প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে;—সদয়ের মুখে হাসি বই অন্য ভাব নাই;—স্বভাবের অভাব হইলে তাহার বাঁচিবার উপায় কি;—জীবিকা বন্ধ হইবে। যে খানে আসিয়া যোগী ঋষিও স্বভাবে অভাবগ্রস্ত হন সেখানে সদয়হেন একজন মূর্খ লোক সন্ধান, কাজেই তাহার একটু প্রশংসা করিতে হয়;—শুধু এ কেন, প্রশংসা করিবার তাহার আরও অনেক গুণ ছিল, সে লেখা পড়া জানিত না;—হিসাব পত্র রাখিতে শিক্ষা করে না,—কিন্তু কেহ কখন তাহার হিসাবে সন্দেহও করিত না,—সুতরাং সে বড় বিশ্বাসী স্বীকার করিতে হইবে;—পাঠক বলিতে পারেন, মাতালের বিশ্বাসী সে কথা পৃথক;—কিন্তু মাতাল ত না ছোড়বন্দা, পায়ে ধরিয়া হউক, মাথায় চাপিয়া হউক ছটাকের জায়গায় পোয়া লইতে ছাড়ে না,—এ পক্ষে সদয়ের মুক্তহস্ততা মানিয়া লইতে হইবে।

যদিও পাঠক চন্দ্রকোণার মত গণ্ডগ্রামে সদয়ের একমাত্র দোকানে আজি ত্রিশ চল্লিশ জন মাতাল দেখিতে পাইতেছেন, আবার তাহাদের পনর আনা ছোট লোক, ভদ্রলোকের সংখ্যা বড় কম;—কিন্তু গণনা করিলে জানা যায় যে সে কালে মাতালের সংখ্যা বড় অধিক ছিল না;—গ্রাম প্রতি ভদ্রলোকের মধ্যে শতকরা দুই জন মাতাল খুজিয়া মিলা কঠিন হইত,—যাহারা মিলিত, তাহারা সমাজে থাকিয়া যার পর নাই নিগ্রহ ভোগ করিত,—গ্রাম মধ্যে যার এই বদ অভ্যাস ছিল, তাহাকে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই চিনিত, সে সকলের ঘৃণার পাত্র হইত; এখন ঠক্‌বাছিতে গ্রাম উজাড় হয়,—সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইলে ঔষধ দিবার সুবব্যস্থা হয় না।;—ময়লা কাপড়ে কালীর দাগকে কোথা সহজে খুজিয়া পায়।

চন্দ্রকোণা অঞ্চলে সে কালে মাতালের সংখ্যা কম হইলেও সদয়ের আয়ের ক্রটী ছিল না;—এখনকার মত তখন লাইসেন্সের এত উগ্রতার ছিল না;—গাছের ফুলে, বনের শিকড় মাকড়ে মদ প্রস্তুত হইত; একালের মত গুড়ে চাউলে এত খরচা পড়িত না। এখন মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যদিও মৌল ফুলে মদ হয় কিন্তু লাইসেন্সে গুঁড়িকে সারিয়া দিয়াছে।—মৌলের মদ মাতালকে বড় ঘরের কুটুম্ব করিয়াছে;—বলরামের ভ্রাতৃপদের দাবী দেখাইয়া দিয়াছে, বলরামকে মাতাল সাব্যস্ত করিয়াছে, বলরামের মধু মৌলের মদ অবধারিত হইয়াছে। যদিও সদয়ের অধিকার সময়ে মদের দর শস্তা ছিল। দু শের ধান, এক থান ছেঁড়া কাপড়, নগদ চারিটা পয়সা, কেহ বা বৎসরান্তে এক মোট ধান খড় দিয়া পেট পূরিয়া,প্রাণ ভরিয়া মদ খাইত; কিন্তু তথাপি দেশে আজি কালিকার নরেন, ধীরেনের মত স্কুলের ফি, বা জলখাবারের পয়সা কেহ শুঁড়ী বাড়ীতে দিতনা,

বা গৃহিনীর গহনা, ছেলের দুধের দাম, মাতার বারব্রতের টাকাকড়িতে, কটলেট, সাম্পেন, ব্রাণ্ডি খাইত না। তখনকার লোকে সমাজকে মান্য করিত, ধর্ম্মকে ভয় করিত, পাঠশালার ছেলেরা দাতাকর্ণ, চাণক্য শ্লোক পড়িত, গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিত, বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে ভক্তি রাখিত, এখন কার পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, অন্ততঃ একথা বলা যাইতে পারে দেশীয় সমাজ এবং ধর্ম্মনীতি শিক্ষার অভাবে বাল্যকাল হইতেই লোকের মন হইতে দেশীয় ধর্ম্মভাব প্রস্থান করে; বাল্যকাল হইতে বিজাতীয় সমাজের আচার ব্যবহারে, চাল চালনে বিজাতীয় সমাজ পদ্ধতিতে আদর আস্থা হইতে থাকে; কাজেই ইডেন সাহেবের খোলাভাটী প্রণালী দেশের মাথা খাইয়া বসিয়াছে;—সেকালের অপেক্ষা একালের খোলাভাটী ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে;—তাই এখন বঙ্গের ছেলে, বুড়া, যুবা সকলেই ইডেন সাহেবকে উর্দ্ধবাহু হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সে-সকল কথা দূরে থাকুক।

বিপিনবাবু গায়ের কাপড় খুলিয়া বসিতে না বসিতে অখিল একটী মাটীর ভাঁড়ের এক ভাঁড় মদ, একটী মাটীর কটরা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তখন এ দেশে কাঁচের বাসনের এতটা আমদানী হয় না, একটু লবণ, আর গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা লইয়া তাঁহার নিকট গিয়া বলিল "চাল কলাই ভাজবার ফরমাস করে এসেছি।" বিপিন গঙ্গাতীরে বড় মানুষের ছেলে,—সাধারণ্যে তখন ব্রাণ্ডির চলন না হইলেও রিষড়া কলিকাতার নিকট, এজন্য তাহার ব্রাণ্ডির অভাব হইত না। বিপিন আইশ, লেমনেডে ব্রাণ্ডি ভিজাইয়া খাইতে শিখিয়াছিল, আর "লিকারে মিটের" (মদে মাংশের) দরকার তাহাও জানিত। পাড়াগ্রাম, বিশেষ মেদনীপুর অঞ্চলের ইংরাজী অনভিজ্ঞ লোকে তখন ব্রাণ্ডির নামও শুনিয়া ছিল না, সুতরাং তাহারা দেশী মদে লবণ, লঙ্কা, চাল কলাই ভাজাকে বড় দরের খাবার বলিয়া জানিত। বিপিনের পরিতোষের জন্য তাই অখিল আজি কলাই চাল ভাজার অর্ডর্ করিয়া ছিল। বহু পরিশ্রমের পর বলিয়া বিপিনের তাহাই আজি উইলসেনের ডিসের কাজ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ফেরার নম্বর দুই!

গোবর্দ্ধন দিকপতির অনুচর অখিল বাগ্দী, লাল সিং প্রভৃতির সাহায্যে বিপিন সানুচর পুলিশের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সেই রাত্রিতেই বাটী প্রস্থানের চেষ্টা করিয়া ছিল; কিন্তু কিষণ লাল নামে যে ব্যক্তি গোবর্দ্ধন দিকপতির লোক বিপিনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়, সে বিপিনের চাতুরী সকলই জানিয়া লইয়া ছিল। বিপিন সৌদামিনীর সতীত্বাপহরণের প্রয়াসী হইয়া তাহার অনেক প্রকার অনুষ্ঠান করে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যখন শুনিল তাহার স্বামী তাহাকে মেদিনীপুর লইয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন দিক্পতির বাহুবলের কথা শুনিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থী হয়, স্ত্রীলোকের সতীত্বের সম্মান রক্ষার্থে গোবর্দ্ধন যে বদ্ধপরিকর তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিয়া ছিল যে আপন শ্বশুরের সহিত বিষয় কার্য্যোপলক্ষে মনান্তর সূত্রে সে তাহার স্ত্রীকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারিতেছে না; বল প্রকাশে তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে হইলে লোকবলের আবশ্যক, কিন্তু তাহার নিবাস গঙ্গাতীর, অনেক দূর,—সেখান হইতে লোক জন আনিতে হইলে বিলম্বের সম্ভাবনা,—বিশেষতঃ সে গোপান অনুসন্ধানে টের পাইয়াছে যে তাহার গুপ্তাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ইতি মধ্যে তাহার শ্বশুর কন্যাকে মাতুলালয় পাঠাইয়া দিবে—এই সুবিধা তাহার মনোভিষ্ট সিদ্ধির প্রধান অনুকূল,—অতএব এই সময় তাহার সাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন, এই কথা জানাইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে কয়েক জন লাঠিয়ালকে সঙ্গে লইয়া ছিল;—অনুপ বাবুর নিকট সৌদামিনী যে আত্মপরিচয় দেনী তাহাতে গোবর্দ্ধনের লোক জনেরা বিপিনের সমস্ত চাতুরী বুঝিয়া লইয়া ছিল; এবং তাহার নাম যে বিপিন নয়, বিনোদ, তাহাও তাহারা জানিয়া ছিল;—সেই অসাধু ব্যবহারের দণ্ডবিধান জন্য কিষণ লাল, লাল সিং, অখিল প্রভৃতি বিপিনকে গোবর্দ্ধনের নিকট কৌশলে লইয়া যাইতে ছিল; —চক কমলা হইতে পলায়ন করিয়া বিপিন ওরফে বিনোদ তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে দেয় টাকা দিয়া বাটী পলাইবার চেষ্টা করে —লাল সিং গোবর্দ্ধন মন্ত্রে দীক্ষিত,—সে দেখিল বিনোদ তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অসহায়া কুল কন্যার স্ত্রীরত্নাপহরণে তাহাদিগের

সহায়তা লয়; তাহাকে বিদায় দিলে তাহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না; দেখিয়া বলিল "কর্ত্তার সঙ্গে দেখা না কল্লে তোমার নিমকহারামী হয়,—তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে—তিনি আপ্যায়িত না হ'লে মনে কষ্ট বোধ কোর্ত্তে পারেন।" বিনোদ তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের নিকট যাইতে ছিল,—তাহার সঙ্গে আপনার বলিতে হরি প্রসাদ ভিন্ন আর কেহ ছিল না,—অপর সকলে চক কমলা হইতেই প্রস্থান করে। পথিমধ্যে যেখানে রাত্রি প্রভাত হয় সেখান হইতে তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন পথে চন্দ্রকোণা যাইতেছিল। চন্দ্রকোণার শৌণ্ডিকালয়ে পাঠকের সহিত তাহাদের মধ্যে বিনোদ, কিষণলাল এবং অখিলের সাক্ষাৎ।

শৌণ্ডিকালয়ে বিনোদ বিলক্ষণ রূপে সুরাপান করিল, সঙ্গে অখিল এবং কিষণলালও যোগ দিল,—নেশার প্রবল ব্যত্যায় বিনোদের মনে ভক্তিরসের তরঙ্গ উঠিল —সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া বলিল "দিক্‌পতির মত লোক হয় না,—সাক্ষাৎ শিব, যে ক'রে আমায় উদ্ধার করেছেন ভাই অখিল, তোমাদের কিছু জান্‌তে বাকী নাই,—গোবর্দ্ধন আমার বাপের কাজ করেছে সে আমার বাপ! এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—কেহই তাহার কান্না থামাইতে পারিল না;—কিষণলাল, অখিল প্রমাদ গণনা করিল; শৌণ্ডিকালয়ে বিনোদের মুখে বারম্বার দিক্‌পতির নাম উচ্চারণ হইতেছে, শুনিলে দিক্‌পতি মাথা লইবে;—কিষণলাল দুই তিন বার বলিল "বিনোদ বাবু কর্ত্তার নাম করবেন না।" কিষণলাল বুঝিত না যে মাতালকে যাহা করিতে বারণ করিবে, মাতাল সব ভুলিয়া তাহাই অগ্রে করিবে; "গোবর্দ্ধন আমার বাপ, গোবর্দ্ধন আমার বাপ,—অহো গোবর্দ্ধন আমার বাপ; আমার গোবরা বাবা,—গোবরাবাবা,—গোবরা বাবা!" বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিষণলাল হতাশ হইয়া অখিলকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিল;—অখিল বিনোদের হাত ধরিয়া টানিয়া দোকানের বাহিরে মাঠে পড়িল,—মাঠে হরিপ্রসাদ প্রভৃতির সাক্ষাৎ হইলে সকলে মিলিয়া বিনোদকে লইয়া পশ্চিম মুখে চলিল, তখন বেলা শেষ হইয়াছিল। সেখান হইতে চন্দ্রকোণার বন, গোবর্দ্ধনের আশ্রম অনেক দূর;—সুতরাং বিলম্ব করা যুক্তি যুক্ত বোধ হইল না। দুই তিন ক্রোশ যাইতেই সন্ধ্যা হইল;—আকাশ, পৃথিবী অন্ধকারে ঘেরিল;—সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী, এক প্রহর রাত্রির পর জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না না উঠিলে গমনের সুবিধা নাই বুঝিয়া সকলে এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইল; সমস্ত দিন কাহার আহার হয় না;—সকলেরই বিলক্ষণ ক্ষুধার যাতনা হইতেছিল;—গৃহস্থ আহারাদির জন্য অনুরোধ করিল;—অনুরোধ মাত্রেই

স্বীকার;—বিনোদের অনুচর হরিপ্রসাদ জতিতে ব্রাহ্মণ সুতরাং পাকাদি কার্য্যের ভার তাহাকেই লইতে হইল।

গৃহস্থ বেশ গোছাল;—বাড়ীর বাহিরে একখানি বাঁশের খুঁটী দেওয়া আটচালা, আটচালার চারি দিকে ধানের মরাই;— সমুখে একটী ছোট পুষ্করণী গৃহস্থের মৎস্য এবং জল কষ্ট নিবারণ করিত;—চাষের ধানে, পুষ্করণীর মৎস্যে, গৃহপালিত গাভীর ঘৃত দুগ্ধে রাত্রি দ্বিপ্রহরে শতাধিক অতিথি অভ্যাগত আসিলেও গৃহস্থের সম্মান রক্ষা করিত। গৃহস্বামীর নাম গোবিন্দ দাস, জাতিতে তামলী;—গোবিন্দ দাসের চারি পুত্র উপযুক্ত,—সকলেই কৃষিকার্য্য দক্ষ,— সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়স কুড়ি একুশ বৎসর;— জ্যেষ্ঠ পুত্রের বড় ছেলের বয়স সাত আট বৎসর, পাঠশালে লেখা পড়া করে,— সন্ধ্যাকালে পিতামহের নিকট কাশীদাসী মহাভারত; কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে, —তামলীর ঘরের আট বৎসর বয়সের ছেলে রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে পারে সে কথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ দিগের ঘরে সর্ব্বদা তোলাপাড়া হইত; ফলকথায় গোবিন্দ দাসের পৌত্র গ্রামের ছেলেদের আদর্শ,— যখন অতিথি সম্প্রদায় গোবিন্দের দ্বারস্থ হয় তখন গোবিন্দ পৌত্রের নিকট মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কথা শুনিতেছিল;—বৃদ্ধের ছেলে গুলি কেহ শণ কাটিতেছিল, কেহ জাল বুনিতে ছিল, কেহ বা রাখালদিগের সঙ্গে গবাদির সেবা করিতেছিল; কেহ বাড়ীর ভিতর জল পান করিতেছিল। গোবিন্দের সমবয়সী প্রতিবাসী দুই চারি জন তাহার আশে পাশে বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভারত শুনিতেছিল।

অতিথি পাইলে গোবিন্দ বড়ই সুখী হইত, অতিথিসেবা করিতে তাহার খুব আমোদ ছিল, যতক্ষণ না তাহাদিগের আহারাদি হইত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার তদ্‌বির করিত। মহাভারত পাঠ হইতেছিল—অতিথির নাম শুনিয়া গোবিন্দ শশব্যস্তে উঠিয়া আপনি তাহাদিগকে আসন দিল,—বিপিনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আপনার আসনের উপর এক খানি আসন দিয়া বসাইল;—পুত্রদিগকে ডাকিয়া আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল;— এদিকে জলযোগের আয়োজন হইল,—এ সময় অতিথি, গৃহস্থ সকলেই ব্যস্ত;—হরিপ্রসাদ বিনোদকে গোপনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু নেশাটা একটু কমেছে?"

বিনো। একেবারে গেছে;—কিন্তু আর একটু এখন হ'লে হ'তো।

হরি। আর হ'য়ে কাজ নাই;—এখন বাঁচবে যদি পথ দেখ।

বিনো। কেন বল দেখি?

হরি। পুলিশে গ্রেপ্তার থাকা ভাল ছিল,—

বিনো। কি হ'য়েছে?

হরি। এরা আমাদি'গে নিয়ে গিয়ে খুন ক'রবে;—

বিনো। কেন?

হরি। গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি আমাদের কথা শুন্‌লে আর রাখবে না;—তার কাছে স্ত্রীলোকের সতীত্বে কারো হস্তক্ষেপ কর্‌বার যো নাই,—ব্রহ্মহত্যা পাপের মার্জ্জনা আছে, কিন্তু পরস্ত্রীতে যে লোভ করে তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে ফেলে;—

বিনো। কে সেকথা তা'কে শোনাবে?—

হরি। সকলেই;—

বিনো। আমাদের তোড়ার মুখ খুলে দাও,—যে যত পারে লউক;—

হরি। লাক টাকা দিলেও নয়;—ওদের ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা আছে।

বিনো। চেষ্টা ক'রেছিলে?

হরি। আজ্ঞা, বিশেষ ক'রে;—

বিনো। ঘাড় পাতে না?

হরি। আজ্ঞা না;—যে খুচরা নোট ক কেতা ছিল তাই একজনকে দিয়ে এই কথা টুকু পেয়েছি, যে নিয়ে গিয়ে কালীর পূজা ক'রে বলিদান দেয়।

বিনো। সে কালী কোথায়?

হরি। সেই বনের ভিতর;—যে মিথ্যা কথা কয়, পরস্ত্রীর লোভ করে, অপরাধ গোপন করে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, তাদের এই শাস্তি।

বিনো। তবে উপায়?

হরি। পালান ভিন্ন ত আর কিছু দেখি না;—

বিনো। কেমন ক'রে হবে?

হরি। আপনি আগে সরুন,—তার পর আমি তার উপায় ক'রে নেবো, আমার জন্যে ভাববেন না।

বিনো। আমি কোথায় গিয়ে তোমার অপেক্ষা ক'রবো?

হরি। অপেক্ষা কোথাও কর্‌বেন না;

বিনো। তবে কি ক'রে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে?

হরি। দেখা করবার কোন দরকার নাই;—আপনি এখান হ'তে বেরিয়ে সোজা উত্তরপূর্ব্ব মুখে চলে যাবেন,—সদর রাস্তায় যাবেন না, সমস্ত রাত চলে গেলে, একটা গ্রাম পাবেন, তার প্রায় চারি দিকে ছোট ছোট পাহাড়ের মত বাঁধ আছে, দেখবেন,—এক জায়গায় রাস্তা আছে—সেই খান দিয়ে গ্রামে প্রবেশ ক'রে একটা ডোম পাড়া আছে খুজে নেবেন; সেই খানে জিজ্ঞাসা কল্লে, লোচনা ব'লে একজন ডোম আছে, যে সে তার বাড়ী দেখিয়েদেবে;—লোচনাকে আমার পরিচয় দিলে গুরুর আদর পাবেন,—সেখানে থাকবেন;—আমি আপনার পিছু পিছু যাচ্চি।

আর দ্বিতীয় কথা নাই, বিনোদ অন্তর্দ্ধান;—অতিথিরা একে একে জলযোগ সারিল;—অখিল হরিপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোথায়?" হরিপ্রসাদ ইঙ্গিতে বলিল এই খানে গেছেন।

অখি। কোথায়?

হরি। বলবো এখন।

অখি। আমার সঙ্গে আবার চালাকী কেন?

হরি। না ভাই চালাকী নয়।

অখি। সত্তি,—কোথায়?

হরি। দুপর বেলায় যেখানে।

অখি। সে ত অনেক দূর!

হরি। এখানেও আছে।

অতিথিদিগের জন্য গোবিন্দের যে একটী পৃথক বাটী ছিল জলযোগের পর হরিপ্রসাদ তথায় রন্ধন করিতে গেল। সমস্ত দিনের পথশ্রম এবং অনাহার জন্য অপর সকলে গোবিন্দের আটচালায় নিদ্রা গেল। রন্ধনশালায় হরিপ্রসাদের নিকট গোবিন্দ উপস্থিত থাকিয়া নানা কথাবার্ত্তায় তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছে, আর সময়ে সময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যের সরবরাহ করিতেছে। হরিপ্রসাদ রন্ধন করিতেছিল বটে কিন্তু রন্ধনে ততটা মনোযোগ ছিল না; সে ভাত রাঁধিতে বসিয়া তাহাতেই মসলা বাটা ও লবণ মিশায়; মাছ ভাজিতে গিয়া তাহাতে জল ঢালে; গোবিন্দের দৃষ্টি বার্দ্ধক্য বশতঃ ততটা প্রখরা ছিলনা; বিশেষ রাত্রি কাল; সুতরাং হরিপ্রসাদের রন্ধনের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। হরিপ্রসাদের সৌভাগ্যক্রমে গোবিন্দ সে দিন প্রতিবাসী একজন গৃহস্থের বিবাদভঞ্জনের শালিস ছিল, প্রতিবাসী আসিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল তাহাকে যাইতে হইবে, গোবিন্দ অগত্যা হরিপ্রসাদের নিকট অনুমতি লইয়া শালিসী করিতে গেল। সে পশ্চাতপদ হইবামাত্র হরিপ্রসাদ খিড়কী দিয়া বিনোদের পন্থা অনুসরণ করিল।

গোবিন্দের শালিসী করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দুই প্রহর বাজিয়া গেল;—চৌকীদার হাঁকিতেছিল;—গোবিন্দ বাড়ীতে আসিয়া দেখিল অতিথিরা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছে, তাহাদিগের একজনকে জাগ্রত করিয়া আহারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জানিল, তখনও তাহাদের আহার হয় নাই;—আশ্চর্য্যভাবে গোবিন্দ রন্ধনশালায় গিয়া দেখিল ব্রাহ্মণ নাই;—আহারীয় জিনিষ পত্র যেমন তেমনি রহিয়াছে। তখন সে অতিথিদিগের নিকটে আসিয়া সমস্ত বলিল,—অখিল জাগ্রত হইয়া "হা হা" করিতে লাগিল;—মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিল না। চতুর ঠকিলে কখন তাহা প্রকাশ করিতে পারে না; কোন রকমে গোবিন্দকে বুঝাইল। গোবিন্দ নূতন করিয়া খাবার আয়োজন করিয়া তাহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। রাত্রি অনেক হইল সকলে নিদ্রা গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পলায়নে শব।

গোবিন্দ দাসের বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া বিনোদ উঠিয়া পড়িয়া দৌড়িতে দৌড়িতে, সঘন শ্বাস পতনে, ক্রমে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল;—অতঃপর কতক দূর যায়, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করে, এইরূপ করিয়া চলিতে লাগিল;—রাত্রি দুই প্রহর অতীত; তিন প্রহরের আমল; এমন সময় সে একটা বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে পৌছিল; প্রান্তরটী দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় দুই ক্রোশের কিছু অধিক; তখন বেশ জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে। দিক সকল ধপ্ ধপ্ করিতেছে;—মাঠে জীব জন্তুর সাড়া শব্দ নাই;—কালস্বধর্ম্মে ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু বহিতেছিল, তাহারও শব্দ নাই;—গ্রামের চিত্র দূর হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছিল। মাঠের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে কিছু দূরে বিনোদ একটী মহীরুহ দেখিতে পাইল, জ্যোৎস্নালোকে তাহার কাণ্ড, বড় বড় শাখা, এমন কি দুই একটী স্থূল প্রশাখাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল; সে নিকটস্থ হইয়া দেখিল—বৃক্ষ তলে এক জন স্ত্রীলোক, উপরে এক জন পুরুষ তাহার পদতলে লম্বমান একটা নরদেহ; বৃক্ষোপরিস্থ পুরুষ বজ্রনাদে বলিল "চণ্ডালিনি, সাবধানে ধরো।" এই শুনিয়া বিনোদের বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল! সে মূর্চ্ছিত প্রায় ভূতলে পড়িয়া গেল, এমন সময় বৃক্ষের উপর হইতে কোন একটা ভারী সামগ্রীর পতনশব্দ হইল। পরক্ষণেই পুরুষটী বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন,—ভূতলশায়ী বিনোদকে দেখিয়া বারম্বার ডাকিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন;—বিনোদ শুষ্ককণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণস্বরে কহিল "আশ্রিতের প্রাণ দান করুন্ পিপাসায় প্রাণ যায়।" বৃক্ষমূলে একটী মৃৎকলসে জল ছিল স্ত্রীলোকটী তাহাই তাহার মুখে দিল, বিনোদ উদর পূর্ণ করিয়া জলপানে প্রাণ পাইল। সে কাতরস্বরে বলিল "আজ রাত্রি আপনার আশ্রয়ে থাকব।"

পুরু। আশ্রয় কোথায়—যে থাকবে?

বিনো। আপনারা যেখানে থাকবেন সেই আমার পক্ষে বহু জন পূর্ণ নগর অপেক্ষা নির্ভয় স্থান বলে জানবো।

পুরু। যত দূর সাহায্য পেলে এই যথেষ্ট জ্ঞান করে প্রস্থান কর,—আশ্রিত ব্যক্তিকে এরূপ বলা অন্যায় কিন্তু আজ না বল্লে চলে না, আমার দৈব কার্য্যের

অনেক বিঘ্ন জন্মিল। আশ্রিত না হ'লে তোমার প্রাণ থাকতোনা ;—

বিনো। আমি আপনাকে ছাড়্বো না ;—

পুরু। দেখ—ভাল চাও, যেরূপ বেগে এসে ছিলে, দ্বিগুণ বেগে প্রস্থান কর ;—তুমি কি নির্বোধ, দেখ্‌ছ না তোমার পাশে পড়ে কি!

তখন বিনোদ পশ্চাতে চাহিয়া দেখে বিকটাকার একটা শব পতিত ;—দেখিয়া তাহার গা চমকিয়া উঠিল —সে উঠিয়া ধীরে ২ তথা হইতে প্রস্থান করিল। পাঠক এই পুরুষটীকে চিনিতে পারিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না ;—এই ব্যক্তি গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি! গোবর্দ্ধন সঙ্গিনীকে বলিল "চণ্ডালিনি, আজ বড় অমঙ্গল"!

চণ্ডা। উপায়!

গোব। উপায়, উহার মস্তকচ্ছেদ ;—

চণ্ডা। কিন্তু আশ্রিত ;—

গোব। তা না হ'লে আজ নিষ্কৃতি ছিল!

চণ্ডা। আসল কার্য্যের কোন বিঘ্ন হবে না ?

গোব। না হ'লেও এসকল কাজ অতি গোপনীয়,—মনে খট্‌কা লাগলে কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। না হ'লে যে রূপ অপঘাতের মড়া এমন প্রায় মিলে না ;—গুরুদেব যেমন বলেন তেমনি পেয়েছি।

চণ্ডা। মনে খট্‌কা কল্লে খট্‌কা হয় ; মা আছেন,—কোন ভাবনা নাই। এখন কি কত্তে হবে ?

গোব। চল আরও নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে মসলা গুলো শবের গায়ে মাখাই।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বাস্থ্যে উপসর্গ।

বিনোদ দিকপতির নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া হরিপ্রসাদের উপদিষ্ট পথে চলিতে লাগিল;—সমস্ত রাত্রি চলিয়া ভোরের সময় যখন কাক কোকিল ডাকিল, তখন পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ভূখণ্ড দেখিতে পাইল;— তাহার মনে ভরসা হইল,—হরিপ্রসাদের উক্ত গ্রাম নিকট বলিয়া জানিতে পারিল,—যেখান হইতে সে প্রথম সেই পর্ব্বততুল্য বাঁধ দেখিতে পাইল সেখান হইতে স্থানটী প্রায় এক ক্রোশ পথ; -গ্রাম পৌছিতে সকাল হইল;—গ্রামে প্রবেশ করিবার পুর্ব্বে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসায় বিনোদ জানিতে পারিল যে গ্রামের নাম মান্দারণ। পাঠক "দুর্গেশনন্দিনীতে" যে মান্দারণের কথা পড়িয়াছেন এ সেই মান্দারণ। মান্দারণের ভিতর গিয়া বিনোদ যে ব্যক্তিকে প্রথম দেখিতে পাইল তাহাকেই "লোচনা" ডোমের কথা জিজ্ঞাসা করিল, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি লোচনকে চিন?" বিনোদউত্তর করিল "না" সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল তবে তুমি কেমন ক'রে তা'কে জান্‌লে?"

বিনো। হরিপ্রসাদ ব'লে [illegible]য়েছে—

ব্যক্তি। হরিপ্রসাদ কে?

বিনো। আমার চাকরী ক'রে—

ব্যক্তি। সে কোথায়?

বিনো। পশ্চাৎ আসচে।

ব্যক্তি। [illegible]নার কাজ হ'য়ে গেল?

বিনো। কি কাজ?

ব্যক্তি। যে কাজের জন্য মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন;—

বিনো। আমি ত মেদনীপুর যাই না!

ব্যক্তি। তবে কোথায় গিছ্‌লেন?

বিনো। তোমাকে সে জমা খরচ দিতে আসি না;—লোচনের বাড়ী কোন্ দি'কে যাবো বল্‌বে?

ব্যক্তি। আমারই নাম লোচন, সঙ্গে আসুন।

বিনোদ লোচনের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল,—মাঠের ধারে লোচনের বাড়ী;—তাহার সমুখে একটী বাঁশ বন,—বাঁশ বনের কাছেই একটী ছোট পুষ্করণী;—জলে সাদা, কাল, পাঁশুটে রঙ্গের হাঁস ঝাঁকে ২ ভাসিতেছে;—লোচনের বাটীর বাহিরে এক খানি ছোট চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দুইটী তালের "মোড়া", চার পাঁচ খানি তাল পাতার চেটী পড়িয়াছিল;—তাহারই একখানিতে লোচন বিনোদকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে গুটী

দুই আমপাতা হাতে করিয়া তামাকু খাইতে খাইতে বাহিরে আসিল। আপনি তামাকু খাইয়া পরে বিনোদকে কলিকাটী দিল;—বিনোদ পুরা দমে তামাকু টানিয়া শ্রান্তি দুর করিল;--তাহাকে তামাকু খাওইয়া লোচন বলিল "বাবু, সকাল সকাল স্নান ক'রে নিদ্রা যান;—বিনোদ তাহাতে সম্পূর্ণ মত না দিয়া বলিল "হরিপ্রসাদ আসুক, সে এসে পৌছিলে যা হয় কর[illegible]"

লোচ। তার আসবার কি কিছু ঠিকানা আছে। আজ আসতে পারে, চাই না ও পারে।

বিনো। নিশ্চয়ই আস্‌বে ব'লে দিয়েছে;—

লোচ। যদি সুবিধা না পেয়ে থাকে, কেমন ক'রে আসবে।

বিনো। বড় ঘুম পাচ্ছে,—যদি একটু জায়গা দাও তা'হলে ভারি উপকার কর, স্নান করবার দেরি সইবে না।

চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে একটী ছোট কুঠ্‌রী চাবি বন্ধ ছিল লোচন তাহার চাবি খুলিয়া দিল,—ঘরের ভিতর এক খানি মাদুর আর একটী বালিশ পড়িয়াছিল বিনোদ তাহাতেই শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে না করিতে পৃথিবীর ঘুম তাহার চক্ষে আসিয়া, তাহাকে অচেতন করিল;—লোচন সেই ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া আপন কাজে গেলে।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইল;—ছুটো ছুটী করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হরিপ্রসাদ মান্দারণ গ্রামে পৌছিল;—মান্দারণে পৌছিয়া লোচন ডোমের বাড়ীতে আসিয়া শুনিল লোচন কাজে গিয়াছে;—তাহার কাজ কর্ম্ম জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হরিপ্রসাদের অজানিত ছিল না। সে কাজ কর্ম্মে গিয়া সময়ে সময়ে দুই তিন দিন বাড়ীতে আসিত না, কর্ম্মস্থলেই থাকিত। লোচনের পরিজনগণের নিকট হরিপ্রসাদ নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, এজন্য কিয়ৎক্ষণ বৈঠক খানায় বিশ্রাম করিয়া লোচনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল;—সম্মুখেই তাহার একটী ছেলেকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল"লোচন কোথায়?—"লোচনের পরিবারদের মধ্যে ছেলে পিলে সকলকে তাহার শিখান ছিল –কেহ আসিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলে "সে বাড়ীতে নাই, কোকোথায় গিয়াছে বলিতে পারে না" ইত্যাদি কথায় তাহারা উত্তর দিত। লোচনের পুত্রের নিকট হরিপ্রসাদ সেই মামুলী উত্তর পাইল;--এইরূপ উত্তর পাইয়া হরিপ্রসাদ বড়ই চিন্তাকুলিত হইল;—ছেলেটীকে ঘোরফের করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিল, তাহাতেও সেই রূপ উত্তর পাইল; পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "কোন লোক তাহাদের বাড়ীতে এসেছিল কি না," তাহারও সন্তোষজনক উত্তর পাইল না; তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহাদিগের নিকট আশানুরূপ কোন সংবাদ প্রাপ্তির সুবিধা নাই;—অতঃপর লোচনের সাক্ষাৎ জন্য তাহার কর্ম্ম স্থানে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

লোচন কোথায় কি কাজ করিত হরিপ্রসাদ তাহা জানিত; কিন্তু আজি যদি কোন নূতন কাজে স্থানান্তর গিয়া থাকে তাই ভাবিয়া এক বার ইতস্ততঃ করিল কিন্তু লোচন ব্যতীত বিনোদের সন্ধান হইবে না, এজন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর‍ই নিতান্ত আবশ্যক হইল।

মান্দারণের লোচনা ডোম সে অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ দস্যু;—লোচনার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বায়ান্ন, এই বয়সে সে যে কত নর হত্যা, দস্যুতা গৃহদাহ, ডাকাতি করিয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না। লোচনার সাবালক তিনটী পুত্র, সে আপনি এবং অপরাপর প্রায় ত্রিশজন লোক তাহার সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল। মান্দারণের পূর্ব্ব দিকে, কিছু দূরে একটী মাঠ আছে;—তাহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে কিছু কম পাঁচ মাইল;—আজি পর্য্যন্ত এই মাঠকে "ভিগদাসের" মাঠ বলিয়া থাকে।

ভিগদাসের মাঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে গ্রাম নজর হয় না, দক্ষিণ দিকেও অনেক দূরে গাছপালা গুলি মানব দৃষ্টিকে প্রতারিত করিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যেন আকাশের শেষ সীমাকে মাথায় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উত্তর দিকে গাছ পালা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অজ্ঞানে বুঝিবে যেন সে দিকে আর পৃথিবী নাই;—শেষ হইয়াছে; আকাশ মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রকুলললনা অহল্যা বাইয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি নাগপুর রোড ভিগদাসের মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে;—মাঠের মধ্যস্থলে নাগপুর রোডের কিছু উত্তর দিকে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ; প্রায় এক বিঘা জুড়িয়া একটী স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে;—তাহার ভিতর বৃক্ষমূলে ছোট ছোট কুঠরীর ন্যায় পরিস্কার স্থান;—সেই খানে থাকিয়া লোচন আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিত। দিবা দ্বিপ্রহরে, ভোরে, এবং সন্ধ্যাকালে কাহার সাধ্য জীবন লইয়া লোচনের থানা পার হইয়া যায়। এজন্য এমন সময় লোক জন এই স্থান দিয়া বড় যাতায়াত করিত না;—অন্য সময় দশ, পনর, বিশ, ত্রিশ জন পথিক একত্র দল বদ্ধ হইয়া যাইত; কখন শুনা যায় না যে দুই তিন জন লোক এখান দিয়া যে কোন সময়ে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে। এই বটবৃক্ষটীকে সকলেই "লেঠেড়ার" থানা বলিয়া জানিত। এখানে স্বয়ং লোচন দশ বার জন অনুচর সমেত বিরাজ করিতেন। আর এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বটবৃক্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে দুই তিনটী "ঘাটী" ছিল, সেই সকল ঘাটীতে দুই তিন জন করিয়া লোক থাকিত,—যখন দুই তিন বা ততোধিক পথিক দলবদ্ধ হইয়া চলিত তখন এই সকল ঘাটীর লোক সাড়া দিয়া থানায় জানাইলেই থানাধ্যক্ষ পশ্চাতের ঘাটীতে সংবাদ করিয়া আপনার দল পুষ্ট করিয়া ঠিক থাকিত। কখন কখন বা দুই তিনটী ঘাটীর লোক পরস্পরের

সংবাদ মত একত্র হইয়া পথিক দিগকে থানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দিত না, আপনাদিগের এলাকা মধ্যেই কার্য্য সমধা করিয়া ফেলিত। লোচন আপনার বয়স কাল এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে একাধিপত্য করিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেই এতদঞ্চলের দস্যুগণের যার পর নাই নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রান্তরের অনতিদূর জাহানাবাদে একটী মহকুমা স্থাপিত করেন; মহকুমা স্থাপিত হইলে প্রথমে যে দুই তিনটী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এই মহকুমায় ফৌজদারী বিচার কার্য্যের জন্য প্রেরিত হয়েন, তাঁহারা এতদঞ্চলের অনেক খ্যাত নামা দস্যুকে নিপাত করিয়া জাহানাবাদ মহকুমার প্রকৃতি পুঞ্জের চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

লোচনের বাড়ীতে বিনোদের সন্ধান না পাইয়া হরিপ্রসাদ ভিগদাসের মাঠে তাহার আড্ডায় আসিয়া পৌছিল; তখন বেলা অপরাহ্ণ;—হরিপ্রসাদ পৌছিলে লোচন তাহাকে বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিল;—ছিলিম ভরিয়া তামাকু খাওয়াইল,—তামাকু খাইতে খাইতে লোচন বিনোদের কথা পাড়িল,—হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার বাবু বড় বেকুফ;—পথে যা'কে তা'কে আমার বাড়ী জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌ছিল, দেখে আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে চাবি বন্ধ ক'রে এসেছি। চাবি বন্ধ করবার আর কোন কথা নাই। আমি তা'কে এক বারে বিশ্বাস কত্তে পারি না; আজ কাল এখানে একটা ফৌজদুরী কাছারী হ'য়ে বড় সাবধানে সবকাজ কত্তে হয়।"

হরি। আমি ত চণ্ডীমণ্ডপে চাবিই দেখ্‌লাম,—লোকজন কাকেও দেখ্‌তে পেলাম নাই;—তবে ত তাঁর সমস্ত দিন খাওয়া দাওয়া হয় নাই?

লোচ। আমি বাড়ীতে ব'লে এসেছি;—

হরি। তবে শিগ্‌গির চল;—আজ কাজ কর্ম্ম কেমন?

লোচ। বড় মন্দা—যা দু একটা হয়েছে, সবই চুনো পুঁটী।

হরি। আজ কাল চুনো পুঁটী পর্য্যন্ত মারতে আরম্ভ করেছ বুঝি?

লোচ। না হ'লে চলে না,—আগে শস্তাগণ্ডা ছিল,—সব দিন কাজ না ক'রেও চল্‌তো, আজ কাল রোজ আনা, রোজ খাওয়া।

কথায় কথায় সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন;—পূর্ব্ব দিকের আকাশকে কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া অন্ধকার পশ্চিম মুখে ছুটিতে লাগিল;—এমন সময় পূর্ব্ব দিকে একটা বিকট চীৎকার ধ্বনি হইল,—তাহার পর ক্ষণেই আর একটা—উপর্য্যুপরি তিনটা শব্দ হইল। লোচন উৎফুল্ল মনে থানার বাহির হইয়া দেখিল এক খানা পাল্কী নক্ষত্র বেগে পশ্চিম মুখে ছুটিয়া আসিতেছে; পাল্কীর আগে

আগে দুটা ভোজপুরে দরয়ান লাঠী উচু করিয়া দৌড়িতেছে ;—দল পুরু দেখিয়া লোচন পশ্চাতের ঘাটীতে সংবাদ করিল ; সংবাদ মাত্র ছয় সাত জন অগ্রসর হইল। পাল্কী নিকটবর্ত্তী হইলে বেহারাদের পায়ের নিকট দিয়া করকা পাতের ন্যায় বাঁশের পাপড়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল ;—দুই তিনটা বেহারার পায়ে লাগিয়া তাহাদিগকে যখম করিল ;—পাল্কীর আগে আগে যে দুই জন ভোজ পুরে লাঠী লইয়া যাইতেছিল তাহারা লাঠি দিয়া পাপড়া ফিরাইতে লাগিল ;—শেষে লোচন সদলে অগ্রসর হইয়া পাল্কীর উপর লাঠী চালাইল ; দুই তিনটা লাঠী পাল্কীর উপর পড়িতে না পড়িতে পাল্কীর ভিতর হইতে "গুড়ুম" করিয়া একটী শব্দ হইল ,—উপরি উপরি আর তিন চারিটী হইল। সেই শব্দে চারি দিক হইতে পঙ্গ পালের ন্যায় চৌকীদার বরকন্দাজ ছুটিয়া আসিল ;—লোচন সদলে গ্রেপ্তার হইল ;—দলপতির সহিত অনুচর গণের হাতে হাতকড়ি পড়িল ;—পাল্কীর ভিতর হইতে ডিপুটী বাবু বাহির হইয়া হুকুম দিলেন দারগা তাহাদের ঘর তল্লাস করেন,—দারগা হাজির ছিলেন তৎক্ষণাৎ [illegible] হইলেন ;—ডিপুটী বাবুও জা[illegible] গলেন ।—বলা বাহুল্য যে হরিপ্রসাদ ও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

———

বিনো। ওঁর সংসারে কে আছেন?

লো, স্ত্রী। শ্বশুর,-শাশুড়ী দেওর দুই তিন জন। সব জাজ্জ্বল্লিমান,—

বিনো। তোমার মা বিধবা না সধবা, আমি তাই জিজ্ঞাসা করচি।

লো, স্ত্রী। সে কপাল পুড়ে গেছে;—তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? মা আমার বিধবা।

বিনো। তোমাদের দেশে বাছা সধবা বিধবা ঠাওরাবার যো নাই।

লো, স্ত্রী। এয়োতির চেহারা কি দেখলে বাছা,—সিঁতের সিঁদুর নাই, হাতে কামারে লোহা নাই;—

বিনো। আহা তা থাকলেই ভাল হ'তো;—এদিকে যেমন হ'ক এক রকম গা সাজান গোছ আছে, ঐ টী থাকলেই বেশ হ'তো।

লো, স্ত্রী। তোমাদের দেশের বিধবা মেয়েদের হাতে কি থাকে?

বিনো। না বাছা, আমাদের দেশের মেয়েদের ঘোর দায়, তা দি'গে থান পরতে হয়, আলো চালের ভাত খেতে হয়, গহনা খু'লে ফেলতে হয়;—তাদের মহাকষ্ট।

লো, স্ত্রী। শত্রুর মুখে ছাই দে মায়ের বাপ মা আছে,—তারা থাকৃতে কি হাত শুধু দেখতে পারে,—না এক সন্ধ্যা খেতে দিতে পারে,—শ্বশুর শাশুড়ী, বাপ মার কত আদরের মেয়ে, এমন কাঁচা বয়সে তারা মেয়েকে উপসী রেখে আপনারা কি পেটে ভাত দিতে পারে,—তাই মা আমার, বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ীর কোলে থেকে দুসন্ধ্যা মাছ ভাত খায়;—

বিনো। তোমার মার বাপ মা সব করেছেন, কেবল একটী পারে না;—তা হ'লেই তোমার মার বিধবা কলঙ্কটা ঘুচে যেতো।

লো, প। তা কি বামুনকায়েতের ঘরে হয় বাবা!

বিনো। কেন হ'বে না?

লো, প। কি,—রাঁড় মেয়ের বিয়ে।

বিনো। হাঁ—বিধবা মেয়ের বিয়ে।

লো, প। আমাদের হাড়ি ডোমের ঘরে যেমন হয়?

বিনো। হাঁ—তোমাদের হাড়ী ডোমের ঘরে যেমন হয়। তবে তোমাদের বিয়ের মন্ত্র তন্ত্র নাই, সে বিয়ের সব আছে।

লো, গ। এ বিয়ে কোথা হয় গা?

বিনো। কেন গো তোমরা জান না, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দেশের লোক নয়?

লো, প। বিদ্যেসাগর কে গা?

বিনো। তিনিই ভদ্রলোকের ঘরের বিধবা মেয়েদের কষ্ট দেখে, শাস্ত্র বার ক'রেছেন যে বিধবাদের বিয়ে দিলে পাপ নাই—বরং না দিলে পাপ হয়।

লো, প। হাঁ বাবা;—এ শাস্তর এত দিন কি ছিল না?

বিনো। ছিল বই কি, আমাদের দেশে চলন ছিল না।

লো, প। আহা বিদ্যেসাগর সুখে থাকুগ, অভাগীর বাছাদের এয়োতি বাজায় থাকে।

বিনো। তারই জন্য তিনি লেগে পড়েছেন।

লো, প,। হাঁ বাছা, এ বিয়ে কোথা হয়।

বিনো। সকল জায়গাতেই হ'তে পারে।

লো, প,। কে করে?

বিনো। সকলেই কত্তে পারে।

লো, প। তুমি পার?

বিনো। কেন পারবো না?

লো, প,। আমি মায়ের বাপমায়ের কাছে আজিই গিয়ে বলবো। তোমাকে বাছা দু দিন থাকতে হ'বে।

লোচনপত্নির সহিত বিনোদের যখন উপরি উক্ত কথোপকথন হইতেছিল তখন সেই ব্রাহ্মণকন্যা অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া আদ্যোপান্ত সকলই শুনিতে ছিলেন —কথাবার্ত্তা সমস্ত হইলে তিনি জল আনিয়া বিনোদের পাকানুষ্ঠানে যত্নবর্ত্তী হইলেন। বিনোদ যে গৃহে বসিয়া পাকাদি কার্য্য করিতে ছিল তাহার অতি নিকটেই ব্রাহ্মণকন্যা রন্ধনের অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিতে করিতে এক এক বার অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বিনোদের পানে চাহিতে ছিলেন;—বিনোদ কামিনীকে আপন সীমামধ্যে পাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টির উপাসনা করিতেছিল;—এক্ষণে তাঁহার প্রসন্নতা পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিল; কামিনী একটু মুচকিহাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন;—যে কাজ করিতে ছিলেন করিতে লাগিলেন অধিক ক্ষণ কাজের উপর চক্ষু রাখিতে পারিলেন না,—চক্ষু আবার বিনোদের দিকে ছুটিল; বিনোদ বাজি মারিল,—ইঙ্গিত করিয়া কামিনীকে নিকটে ডাকিল,—তিনি তাহাতে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন; আসিলেন না। তখন অনন্যোপায় বিনোদ লোচন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওগো বাছা, মসলা বাটা হ'য়ে থাকে ত দিয়ে যেতে চল।" লোচনবনিতা তখন তথায় ছিল না, কামিনী বিনোদের নিকটস্থ হইয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া বলিলেন,—"লজ্জার কি মাথা খেয়েছ?"

বিনো। কাজে কাজেই যে খেতে হয়,—এখন হয়েছে ত?

কামিনী কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদবিহারীর রান্না ঘুরিয়া গেল; সাতে পাঁচে তাঁহাকে নিকটে আনিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যার ভয়ে পালাই সেই।

বিনোদবিহারীর পাকাদি সমাপন হইল;—এদিকে মান্দারণের মাঠে ঘাটে, বনে, জঙ্গলে এক প্রহরের শৃগাল একটার পর একটা, ক্রমে রাশি রাশি ডাকিয়া উঠিল;—তিন্তিড়ী বৃক্ষের পাতাঢাকা মাথার উপরে পেচক চীৎকার করিল, গ্রাম নীরব, কোথাও শাড়া শব্দ নাই;—কেবল মহাজনদের ঘরে এখনও প্রদীপ নিবিল না;—খাতকেরা বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছে,—কামার শালে আলোক জ্বলিতেছে, কর্ম্মকার কঠিনাদপি কঠিন এবং কৃষ্ণাদপি কৃষ্ণ লৌহকে দগ্ধ করিয়া অরুণ বর্ণ করিতেছে, আর ঢিপ ঢাপ করিয়া পিটিতেছে;—তোমাকে আমাকে শিক্ষা দিতেছে ইহ সংসারে কি রূপে কঠিনকে তরল, কালকে লাল এবং বাঁকাকে সোজা করিতে হয়;—পল্লী গ্রামের সকল গৃহস্থের বৈঠকখানা নাই, যাহার আছে, তাহর বৈটকখানায় পাড়ার ছেলে ছোকরারা একত্র হইয়া কোথাও নানা গল্প করিতেছে, কোথাও বা বেসুরো ঢোলকের সঙ্গেতে দাশুরায়ের ঠাকুরুণ বিষয়, রাম প্রসাদী পদ, গোপালে উড়ের টপ্পা গাইতেছে। পাড়া গ্রামের মূদী দোকানপাট তুলিতে তুলিতে "কৃষ্ণ রাধা" নামের পুনঃ পুনরুক্তিতে পাখী পড়াইতেছে। বন জঙ্গল জোনাকী জ্বালিয়া ঝিঁ ঝিঁ রবে, কে জানে—কিঅস্ফুট ভাষায় জগৎকে কি বলিতেছে,—যে ভাষা বুঝা যায়, যে ভাষা দিবা রাত্রি ব্যবহার করি, সংসারের লোক স্বার্থ না থাকিলে সে ভাষার কথাই বড় কানে স্থান দেয়, তা আবার গাছ পালার অস্পষ্ট কথায় কান দিবে! রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে;—এমন সময় গ্রামের ধারে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল;—সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিটা আলোক চলিয়া আসিতে লাগিল,—যত নিকট হইল দেখিতে পাওয়া গেল এক রাশি লোক,—চৌকীদার, বরকন্দাজ, দারোগা জমাদার প্রলয় মূর্ত্তিতে মান্দারণ প্রবেশ করিতেছে। গ্রামের লোক যে যেথায় ছিল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, আলোক নিবাইল;—অন্ধকারের মধ্যে অন্তরালে থাকিয়া উকি ঝুকি মারিতে লাগিল;—জনতা গ্রামের ভিতর হইয়া লোচনা ডোমের বাড়ীর দিকে গেল।

বিনোদ এই সময় রন্ধন সমাপন করিয়া আহারাদির অনুষ্ঠান করিতেছিল বাড়ীর ভিতর রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিল,—কে এক জন বলিল "কেউ যেন পালায় না, যে যেথা আছে থাকুক।" বিনোদ হতবুদ্ধি!

ক্রমে জমাদার, দারগা, বরকন্দাজ তাহার দৃষ্টি পথে পৌছিল;—লোচনের স্ত্রী, পুত্র, অপোগণ্ড শিশু, এবং বধূগুলির কাছে কাছে চৌকীদার বসিয়া গেল। খোদ দারগা মহাশয় বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

বিনো। অতিথি;—

দার। ডোমের বাড়ী ভদ্রলোক অতিথি,—তুমি কোন্‌দেশী ভদ্রলোক, তুমি কি জাত?

বিনো। ব্রাহ্মণ,—

দার। ঘর কোথা?

বিনো। কলকাতা;—

দার। এখানে কেন?

বিনো। বগড়ীর কৃষ্ণরায় দেখতে গিছলাম,—এই গ্রামে এসে সন্ধ্যা হ'লো, তাই এখানে আশ্রয় নিয়েছি।

এই সময় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকন্যা বিনোদের নিকট ছিলেন, দারগাকে দেখিয়া তিনি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার উপর দারগার দৃষ্টি পড়িল, দারগা জিজ্ঞাসা করিল "স্ত্রীলোকটী কে?

বিনো। বল্‌তে পারি না;—

দার। তুমি কে গো?

কামি। নিরুত্তর!

দার। কে তুমি গো বল,—না হলে এখনই বেইজ্জত হবে।

কামি। নিরুত্তর!

দার। এখনও বল্‌চনা, কিন্তু এর পর টের পাবে।

কামি। উনি আমার সোয়ামী।

দার। সে কি রকম?

কামি। আমার বাপ আমাকে কুলীনে ক'রে ছিলেন,—উনি আমার বাপের বাড়ী যান না, এত দিনের পর আমাদের দেশে কেষ্ণরায় দেখতে গিছ্‌লেন, আমার বাপ দেখতে পেয়ে বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যান। আমাকে নিয়ে ঘর করেন না, তাই ওঁর সঙ্গে পালিয়ে এসেছি;—

দার। তোমার বাপ মা জানেন?

কামি। হঁ্যা—অঁ্যা—তাঁদের কথাতেই আমি যাচ্চি;—

দার। কি গো ঠাকুর?

বিনো। আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের কি আছে, আমরা আপনারাই পরের খেয়ে বেড়াই; স্ত্রীকে খাওয়াব কোথা থেকে?

দার। খাওয়াতে পারবে না, ত বিয়ে করে ছিলে কেন?

বিনো। আমরা কি বিয়ে করি, আমাদিগে ধ'রে বিয়ে করায়!

দার। তোমাদের গায়ে কি ফেলে দেয় নাকি!

বিনো। শুধু ফেলে দেয়, ধরে বেঁধে;

দার। তা হবে না, যখন বিয়ে করেছ তখন তোমাকে নিয়ে ঘর কন্না কত্তেই হবে।

বিনো। সে অনুরোধ আমাকে কর-

4/79 1511 BL 3794 -1885

বেন না। আমি গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে বল্লাল সেনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বছরের ৩৬০ দিন জামাই আদরে খেয়ে বেড়াই আমাকে এ নিগ্রহ কেন?

দার। আচ্ছা আজ রাত্রের কথা নয় কাল তখন বোঝা যাবে,—

কামিনী সুবিধা পাইলেন, কামারের জাঁতার মত শব্দ করিয়া বলিলেন "দারগা মশায়, তুমি আমার বাপ হও, ওঁকে বলে দাও, আমাকে নিয়ে যেন ঘর করেন।" দারগা জাতিতে সৎগোপ, তাড়া তাড়ি জোড়াহাত কপালে তুলিয়া বলিলেন। "পায়ের কাছ থেকে সর, বামুনের মেয়ে পায়ে ধবো না; কাল আমি এর ব্যবস্থা করবো, ভয় নাই"।

দারগা জমাদারকে সঙ্গে লইয়া লোচনের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে চৌকীদার মোতাইন করিয়া পাহারা বসাইলেন, আর বলিলেন কাল সকালে ঘরতল্লাস হইবে,—বরকন্দাজকে হুকুম করিলেন "রাত্রে খুব হুঁশিয়ার —প্রাতে গ্রামের মণ্ডল মুখ্যে সকলকে হাজির চাই;—" বন্দোবস্ত ঠিক ঠাক করিয়া দারগা মহাশয় আসামীদিগকে লইয়া মালের কাছারীতে গেলেন। লোচনের বাটীতে "হাহাকার"—যে যেখানে ছিল সে সেখানে রহিল। সে রাত্রি কাহারও আহার হইল না।

মালের কাছারীতে লোচনের সগোষ্ঠী পরিবার অবরুদ্ধ,—কেহ কাহার মুখ দেখিতে পায় না;—সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে, জমিদারের কারপরদাজ নায়েব দারগা মহাশয়ের আহারাদির ব্যাপার যথাসাধ্য সমাধা করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিল,—এবং সেই সুযোগে বাজে খরচের খাতায় খরচ লিখিয়া প্রজার শিরে মাথটের নূতন বাব চাপাইল।

এই অনন্ত বিশ্ব সংসারে যে কত প্রকার সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মনুষ্যের নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই,—তবে যখন যাহা দেখিতে পাই, তখনই তাহার জ্ঞানলাভ করি, তখনই তাহার বাহ্য অন্তর সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, জানিতে চেষ্টা করি,—কিন্তু এই রহস্যময় সংসারের যতপ্রকার জিনিষ আছে, নিত্য নিত্য আমরা যে সকল সামগ্রী দেখি, যাহাদের বিষয় শুনি তাহাদের কয়টীকে ভাল করিয়া চিনিতে সমর্থ হই,—তবে মোটা মুটী তাহার রূপ, রস, গন্ধ, আকার প্রকার যত দূর চক্ষু কর্ণে প্রত্যক্ষ করি সেই সেই পরিচয়েই তাহাকে চিনিয়া রাখি,—কিন্তু সেই রূপে চিনিতে পারিলেই কি আমাদের যথেষ্ট হয়? তদুত্তরে বলিব "কখন না,—" যতক্ষণ তাহাদিগের গুণ সমষ্টি ভাল রূপে উপলব্ধি করিতে না পারি ততক্ষণ তাহাদের পরিচয় সিদ্ধ বলিয়া মানিতে পারি না,—প্রতিদিন যে সকল তৃণৌষধি পদতলে পেষণ করি তাহাদের কয়টীকে আমরা ভাল করিয়া চিনি;— বনস্পতি কথা কহেনা, তৃণৌষধি কখন কিছু বলে না, মনের ভাব অন্যকে জানায়

না,—পাঠক, বলিবেন তাহাদিগকে চিনা বড় কঠিন, কেমন করিয়া বিশেষ পরিচয় পাইব,—কিন্তু বলুন দেখি দিবা রাত্রি যাহাদের সহিত একত্র বাস করিতেছেন, কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সংসারের কাজ কর্ম্ম চালাইতেছেন, যাহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখবোধ করিয়া হাসি কান্নায় সংসার খেলা খেলিতেছেন তাহাদের মধ্যে কয় জনকে ভাল করিয়া চিনেন? নিয়ত আসেন যান, মনের মত কথা কন, কথায় আপন জীবন মরণ হাতে দেন এরূপ কয়-জন বন্ধুকে আপনি চিনিয়াছেন? সে কথা চুলোয় যাক, বলুন দেখি,—আপনিওত সংসারের লোক, সংসারে থাকেন, সংসারের সংসারী, সংসারীর সঙ্গে এক তীর্থের নেড়া —আপনাকে ভাল বাসেন, যত্ন করেন, অপনার জন্য কতই করেন, আপনার বলিতে অজ্ঞান হন, কিন্তু আপনাকে আপনি চিনেন? আপনাতে আপনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন কি? যদি চিনিতেন, যদি বিশ্বাস করিতেন তবে সংসারে অভাব ছিল কি? কেন এত আদরের "আপনার" অসম্মান পাইয়া মর্ম্মাহত হইবেন, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে আত্ম তিরস্কার করিবেন, আত্মবিড়ম্বনা সহ্য করিতে না পারিয়া এত সাধের, এত যত্নের "আপনা" ধনের কোমলকণ্ঠে ছুরিকা অর্পণ করিবেন? এত ভালবাসার "আপনা" নাম সংসার হইতে চিরকালের জন্য ঘুচাইবেন? তাই বলি সংসারে যখন লোক আপনাকে চিনিতে পারে না, তখন পরকে কেমন করিয়া চিনিবে। আজি যিনি ধর্ম্মের শিরোভূষণ। কালি হয়ত তিনি অধার্ম্মিকের চূড়ামণি।

আলোকে সকল বস্তুর পূর্ণ বিকাশ, আঁধারে সকলই অস্পষ্ট, আলোকে জগতের বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অতি-ক্ষুদ্র বস্তুও তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, আঁধারে অতি বড় বস্তু দেখিয়াও হয়ত ঠাহর করিতে পারি না বাস্তুটা কি—নিশ্চল মহাকায় হস্তী দেখিয়া হয়ত স্থাবর জঙ্গম কল্পনা করি, আবার স্থাবর জঙ্গমে হয়ত হস্তী কল্পনা করি। মনুষ্যমনেও আলোক আঁধার আছে, কিন্তু সে আলোক বারিধি বক্ষে সূর্য্য কিরণের ন্যায়;—সূর্য্যকিরণ জলের উপর ভাসে, নীলজলে সোনার কিরণ বড়ই বাহার দেয়, লোকে দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়;—মনের আনন্দে বিভোর হইয়া কত প্রকার কল্পনা করে, কবি তাহাকে শান্তির সুখময় স্থান মনে করিয়া তাহাতে অঙ্গ ভাসাইতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন, কিন্তু সেই নির্ব্বাত, নিষ্কম্প সৌরকর শোভিত বারিধির অন্তরে বাড়বানল ধক্ ধক্ করিতেছে, সেই জলনিধির অভ্যন্তর ঘোর অন্ধকারময় অমাবস্যার অন্ধকার অপেক্ষাও ঘোর, অমানিশার অন্ধকারেও স্থলে গতিবিধি করা যায়, কিন্তু সে অন্ধকারময় স্থান দুর্গম জনশূন্য, হিংস্র জন্তুতে সমাকুল,—তাই বলি উপর দেখিয়া মনুষ্যমনের ভিতর কল্পনা

করা বাতুলতা! মনুষ্য চরিত্র এবং মনুষ্যাদৃষ্টের ভিতর প্রবেশ করা মনুষ্যের অসাধ্য। মানবচরিত্রে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যকরা বড়ই ভয়ানক;—আজি যাহাকে আত্মীয় বলিয়া জানিতেছি, কালি সে ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে, আজি যে ঘোর শত্রু কালি হয়ত সে পরমাত্মীয়। আজি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া শিরঃসমর্পণ করিলাম, কালি হয়ত সে শিরচ্ছেদ করিয়া বসিল; মনুষ্যমনের ভিতর প্রবেশ করিবার কাহার সাধ্য নাই;—ঘোর আঁধার ময়! কাহারমনে কি আছে, কোথায় কে মনে মনে কাহার সর্ব্বনাশের জন্য কোন্ অভিসন্ধিকে সংগোপনে পোষণ করিতেছে কে বলিতে পারে। মনুষ্যাদৃষ্ট, মনুষ্যমন এবং পরকাল সংসারে এই তিনটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলে আর ভাবনা ছিল কি!

কি উদ্দেশে, কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সাধনা করিবার জন্য অপরিচিত ব্রাহ্মণকন্যা বিনোদের পতিত্ব স্বীকার করিল কেমন করিয়া জানা যাইবে। অজ্ঞান, অপরিণামদর্শী বিনোদ না বুঝিল না স্থঝিল আপন পশুবৃত্তি পরিতোষের উপায় স্থির হইল বিবেচনায় কৃতার্থ মানিয়া তাহাতে দ্বিরুক্তি করিল না; আপনমনে নূতন নূতন অসৎ আশাকে পরিপোষণ করিতে করিতে কামিনীর উদারতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং মেদিনীপুর যাত্রার সফলতাকে স্বর্গীয় বিবেচনায় আপনার সৌভাগ্যকে মনে মনে অনেক স্তব করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

খানাতল্লাসীতে শব।

লোচনের বাড়ীর মধ্যে চারি পাঁচ খানি ছোট ছোট ঘর ;—পল্লীগ্রামের গৃহস্থদিগের বাড়ীতে এক খানি করিয়া বড় ঘর থাকে, বাটীর মধ্যে সকল ঘরগুলি আকার প্রকার আয়তনে সমান হইলেও এক খানি ঘরের "বড় ঘর" আখ্যা প্রায়ই শুনা যায়,সেখানি আকারে অন্যান্য ঘরের সমান হইলেও তাহার বড়ত্ব কোন রকমে নয় কোন রকমে রক্ষিত হয়; আসবাবে, পারিপাট্যে বা অন্য কোন প্রকারে তাহাকে বড় বলিবার একটী বিশেষ কারণ থাকে। যে গৃহস্থের সকল রকমেই সকল ঘর সমান, যে খানির বড়ত্ব আছে সে খানিতে অন্ততঃ লক্ষ্মীপূজার হাঁড়িটী রাখিয়াও তাহার বড়ত্ব বজায় করা হয়। বড় ঘর খানিতে প্রায়ই বাড়ীর কর্ত্তা রাত্রিকলে শয়ন করিয়া থাকেন। সে ঘর খানি তাঁহারই একচেটে ;—কর্ত্তার সম্মানের সহিত ঘর খানি বড় না হইলেও বড় সম্মানগ্রস্ত। লোচন ছোট জাতি হইলেও একজন গৃহস্থ, সুতরাং তাহার গৃহস্থেও এক খানি ঘর ঐরূপ সম্মানিত ছিল, এবং প্রথামত লোচন সেই খানিতে শয়ন করিত। ঘরগুলির কোনটীরই শিরোদেশ মৃত্তিকা হইতে ছয় সাত হাতের অধিক উচ্চ নয়। প্রবেশ করিতে হইলে দেহের দৈর্ঘ হ্রস্বীকৃত করিতে হয়, চৌদ্দ পূয়া দেহের দৈর্ঘ বজায় রাখিয়া কেহই তাহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারেন না। বড় ঘর ভিন্ন কোন ঘরেই কপাট নাই, কেবল তালপাতার আগড়। দেওয়ালগুলি অসংস্কৃত, বাতায়নের অভাববিশিষ্ট ; তাই বুঝি স্থানে স্থানে ফাটিয়া বাহিরের আলোক গৃহ মধ্যে লইয়া যায় ; সেই সকল ফাটলে পক্ষীকুলাধম আরশুলাগুলি দিবা ভাগে আশ্রয় লয় ; ভিতর হইতে তাহাদের গুম্ফ সঞ্চালনে তাহাদিগকে কীটাধম বিবেচনা করিয়া বাহিরে বড় বড় মাকড়সা সকল জাল পাতিয়াবসিয়া থাকে ; তাই প্রতি দিনের নূতন জালে দেওয়ালগুলি পরিপূর্ণ।

ঘরের ভিতর একটী বাঁশের আলনায় দুই তিন খানি জীর্ণ কাঁথা, এবং এক খানি ময়লা সাটী, আর এক স্থানে দুই চারিটা পিতলের ঘটী আর দুই থান কাঁশি। লোচনের ঘরে আমরা আর কোন আসবাব দেখি নাই। বাড়ীর উঠানে একটী ফলন্ত তালগাছ তাহার তলে কতকগুলি শামুক গুগ্‌লীর খোলা রাশীকৃত করা, এই গুলি বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের উপপত্তি লাভ, চূণ-

রীকে বিক্রয় করিয়া তদ্ বিক্রীত মূল্যে দন্ত মার্জনী "মিসি" ক্রয় করা হইয়া থাকে। এক স্থানে কতকগুলি তালের পাতা আর তালের বাক্‌ড়া গাদা করা পড়িয়া আছে, এ গুলি লোচনের জাতীয় জীবিকা।

সকাল হইল ;—আকাশে সূর্য্য উঠিল ;—পাড়াময় শোর গোল হইয়া গিয়া ছিল লোচন ধরা পড়িয়াছে, দারগা জমাদার তাহার ঘর বাড়ী ঘেরিয়াছে ;—দূর হইতে পাড়ার স্ত্রীলোক, ছেলে, বুড়া এবং তদ্‌ভাবাপন্ন যুবকেরাও দূরে থাকিয়া লোচনের বাড়ীর দিকে উঁকি ঝুকি মারিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মালের কাছারীর পথে একটা জনতা উপস্থিত হইল, যে যেখানে ছিল সকলেই সেই দিকে চাহিয়া রহিল ;—দারগা মহাশয় আসিতেছেন ; রাশি রাশি চৌকীদার বরকন্দাজে ঘেরা, মংগল গমস্তাস্তত. দারগা জমাদার সকলে লোচনের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ;—আসিয়া অগ্রেই বিনোদকে ডাকিলেন, বিশেষরূপে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ব্রাহ্মণকন্যার সহিত বিদায় দিলেন। তাহার পরেই সপুত্র লোচনকে লইয়া তাহার গৃহতল্লাস আরম্ভ করিলেন ; গৃহতল্লাসে কিছুই পাওয়া গেল না। উঠানে যে তালগাছটী ছিল তাহার তলে মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র বহু মূল্যের কতকগুলি সোনা রূপার অলঙ্কার পাওয়া গেল ; খিড়কীর দিকে যে একটী সারগাদা ছিল তাহার নীচে কতকগুলি মোহর, শাহ আলমের আমলের কতকগুলি পুরাতন টাকা, এবং ঘরের মটকার ভিতর হইতে এক খানি বাঙ্গালা কাগজে মোড়া দশ টাকা, কুড়ি টাকা মূল্যের কারেন্সী নোটে কিছু কম সহস্র মুদ্রা বাহির হইল। বাঙ্গালা কাগজ খানি সাদা নয় ;—খুলিয়া দেখা গেল এক খানি পত্র, শিরোনামের দিকটীতে লেখা আছে ;—

"পরম পোষ্টাবর
শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন রায় মহাশয়
পরম পোষ্টবরেষু।"

চলিত পত্র দেনা মোং লাহিরগঞ্জ।

ভিতরে লেখা ছিল ;—"নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ, পরে কয়েক দিবস হইল সে বাটীর কোন সমাচার না পাইয়া বড় ভাবিত আছি, মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন।

১ দফা। আমি যে দিন বাটী হইতে রওনা হই সে দিন অপরাহ্নে সারাটী মায়াপুরের সরাই পার হইয়া সন্ধ্যাকালে শ্যামতার মাঠে লেঠেড়ার হাতে পড়িয়া ছিলাম, দিক্‌পতির দোহাই দিয়া অব্যাহতি লাভ করি, সেজন্য রাত্রিকালে পথ চলা স্থগিত করিয়া সোদপুরের বাজারে ছিলাম। সেখানে অখিল বাগ্‌দীর ভ্রাতা গয়ারাম সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে বলিয়া দিল চণ্ডীতলায় একটা কাজের ঠিক ঠিকানা হইয়াছে। দুই চারি দিনের মধ্যে সে গিয়া দিক্‌পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

২ দফা। কলিকাতা মোকামে পৌছিয়া চারি পাঁচ দিন হরিদাসের সাক্ষাৎ পাই

নাই, তিনি কার্য্য উপলক্ষে দেশে গিয়াছিলেন, দেশ/ হইতে আসিলে মালপত্র তাঁহাকে দিলাম, তিনি গালাই করিয়া একশও ভরি সোণা ওজন লইলেন, সোণাটা কিছু ময়া এজন্য ১৩ টাকা ভরির হিসাবে ১৩০০৲ টাকা এবং রূপা আটশত ভরি ।।০ আনার হিসাবে ৪০০৲ টাকা একুনে ১৭০০৲ টাকার অধিক হইল না, তাহাতেই স্বীকার করিয়াছি। সব টাকা নগদ পাওয়া গেল না, তিনি অদ্য দুই রোজ মাত্র বাটী হইতে আসিয়াছেন কর্ম্ম কার্য্যের বাজার বড় মন্দা, এজন্য ১১০০৲ টাকা দিয়া ৫।৭ রোজ মধ্যে বাকী টাকা দিবার অশ্বাস দিলেন সে জন্য আমি এখানে থাকিলাম। রাধা সর্দ্দারের মাং পৃষ্ঠের যায় মত দ্রব্য পাঠাইলাম বুঝিয়া পাইয়া পৌছ সংবাদ লিখিবেন।

৩ দফা। গত পরশ্ব মদন বসু মহাশয়ের সালিখার বাসায় গিয়াছিলাম সে খানে ভিকে বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহার বাচনিক অবগত হইলাম, কোম্পানী দিকপতিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহুত বহুত চেষ্টায় আছে, সে চিরকাল দিক পতির নেমক খাইয়াছে, বলিল আমি নেমক হারামী করিতে পারিব না, দিকপতি মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান, যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিতালি পাতাইয়াছে সে এক জন পুলিশ দারগা, অতএব সাবধান থাকেন। ভিকে এখন আর জেল থানায় থাকে না; গয়েন্দা গিরি করে, মাসে আট টাকার হিসাবে দরমাহা পায়। দিকপতি আমাদের পরম উপকারী, যাহাতে তাঁহাকে সত্বর সংবাদ দেওয়া হয় তাহার বন্দেজ করিবেন।

এখানকার তাবত মঙ্গল। যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি লিখিবেন ইতি–
তাং ২৮ চৈত্র ১২৬৪ সাল।

লিখিতং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জ।

যে সময় দারগা মহাশয় চিঠীখানি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার জমাদার বরকন্দাজেরা বাটীর চতুর্দ্দিক্ তল্লাস করিতেছিল, বাটীর পশ্চাৎ ভাগে একটী ক্ষুদ্র জঙ্গল;—তাহাতে কয়েকটা "চিল" বসিয়া চীৎকার করিতেছিল;—আর ৫।৭ টা কাক তাহাদিগের গলার প্রতিযোগিতা করিয়া জঙ্গলের মাটিতে নাচিতে নাচিতে এক এক বার ঠোকরাইতেছিল; পুলিসের নজর চারিদিকে, জমাদার জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র পক্ষীগুলি অন্তরীক্ষে উড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে গাছের ডালে, বাঁশ গাছের চূড়ায় বসিয়া দুলিতে লাগিল। জমাদারের নাসিকায় একটা বদ গন্ধ পৌছিল; জমাদার জঙ্গলভূমি খনন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। খোলামাটী কোদাল বসাইবা মাত্র খুলিয়া যাইতে লাগিল, টানিবা মাত্র গাছ পালা উপড়াইয়া আসিল, মাটীর ২।৩ হাত নীচে একটা নরদেহ পাওয়া গেল; তখনও তাহার মাংস অস্থি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয় না, দেখিবামাত্র জানাগেল সেটী একটী পুরুষের দেহ, বয়স

আন্দাজ ২৬। ২৭ বৎসর। তাহার মুখ চোখ, নাক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, স্পষ্ট চিনিবার উপায় নাই।

লাস পাইবামাত্র দারগা মহাশয় লোচনের স্ত্রী, পুত্রবধূ, পৌত্র সকলের উপর ভাল করিয়া নজর রাখিলেন; তাহাদিগকে পরস্পরের দূরবর্ত্তী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বসাইলেন, কাহার প্রতি কাহার নজর চলিল না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুর প্রাণ কি কঠিন ?

লোচনা ডোম মান্দারণের একজন বিখ্যাত বদমায়েস, একথা সকলেরই বিদিত ছিল; দেশের লোক লোচনার দস্যুতা ও নরহত্যার কথা সকলেই জানিত, "দুষ্টকে—দূরপরিহার" এই ভাবিয়া তাহাকে ভয়ও করিত, কাজেই সে সহস্র নরহত্যা, সহস্র ডাকাতী করিয়াও রাজ-পুরুষ দিগের গোচর হইত না। লোচনার নাম শুনিলেই ছোট-বড়, ছেলে-বুড়া সকলেই ভয়ে কাঁটা হইত। কেহ কিছু বলিত না;—গ্রামের মধ্যে এমন লোক নাই লোচনা যাহার উপর অত্যাচার করে না;—কাহার বাড়ীতে ভাল নাউকুমড়া জন্মিয়াছে, অগ্রে লোচনকে দিতে হইবে, কাহার পুষ্করণীতে মাছ ধরাইলে, অগ্রে লোচনের বাড়ী পৌছিবে;—কাহার ভাল গাভী আছে লোচনকে তাহার দুগ্ধ দেওয়া চাই। লোচনের সহধর্ম্মিণী পাড়ায় বাহির হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি যবন সকল গৃহস্থের মেয়েই তাহাকে বসিতে আসন দিত। গ্রামে লোচনের অটুট প্রতাপ!

লোচনের এখন সে দিন নাই; সুদিন গিয়া কুদিনের পালা পড়িয়াছে, পূর্ব্বে যাহারা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে সহসী হইত না, আজি তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে দারগার নিকট আসিয়া লোচনের বিপক্ষে দুপাঁচ কথা কহিতে লাগিল। দারগা মহাশয় মৃত লাশ পাইয়া অবধি লোচনের সগোষ্ঠী পরিবারকে চাপিয়া ধরিলেন; মিষ্ট কথায় লোচনকে, লোচনের

পুত্র গুলিকে অনেক উপদেশ দিলেন,—বধূগুলির জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়া অনেক বুঝাইলেন "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" কেহই সে কথা কাণে সহজে স্থান দিল না;—"না" ভিন্ন কেহ "হাঁ" বলিল না। কে মরিল, কি রূপে মরিল, কোথা হইতে আসিল, এ সকল কথা জিজ্ঞাসিলে এক "জানি না" ভিন্ন কেহ কিছু বলে না। বেলা এক প্রহর অতীত হইল; দারগা মহাশয় সুপথে চলিয়া অনেক ক্ষণ চেষ্টা করিলেন ফল হইল না; অনেক তোলা পাড়া করিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না;—কয়েকজন পুরাতন বরকন্দাজকে বলিয়া দিলেন, লোচন আর তাহার পুত্র, পুত্রবধূ দিগকে বুঝাইয়া বলে সত্য কথা বলিলে ক্ষমা পাইবে, যদিই শাস্তি হয়, তবে গুরুতর হইবে না। এই সকল উপায় বলিয়া দিয়া দারগা স্নান আহার করিতে গেলেন; যে কাজে দারগা হারি মানিলেন সে কাজে বরকন্দাজের কৃতকার্য্যতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, দারগা আহারাদি করিয়া আসিলেন;—পুনরায় লোচনকে বলিলেন "লোচন, ভাল কর্‌চিস না, এবার তোর দুর্গতি রাখবার স্থান থাকবেনা। এখনও সময় আছে, বল—কোন কথা লুকাস না। রঘুনাথের হাতে পার পাবি না" (দারগার নাম রঘুনাথ)। লোচন ক্ষীণস্বরে বলিল "দারগা মহাশয়, ভাল মন্দ কিছুই জানি না,—কে কি কল্লে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।" সাবেক পুলিশের দারগা এতক্ষণ যে সৌম্য ভাবে ছিলেন, এই পরম সৌভাগ্য; দারগাটী বড় বহুবর্শী তাই এতক্ষণ সোজা পথে ছিলেন, লোচন সে পথের পথিক হইল না দেখিয়া তিনি পন্থা পরিবর্ত্তন করিলেন; অনুচর বর্গকে অনুমতি দিলেন লোচনকে অন্তরালে লইয়া বুঝান হয়। এই কথায় বরকন্দাজেরা তাহাদের সকলকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া হাতে দড়িতে বাঁধিয়া উচ্চে টাঙ্গাইল;—বাঁধিয়া রৌদ্রে ফেলিল,—অঙ্গুলির নখে সূচ বিঁধিতেলাগিল;—কিয়ৎক্ষণ-গাড়ুর নল দিয়া নাকে মুখে, জল ঢালিল, বাটী চাপা দিয়া পেটে ঘুর ঘুরে পোকা বসাইল, মাটীতে ফেলিয়া বুকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিল;—লোচনের বুক ফাটিল, তথাপি মুখ ফুটিল না। কিছুতেই তাহার মুখ হইতে "না" বই "হাঁ" বাহির হইল না।

এদিকে দারগা স্বয়ং লোচনের পত্নীকে, পত্রবধূ-দিগকে লইয়া অনেক রকম বুঝাইলেন, কিছুই কাজে আসিল না;—তাহাদের মুখে কেবল মাত্র কথা "পুরুষ মানুষ কোথায় কি করে তারা কেমন করে জানবে।" পরিশেষে তিনি লোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে, তাহার মাতার সমক্ষে আনিয়া "বলিলেন যদি প্রকৃত কথা প্রকাশ না হয়, তাহার পুত্রের প্রাণ যাইবে।" স্ত্রীই, হউক, পুরুষই হউক সহবাসদোষের তুল্য দোষ আর নাই,—লোচনের পত্নী স্বামীর স্ত্রী, সে দারগার চোখ রাঙ্গান কথায় সহসা

ভুলিল না, শেষে তাহার সমক্ষে পুত্রকে বৈশাখ মাসের দুই প্রহরের রোদে ফেলিয়া তাহার বুকে বাঁশ দিয়া পেষণ কারান হইতে লাগিল ;—পূর্ব্ব দিন হইতে লোচনপুত্রের আহার হয় নাই ;—তাহার পর পীড়নের উপর পীড়ন আর সহ্য হইল না তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইল,—নিদারুণ হৃদয় যাতনা মুখে বসিয়া কালিমা মাখাইল ;— কঠিন প্রাণের যাতনা তথাপি মুখে ফুটিলনা। দারগা মহাশয় তাহার যুবতী-স্ত্রীকে সম্মুখে আনিয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিবার আদেশ দিলেন, আজ্ঞামাত্র বরকন্দাজ প্রস্তুত;— দারগা চক্ষুর ইঙ্গিত করিলেন,—ষোড়শীর কোমল প্রাণ স্বামীর দুর্গতি দেখিয়া গলিয়া গেল,—সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল;—দারগা মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিল। দারগা বলিলেন "তোমার স্বামীকে প্রাণে বাঁচাই, যদি খুনের কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল।" দারগার পায়ে মাথা রাখিয়া লোচনের বধূ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "দারগা মশায়, আমার সোয়ামীকে ছেড়ে দাও গো, ওর কোন দোষ নাই, শ্বশুর আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে গো,—

দার। বল বাছা বল—তোর সোয়ামীকে আমি এখনি ছেড়ে দিচ্চি ;—

বধূ। আমার শ্বশুর সেই বামুন ঠাকুরকে খুন করেছে।

দার। সব ভাল করে বল দেখি, আমি তোর স্বামীকে ছেড়ে দি,—

বরকন্দাজকে বলিলেন "কিছুক্ষণ এর স্বামীকে বাহিরে নিয়ে যাও, এ সব বলবে। (লোচনের স্ত্রীকে) "তোর নামটী কি বাছা?"

বধূ। মল্লিকে ;—

দার। মল্লিকে, তুই আজ থেকে আমার মেয়ে হলি,—পেটের কথা সব খুলে বল দেখি ;—আমি বেটার মাথা খাই, যদি তোর স্বামীর অঙ্গে আঁচ লাগে।

দারগার কথা কি, দারগা মহাশয়ের পিতৃপুরুষের ও বোধ হয় তিনি ভিন্ন, আর পুত্র ছিল না।

মল্লি। আজ চার পাঁচ দিন হবে এক বামুন ঠাকুর, আর সকালে যে বামুন ঠাকুরণকে তুমি ছেড়ে দিলে সে, দুজনে আমাদের বাড়ীতে এসে অতিথ হয়, রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে তারা ঘুমুল, আমার শ্বশুর, চার বাপপোয়ে বামুন ঠাকুরের গলায় বাঁশ দিয়ে মেরে, বনে পুঁতে ফেলেছিল।"

দার। সকালে যে বামুন চলে গেল সে কে?

মল্লি। সে কা'ল কোথা থেকে এসেছিল।

দার। বামুন ঠাকরুণ তার কে?

মল্লি। কেউ নয়।

দার। তবে সে যে বল্লে বামুন তার স্বামী?

মল্লি। কেমন ক'রে জানবো?

দার। না—তুই মিথ্যা বল্‌চিস।

মল্লি। না মশায়, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলচি।

দার। সে বামুনের সঙ্গে কি কি ছিল?

মল্লি। কতক গুলো টাকা, সিকি, দুয়ানী, আর সোনারূপার গহনা,—

দার। কিকি গহনা দেখ দেখি;— বলিয়া তিনি প্রাপ্ত গহনা গুলি বাহির করিলেন। মল্লিকা সে গুলির কিছুই চিনিতে পারিল না, বলিল "গহনা দেখি নাই; শুনে ছিলাম।"

দার। আচ্ছা যে বামুনের গলা চেপে মেরে ফেলেছে, সে বামুন ঐ বামুন ঠাকরুণের কে ছিল বল্‌তে পারিস্?

মল্লি। বামুন ঠাকরুণ বলেছিল, তার সোয়ামী।

দারগার তখন চেতনা হইল,—বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন, যেখানে সেই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণকন্যাকে পায় ধরিয়া আনে। চারিদিকে চারিজন বরকন্দাজ ছুটিল;—দারগা মনে মনে আপশস করিতে লাগিলেন, তিনি কখন এমন ঠকন্ ঠকেন নাই, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণকন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া বড়ই ব্যাকুবী করিয়াছেন। "সেয়ান ঠকিলে উরু চাপড়ায়," দারগা বিক্রম করিতে লাগিলেন "এখনিত ধরা পড়বে; কোম্পানীর মুলুকে কোথায় লুকিয়ে থাকবে, এখনি পাওয়া যাবে।" বারম্বার এই কথায় সকলকে ভয় দেখাইলেন, পরিশেষে মল্লিকাকে লইয়া লোচনের সমক্ষে এজাহার করাইলেন,—লোচন তাহা উড়াইয়া দিল, বলিল—"ও মার পীটের ভয়ে বল্‌চে" লোচনের পত্নীর নিকটও দারগা আর কিছু অধিক জানিতে পারিলেন না।

দারগা মহাশয় তখন স্থির করিলেন আজি আর কিছু হইবে না, সময়ান্তরে দেখিবেন, মল্লিকার নিকট যতদুর জানিতে পারিলেন তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এখন আর মান্দারণে থাকিয়া সময় নষ্ট করা নিস্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন। তিনি মৃতদেহ পরীক্ষাজন্য চালান দিলেন, —আর যে যে কাজ ছিল মান্দারণে বসিয়া সমাধা করিলেন; এবং রাত্রিতেই লোচনের দল বল, স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া থানায় রওনা হইলেন;—থানায় পৌঁছিতে রাত্রি হইল,—দারগা মহাশয় মহাচিন্তিত; —কায়মনে চেষ্টা—-কিসে অনুসন্ধান হয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বলে যা না হয়, কলে হয়!

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত;—অন্ধকারে চারিদিক্ নীরব;—রাত্রির ভীষণ ভাব;—কোথাও কেহ জাগ্রত নাই;—আপনাপন ঘরে থাকিয়া দারগা মহাশয়কে আপনাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইবার জন্য কেবল দুই এক জন চৌকীদার মধ্যে মধ্যে এক একটা ডাক দিতেছিল;—দারগা মহাশয় সময় বুঝিয়া একজন বরকন্দাজকে বলিলেন "মল্লিকাকে উঠাইয়া আন,—" বরকন্দাজ কিয়ৎকাল পরে মল্লিকাকে হাজির আনিল,—দারগা মহাশয়ের শয়ন গৃহ অন্ধকারময়;—পদশব্দে তিনি টের পাইলেন মল্লিকা সমাগত,—বিশেষ মল্লিকার ক্রোড়স্থিত শিশুটী সে সময় স্তনপানের সুবিধা না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দারগা তখন বলিলেন "কেও মল্লিকে?"

মল্লি। হ্যাঁ মশায়;—

দার। দেখ্ মল্লিকে, তুই বাছা কোন রকমে আপনি মরিস্ না,—তোর মনটা অনেক ভাল ভাল ঠেকছে,—যদিও তুই ডাকাতের বউ তবু তোর কথা গুলি, কেন, [illegible] জানে শুনতে আমার বড় ভাল লাগে, [illegible]ই বিশ্বাসও হয়, কিন্তু তুই বাছা, তোর [illegible]কোলে করে আছিস্, সত্তি কথাগুলি সব খুলে বল দেখি, এখানেত আর কেউ নাই;—

মল্লিকা চুপ করিয়া রহিল,—কথা কহিল না;—দারগা পুনরপি বলিলেন;—"তোর কোন ভয় নাই তুই আমার "মেয়ে" তোর কোন কষ্ট হ'বে না, তুই সত্তি কথা বল। তোকে আমি বাঁচাব;—আর দেখ, ধর্ম্মের কাছে কিছুই লুকান যায় না, সত্তি কথা ধর্ম্মে প্রকাশ করে!—কোন রকমে মানুষে লুকিয়ে রাখতে পারে না;—তুই না বলিস্, দেখ্‌বি কোথা থেকে কে সব প্রকাশ করে দেবে, তুই বাঁধা পড়বি;—তখন আর মাথা কুটে মরলেও তোকে ছেড়ে দিব না,—ভগবান তোকে ছেলের মা করেছেন,—তোর ছেলের কল্যাণ ত তোকে খুজ্‌তে হয়;—পূর্ব্বজন্মের পাপে ত এজন্মে ডাকাতের স্ত্রী হয়েছিস্,—আবার কেন মিথ্যে বলে আপনার পরকাল খুয়াস্,—সব খুলে বল, তোর কোন বালাই থাকবে না।"

মল্লিকা এবারেও চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না, সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই অন্ধকার গৃহে বায়ু বহে না, কিন্তু বায়ু বহনের একটী শব্দ হইল,—মল্লি-

কার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। দারগা রঘুনাথ তখন মল্লিকাকে উপদেশ দিবার কার্য্যকারিতা বুঝিলেন,—বলিলেন—" মল্লিকে বুঝছিস্ না শেষ দুদিক হারাবি, এখনও হাত আছে, দেখ্ সত্যকথার মার নাই,—সত্য কথা বল্লে সকলেরই দয়া হয়, ভগবান ভাল করেন, তুই কারো মুখ চা'স না,—সংসারে কে কার বল দেখি,—মলেই ফুরিয়ে যায়,—সোয়ামী বল্, বাপ বল্, ভাই বল্, ছেলে বল, কেউ কার নয়,—মরবার সময় কেউ সঙ্গে যায় না,—ভাল মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য কেবল সঙ্গে যায়,—ধর্ম্মপথে থাক্‌লে তোর কোন কষ্ট হবে না।"

এবার মল্লিকা কথা কহিয়া—জিজ্ঞাসা করিল " আমার কি হবে ?"

দার। তোর জেল হবে,—সেখানে পাথর ভাঙ্গতে হবে, পেটপুরে খেতে পাবি না,—

মল্লি। আমার ছেলে ?

দার। তোর ছেলেকে কি তুই দেখ্‌তে পাবি, না তোর কাছে থাক্‌বে,—সে বড় কঠিন ঠাঁই মল্লিকে!

মল্লি। আমিত তোমাকে মশয় সব বলেছি,—

দার। কই আর সব বল্লি ?

মল্লি। বলা বলি কি মশায়, যে লোকটিকে ওরা খুন করেছে, সে এক জন বামুন,—

দার। ঠিক কথা যদি সব বলিস্ তবে গোড়াহ'তে বল।

মল্লি। তাইত বল্‌চি,—আমি বাবু যা দেখিছি তাই বলবো, আর পারবো না,—

দার। আমিও ত তাই বল্‌চি, বেশীত আর তোকে বল্‌তে বল্‌চি না!

মল্লি। দোহাই বাবা, আমার যেন কিছু হয় না!

দার। না তোর গায়ে মাছির বাতাস লাগবে না।

মল্লি। বামুন ঠাকরুণের সঙ্গে অনেক টাকা কড়ি গহনা ছিল,—সে সেই পুরুষটীকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল,—

দার। তার পর —

মল্লি। জান্‌লে মশায়, তোমাকে যখন বাপ বলেছি, তখন আর লুকুতে কি, আমাদের এদের বেবসাই এই,—এদের চর ছিল এসে খবর দিলে। বমুন ঠাকরুণ যখন সেই ঠাকুরকে নিয়ে যায় তখন আমাদের গাঁয়ে এসে সন্ধ্যে হয়,—তারা ভদ্দর লোকের বাড়ী খুজ্‌ছিল,—এদের যে চর ছিল সে সঙ্গেকরে আমাদের বাড়ীতে আন্‌লে,—আমার শ্বশুর খুব আদর অপিক্ষে কল্লে, পুকুরে মাছ ধরালে, দুধ আন্‌লে, খুব করে খাওয়ালে—খাইযে দাইয়ে আমাদের বড় ঘরে বিছানা করে শুতে দিলে,—আমার শ্বশুর গিয়ে বামুন ঠাকুরের পা টিপে দিতে দিতে বল্লে "মশায় আমাকে মন্তর দিয়ে শিষ্যি কত্তে হবে,—বামুনের খুব আল্লাদ, আমা[র] দেওররা ঘড়ি ঘড়ি তামাক সেজে খ[া]য়ায়,—

দার। থাম্‌লি কেন ? বে[শ]

ছিলি বল্‌না। তখন বামুন ঠাকরুণ কোথা ছিল ?

মল্লি। ঠাকরুণের কাছে কথা কই ছিল।

দার। তার পর ;—

মল্লি। তার পর মশায়, বামুন ঠাকুর যেমন একটু ঘুম পড়েছে, এরা একটা বাঁশ নে গিয়ে তার গলায় চেপে ধল্লে,—ঠাকুর গোঁ গোঁ কত্তে লাগলো। তুমি ধরম বাপ, তখন আমরা আর নেই,—বামুন ঠাকুরুণ "কি হ'লো" ক'রে উঠলেন,—আর কি হলো,—সব্বনাশ হলো,—খানিক পরেই আমার শ্বশুর বামুন ঠাকুরের পা দুটো ধরে টেনে বাহিরে আন্‌লে। বামুন ঠাকুরুণ চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার সেজ দেওর এসে তার মুখ চেপে ধরলে,—বামুনঠাক্‌রুণ সেয়ান তাই চুপ কল্লে, ছুটে গিয়ে আমার শ্বশুরকে বাপ বলে পায়ে ধল্লে,—তাকে আর মাল্লেনা ; তাতে ও ছাড়ত কি আমার শাউড়ী বল্লে "থাকুক বামুনের মেয়ে—সেজ বৌ মরে গেছে ওকে সেজ বৌ করে রাখব।" এই কথায় বামুন ঠাকরুণকে তিন সত্তি করালে কাকেও একথা প্রকাশ করবে না —বামুন ঠাক্‌রুণ তখনই তাই কল্লে,—সেই থেকে সে আমাদের ঘরে ছিল ;—

দার। বামুন ঠাক্‌রুণ কোন গাঁ থেকে আস্‌ছিল বল্‌তে পারিস্‌ ?

মল্লি। শুনেছিনু মশায়, সে পচ্ছিমের কোন বড় মান্‌ষের মেয়ে,—

দার। একত্তরে এতদিন ছিলি, সে ত তোকে দিদি বল্‌তো, জিজ্ঞাসা করিস্‌নে ?

মল্লি। এখনও ততটা হয়নে,—ঠাকরুণ সারা দিন তা'কে আপনার কাছেই রাখতো।

দার। তুই ঠিক করে বল্‌চিস্‌ না !

মল্লি। না বাবা, আমি ঠিক বল্‌চি আমার ছেলের মাথায় হাত দে বল্‌চি, আমি একটা কথাও লুকুই না।

দার। আচ্ছা বামুন ঠাক্‌রুণের নাম কি ?

মল্লি। আবছা আবছা শুনেছিনু বাবা, মনে হচ্চে যেন—কৈলেস !

দার। আচ্ছা সে যে বড় মানুষের মেয়ে তা কেমন করে জান্‌লি ?

মল্লি। ঠাক্‌রুণ আমাদিকে বল্‌তো ;—

দার। বামুন ঠাকুরকে কে কে মেরে ছিল ?

মল্লি। তা—বাবা, আমরা দেখিনে, আমাদিগে ত সেখানে যেতে দেয় না,—

দার। কে কে সেখানে ছিল ?

মল্লি। আমাদের সবাই ছিল,—

দার। আচ্চা তবে তুই আজ ঘুমুগে যা,—কাল থেকে তোর খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে দেব।

মল্লিকা বরকন্দাজের সঙ্গে চলিয়া গেল, দারগা মল্লিকার এজেহার লিখিতে বসিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ।

পাঠক, দীর্ঘকাল বিনোদের কথা শুনিয়া আসিতেছেন, বিনোদের কাজ কর্ম্ম, আচার ব্যবহারে অনেকটা পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বকাহিনী আর কিছু জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে এজন্য আমরা নিম্নে তাহার জীবন চরিতের সারাংশটুকু প্রকটিত করিতেছি।

বিবড়ার শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায় একজন সম্রান্ত জমিদার; ব্যবসায় বাণিজ্যেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত। স্বনাম পুরুষ ধন্য—শ্রীনিবাস তাই;—পিতৃসম্পত্তি তিনি এক কপর্দ্দকও পান নাই। জমিদারী বিষয় আশয় সমস্তই স্বোপার্জ্জিত;—তিন চারিটী কন্যার পর অনেক বয়সে তাঁহার একটী পুত্র জন্মে। সুতরাং পুত্রটী অতি আদরের ধন, অতি যত্নের সামগ্রী। এই সংসারে কে আপনাকে ভাল বাসে না, আপনার যত্ন করে না, আপনাকে বিশ্বাস স্থাপন করে না, আপনার দোষ অন্য অপেক্ষা অল্পাদপি অল্প মনে করে না;—সকলেই এই চিরন্তন বিশ্বজনীন নিয়মের বশবর্ত্তী; আত্মস্নেহ, আত্মবিশ্বাস, আত্ম যত্ন সকলেরই আছে। তাই শ্রীনিবাস পুত্রকে বড় ভাল বাসিতেন, যত্ন করিতেন, অল্প বয়স হইতে বিশ্বাস করিতেন, পুত্রের দোষ দেখিয়াও দেখিতেন না। ইহাতেই ছেলেটী অল্প বয়স হইতে প্রশ্রয় পাইয়া মাটী হইয়া যায়। তাঁহার এই কুলরত্নটীরই নাম বিনোদ—বিনোদবিহারী ছেলেবেলায় পাঠশালে যাইত না, শ্রীনিবাস পুত্রের লেখা পড়ার জন্য একটী গুরুমহাশয়কে ভাত কাপড়, আর মাসিক দুইটী টাকা দিয়া আপন বাড়ীতে থাকিবার জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। যে দিন হইতে গুরু মহাশয় বাড়ীতে প্রবেশ করিল সেই দিন হইতে বিনোদ বাহির বাড়ীতে দেখা দিল না। গুরু ধরাবাঁধা করিয়া বাহিরে আনিলে যতক্ষণ না সেখান হইতে সে অন্তর্দ্ধান হইতে পারিত ততক্ষণ চীৎকার করিয়া অন্য ছেলেদের লেখা পড়ায় বাদী হইত। ছেলে পাঠশালে আসিত না, লেখা পড়া করিত না, কিন্তু শ্রীনিবাস গুরুর প্রতি তাগিদ করিতে ছাড়িতেন না। তাগিদের উপর তাগিদে গুরু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া বাবুবাছা ইত্যাদি বাক্যে স্তব স্তুতিদ্বারা বিনোদের মন ভিজাইলেন; বিনোদ অবকাশ কালে তাঁহার নিকট বসিতে স্বীকার করিল। গুরু চারিমাস

কাল কাকের "কাকা" রবকে মূল করিয়া "ক" বর্ণ শিখাইবার জন্ত নানান্ প্রকার চেষ্টা করিলেন ;—টীকায় হইল না টিপ্পনি করিলেন, টিপ্পনীতে বিনোদ বুঝিল যে "কাকার" আকার লোপ করিলে "ক" হয়, —সেই "ক" বর্ণ প্রতিদিন তাহার সহিত চারি পাঁচ বার সাক্ষাৎ করিয়া ছয় মাস পরে বিশেষ রূপে পরিচিত হইল। "খ" শিখিতে বড় অধিক দিন লাগিলনা তবু তিন মাস;— "খা" "খা" করিয়া "খ" শিক্ষা হইল। এই রূপে পুরা এক বৎসরের মধ্যেই বিনোদ ক করাদি বর্ণ-মালা শিখিয়া শ্রীনিবাস বাবুর বাটীতে গুরুর অন্নবাজায় করিয়া দিল, আর কিছু বক্‌সিসও দেওয়াইল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় বিনোদ কড়া গণ্ডা চিনিল, কিন্তু তাহাদের কিম্মত বুঝিল না,— কোনমতে হিসাব বোধ হইল না, দেখিয়া বিনোদের পিতা তাহাকে শ্রীরামপুর কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। কলেজে যাওয়ায় ফল কিছুই হইল না, লাভের মধ্যে নৌকা ভাড়া জল খাবারের খরচ ইত্যাদি। প্রথম বৎসর টা তাহাকে কলেজের শিক্ষকেরা দেখিতে পাইতেন, তাহার পর আর বড় দেখিতে পাইতেন না। বিনোদ আবদার করিয়া মাতার নিকট টাকা কড়ি লইত, এবং স্কুল যাইবার নাম করিয়া বারাঙ্গনাগৃহে গিয়া বিহার করিত। এই এরূপ পড়িতে পড়িতে বেশ্যালয়ে পড়ার উন্নতি বেশ হইল; —মাতার নিকট টাকা কড়ি চাহিয়া লওয়ায় কুলান হইত না, অতঃপর তাহার অধিক টাকার প্রয়োজন হইতে লাগিল; বয়াটে ছেলে পাইয়া অনেক ছেলেরবাপও বিনোদের সঙ্গে জুটিয়া শনিবারের খরচ বাঁচাইত; বিনোদ বাবুর মধুর নাম ইয়ার মহলে জাঁকিয়া উঠিল। বিনোদ বাবু বড় দরে চলিতে লাগিলেন, বড় বড় ইয়ার জুটিল,— আপিশের কেরাণী, আদালতের আমলা, হৌসের মুচ্ছুদ্দি বিনোদকে মধু-চক্রের ন্যায় ঘেরিয়া বসিল। এখন পর্য্যন্ত মাতার নিকট আবদারেই বিনোদের বাবুগিরির খরচ পোষাইত, কিন্তু তাহার মাতাও ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার হস্ত মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আসিল, পুত্রকে সময়াসময়ে উপদেশ দিতেন। হাঁ পাঠক,—বলিতে ভুলিয়া ছিলাম ইতিমধ্যে বিনোদের পিতা পুত্রের বিবাহদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুত্রঋণবিমুক্ত হইয়াছিলেন। ঘরে উপযুক্ত বধূ,—ছেলে প্রায়ই রাত্রিতে গৃহে থাকে না,—বিনোদের মাতা খরচের কম করিয়া দিয়া পুত্রকে গৃহগত করিবার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু যে ছেলে একবার বাহির ফট্‌কা হইতে শিখিয়াছে সে কি সহজে পোষমানে ;—সে কি সহজে ইয়ার ছাড়া, " একলা ঘরে " বাস করে ;—

একদিন সন্ধ্যাকালে বিনোদ আপন স্ত্রীর যাবতীয় অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিল, কোথায় গেল, কি করিল কিছুই স্থির হইল না ; শুনিতে শুনিতে শুনা গেল যে তাহার বারাভিমানিনীর জননী জগন্নাথতীর্থ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, বিনোদ

তাহারই জন্য টাকার অনাটনে পড়িয়া এ কাজ করিয়াছে। পাঁচ দিন গেল, ছয় দিন গেল, বিনোদের সন্ধান হইল না ;—জননীর আহার নাই,—তাঁহার সবে ধন বিনোদ,—সেই বিনোদ রিষড়ায় নাই, শ্রীরামপুরে নাই,—তবে বোধ হয় এপৃথিবীর কোন স্থানেই নাই, এই ভাবনায় তাহার জননীর কয়েক দিন আহার নিদ্রা হইল না,—বিনোদের বদ অভ্যাসের কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস এক দিন " নভূত নভবিষ্যতি " তিরস্কার করিয়া ছিলেন, তাহার পরেই এই ঘটনা ; ব্রাহ্মণীর তর্জ্জন গর্জ্জনে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসের ঘোর বিপদ আসিয়া পড়িল ;—তিনি কলিকাতার ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিলেন,—বড় বড় হৌসে হুকুমের কাজ করিতেন, হৌসে হৌসে হরেক রকমের জিনিষ পত্র যোগাইতেন। সাত দিনের দিন খবর আসিল বিনোদ বাবু শ্রীরামপুরে আসিয়াছেন, দুইশত টাকা না হইলে বাড়ী আসিতে পারিতেছেন না ; শ্রীনিবাস তখন কাজে গিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসসীমন্তিনী গোছগাছ করিয়া সেই টাকার সংস্থান করিয়া দিয়া, মুখে হাতে জল দিলেন চারটী আহার করিলেন। তাহার পরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, পুত্র বাড়ী আসিল না ;—শেষ বাড়ীর এক জন ঝি শ্রীরামপুরে তাঁহার উপবধূর বাড়ী জানিত তাহাকেই সঙ্গে করিয়া আপনি তথায় গেলেন,—পুত্র তখন মহাত্মা " এক্‌সার " কীর্ত্তি মহিমায় বিভোর ছিলেন ; জননী গঙ্গার ঘাটে নৌকায় আছেন, শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইল ; আঁকিতে বাঁকিতে উঠিয়া যে আনিতে গিয়াছিল তাহাকে প্রহারের আয়োজন করিল, ইতিমধ্যে সে সরিল ; জলন্তমূর্ত্তিতে বিনোদ মহাশয় তাহাকে বলিয়াদিলেন " হাম আবি যাওতা হায় " পাঠক, অনুগ্রহ করিয়া " ঝ্যা " উচ্চারণ করিবেন না, তাহা হইলে হিন্দি বজায় থাকে না। বিনোদের মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন পুত্রকে বাটী লইয়া যাইবেন, তিনি গঙ্গার ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা হইল পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাইলেন না। শ্রীনিবাস ৫টার ট্রেনে বাটী আসিয়া ব্রাহ্মণীকে না দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিলেন, কি করিবেন সাত পাঁচ ভাবিলেন এমন সময়ে শুনিলেন "বাবু" বাটিতে আসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মাতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিবাস ছেলেকে কলেজ ছাড়াইলেন, অর্থাৎ বাড়ীর জমা খরচের খাতায় ছেলের যে কলেজের খরচ লিখিত হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, নতুবা ছেলে অনেকদিন পূর্ব্বেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন। তাহার পর তিনি বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত যুক্তি করিলেন কি উপায়ে পুত্রের সদ্‌গতি হয়, সংসারে রতিমতি থাকে। বন্ধুরা সকলে সমান নহেন, কেহ বলিলেন কিছুদিন বাড়ীতে রাখা হয় ; কেহ বলিলেন একজন শিক্ষককে বেতন দিয়া বাড়ীতে লেখা পড়া

শিখান; কেহ বলিলেন কিছু খরচ পত্র দিয়া কিয়ৎকালের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, নানান্ মানব প্রকৃতি, সভ্য সমাজের আচার ব্যবহার দেখিয়া সদ্ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারিবে। কেহ বলিলেন অভিনব ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইলে উপকার দর্শিতে পারে; কেহ যুক্তি দিলেন এখন আর অপর কোন কাজ না করিয়া তিনি আপনার আপিশে রাখিয়া কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেন, সামান্যরূপ শিখিলে ক্রমে কার্য্যের গুরুভার অর্পণ করেন;—তাহা হইলে কার্য্যের দায়ীত্বে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে, অন্য দিকে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইবে না। শ্রীনিবাস কয়েক দিন চিন্তার পর ব্রাহ্মণীর সহিত যুক্তি করিলেন তাহাতে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বোধ হইল, "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ" এই মহাবাক্যানুযায়ী হইতে ইচ্ছা করিলেন। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতদিগকে পঞ্জিকা দেখাইয়া শুভদিন অবধারিত করিলেন, সেই দিন বিনোদ আপিশে বাহির হইবে। পিতা অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, বার্দ্ধক্যে কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে তাঁহার আর অন্য অবিভাবক নাই, এই অতুল ঐশ্বর্য্য, তাঁহার আজীবন পরিশ্রমে উপার্জ্জিত;—এই ঐশ্বর্য্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বাজায় রাখিতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই, সুতরাং পুত্রের বদখেয়ালী শোভা পায় না। এই উপলক্ষে তিনি অনেক বড় ঘরের ভাল মন্দ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাদের শুভাশুভ পরিণাম দেখাইয়া দিলেন। বিনোদের চিত্ত তখন সাফ সুন্দরা ছিল, রং বেরং হয় নাই, পিতার সকল কথাই কাণ পাতিয়া শুনিল, কোন উত্তর করিল না;—তাহার পর, মাতার নিকট গিয়া, প্রকাশ করিল যে সে এবার হইতে শুধরাইবে। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরাদি তীর্থভ্রমণে, শত শত দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচনে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দানেও বিনোদের পিতার এত আনন্দ হয় নাই, যত আনন্দ বিনোদের কয়েকটী কথা শুনিয়া হইয়াছিল। তিনি ইংরাজ সওদাগর দিগের বাড়ী হইতে ছেলের কুটী যাইবার পোষাক কিনিয়া আনিলেন, তাঁহার আমলে যে গাড়ী ঘোড়া করিয়াছিলেন সে গুলি বদলাইয়া নূতন গাড়ী ঘোড়া কিনিলেন,—অপার আনন্দ—বিনোদ বিষয় কার্য্য দেখিবে। আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা হেতু ব্রাহ্মণের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না, গৃহিণীকে একদিন রাত্রে বলিলেন "ছেলে একান্তই যদি অভ্যাস ভুলিতে না পারে, শরীর গতিক অসুখ বিসুখ হয়, তবে ঘরে এনে যা ইচ্ছা তাই খাবে, তায় ত আমি বারণ করি না, কাজ কর্ম্ম বিষয় আশয় রক্ষাকরা চাই।" সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি চারি যুগ স্ত্রীলোকদিগের অখ্যাতি আছে যে তাঁহাদিগের জিহ্বায় অন্তরে বড়ই বিবাদ, তাঁহাদের উদরে কোন কথা পরিপাক পায় না, আজি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম;—বিনোদ পর দিন

প্রাতেই পিতার অভিপ্রায় জানিতে পারিল; —ফলতঃ বিনোদের তরুণ মনের কোমলতা তখনও জমাট বাঁধে নাই; মনের আবিলতা তখনও চেষ্টা করিলে ঘুচাইতে পারা যাইত, সাফ সুদরা করিয়া যত্ন করিলে তখনও তাহার মনে স্বভাবের সুন্দর ছায়া দেখা যাইতে পারিত;—পাপের অনুতাপ তখনও তাহার মনে আসিত যাইত, মুকররী সত্ত্বে সত্ত্ববান হইতে পারে নাই; স্নুতরাং সে কথায় সে একবারে প্রশ্রয় লইল না, তবে গত কয়েক দিন সুরাসেবনে যে ধিক্কার টুকু জন্মিয়া ছিল তাহার একটু হ্রাস হইল,—সে দিন সে রাধা খান্‌সামাকে দিয়া আনাইয়া অল্প ডোশে একটু মদ খাইল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

ধার্য্যদিন নিকটে আসিল;—বাড়ীতে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন হইল,—বিষ্ণুকে সহস্র তুলসী দান, শিব পূজা, দুর্গা নাম, মধুসূদন নাম, এক রূপ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ হইল, উদ্দেশ্য বিনোদের বিষয় কার্য্যে বিঘ্নবিপত্তি সমস্ত খণ্ডন হইবে। ধার্য্য দিনের পূর্ব্ব দিনে শ্রীনিবাস এক খানি অতিরিক্ত মাসিক টীকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন,—পর দিন নয়টার পূর্ব্বে ষোড়শোপচারে খাদ্যের আয়োজন করিয়া আহারের পর পিতা পুত্রে কলিকাতায় গেলেন। পুত্রের শুভাশুভ পরীক্ষার জন্য সে দিন সাহেব বাড়ী হইতে যে একটা কণ্ট্রাক্ট আসিয়াছিল শ্রীনিবাস তাহার নামেই লেখা পড়া করিয়া লইলেন। সেই দিন হইতে আপিশের কাগজ পত্রে বিনোদের নাম চড়িল,—সেই দিন হইতেই বিনোদবিহারীর সংসার সমুদ্রে কার্য্যের ভেলা প্রথম ভাসিল। তাহার মনে কার্য্যের কৌতূহল ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল, আজি হইতে সে নয়টায় আইসে আটটায় যায়,—তাহার পর দুইটা শনিবারও কাটিয়া গেল, জলখাবারের কয়েক গণ্ডা পয়সা ব্যতীত এক পয়সাও বাজে খাতায় খরচ পড়িল না;—সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! বাড়ীর চাকরবাকর আমলা ফয়লা, সকলেই আশ্চর্য্য হইল! সকলেই শ্রীনিবাস বাবুর ধর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ ফলকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিছু দিন গেল, এক দিন বিনোদ বাজারে বাহির হইয়াছে, চৌরঙ্গী অঞ্চলে গড়ের মাঠের ধার দিয়া আসিতেছে—সেই খানে শ্রীরামপুরের মণিলাল বসুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল,—মণিলাল বিনোদের পরম বন্ধু,—শ্রীরামপুর কলেজে লেখা পড়ার সময় হইতে বরাবর বিনোদের অনুগত,—বিনোদের ন্যায় বয়াটে;—তফাৎ এই বিনোদ ব্রাহ্মণ, মণিলাল কায়স্থ;—আর বিনোদ অপেক্ষা তাহার লেখা পড়ায় দখলও একটু বেশী। বিনোদ তাহাকে তাহার পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসায় জানিল মাস দুই হইল তাহার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে;—অন্য অবিভাবক ছিল না, কাজেই সংসারের ভার তাহার স্কন্ধেই

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে;--সংসারটীও কম নয়. --মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী একটী অনন্যাশ্রয়—সুতরাং অপরিত্যজ্য—এবং অবিরা পিতৃস্বসা। পিতার মৃত্যুর পর মণি জনৈক দূরসম্পর্কীয় ভগ্নীপতির আনুকূল্যে কলিকাতার কোন গবর্ণমেণ্ট আপিশে মাসিক ৭০৲ টাকা বেতনে একটী চাকরী জুটাইয়া বাড়ী হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় আপিশ করে। আপিশের ফেরত বিনোদের সহিত চৌরঙ্গীর রাস্তায় সাক্ষাৎ;—সাক্ষাতে উভয়েই পরমাপ্যায়িত।

বহুদিনের পুরাতন বন্ধু একজনকে পাইয়া বিনোদ বড়ই সন্তুষ্ট,—কোন গতিকে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী যাইবেন। পথে আসিতে আসিতে মণি শুনিল বিনোদ আর সে পথের পথিক নাই, শুনিয়া সে একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কোন গতিকে বিনোদকে তাহা জানিতে দিল না। বড় বাজারের রসাপটী বিনোদের কারবারের স্থান, মণি সেখান পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল;—বিনোদ কোন মতেই তাহাকে ছাড়িবে না, শেষে প্রকাশ করিয়া বলিল কোন অংশে তাহার অভ্যর্থনার ক্রটী হইবে না। অনেক পীড়াপীড়িতে মণি রসাপটীর উপরে বিনোদের খাস কামরায় গিয়া বসিল। এদিন বিনোদের পিতা অগ্রেই বাড়ী গিয়াছিলেন, ফাকের ঘর, মণিকে পাইয়া বিনোদ ষোল আনা রকমে মৃতকল্পা প্রণয়লতাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। মণির খাতিরে সে দিন বিনোদ একটু কম মাত্রায় সুরাসেবনও করিল; রাত্রিতে আর বিষড়া যাওয়া হইল না, দুই জনেই রসাপটীতে থাকিল। এদিক্ ওদিক্ সোনাগাছী, মেছুয়া বাজারটাওবেড়ান হইল।

বিনোদের ব্রজেরভাব আবার মনে জাগিয়া উঠিল। পর দিন প্রাতে পিতা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিল, সাহেব বাড়ীর তাগাদায় সন্ধ্যা হইয়াছিল এজন্য বাড়ী যাওয়া হয় না, ফল সে দিনও শ্রীনিবাস পুত্রের সততায় সন্দিহান হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মণি কায়স্থের ঘরের ছেলে, পিতার মৃত্যুতে বিলক্ষণ দায়ে ঠেকিয়া সংসারের চালচলন শিখিয়া লইয়াছিল, সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভাল করিয়া স্বার্থ চিনিয়া ছিল। এজন্য সে বিনোদের বন্ধুতার সুবিধা ছাড়িতে পারিল না। শনিবারে ও অন্যান্য বারেও তাহার নিকট আসিত যাইত,—ক্রমে দুসন্ধ্যা দুবেলা আপিশ যাইতে, ফেরত আসিতে বিনোদের ফারমে একবার করিয়া তামাকু খাইয়া যাইত, এবং আপিশের পোসাক সেই খানেই রাখিত। কিছু দিনের মধ্যেই বিনোদের সাবেক ভাব বজায় হইল,—এখন আর টাকার অভাব ছিল না, কারবার কার্য্যে তাহার দস্তখৎ চলিত;—নাম সহি করিলেই অনেক লোক টাকা দিত। মণিলালের সম্বন্ধে, ইয়ারকির গন্ধে অনেক ইয়ারমাছি বিনোদের চক্রে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইত। এই

সময় শ্রীনিবাস আপিশের কাজ হইতে এক রূপ অবসর লইয়া বাটীতে বসিয়া জমিদারী দেখেন। এদিকে পুত্র সোনাগাছীতে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিয়াছে, সাত পুকুরে একটা বাগান কিনিয়াছে। শনি-বার, রবিবার দুই দিন সাত পুকুর ভিন্ন, কলিকাতা বা রিষড়ায় তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না,--ইহার কিয়দ্দিবস পরেই শ্রীনিবাসের জ্ঞাতি ভ্রাতা বিপিন বিহারীর পত্নী সৌদামিনীর উপর বিনোদের নজর পড়ে;—এক রবিবারে বিনোদ রিষড়ায় গিয়া বেধড়ক মদ খায়;—সেই দিন বিপি-নের বাড়ী প্রবেশ করিয়া সৌদামিনীর সতীত্ব আক্রমণ করে। সৌদামিনী প্রাণ ভয়ে বিনোদের মাতার আশ্রয় লইয়া সে দিন অব্যাহতি পান,—তাহার পর মেদিনী-পুরে স্বামীকে পত্র লিখিয়া, কিছু দিন গিয়া পিত্রালয়ে থাকেন, শেষে স্বামীর অনুমতি পাইয়া মেদিনীপুর যাইবার কালে যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল তাহা পাঠকবর্গের কাহার অবিদিত নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়ারেণ্ট।

যৎকালে বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া হৌসের কাজকরে, সোনাগাছীকে বিহার ক্ষেত্র করে, মণিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জানে, সেই সময় সোনাগাছীর কোন বেশ্যা বাড়ীতে একদিন হরিপ্রসা-দের সঙ্গে দেখা হয়, তখন হরিপ্রসাদ কলিকাতাতেই থাকিত, বেশ্যা মহলে তাহার বেশ পসার ছিল, সন্ধ্যার পর তাহাদের সকলের বাড়ীতে একবার করিয়া হাজিরা দিত,—যে সকল বাবু সোনাগাছীতে যাতা-যাত করিতেন, আবশ্যক মত তাঁহাদের ফায় ফরমাইস খাটিত,—কাহার নিকট এক পয়সা বেতন স্বরূপ না পাইলেও তাহার কলিকাতার খরচটা চলিয়া যাইত। হরিপ্রসাদের বড় মুখমিষ্ট—ভদ্রলোক দেখি-লেই সে হুজুর ধর্ম্মাবতার ভিন্ন সম্ভাষণ জানিত না, অসাক্ষাতে এমন অপভাষা ছিল না যে তাহাদিগের প্রতি না প্রয়োগ করিত; ফলতঃ যে যতক্ষণ হরি প্রসাদের সহিত আলাপ করিত, তাহার শিষ্টতায় সকলেই বশীভূত হইত। হরি-প্রসাদ যে একজন কেতাদ্রুস্ত বড় দরের

চাকর একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হরিপ্রসাদ কলিকাতার সকল জায়গাই চিনিত, সকল বড় লোকেরই নাম জানিত, অনেকের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে আলাপও ছিল। এছাড়া সে কলিকাতায় সকল জিনিসের বাজারদর জানিত, মধ্যে মধ্যে দাঁও বুঝিয়া দালালীও করিত। ফলতঃ তাহার কার্য্যের কোন স্থিরতা ছিলনা, যখন যাহা পাইত তাহাই করিত, কোন কাজে হঠিত না, বা কোন কাজ করিলে তাহাতে কখন ক্ষতিগ্রস্তও হইত না। কিন্তু সে যখন যেখানে থাকুক, যখনই যাহা করুক, সন্ধ্যান পর সোনাগাছিতে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত, কেন না সোনাগাছীর কল্যাণেই বড় বড় লোকের সহিত তাহার আলাপ পরিচয়। সেই আলাপ পরিচয়েই তাহার আর পাঁচটা কাজ জুটিত।

সোনাগাছীতে বিনোদের অভ্যুদয়ের সময় হরিপ্রসাদ বিনোদকে কার্য্যবিশেষে বড় দক্ষতা, এবং বিশ্বাসের পরিচয় দেয়, সেই সময় হইতে বিনোদ হরিপ্রসাদকে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে আপনার কারবারে জমাদারি দিয়া রাখে। তখন হইতেই হরিপ্রসাদ বিনোদের ভালবাসায় বাঁধা পড়ে। সে বিনোদকে সময়ে সময়ে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, হরিদ্বার, ঢাকা মুরশিদাবাদ সকল স্থানের খবর বলিত। মধ্যে একবার কলিকাতার পুলিশ তাহাকে ফেরারী আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার করে, কিন্তু কে জানে কি উপায়ে সে পুলিশের গ্রাস হইতে বাহির হইয়া আইসে। মেদিনী পুরের পথে সৌদামিনীর অনুসরণ করিবার কালে হরিপ্রসাদকে পাঠক দেখিতে পাইয়াছিলেন। মেদিনীপুর যাইবার সময় বিনোদ পিতার নিকট বলিয়া যায় পাটনায় একটা নূতন কারবার খুলিবার জন্য যাইতেছে। কলিকাতার সকলেও তাহাই জানিত। দশ পনর দিন পরে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতার কুঠীতে সংবাদ আসিল যে সে বর্দ্ধমানের মহাজনটুলীতে হরেক চাঁদ ঠাকুরের বাসায় আসিয়াছে; অবিলম্বে তাহার নিকট পাঁচশত টাকা পাঠাইতে হইবে। বিনোদের কলিকাতার কর্ম্মচারী পত্র পাইয়া ডাক যোগে পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাহার একমাস পরেও আর কোন খবর না পাইয়া কলিকাতার কর্ম্মচারী বর্দ্ধমানে হরেকচাঁদ ঠাকুরের বাসায় দুই তিন খানি পত্র লেখায় সে সকল পত্র "মালিকের অনুসন্ধান হইল না" এই কৈফিয়তে কলিকাতার ফেরত যায়। এই সংবাদ পাইয়া বিনোদের পিতা বড়ই চিন্তাকুলিত হয়েন, এবং হরেকচাঁদকে পত্র লেখেন বিনোদ তাঁহার নিকট হইতে কোন্ তারিখে, কোথায় গিয়াছে, এবং কত দিন পরে ফেরত আসিবে, ইত্যাদি। চারি পাঁচ দিন পরে বর্দ্ধমান হইতে উত্তর আসিল—হরেকচাঁদ বাবু লিখিয়াছেন, বিনোদ নামে কোনব্যক্তি তাঁহার বাটীতে ছিলনা, তবে দশ পনর দিন পূর্ব্বে শিবচন্দ্র

চক্রবর্ত্তী নামে জনেক ভদ্রলোক সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয়ে সাত আট দিন কাল থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাইবার সময় বলিয়া যান যে তীর্থদর্শন উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়াছেন; দ্বারকা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

হরেকচাঁদের পত্রের উত্তর পাইয়া শ্রীনিবাস অকুল পাথার ভাবিতে লাগিলেন —পুত্রেরই কি দশা ঘটিল, পাঁচশত টাকাই কে লইল—হয়ত কোন প্রতারক প্রবঞ্চনা করিল ইত্যাদি নানা ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে জুটিল;—ব্রাহ্মণীনে কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না, আপনি সর্ব্বদাই অন্যমনা থাকেন, কাজে কর্ম্মে ততটা মন রহিল না।

এই ঘটনার ৫। ৭ দিন পরে শ্রীনিবাস সংবাদ পাইলেন পুত্রের নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, একজন বরক-ন্দাজ আসিয়া এই সংবাদ দিয়া তাঁহার নিকট কিছু পুরস্কার লইয়া গেল। "পুরস্কার" কথা টা শুনিয়া পাঠক মনে করিবেন শ্রীনিবাস না জানি কি শুভ সংবাদই পাইলেন। বাস্তবিক তাহা নহে—আমাদের অনেক পাঠকেরই বোধ হয় জানা আছে, আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ দাহ করিতে গিয়া যখন সকলেই ঘোর দুঃখের আবরণে আবৃত —তখন মুর্দ্দাফরাস অন্তোষ্ঠিক্রিয়ার আয়ো-জন করিয়া দিয়াও বক্‌সিস্ চায়। পুলিসের বকসিস্‌টাও সেই রকমের জানিতে হইবে।

সন্ধ্যাবেলা স্বয়ং দারগা মহাশয় আসিয়া ওয়ারেণ্ট খানি পর্য্যন্ত দেখাইয়া গেলেন। ওয়ারেণ্ট দেখিয়া শ্রীনিবাসের চক্ষুঃস্থির! এগারটা খুনের অপরাধে পুত্র অভিযুক্ত— সেই অপরাধে নিরুদ্দেশ; অধিকতর আশঙ্কা আবার কাহার কন্যা বাহির করিয়াছে;—নতুবা হরেকচাঁদ কেন লিখিবে যে সে সস্ত্রীক তীর্থ যাত্রা করি-য়াছে। তখন হরেক চাঁদের পত্রে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। এখন চিন্তা আর কিছুনয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং গৃহতল্লাস করিতে আসিবেন। গৃহতল্লাসের সময় সকল কথাই ব্যক্ত হইয়া পড়িবে; তখন ব্রাহ্মণী এবং পুত্রবধূকে কি বলিয়া বুঝাইবেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই কুল কিনারা পাইলেন না। তাঁহার কলিকাতার কর্ম্মচারী বড় বিশ্বাসী এবং পুরাতন লোক, তিনি সম্বন্ধে তাঁহার ভাগিনেয়; নিবাস বর্দ্ধমান অঞ্চলে, নাম বিশ্বনাথ—বিষড়ায় আসিবার জন্য শ্রীনিবাস তাঁহাকে টেলি-গ্রাফ করিলেন;—রাত্রি সাড়ে নয়টা দশটার সময় বিশ্বনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন। ওয়া-রেণ্টের খবর ভিন্ন তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিলনা—বিশ্বনাথ আসিয়া পৌছিলে শ্রীনি-বাস ওয়ারেণ্টের বিষয় তাঁহাকে আদ্যো-পান্ত জানাইলেন, ওয়ারেণ্টের নকলখানি পর্য্যন্ত দেখাইলেন, এবং রাত্রিতেই তাঁহাকে বর্দ্ধমানে গিয়া হরেকচাঁদের নিকট সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য পাঠা-ইয়া দিলেন, বিশ্বনাথ রওনা হইলেন।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীনিবাস উঠিয়া দেখেন, পুলিস আমলা চৌকীদারে তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করা ;—পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই গানাঘুসা করিতেছে,—না জানি শ্রীনিবাসের কি বিপদ উপস্থিত ;—সংসারে যিনি যত বড় লোক হউন, যতসৎ, যত ধার্ম্মিক হউন সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া কেহই চলিতে পারেন না, একথা কিন্তু সকলে বুঝেনা,—বিনয় শিষ্টাচার, অমায়িকতায় সকলেই বশীভূত হয়—কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সকল লোক সমান নয়, সকলের মনও একরূপ নহে। চেষ্টা করিয়া সংসারে সকলকেই সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু হিংসাপরায়ণ লোক কিছুতেই সোজা পথে চলে না,—পরের নিন্দা ভিন্ন করে না ; কাহার সুখ্যাতি শুনিলে, কাহার ও ভাল দেখিলে অস্থির হয়,— যেন তাহার কি সর্ব্বনাশ আসিয়া পড়ে ! সে সর্ব্বনাশের কিছুতেই প্রতিকার নাই, ভাবনা—যত ক্ষণ না পরের অমঙ্গল হয়। অমঙ্গলে তাহার কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই, কিন্তু তথাপি তাহার মন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাবে না। আজি প্রভাতে শ্রীনিবাসের প্রতিবাসী দিগের মধ্যে সৎ হাহাকার করিতেছে,আত্মীয়েরা বিষম বিপদ ভাবিতেছে ; অনুগতেরা আপনাদিগের দুরদৃষ্টের চিন্তা করিতেছে, বান্ধবেরা সহানুভূতি দেখাইতেছে,—হিংসক চোঁড়া না হয় তাহাই ভাবিতেছে।

বেলা ৮টা বাজিল—মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন, শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিলেন ;—"টোমার পুট্রু বিনোড বিহারী ওরফে বিপিন বিহারী মুখোপাড্যায় শ্রীমটী সৌডামিনী ডেবীর ডরওয়ান রামডিন পাঁরে ডিগর এগার জনা ব্যক্তিকে চককমলা গ্রামে হট্যা করা, এবং হট্যা করিটে সাহায্য করার অপরাঢে অভিযুক্ত হয়,—এবং সে ব্যক্তি আপন ডল বল সহিট গ্রেপ্টার হইয়া ঠাকিবার কালে পুলিশের হেফাজট হইটে পলায়ন করিল, ইহাও টাহার উপর একটী অভিযোগ হইল,—জানা গিয়াছে যে সে ব্যক্তি টোমার পুট্রু আছে, এ কারণ আডালট সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, এবং সম্ভব যে সে টোমার বাটী মেঢ্যে হয়, অটএব টোমার বাটী টল্লাশ করা যাইবে। টোমার বাটীর ইষ্ট্রীলোকডিগকে পৃঠক ঘরে রাখিটে পার।"

শ্রীনি। হুজুর ধর্ম্মাবতার,—থানাতল্লাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার পুত্র বাড়ীতে নাই, আজি এক মাসেরও অধিককাল পাটনা জেলায় ব্যবসায় করিবার জন্য গিয়াছে ;—

মাজি। টুমি বড় হুশিয়ার আডমি আছে,—আমি যাহা বলিলাম করিবে না ? ডারগা কাঁহা ?

দার। হুজুর—বন্দা হিঁই হ্যায়।

মাজি। হামরা সাত ভিতর আও।

পুলিশ দারগা, জমাদার, চৌকীদার, মাজিষ্ট্রেট কুল কুল করিয়া শ্রীনিবাসের

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দস্যুদলের ন্যায় বরকন্দাজ চৌকীদারেরা তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল,—তাহাদের শিশিরসিক্ত চরণরেণুতে বৈঠকখানা ঘরের জাজিম, গদি, বিছানা সমস্ত মাটী হইয়া গেল;—অসভ্য জাতির অসাবধানতায় দেয়ালগিরি ভাঙিল, সাসী খুলিল, দেওয়াল ময়লা হইল;—যেন দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত;—অন্দর মহলে স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ঘোড় সওয়ারে;—প্রাতঃকাল—তখনও বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের প্রাতঃকৃত্য হয় নাই,—অন্দরের ভিতর সকলেই যদৃচ্ছা ক্রমে কেহ দন্তমার্জনা করিতে ছিলেন,—কেহ মুখে হাতে জল দিতে ছিলেন,—কেহ শিশুকে স্তনপান করাইতে ছিলেন,—হঠাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব, রাশি রাশি চৌকীদার, দারগা, বরকন্দাজ দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া সকলেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। যেন সাপের মুখে ওষধি পড়িল। অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই খানাতল্লাসী হইয়া গেল,—সাহেব বাহিরে আসিলেন;—বিনোদকে পাওয়া গেল না, কিন্তু তথাপি শ্রীনিবাসকে ছাড়িলেন না, বলিলেন " যে মুদ্দৎকা বিছমে তোমারা লেড়্কা-কো হাজির কর না, না হোনেসে বহুত কড়া হুকুম মিলে গা।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

বেলা দশটা বাজিল;—বাড়ীর ভিতর যবন প্রবেশ করিয়াছে,—সমস্ত জিনিষ পত্র ধৌত করিতে হইবে, হাঁড়ি বদলাইতে হইবে, নতুবা কি রূপে আহারাদি চলিতে পারে—সুতরাং সে দিন শ্রীনিবাসের তখনও আহারাদি হইল-নাই। বিশ্বনাথ ১০টার ট্রেণে বর্দ্ধমান হইতে ফেরত আসিলেন;—আসিয়া খানাতল্লাশীর কথা সমস্তই শুনিলেন। তিনি বর্দ্ধমানের খবর বলিলেন যে "হরেক চাঁদের পত্রের মর্ম্ম সত্য,—শিবচন্দ্র পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি তাহার বাটীতে ছিল সে বিনোদ ভিন্ন আর কেহ নহে।

তাহার আকার প্রকারের কথা হরেকচাঁদ যেরূপ বল্লে তা'তে ঠিক সেই বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক আছে, সে কথাও সে বল্লে, ফলতঃ বিনোদের পক্ষে তাহাও বিচিত্র নহে। কোথায় কারো সর্ব্বনাশ করে থাক্‌বে!" "হাঁ,—আর এক কথা সে বল্লে,—একথা ব'লে গেছে যে, "যদি আমায় কেউ অনুসন্ধান করে তবে তা'কে বলবে, যে মণি বাবুর কাছে তল্লাস কল্লে সব জান্‌তে পারা যাবে।"

শ্রীনি। মণি বাবুটা কে?

বিশ্ব। তা'কে জানেন না? সেই বেটাই ত সর্ব্বনাশ কল্লে;—

শ্রীনি। সে কি রকম? এত দিনত কই তুমি তার কথা আমাকে বল না!

বিশ্বে। বল্‌তে আর অবকাশ পেলেম কই!

শ্রীনি। সে লোক টা কে?

বিশ্বে। শ্রীরামপুরের একটা কায়েতের ছোঁড়া।

শ্রীনি। সে আবার কত দিন যুটলো?

বিশ্বে। আমাদের এ ত মদ টদ ছেড়ে দিয়ে ঠিক হ'য়ে গিছলো, আজি মাসচার, কি মাস দুই হব—বিনোদ সাহেব বাড়ীতে তাগাদায় গিছলো, মণেটা সঙ্গে এলো,—এসে মদখেলে, মদ খেয়ে বেড়াতে গেল, রাত্রে বাসায় এলো না,—তারপর থেকে আবার সকলই পূর্ব্ববৎ!

শ্রীনি। সে যাহ'ক, এখনত তা'কে খুজে বার কত্তে হচ্ছে;—

বিশ্বে। শীগ্‌গির কেমন করেই পাওয়া যাবে!

শ্রীনি। শ্রীরামপুরের আপিসরদিগে জিজ্ঞাসা কল্লে বল্‌তে পারবে না?

বিশ্বে। সে একটা ফিবক্র,—কে তা'কে জানে;—তবে সেই রকম লোকে জান্‌তে পারে। যাহ'ক তল্লাস করা যাবে।

শ্রীনি। আজিই কত্তে হ'বে বাপু,—না হয় আজ তোমার কলকাতা গিয়ে কাজ না,—আমিই সব করবো,—তুমি একবার শ্রীরামপুর যাও।

বিশ্বে। মণে কলকাতায় কাজ করে,—এখন সে কলকাতায়,—চলুন আমি শুদ্ধ কলকাতায় যাই. সেখানেও যতদূর পারা যায় অনুসন্ধান করা যাবে, না পাওয়া যায়, আমি সন্ধ্যাকালে শ্রীরামপুর যাবো, আপনি বাড়ী আসবেন। আমার সঙ্গে বরং একজন হুঁশিয়ার লোক দিন।

শ্রীনি। তবে তাই ভাল, দেবী পাইককে তুমি সঙ্গে লও, সঙ্গেই বা কেন,—ও পাঁচ টার সময় ষ্টেশনে থাকে, সেখান থেকে ওকে নিয়ে শ্রীরামপুর যাবে।

বশ্বে। দেবী পাইক কে?

শ্রীনি। সে একজন এদেশী চুয়াড়, আজ দশ বার দিন হলো বাহাল করেছি।

বিশ্বে। কই তা'কেত এক দিনও দেখি না?

শ্রীনি। তাকে তুমি দেখ নাই, সে বড় কাজের লোক।

বিশ্বে। কাজের অকাজের আমি বুঝি

না,—আজ কাল সময় বড় খারাপ, তার জামিন জেরাত কেহ আছে?

শ্রীনি। পাইক, চৌকীদার তার আবার জামিন কি বাপু? তাকে গমস্তা গিরিও দিনাই আর নায়েবীও দিনাই, যে তফিল ভাঙ্গবে।

বিশ্বে। মহাশয়, কতকটা সে কেলে ধরণ রাখেন,—সকল কাজে মন্দরভাগ টা বড় ভাবেন না,—সংসারে চাকর বাকর যে থাকুক, তা'কে যখন যে কাযে, আবশ্যক হবে, তাই কত্তে দেওয়া যাবে, এজন্য সকল কেই বিশ্বাস বত্তে পারা যায় এমন একটা বন্দোবস্ত আগে করা চাই।

শ্রীনি। সে কথা তুমি বোঝ বাপু,—না হয়, নাই রাখা গেল;—

বিশ্বে। তাই কি ভাল দেখায়, আ'জ ১০। ১৫ দিন আছে, কাজকর্ম্ম করচে, কি বলেই এখন যবাব দেন;—

শ্রীনি। এখন উপায়?

বিশ্বে। যা হ'বার হ'য়ে গেছে, এবার থেকে একটু বিবেচনা করে এসকল কাজ কর্বেন,—কেন না আপনার সময়টা আজ কাল বড় মন্দ পড়েছে দেখ্‌চি। সে দিন, আরনক কোম্পানী দেউলে হ'লো তা'তে হাজার ত্রিশেক টাকা গেল,—এছোঁড়াও দশ বিশ হাজার উড়ুলে,—আবার যে রকম দেখা যাচ্চে, মোকর্দ্দমাটাতেও বেশ ব্যয় হবে। উকিল ব্যারিষ্টারে কিছু যাবে।

শ্রীনি। হাঁ,—সময়টা বড়ই মন্দ যাচ্চে—সে দিন শ্রীরামপুরের তারাচাঁদ আচার্য্যকে কোষ্ঠি দেখিয়েছিলাম, সে বাবল্লে ঠিক তাই ঘট্‌চে, একণে রবির দশা, গোঁচরে সপ্তম মঙ্গল। বড়ই মন্দ! একটা গ্রহ-শান্তি না কল্লে আর হচ্চেনা।

শ্রীনিবাস তৎক্ষণাৎ দেবী পাইককে ডাকাইয়া বলিলেন, বেলা ৫টার সময় সে ষ্টেসনে হাজির থাকে, তা'কে বিশু বাবুর সঙ্গে শ্রীরামপুর যে'তে হবে। দেবী "যে আজ্ঞা," বলিয়া মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়, এমন সময় বিশ্বনাথ বলিলেন "সর্দ্দারের বাড়ী কোথায়?"

দেবী। আজ্ঞা— সোনামুখী,—

বিশ্ব। বৰ্দ্ধমান জেলার সোনামুখী?

দেবী। আজ্ঞা হাঁ,—

বিশ্ব। খেলা টেলা আসে?

দেবী। আজ্ঞা দুহাত একহাত গোলাম যা জানে তাতে বড়মিঞা, ছোটমিঞা সকলকেই দেখে নিতে পারে।

বিশ্ব। আচ্ছা—ভাল,—

দেবী চলিয়া গেল। এদিকে প্রায় সাড়ে দশটা বাজিল। শ্রীনিবাস এবং বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মণি মিলিল।

কলিকাতা গিয়া বিষয় কার্য্য দেখিতেই সময়টা কাটিয়া গেল,—বিশ্বনাথ মণিলালের কোন ঠিকানা করিতে অবকাশ পাইলেন না অগত্যা শ্রীরামপুর যাইতে হইল,—বেলা সাড়ে চারিটা বাজিল,—কাজের ঝঞ্ঝাট তখনও মিটিল নাই,—তাড়াতাড়ি একজন উড়ে বেহারাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া জানিলেন ৫॥০ টায় একখান টেণ যায়, তাহাতে যাওয়া স্থির করিয়া কাজ সারিয়া লইলেন, এদিকে শ্রীনিবাসও সাহেব বাড়ী হইতে আসিলেন, দুইজনে মিলিয়া কলিঃ কাতার ষ্টেসেনে পৌছিয়া দেখেন ষ্টীমার প্রায় ছাড়ে ছাড়ে,—শশব্যস্তে ষ্টীমারে দাঁড়াইলেন; নিমেষ মধ্যে ষ্টীমার হাওড়ার পারে পৌছিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে,--উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দুইজনে একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। এদিকে ষ্টেসনেও বিদায়ী ঘণ্টা বাজিল;—হঠাহঠ্ করিয়া গাড়ী গুলি সরিল, "ফোঁ" করিয়া নাসিকা ঝাড়া দিয়া গড়া গম্ গড়া গম্ শব্দে ট্রেণ খানি ছুটিল। গাড়ি ষ্টেশনের বাহিরে যাইলে আরোহী দিগের গায়ে বাতাস লাগিল, এতক্ষণ যেন তাঁহারা গর্ত্তযাতনা ভোগ করিতেছিলেন, বিশেষ যাঁহারা ছুটাছুটী করিয়া আসিয়া ছেন। হাওয়া লাগিয়া গা একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, শ্রীনিবাস ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন শ্রীরামপুরের নবরাম বাবু সেই ট্রেণে বাড়ী যাইতেছেন,—শ্রীনিবাসের নজর পড়িবামাত্র নবরাম চক্ষুর ইঙ্গিতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীনিবাস তদ্রূপ উত্তর দিয়া আরও কিছু জিজ্ঞাসার ইচ্ছা-করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উভয়ে কাছাকাছি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার বেশ সুবিধা পাইলেন; শ্রীনিবাস নবরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি বল্‌তে পারেন শ্রীরামপুরের মণি বাবু নামে কে একটী ছোকরা কলকাতায় কাজ করে।" নবরাম পার্শ্বস্থিত একটী বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন "এই ত এক মনি বাবু—ইনিত নন্?"

শ্রীনি। আপনার নাম কি মণিলাল বাবু?

মণি। আজ্ঞা হাঁ;—

শ্রীনি। আপনি বিনোদের কোন খবর বল্‌তে পারেন?

মণি। রিষড়ার বিনোদ?

শ্রীনি। হাঁ;—

মণি। সেত এখন পাটনায় আছে;—

শ্রীনি। কত দিনের কথা বল্‌চেন?

মণি। আমি কাল তার পত্র পেয়েছি;

শ্রীনি। কত দিন সেখানে আছে?

মণি। আ'জ প্রায় ৫। ৬ মাস হলো।

শ্রীনি। পাঁচ ছয় মাস?

মণি। পাঁচ ছয় মাস;—

শ্রীনি। বরাবর কি সেই খানেই আছে?

মণি। মধ্যে দিন কয়েকের জন্যে এক বার বর্দ্ধমানে এসেছিল।

শ্রীনি। তার পর?

মণি। তার পর পাটনায় ফিরে গেছে।

শ্রীনি। কর্ম্ম কাজ?

মণি। কর্ম্ম কাজত বেশ করচে,—আপনি গ্রেট ইষ্টারণ মারক্যাটাইল ফারমে রুপ্ সাহেবের কাছে গিয়ে বেশ জান্‌তে পারেন,—তার সঙ্গে সেয়ারে এক কারম খুলেছে,—বর্দ্ধমানে "সেল্লাকের" কারবার চল্‌তে পারে কিনা দেখবার জন্য মধ্যে সেখানে এসেছিল। রুপ্‌সাহেবের সঙ্গে তার আজ ৫। ৬ মাস কাল করেশ্‌পণ্ডেন্স চল্‌চে।

শ্রীনি। আঃ—ভগবান রক্ষাকল্লেন;—শ্রীনিবাসের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল,—কোঁচার কাপড়ে সেই জল মুছিয়া মণিকে বলিলেন "আপনাকে কি লিখেছে,?—"

মণি। আমার সঙ্গে তার ছেলে বেলার আলাপ তাই মধ্যে মধ্যে এক আধ খানা পত্র লেখে;—

শ্রীনি। তার হাতের পত্র এক খানা বাবা আমাকে দেখাতে হবে।

মণি। সে সকল পত্র আপনাকে দেখাবার নয়,—তবে নিতান্ত দেখতে চান আমি দেখাতে পারি, কিন্তু পত্র পড়বেন না, তা'র ভিতর অনেক কথা আছে;—আপনাকে জানালে আমার প্রতি তার আর বিশ্বাস টুকু থাক্‌বেনা। ফল সে ভাল আছে, কাজ কর্ম্ম বেশ করচে।

শ্রীনি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক গুলি গোপনীয় কথা আছে,—আমার সঙ্গে কোন্নগরে নাম্‌তে হবে,—আমার বাড়ীর গাড়ী করে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিব।

মণি। যে আজ্ঞা,—

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিল,—তাহাতেই জানাগেল ষ্টেশন নিকট,—বালীর ষ্টেশন ছাড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগের মনেও ছিলনা, ট্রেণ খানি যখন ষ্টেশনের প্লাটফরমে প্রবেশ করিল খালাসীরা "কোন্নগর" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। নবরামের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস, বিশ্বেশ্বর, মণি বাবু তিনজনে একত্রে গাড়ী হইতে নামিলেন। মণির শ্রীরামপুরের মাসিক টীকেট;—টীকেট কলেক্টরকে কয়েকটী পয়সা প্রণামী দিয়া শ্রীনিবাস ষ্টেসনের বাহিরে আসিলেন,—মণিলাল তাঁহাকে পয়সা দিতে দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত

হইলেন, আপনি পয়সা দিবার জন্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন, "আমার বিনোদই যদি সঙ্গে আস্‌তো।" এই কথায় মণি বাবু নিরুত্তর হইলেন। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া শ্রীনিবাস সমুখে আপনার গাড়ী দেখিতে পাইয়া সকলকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া বুক ফুলাইয়া, পুচ্ছ তুলিয়া গুড়্ গুড়্ সব্দে গাড়ী থানিকে লইয়া ছুটিল, মিনিট পনর মধ্যে শ্রীনিবাসের বিবড়ার বাড়ীর গাড়ী বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল;—তিনজনেই গাড়ী হইতে নামিয়া উপরের বৈটক খানায় গিয়া পোষাক ছাড়িলেন; শ্রীনিবাস মণির জলখাবারের হুকুম করিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন, কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া বৈটকখানায় আসিয়া দেখিলেন মণির জল খাওয়া হইয়াছে,—তিনি একটী তাকিয়া ঠেস দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে এক খানি ইংরেজী নভেল পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া মণিকে আর একটী পান দিলেন,—মণি সাগ্রহে পান লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। ক্রমে বিশ্বনাথ আসিয়া জুটিলেন, তখন শ্রীনিবাস মণিকে বলিলেন, "মণিবাবু,—আমার সঙ্গে আপনার আলাপটা না থাক্‌লেও এখন আমি জেনেছি আপনি ও আমার বিনোদ একই;—বিনোদের কোন বিষয় আপনার অজ্ঞাত নাই, আপনারও কোন বিষয় বোধহয় আমার অজ্ঞাত নাই,—আপনার সহিত বিনোদের এই রকম সম্বন্ধ,—বল্‌তে পারিনা, জানলেও জান্‌তে পারেন;—

মণি। বিশেষ খুলে বল্লে বুঝতে পারি,—বলুন দেখি;—

শ্রীনি। কি বিশু, তুমি কি বল, এ কথাত দেশ রাষ্ট্র,—কারই মুখে হাতদিয়া রাখ্‌বো,—সকলেই শুনেছে।

মণি। কি,—ওয়ারেন্টের কথা বলচেন না কি?

শ্রীনি। হ্যাঁ,—আপনি শুনেছেন কি?

মণি। আজ্ঞা হাঁ—

শ্রীনি। তারই এখন যুক্তি কি করা যায়?

মণি। তার সোজা পথ ত পড়েই আছে;—

বিনোদ যেদিন রুপ্ সাহেবের সঙ্গে বিদায় নিয়ে পাটনা গেছে, তার বিষয় রুপসাহেব সাক্ষী দিবে,—তার পর সে বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, রাজমহল, যেদিন যেখানে গিয়াছে সেই দিন সেই জায়গা থেকে সাহেবকে ডাকে পত্র লিখেছে, যে যে স্থানে যে কাজের সুবিধা আছে না আছে সকলই তাঁকে জানিয়েছে, তার পর যে তারিখে রুপ সাহেবের পটনার এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, তাও লিখেছে তার পর সেখানে কারবার খুলেছে,— রুপ সাহেব যে সে লোক নয়,— একজন ভাল মার্চেন্ট, সে হলপ নিয়ে যখন সাক্ষী দিবে তখন আর বিনোদের কিসের ঝুঁকি?

শ্রীনি। আপনি প্রকৃত বল্‌চেন?

মণি। আপনি পিতৃতুল্য,—আপনার কাছে আমি কি রহস্য কত্তে পারি, না মিথ্যা বলতে পারি! কালিই কেন রূপ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন না, আপনাকে কিছু বলতে হবে না,—কেবল তার খবর জিজ্ঞাসা করবেন,, সে যদি আপনাকে জানতে পারে, তা'হলে সবই বলে ফেলবে।

বিশ্ব। ছোঁড়া যোগাড়ে বটে,—ছেলে মানুষ বেলা থেকে বথামি করে লেখাপড়াটা শিখলে না, না হ'লে বুদ্ধিটা তার বরাবরই সূক্ষ্ম ছিল! অপনার টাকারও অভাব ছিল না, কেবল হেলায় হারিয়েছে;—

মণি। অপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—কা'র সাধ্য বিনোদের গায়ে কোন আঁচ দেয়।

শ্রীনি। চুপ করে ত থাকা যায় না বাবা, মাজিষ্ট্রেট ঘরতল্লাস করে গেল,—সাত দিন সময় দিয়েছে,—আবার কোন্ দিন কি করবে, যা হ'ক একটা ত কিছু কত্তে হবে;—তারই যুক্তি স্থির করুন।

মণি। হাজির কত্তে হ'বে;—

শ্রীনি। তবে আপনি তা'কে লিখে দিন্,—পাটনা থেকে চলে আসে।

মণি। আমি লিখবো—কিন্তু আপনি আগে গিয়ে রূপ সাহেবকে সব বলুন,—তার পরে দেখবেন আপনাকে আর কিছু কত্তে হ'বে না, সব সেই সাহেব করবে।

শ্রীনি। আমি ত কালিই তা করচি, কিন্তু আপনি পত্র লিখতে ভুলবেন না।

মণি। আমি সহস্র কাজ পরিত্যাগ ক'রে কালিই লিখবো;—

শ্রীনি। তার ঠিকানাটা বলে দিন না কেন, আমরাও একখানা পত্র লিখি;—

মণি। পাটনায় রূপ সাহেবের কুঠীতে ঠিকানা দিলেই পত্র পৌঁছবে।

শ্রীনি। আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—বিনোদ যখন বর্দ্ধমানে হরেকচাঁদের বাড়ীতে ছিল তা'র সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ছিল;—সেটী কে?

মণি। সে সকল কথা আপনার শুনে কাজ নাই;—

শ্রীনি। আমার আশঙ্কা হয় পাছে, তা' হতে আবার কোন নূতন বিপদ এসে পড়ে,—আগে থেকেই সতর্ক হওয়া ভাল।

মণি। তার জন্যে কিছু ভাবনা কত্তে হবে না;—

শ্রীনি। পাড়ায় একটা কথা গানঘুসা শুনছিলাম,—বিপিনের স্ত্রীকে সে না কি পথ হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে;—

মণি। আজ্ঞা না;—সে সকল বাজে কথা শুনবেন না।

শ্রীনি। তা যদি হ'য়ে থাকে, যে কোন গতিকে সেটা মিটিয়ে ফেলা যায়।

বিশ্ব। আপনার ঐ একটা কেমন কথা;—কি করে আপনি মিটিয়ে ফেলবেন?

শ্রীনি। বিরক্ত হও কেন, যা হয় একটা সৎযুক্তি কত্তে হবে?

বিশ্ব। যা হবার নয়,—তার চেষ্টা করা বিফল।

শ্রীনি। বিপিন আমাদের ঘরের লোক তার অবস্থাও যে ততটা কিছু ভাল তা নয়,—স্তব স্তুতিতে না হয় কিছু অর্থ ব্যয় হবে।

বিশ্ব। বিপিন তার লোক নয়;—ছেলেবেলা থেকে সে কেবল একগুঁয়ে—দেখেন না? তার এত ত অবস্থা মন্দ গেছে,—আপনি তার একজন অতি আত্মীয়—খেতে পায় না,—দিন চলে না, এমনও গেছে, কিন্তু কোন দিন আপনার দ্বারস্থ হয়েছে;—সে কথা দূরে থা'ক,—এ পর্য্যন্ত আপনি চতুর্গুণ দাম দিতে চাহিলেন, বড় পুষ্করণীর অংশ নিতে পাল্লেন।

শ্রীনি। তাতে এতে অনেক তফাৎ;—বিশ্বনাথ আর উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন,—মণিলাল বিদায় চাহিলেন,—শ্রীনিবাস কোচমানকে গাড়ী তৈয়ার করিতে বলিয়া মণিলালকে বলিলেন " কল্য আমরা তিনজনে একত্রে রূপ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে যাবো; মণিলাল সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাইতি।

আজি অমাবশ্যার রাত্রি—অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে;—তায় শীতকাল—রাত্রি দেড় প্রহরের আমলেই পৃথিবী নীরব,—চারিদিক নিস্তব্ধ;—রাত্রি সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। প্রখর শীতের প্রভাবে আকাশে তারকাকুল যেন নিশ্চল;—গ্রাম, পল্লী, নগরাদি জনস্থান নৈশ বাষ্পোদ্গমে ঘনতর অন্ধকারময়;—কোলের মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয় না;—পশুগণ নড়ে চড়ে না, যে যেখানে সে সেখানে রহিয়াছে;—পক্ষী পক্ষপুট সঞ্চালন করে না;—সকলেই শীতভীত। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে না,—পাতা নড়ে না;—বায়ু বহে না,—পৃথিবী যেন মরা;—

কোননগরের পশ্চিম দিকের মাঠে একটী পুষ্কর্ণী,—তাহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন,—দিবাভাগে সেখানে মনুষ্যের গতি-

বিধি থাকে না;—কিন্তু এ ঘোর নিশীথে সেই পুষ্করীর জলসংলগ্ন ভূমিতে প্রায় ৩০।৪০ জন লোক নীরব, নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট,—মধ্যস্থলে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি,—ভল্লুক, বরাহ, শার্দ্দূলাদি পশুবেষ্টিত পশুরাজের ন্যায়,—মহাকায় হস্তী বেষ্টিত যূথপতির ন্যায়,—অথবা বিন্ধ্যাদি অচল মধ্যগত নগাধিরাজের ন্যায় গোবর্দ্ধন নিমীলিত নেত্রে বক্ষঃস্থলে করপুট সংস্থাপন করিয়া নিস্তব্ধ;—সম্মুখে সদ্যরচিত চামুণ্ডামূর্ত্তি,—গোবর্দ্ধনের বদনে অবগুণ্ঠন, ললাটে সিন্দুর, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার,—পরিবেষ্টী ব্যক্তিগণও তদ্রূপে নীরব;—শ্বাস পতন শব্দও অনুভূত হইবার নহে। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন "কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররিকুল ভয়দাং" ইত্যাদি ধ্যানে, চামুণ্ডার পূজা করিল। পূজা সমাপনান্তে "শুভ" এই কথাটী উচ্চারণ করিয়া সকলকেই এক একটী দেবীনির্ম্মাল্য দিল;—ভক্তি সহকারে নির্ম্মাল্য লইয়া তাহারা আপনাপন মস্তকে স্থাপন করিয়া প্রণত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী কলসে দেবীর নিবেদিত সুরা ছিল, সকলকেই তিন পাত্র করিয়া দিয়া গোবর্দ্ধন আপনি তিন পাত্র পান করিল;—সুরা পানান্তে সকলের দিকে চাহিয়া বলিল "শ্রীনিবাস মুখুয্যের কপাল ভালো?"—সমস্বরে উত্তর হইল "শ্রীনিবাস মুখুয্যের কপাল ভাঙলো।" তাহার পর সকলেই কটিবন্ধন করিয়া অস্ত্র লইল,—গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করিয়া "জয় কালী" বলিয়া ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কোন পশু রব করিল না,—পক্ষী ডাকিল না,—মনুষ্যের রব, বালকের ক্রন্দন কিছুই শুনা গেল না,—বিঘ্ন বিপত্তি কিছুই রহিল না;—তখন সকলে কোন্নগর গ্রামে প্রবেশ করিল,—শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায়ের বাটী ঘেরিল,—সদর দরজায় আঘাত পড়িল,—সেই আঘাত শব্দে গৃহস্থ এবং প্রতিবাসীরা জাগিল; দরজার কপাট ভাঙ্গিল,—গোবর্দ্ধন সদলে বাটী প্রবেশ করিল;—মশাল জ্বালিয়া বহির্দ্দিকে অনুচরেরা ঢাল, শড়কী, লাঠী, তলয়ার লইয়া খেলিতে লাগিল;—প্রতিবেশীরা আপনাপন ঘরের ছাদের উপর হইতে ইট ছুড়িতে, অস্ত্র ফেলিতে লাগিল,—ডাকাইতদের লাঠিতে ঠেকিয়া সে সকল ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদিগকেই আঘাত করিল,—প্রতিবাসীদিগের মধ্যে দিগম্বর বাবুর বাটীতে বর্দ্ধমানের চুয়াড় হারা সর্দ্দার ছিল সে আপন মনিবের কাছে বড় বড়াই করিত, তাহার পরীক্ষার সময় আসিল;—মনিবের অনুরোধে সে অগ্রসর হইল;—মোহাড়া রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে যে চারিজন শড়কীওলা মাটীতে পড়িয়াছিল, তাহাদিগের একজনের হাতে সে গাঁথা গেল;—হারা সেই খানে পড়িল।—দেখিয়া সকলেই হটিল।

গোবর্দ্ধন বাটী প্রবেশ করিয়া অন্দরে গেল;—বাটীর উঠানে একখান চৌকী পড়িয়াছিল তাহাতে বসিল;—অনুচরেরা বৈটকখানা, অন্দরের প্রত্যেক গৃহে,

Y/9 1572 BL 3795 — 1585

প্রত্যেক উপগৃহে দৌড়াদৌড়ি; ছুটাছুটী করিতে লাগিল যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছে, শেষে শ্রীনিবাসকে বাঁধিল; অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল; তহবিলের চাবি চাহিল, কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীনিবাস চাবি কাটী ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া দস্যুদের পদতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, শ্রীনিবাস পলাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপরাপর গৃহে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল; কেহ বা শয্যায় মুখ লুকাইলেন, বাহিরে, ভিতরে বিকট চীৎকার শব্দ; সেই শব্দ যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল যেন তাহারই প্রাণে আঘাত করিল, তাহাকেই জড়শড় করিল; দস্যুরা বাক্স, সিন্দুক ভাঙ্গিল, সোনা রূপার গহনা যেখানে যাহা ছিল লইল, শাল জামিয়ার, রুমাল, বনাত, যাহা পাইল সমস্ত লুণ্ঠন করিল, সোনা রূপা বলিতে আর কিছু রাখিল না,—কেবল স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গে যা দুই এক খান ছিল, তাহাও অনেকে ভয়ে অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। বাহির বাড়ীর বৈটকখানায় বিশ্বনাথ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন, নিদ্রার ঘোরে অভ্যাসমত দুই একটা কটুকথাণ বলিতে ছিলেন, বিলক্ষণ লাঠীর গুঁতা খাইলেন; এইরূপে যে রুকিল সেই কিছু কিছু পাইল। বোবার শত্রু নাই, তাহাদিগের উপর কোন অত্যাচার হইল না। শব্দ হইল "জাল গুটাও," দুই মিনিট মধ্যে আর সে চীৎকার নাই; সে সকল লোকজন নাই, যেন বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল। কোন শাড়া শব্দ নাই; গৃহস্থ চেতনা রহিত যে যেখানে, সে সেখানে পড়িয়া রহিল।

ক্রমে প্রতিবাসীরা আসিয়া 'হায়হুতাশ' করিতে লাগিল; কেহ বাড়ীর মধ্যে গিয়া শ্রীনিবাসকে তুলিল, কেহ বৈটকখানায়, কেহ অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিয়া জিনিস পত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল; কেহ বা মালখানায় গিয়া নগদ টাকার অন্বেষণ করিতে লাগিল, যে যে ঘরে প্রবেশ করিল তাহাই শূন্য দেখিল, ঘরে পিতল কাঁসার জিনিষপত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীনিবাস চেতনা পাইলেন, অনেকক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় থাকিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না, ইহাতে সকলেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিল, যদি কোথাও কোন আঘাত পাইয়া থাকেন; পরীক্ষায় তাহার কিছুই দেখা গেল না। অনেক ক্ষণের পর তিনি কথা কহিলেন, আপনার অদৃষ্টকে ও সেই সঙ্গে বিধাতাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; সংসারের লোকের এই একটি মহৎ দোষ, যেখানে অদৃষ্টলাঞ্ছনা সেই খানেই বিধিগঞ্জনা।

যাঁহারা অদৃষ্ট মানেন, তাঁহারাই বিধাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, দ্রব্য থাকিলেই তাহার রচয়িতা আছে, কার্য্য থাকিলেই

কারণ আছে সৃষ্টি থাকিলেই স্রষ্টা আছে একথা স্বতঃসিদ্ধ, ঘট আছে কুম্ভকার নাই, এ চিন্তা মনেই আইসে না। সুতরাং শ্রীনিবাসের যখন অদৃষ্টে বিশ্বাস আছে, তখন সেই অদৃষ্টকর্ত্তা বিধাতায় বিশ্বাস আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্মগুণে সুখ্যাতি কুখ্যাতি ; মনুষ্যের শুভাদৃষ্টে বিধাতা সুখ্যাতি এবং তদ্বিপরীতে কুখ্যাতি ভাজন হইবেন, ইহা স্থির। এখন শ্রীনিবাসের অদৃষ্টের দুঃখ-লিপি বাহির হইয়া পড়িল সুতরাং বিধাতা চশমনামাইয়ের উপযুক্ত ;—তাহাই হইতে ছিল।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের অধিকাংশ লোক আসিয়া শ্রীনিবাসের বাটীতে পৌছিল, কেবল যাঁহারা রাত্রিকালে ঘরের বাহির হইতে হইলে সহধর্ম্মিনীর সহায়তা আবশ্যক করেন তাঁহারাই এ ঘোর নিশীথে আসিলেন না, অন্য পক্ষে, সকলেই দেখা দিলেন, শ্রীনিবাসের দুঃখে সহানুভূতি করিলেন। আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা হামরাও হইয়া অপহৃত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; বাটীর বাহিরে চৌকিদার আসিয়া এই বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল সে না থাকিলে গৃহস্থের ইষ্টক পর্য্যন্ত থাকিত না ; তাহার আগমনেই সকলে ফেরার দুর্ভাগ্য বশতঃ সময়ে সে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই।

তালিকা দৃষ্টে জানা গেল নগদ গহনা পত্রে প্রায় বিশ হাজার টাকা গিয়াছে, রূপার গোল চাকতি মাত্র রাখে নাই, দশটাকার কারেন্সী নোট খানি পর্য্যন্ত নাই, কেবল যে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল তাহাই রুমালে বাঁধা, আভরণচেষ্টের একপাশে পড়িয়া আছে। শ্রীনিবাস দেখিয়া শুনিয়া দমিয়া গেলেন ; মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না ; ঘন ঘন তামাকু খান, আর বসিয়া ভাবেন, গৃহিনী চেতনা পাইয়া সান্ত্বনা করেন, গৃহিনীর সান্ত্বনা অনেকটা কাজে আসিল ; উভয়ে প্রদীপ লইয়া লক্ষ্মীপূজার ঘরে গিয়া দেখেন লক্ষ্মীর হাঁড়িতে "রামচন্দ্রী" মোহর নাই ; ধানগুলি ছড়ান ; অন্যান্য সরঞ্জাম হেথা সেথা পড়িয়া আছে, রামচন্দ্রী মোহরটী কোথাও পাওয়া গেল না। উভয়েই লক্ষ্মীর হাঁড়ির উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন, হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল ; সে আঘাত অনুভবই হইল না।

শ্রীনিবাস কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, মাতামহাশ্রয়ে বাস করিতেন, তাঁহার মাতামহদিগের অবস্থা তত ভাল ছিল না, এজন্য কষ্টে সৃষ্টে লেখা পড়া শিখিয়া বড় হইয়া বিষয় কাজ করিতে আরম্ভ করিলে এক দিন এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের সহধর্ম্মিণী দেব, দ্বিজ, অতিথি অভ্যাগতে বরাবর বড় ভক্তিমতী ; সন্ন্যাসী শ্রীনিবাস পত্নীর সুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া একটী "রামচন্দ্রী" মোহর দিয়া বলিয়া যান, যতদিন সেই মোহর তাঁহার ভাণ্ডারে

থাকিবে ততদিন কমলা তাঁহার ঘরে অচলা থাকিবেন। সেই হইতে শ্রীনিবাসের সৌভাগ্যের সূত্রপাত; তাই তিনি অতি যত্ন সহকারে মোহরটীকে একটী সুবর্ণের কৌটা মধ্যে লক্ষ্মীর সহিত রক্ষা ও পূজা করিতেন। আমাদিগের দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহার ঘরে রামচন্দ্রী মোহর থাকে, সে কখন কষ্ট পায় না। বিশহাজার টাকার ক্ষতি এক দিকে, অপর দিকে রামচন্দ্রী মোহরের ক্ষতি অতিশয় গুরু বলিয়া ব্রাহ্মণদম্পতীর মনে হইতে লাগিল। মোহরে তাঁহাদিগের এত দূর বিশ্বাস যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও মোহর থাকিলে ভাল হইত। পরিবৃত বান্ধব মণ্ডলী নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; বিপদের রাত্রি স্বভাবতঃই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে আবার শীতকালের রাত্রি, যাই যাই করিয়া যায় না; পূর্ব্বদিকের আকাশে শুকতারা উঠিয়াছে; কিন্তু আকাশে ঊষার আলোক তখনও দেখা যায় না, এমন সময় পুলিশ আসিল; ফাঁড়ির জমাদার সঙ্গে বরকন্দাজ, কতকগুলা চৌকীদার আসিয়া হো হা করিতে লাগিল, কোন্ দিক্ দিয়া গেল, কোথায় গেল, 'দেখ দেখ' করিতে সকাল হইল, থানা হইতে দারগা আসিয়া পৌঁছিল; সরেজমিনের অবস্থা, আলামত দেখিতে দেখিতে আকাশে সূর্য্য উঠিল, প্রত্যেক বাক্স, প্রত্যেক সিন্দুক, প্রত্যেক তালা দেখিতে দেখিতে, সে গুলি কি অস্ত্রে, কেমন করিয়া ভাঙ্গিল, মনে মনে বিচার করিতে তাঁহার অনেক সময় গেল; তাহার পর কোন দিক্ হইতে ডাকাইতগণ আসিল, কোথাকার লোক, কেমন করিয়া সন্ধান পাইল, এ সকল ভাবিতে ভাবিতে দারগার মথা গরম হইয়া গেল; অনন্তর বাহিরে আসিবার পর চৌকীদারকে উত্তম মধ্যম চলিতে লাগিল। চৌকীদার অনেক দোহাই দস্তর পাড়িল, অনেক কাটান দিল, কিছুই গ্রাহ্য হইল না। শেষে তাহার গুরুতর অপরাধ সাবস্ত্য হইল, ঘটনার সময় কেননা সংবাদ দিল। বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ধর্ম্মাবতার, ডাকাইতীর গোল মাল শুনিয়াই ফাঁড়ীতে গিয়া সংবাদ দি, জমাদার মহাশয় তখন ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর রশুইয়ে বামুন জাগাতে বারণ কল্লে, আমি না শুনিয়া তাঁকে জাগালেম, তিনি আমাকে তামাকু সাজতে বল্লেন, আমি তামাকু সেজে খাওয়াই, তার পর তিনি কাপড় চোপড় পরে বাহির হন; যখন ফাঁড়ি থেকে উর্দ্ধশ্বাসে চলে আসি, জমাদার মশায় বল্লেন বেটা, আস্তে যা পড়ে মরবি যে" জমাদার মশায়ের এ কথায় আমি তাঁর সঙ্গে ধীরি সুস্থে এসে দেখি তখন সব চুকে গেছে; ফাঁড়ীতে যাবার সময় আমি মন্দো সর্দ্দারকে দিয়ে হুজুরকে সংবাদ দি। চৌকীদারের উপর তম্বি কমিল এখন হুকুম হলো যে গতিকে হয় তাহাকে ডাকাইতীর সুরাগ দিতে হইবে। চৌকীদার নিশ্বাস ফেলিয়া

বাঁচিল, এখন হকিয়তে পড়িল।

তাহার পর দারগা মহাশয় কাগজ কলম লইয়া আসল কাজে মন দিলেন শ্রীনিবাসের এজেহার লইলেন; অপহৃত মালের তালিকা চাহিলেন, মালের তালিকা পূর্ব্ব হইতেই করা ছিল, তাহাই দাখিল হইল, দারগা দেখিয়া বলিলেন "আপনার জ্ঞান বিশ্বাসমতে বল্‌চেন, এই সকল জিনিষ চুরি গেছে ?

শ্রীনি। হাঁ

দার। এর প্রচুর প্রমাণ আছে ?

শ্রীনি। আছে বই কি।

দার। আপনার এই সমস্ত বিষয়ের কোন অংশীদার, বা উত্তরাধিকারী স্বত্বে কাহার দাবী আছে ?

শ্রীনি। এ সমস্ত বিষয় আশয় বাড়ী ঘর আমার স্বোপার্জ্জিত; উত্তরাধিকারী বল্‌তে আমার এক পুত্র, আরত কেহ নাই;

দার। তা বল্‌চিনা, ভাইপো, ভাগিনেয়, এমনতর কেহ, যারা আপনার বিষয়ে দাবী করে ?

শ্রীনি। না—এমন কেহ নাই;

দার। আপনার কাছে কারো গচ্ছিত কোন সম্পত্তি—বিষয় আশয় ছিল ?

শ্রীনি। কারো না;

দার। বিষয় কর্ম্ম কি করেন ?

শ্রীনি। জমিদারী, আর কণ্ট্রাক্ট।

দার। ব্যবসায় কোন অংশী আছে ?

শ্রীনি। কেউ না।

দার। কারো টাকা ধারেন ?

শ্রীনি। লোককে ধার দি;

দার। দেখবেন হলফ নিয়েছেন, এ সকল কথার তঞ্চক হলে বিপদে পড়বেন।

শ্রীনি। তঞ্চক হ'লে অবশ্য বিপদের আশঙ্কা আছে; আর তঞ্চকের কোন কারণও নাই।

দার। তাই বল্‌চি সাবধান, এক জনকে বঞ্চনা কর্ত্তে গিয়ে যেন আবার আপনাকে বিপদে পড়তে না হয়।

এই কথায় শ্রীনিবাসের একটু রাগ হইল, কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, নতুবা দারগা সমুচিত উত্তর পাইতেন। বিপদকালে বিবাদ পরিহার্য্য; এ জন্য তিনি চুপ করিয়া থাকিলেন। দারগা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার উপর সোভা সন্দেহ হয় ?"

শ্রীনি। "দেবী" বাগ্দী নামে আমার একজন পাইক ছিল, সে রাত্রি অবধি গর হাজির আছে, তার যোগে হয়েছে বোধ হয়।

দার। তার বাড়ী কোথায় ?

শ্রীনি। পাত্রসায়ের সোনামুখা—বর্দ্ধমান জেলায়।

দার। সে কত দিনের চাকর ?

শ্রীনি। দশ পনর দিনের !

দার। তার বাড়ী ঘর কেহ চিনে ?

শ্রীনি। না।

এইরূপে ঘটনা সম্বন্ধে অনেক সোজা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া দারগা মহাশয় মালের

ফর্দ্দ লইয়া পড়িলেন, তালিকার সর্ব্বাগ্রেই লেখা আছে একছড়া সোণার চিক ওজন ৮ ভরি মূল্য ১৬০৲ টাকা; দারগা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি নূতন বেলায় ১৬০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন, এখন মূল্য কত?"

শ্রীনি। এখনও তাই তবে "বাণি" বাদ দিলে ১৪৪৲ টাকা হয়।

দার। এইরূপ দাম্ ধর্‌লে চল্‌বেনা, সোণার ভরি আমরা ৮৲ টাকার অধিক ধরি না, সে হিসাবে ৬৪৲ টাকা।

শ্রীনি। তবে ফর্দ্দে আমার খরিদা মূল্য ও আপনাদের পুলিসের—মূল্য বলিয়া লিখুন;

দার। তা কি হ'তে পারে।

শ্রীনি। এদিকে বল্‌চি পাকা সোণার গড়ন আর ৮৲ টাকা দাম্ ধর্‌লে চল্‌বে কেন?

দার। পাকা সোণা বল্লেও চল্‌বে না;

শ্রীনি। তবে আর সে সকল জিনিষের প্রমাণ কেমন ক'রে ঠিক দিতে পার্‌বো?

এই কথায় দারগা একটু হাসিয়া বলিলেন "সে ত আমার হাত, তা'তে আটক হবে না, এখন ইশ্বর ইচ্ছায় আপনার জিনিষ গুলির কিনারাই আগে হউক।"

শ্রীনি। সে সকল কথা আপনি জানেন এর পর মোকর্দ্দমা না এরি জন্যে থাম হয়।

দার। তা কি হয়!

দারগা নানান্ রকমে ইষ্টসিদ্ধি করিলেন, দশহাজার টাকার অলঙ্কারই ছিল, কিন্তু দার্‌গার হিসাবে ৬ হাজারে আসিয়া দাঁড়াইল। রোক দুই হাজার টাকা ছিল;— তালিকায় দৃষ্টিপাত করিয়া দারগা বলিলেন "সমস্তই বিবিমুখো টাকা?" ইচ্ছা টাকার হিসাবে এক আনা করিয়া বাটা বাদ দেন, কিন্তু সে এক আনা আস্‌লেই ফাক;— চোরে চুরি করে নাই; সে এক আনার ফাক দেখাইতে গেলে দারগা আপনিই ফাকে পড়িবেন। ষোল আনা বজায় রাখিয়া যে এক আনা সরাইয়াছে তাহার সহিত চোর ডাকাইতের তুলনা হয় না।— তাহারা অনেক তফাতে থাকে। করেন্সী নোটে ৫ হাজার টাকা ছিল, তাহার ত বাটা বাদ দিলে কিছুই থাকে না। সুতরাং তাহাও কমিল না, যা কমিল শ্রীনিবাসের— তাহার পর রিপোর্ট লিখিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব যথারীতি একবার দেখা দিলেন। গৌরচন্দ্রিমা চুকিয়া গেল;— তদারক চলিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দাগী।

শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক; তাঁহার বিষয় সম্পত্তি যে রূপ, রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্তও তদ্রূপ,—তাঁহার বাটীতে যখন ডাকাইতী হইয়া বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি চুরি গেল, তখন অন্যান্য লোকের ধন প্রাণ কেমন করিয়া নিরাপদ বিবেচনা করা যায়। পাড়া প্রতিবাসীরা দারগা, মাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্ব্বন্ধ সহকারে জানাইল, এ ডাকাইতীর কিনারা না হইলে বড় বিষম দায়, সকলেই আপনাপন জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ডাকাইত গ্রেপ্তারের জন্য দারগাকে পরামর্শ দিলেন; দারগা হাজার হউক, আপনাকে এ সকল কর্ম্মে পৃথিবীর যাবতীয় লোক অপেক্ষা দূরদর্শী বলিয়া জানেন, তিনি সে সকল কথায় বড় কান দিলেন না; দস্তর মত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন্ নগর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের যত দাগী সকলকেই "পাকড়াও" করিয়া তাহাদিগের গৃহ তল্লাশাদি বিবিধ নিগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন, এবং তাহাদিগকে সরেজমিনে আনিয়া বসাইলেন।

জানিনা, আমাদের পাঠকবর্গ, "দাগী" বুঝেন কি না; লাউ কুমড়া, শশা তরমুজ, আঁব কাঁঠাল সকল ফল দাগী বলিয়া শুনিয়া থাকিবেন, দাগী ফল খাইতে ভাল লাগে না, দাগী কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না;—এ জন্য ইচ্ছা করিয়া কেহ তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে চায়না। ঘর দাগী হইলে, অর্থাৎ চাল ভাঙ্গিলে, দেওয়াল ফাটিলে তাহাতে বাস করিতে সাহস হয় না। দাগী দুই রকম; এক রকম চলিয়া যায়, এক রকম চলে না, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইলে ব্যবহারে আসে না; এ জন্য দাগী ফলের দাগ বাদ দিয়া খাওয়া যায়; দাগী কাপড়ের দাগ বাদ দিয়া পরা যায়, দাগী ঘর দাগরাজী করিয়া তাহাতে বাস করা যায়। "কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী" মানুষের সহিত ফলের তুলনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সংসারে মানুষও দাগী দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল মন্দ দুই রকম ফলই দাগী থাকে, কাঁচামিঠা আঁব পাকিলে তাহাতে প্রায়ই পোকা হয়, খোসায় দাগ ধরে, একবারে খাদ্যের অযোগ্যও হয়; সুমিষ্ট আঁবকে পরিপক্ক হইয়াও দাগী হইতে দেখা যায়। আবার টোকো আঁবও বেদাগ থাকিলে চলিয়া যায়;

দরে বিক্রয় হয়, আদরে ভোক্তার পাতে প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আঁব কাঁঠালের দিনে লেখককে তাঁহার কোন বন্ধু যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন' আহারের সময় বন্ধু নিকটে বসিয়া নিজে বাছিয়া বাছিয়া ভাল আঁব পরিবেশন করেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় সকল গুলিই "টোকো" রসনায় স্থান পাইল না।

বন্ধু "এইটা এইটা " করিয়া জেদ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ অপ্রতিভও হইলেন, শেষে একটী দাগী আঁব কাটিয়া পাতে দিলেন, এইবার তিনি জিতিলেন, দাগী বাহবা পাইল,—পাঁচ, সাত দশটী করিয়া লেখক সকল গুলিকেই উদরে আশ্রয় দিলেন, দাগীর গুণ দুই বন্ধুতেই বুঝিয়া লইলেন। ভবের বাজারে বহির্দৃশ্যেই মনুষ্য ফল কেনা বেচা হয়, দাগীর আদর কোথাও নাই। দাগী হইলেই সকল দিকে অকর্ম্মণ্য একথা অনেকে জানেন। পাঠক, "টোকো" হও "মেঠ" হও কদাপি দাগী হইও না ; দাগী হওয়া বিষম দায় ; পরীক্ষা না দিলে দাগীর দাগ যায় না ; কলঙ্ক কিছুতেই ঘোচেনা ; তুমি হাজার মিষ্ট মধুর হইলেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দাগে তোমাকে মাটী করিতে পারে ; বাজারে তোমার দর থাকিবে না ; তোমাকে কেহ বিনা মূল্যেও কিনিতে চাহিবে না ; মাটীর দর আছে তথাপি তোমার দর থাকিবে না ;—ভবের বাজারে তুমি বসিয়া বসিয়া মাড়া মাড়ী যাইবে, যে দিকে বাতাস বহিবে তোমার দুর্গন্ধে আকাশ ছাইবে। তখন তোমার মনুষ্য জন্ম বিফল হইবে। টোকো ফল দাগী হয় তায় তত আপশোষ হয় না, টোকোর আদর কখনও নাই, আজি ও নাই, কালিও নাই ; আবার বেদাগ হইয়া কত টোকোও মেঠোর সঙ্গে চলিয়া যায়, কিন্তু কত মিঠা ফল হক্ না হক্ দাগী হয় এই আক্ষেপ ; এই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে টোকো মেঠো অনেক দাগীই আছেন ;—ধর্ম্মাধিকরণে মোহন্ত দাগী ; রাজনৈতিক আন্দোলনে সুরেন্দ্র নাথ দাগী ; প্রজাপীড়নে মুখোপাধ্যায় জমিদার দাগী ; হিন্দু সমাজে বিলাত প্রত্যাগত দাগী ; জালিয়াতে নন্দকুমার দাগী ; বিজাতীয় ঈর্ষায় রামজী, টেলার দাগী ; টোকো হইয়াও ওয়েব, ফ্রান্সিস্ বেদাগ ; কাজেই আজি দারগা মহাশয়ের কাছে দাগা ধরা পড়িল ; বেদাগের গায়ে হাতও পড়িল না। দাগীদিগের মধ্যে আজি কান্নাহাটী ; যাহারা নিত্য আনিয়া নিত্য খায়, তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার অনশনে হাহাকার করিতে লাগিল ; গৃহিণী বিষাদমলিনা, শিশুরা রোরুদ্যমান ; বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না ;—গৃহিণী ভগ্নহৃদয়ে এ বাড়ী সে বাড়ী ফিরিতেছে, তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য লালায়িত। —প্রতিবাসীরা সকলেই আপনার স্বার্থ বজায়ে সতর্ক ; গৃহস্থের উপস্থিত বিপদে ঋণ পুনঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশা অল্প দেখিয়া

সকলেই আপনাপন অভাব জানাইল;—গৃহিণী চক্ষে জল লইয়া বাড়ী ফিরিল;—বাড়ী তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল,—তাহার সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই ঘরকন্না, সেই সূর্য্য, সেই আলোক, সেই সব; কিন্তু তবু যেন আঁধার ময়! শিশুরা আশায় বসিয়াছিল, ছোটগুলি বিলম্ব দেখিয়া কাঁদিতে ছিল, বড় গুলি তাহাদিগকে থামাইতে ছিল; শেষে থামাইতে না পারিয়া তাহাদের কান্নায় আপনারাও মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে ছিল। জননীকে শূন্যহস্তে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদের ক্ষুধা বাড়িল;—পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাঁদিল; গৃহিণী তখন ভাঙ্গিয়াপড়া বিপদের আকাশ মাথায় লইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে বসিল। কিন্তু কি দিয়া সান্ত্বনা করিবে, কেমন করিয়া তাহাদিগের কান্না থামাইবে এই ভাবনাতেই আকুল, তাহার উপর আবার স্বামীর অদৃষ্ট-চিন্তা, গৃহিণী কাঁদিল,—চক্ষে জল দেখিলাম না, সভার বক্ষঃস্থলের তলা হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল,—সেই নিশ্বাস "হে ভগবান্! এই মাত্র দুইটী কথা লইয়া বাহির হইল, সেই দুইটী কথা যেন তাহার মনের সমস্ত কথা বলিয়া দিল। শিশুগুলি মাতার ছল্ ছল্ চক্ষের দিকে চাহিয়া কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিল, তাহাদিগের অশ্রুজলে আধভিজা মুখগুলি না কাঁদিয়া জননীকে কাঁদাইল। জননী তাহাদিগের সকলের মুখে এক একটী চুম্বন দিয়া একে একে সকলকে বক্ষে লইল; তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাতেই গেল, পরিশেষে জল খাবার ঘটীটী লইয়া বাহির হইল।

যে সকল দাগীর ঘরে অন্ন সংস্থান আছে, তাহাদের ঘরে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত, অপোগণ্ড শিশু যাহারা গৃহস্থের সুখ দুঃখ, বিপদ আপদ বুঝে না, কেবল আপনার উদরের বিষয়টাই ভাল করিয়া বুঝে; তাহারা উদরে অন্ন দিয়া প্রতিবাসীদের বাড়ীতে খেলা করিতেছে, গৃহিণী রাঁধা ভাত ঢাকা দিয়া পটেলেখা ছবির মত বসিয়া কি ভাবিতেছে, নিবিষ্ট মনে যেন হৃদয়ের ভিতর কোন জিনিষ খুজিতেছে,—খুজিতে খুজিতে না পাইয়া গভীর হইতে গভীর প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে, চলিয়া গিয়াও যেন থই পাইতেছে না। ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার বাহ্য পদার্থে এধারে ও ধারে চারিদিকে চক্ষুকে লইয়া হারাণ জিনিষের মত কোন সামগ্রী খুজিতেছে।

পাঠক, পুলিশের হাতে দাগীর দুর্গতি, দাগার বিড়ম্বনা, দাগীর পরিবারের যন্ত্রণা দেখুন, এখন সামাল সামাল পড়িয়াছে, সাবধান! দাগা, বেদাগা সকলেই সাবধান!! সহর, মফঃস্বল পল্লীগ্রামের সকল পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া বেদাগ থাকা কঠিন নহে, সে কেবল যত্ন, সতর্কতা, এবং চতুরের কাজ কিন্তু নিখিল বিশ্বরাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার যাঁহার উপর,—ধনী, মহাজন, দরিদ্র, দীনহীন যাঁহার নিকট সমান, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মণ সুবর্ণ,

রাশি রাশি রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার, সংসারের মহার্হ ধনের উৎকোচ যাঁহার মনকে টলাইতে পারে না, হিন্দুর কুম্‌কুম্ কস্তুরি, চুয়াচন্দনচর্চ্চিত মন্দার কুসুম, মেষ মহিষ, ছাগাদি বলি, ষোড়শোপচার পূজা; নিরাকার ব্রহ্মবাদীর সভক্তি মানসোপচারের প্রীতি উপহার; খৃষ্টানের পাপভার; অরণ্য চারী বর্ব্বর জাতির অমার্জ্জিত মনের ভাল বাসা; সকলই যাঁহার সমান; বারিধি গর্ভ, পর্ব্বত কন্দর, নিবিড় অরণ্য, এবং অমানিশার অন্ধকার অপেক্ষাও অন্ধকারময় মানব মনের গুহ্যতম প্রদেশে যাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি চলে, অপরাধ ঘটনার অনুসন্ধান জন্য যাঁহাকে ডিটেক্টিভ(detective)রাখিতে হয় না; অপরাধী গ্রেপ্তার করিবার জন্য যাঁহাকে এ দেশ সে দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না; যাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া অপরাধীর পলাইবার আর স্থান নাই; মরণেও যাঁহার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই; যাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিচারালয় নাই; যাঁহার বিচার প্রাপ্তির সংশয়চ্ছেদ জন্য জুরীর প্রথা (Jury system)নাই; যিনি চিফ্ জষ্টিশের চিফ্ জষ্টিশ; যাঁহার বিচারে আপীল নাই তাঁহার নিকট দাগী বেদাগী কাহার এড়াইবার উপায় নাই। এই সংসারই তাঁহার বিচারালয়, এই সংসারই তাঁহার শাসনালয়, এই সংসারই তাঁহার পুরস্কারাগার,—উকিল ব্যারিষ্টারের আয়োজনে, অসম্পন্ন ব্যবহার শাস্ত্রের কূট তর্কে, বা অর্থের বলে মনুষ্যকে ফাকি দি,—কিন্তু তাঁহার নিকট উকিলে ব্যারিষ্টারের চাতুরী খাটেনা,—তাঁহার আইন অভ্রান্ত, অতি বিশুদ্ধ,—তাহার উপর তর্ক চলেনা, অতর্কিত রূপে সকলই সিদ্ধ। অতএব সাধু সাবধান—অসাধু সাবধান।

দারগা সাহেবের হস্তে দাগীদিগের নিগ্রহ চলিতে লাগিল। এ সকল দাগী যে চুরী ডাকাইতীর এ কথা আর বিশেষ করিয়া পাঠকদিগকে বলাই বাহুল্য;—তাহাদিগের গৃহতল্লাস দুই তিন দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমানে এক জমাদার রওনা হইলেন,—উদ্দেশ্য, পাত্রসায়ের সোণামুখী প্রভৃতি স্থানে "দেবী" সর্দ্দারের অনুসন্ধান করিতে হইবে। মাঝে মাঝে এক এক দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বারোহণে বৈকাল ভ্রমণকালে আসিয়া দারগার উপর তম্বী করেন,—আর চলিয়া যান। তাহাতেই তাঁহার মোটা বেতনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা হইয়া যায়। এইরূপে কিছু দিন গেল;—আসল কর্ম্মের কিছুই হইল না। শেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিলেন, দারগা সাতদিন মধ্যে ডাকাইত গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে চাকরী হইতে বরতরফ হইবেন। পরওয়ানা পাইয়া—দারগার পেটের ভাত চা'ল হইয়া গেল; এখন তিনি দেখিলেন চাকরীর খাতির ষোল আনা রকমে না রাখিলে আর বজায় থাকেনা। দারগা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন,—যেমন তেমন করিয়া ডাকাইতীর কিনারা করিতে হইবে। পাত্রসায়ের অঞ্চল হইতে জমাদার ফিরিয়া

আসিয়া তাহার পণ্ড-শ্রমের রিপোর্ট দিল! কোন দিকেই কোন আশা নাই,—দারগার উপর পরওয়ানারূপী পাপোষ সদর আপিশ হইতে দুই তিন দিন অন্তর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল;—দারগা তাহা পিঠ পাতিয়া সহ্য করিতে লাগিলেন—দারগাগিরি যায় আর থাকেনা,—যেনতেন প্রকারেণ মাল, আসামী, একরার,—না হয় অন্ততঃ মাল আসামী পাইতেই হইবে,—ইহার একটা উপায় চিন্তা চাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

বড় অধিক দিনের কথা নয়, এ জন্য পাঠক, বসন্তকুমারকে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না;—তিনি অনুপ বাবুর সহিত মেদিনীপুর পৌঁছিয়া সে দিনটী একজন বন্ধুর বাসায় থাকিয়া পরদিন বিলাসপুরে গিয়া কাজ আরম্ভ করেন; সে কালের পল্লীগ্রামের স্কুল তাহাতে আবার নূতন,—ছাত্রসংখ্যা বড় কম,—তখন পাড়া গ্রামের বৃদ্ধদিগের ধারণা ছিল ইংরেজী পড়িলেই আচার ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়,—হিন্দুধর্ম্মে আস্থা থাকেনা, এ জন্য তাঁহারা ছেলেদিগকে আপন ইচ্ছায় স্কুলে দিতেন না। গ্রামে স্কুল হইল, তাহাতে আবার জমিদার তাহার অধ্যক্ষ,—সুতরাং ভয় মিত্রতায় ছেলে দিতে স্বীকার করিতে হইল। অনেকেই দুই একটী করিয়া বাড়ীর সকল ছেলেকেই স্কুলে দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম বসন্তকুমারকে অতি অল্পই শ্রম করিতে হইত। সময়ের বেশী ভাগটা তাঁহাকে জমিদারের বাটীতেই ক্ষেপণ করিতে হইত। যে জমিদারের সংসারে দেওয়ান-জীর বেতন মাসিক ১২৲ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই, সে জমিদার ৫০৲ টাকা বেতন দিয়া একজন ইংরাজীনবিশ মাষ্টার আনিয়াছেন সুতরাং যখন গ্রামের রাধানাথ মণ্ডল, শ্যাম অধিকারী, কাছারীতে খাজনা করিতে আইসে তখন তাহাদিগকে তাহা দেখান আবশ্যক; এ জন্য মাষ্টার মহাশয়কে ১০টা ৪টা ছাড়া প্রাতে, প্রদোষে, রাত্রে প্রায় ত্রিসন্ধ্যাই জমিদারী কাছারীতে

থাকিতে হইত। তাঁহার পক্ষে এইরূপ অবরোধের বেনামীতে থাকা বিষম বিপদ হইয়া উঠিল;—দুই চারি দিন পরে তিনি পড়িবার ওজর করিয়া বাসায় বসিয়া থাকিতেন; তাহার পর একদিন বড় বাবু বলিলেন—"আপনি এখানে বসিয়া বেশ পড়িতে পারেন,—"কাজেই কাছারী যাওয়ার হাত এড়াইতে পারিলেন না। এইরূপে কাছারী যাওয়া আসা করেন, একদিন পথিমধ্যে গ্রামের রামরত্ন স্মৃতিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—ক্রমে বিলক্ষণ আলাপ হইল,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিচয়ে জানিলেন বসন্তকুমার বেশ সংস্কৃত জানেন। বসন্তকুমার পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজে কিছু দিন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পরে ভাল করিয়া একটু ইংরেজী শিখিবার জন্য, বিশেষ কলিকাতার ব্যয় সংকুলান করিতে না পারিয়া, হুগলী কালেজে পড়িয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ হওয়ায় তিনি বসন্তকুমারের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন,—একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। তাহার পর সকাল সন্ধ্যায় বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট থাকিতেন,—সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন,—যে যে গ্রন্থ পড়া না ছিল, পড়িতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় প্রাচীন,—বয়স প্রায় সত্তর বৎসর,—গ্রামে বড় মান্য গণ্য,—শিষ্য সেবক যজমান অনেক, এত-

কিন্তু—দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সুখের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল না। সংসারে আপনি, ব্রাহ্মণী, বিধবা ভগ্নী, আর একটী কন্যা,—কন্যাটীর নাম যোগমায়া,—যোগমায়ার বয়স এখন চৌদ্দ শেষ হইয়া পনরয় পড়িয়াছে,—তিনি অল্পবয়সেই বিধবা,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক মাত্র কন্যা যোগমায়া অতি আদরের, অতি যত্নের ধন। সংসারে আশ্চর্য্য এই যে যাহার আদর বেশী তাহারই অপচয় অগ্রে,—তাই যোগমায়া একমাত্র হইয়া বিধবা। যোগমায়ার বয়স যখন সাত বৎসর তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী কুলীনের ছেলের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন,—কুলীনের ছেলের এ বিষয় বিভব ভোগে আসিল না,—অল্প বয়সেই ছেলেটী মারা গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাধের কুলে পোকা ধরিল। যোগমায়া বাপ মায়ের একমাত্র অপত্য, এজন্য তাঁহারা পাঁচ বৎসর বয়সে কন্যাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে পাঠাইয়া দেন,—বিবাহের পরেও তিনি পাঠশালে লিখিতেন,—কিন্তু বিধবা হইবার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর তাঁহাকে পাঠশালে যাইতে দিতেন না,—আপনি ঘরেই সময়ে সময়ে উপদেশ মূলক অনেক কবিতা ও তাহার ব্যাখ্যা শিখাইতেন। এই সময়েই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে বসন্তকুমারের গতিবিধি হয়। যোগমায়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্ধের নড়ী,—বাটীতে অন্য অবি-

করিতে, উঠিতে বসিতে যোগমায়া। প্রথম দিন কতক যোগমায়া বসন্তকুমারের উপস্থিতিতে পিতার নিকট বড় আসিতেন না। ক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এক আধ দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন,—উপর্য্যুপরি যাতায়াতে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা জমিয়া যাইতে লাগিল। একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন কন্যা যোগমায়াকে বসন্তকুমারের সমক্ষে বাহির হইতে সঙ্কুচিতা দেখিয়া বলিলেন "মা—যোগী,—তুমি মাষ্টার বাবুকে অপর ভেবো না,—ওঁকে আমি পুত্রের মত স্নেহ করি,—তুমিও ওঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে,—উনি অতি সজ্জন,—মনে সঙ্কোচ করো না,—উহাঁকে পর ভেবো—না।" পিতার এই সকল কথা শুনিয়া যোগমায়া দুই একদিন বসন্তকুমারের সাক্ষাতে আসিতে যাইতে স্ত্রীস্বভাব সুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু কালে তাহা রহিল না। একদিন বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের—নিকট কালিদাসপ্রণীত "কুমার সম্ভবে" পার্ব্বতীপরিণয় পাঠ করিতেছিলেন,—যোগমায়া গৃহান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা—শুনিতেছিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যাকে চিনিতে না পারিয়া—বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—"কে ও?" বসন্তকুমার উত্তর করেন "আমাদের যোগমায়া,—" "আমাদের যোগমায়া—" এই কথাটীতে ভট্টাচার্য্য মহাশর এবং যোগমায়া উভয়েরই অন্তঃকরণ বসন্তকুমারের দিকে ধাবিত হইল। তাঁহার বিনয়নম্র স্বরে,—তাঁহার মধুরভাবে, তাঁহাদিগের পিতা পুত্রীর মনও যেন বলিল—"আমাদের বসন্তকুমার——" ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন "বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্য জন্মতাং" কবিতাটীর ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কন্যাকে বলিলেন—"মা—যোগী, শোনবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে কাছে এসে শোন—তায় লজ্জা নাই—মা পার্ব্বতীর স্বামী নিষ্ঠার কথা—একথা শুনা তোমাদের পক্ষে দূষণীয়া নয়।" তাঁহার এই কথায় কন্যা একটু নিকটে আসিয়া আপনা লুকাইয়া দাঁড়াইলেন। কবিতা ব্যাখ্যা শেষ হইলে, তিনি গৃহকর্ম্মে গেলেন। এইরূপে কিছু দিন ; যায়,—অনেক সময় এমন ঘটিত যে বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছেন, তিনি বাটীতে নাই,—কাজেই যোগমায়ার নিকট অনুসন্ধান লেওয়া আবশ্যক হইয়াছে,—যোগমায়া স্মিতমুখে উত্তর দিয়াছেন,—কিন্তু কোন দিন পিতৃপ্রদর্শিত সম্বন্ধে তিনি বসন্তকুমারকে সম্বোধন করিতে পারেন না?—বলিতে গেলে কে যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিত,—মুখ দিয়া সে কথা—বাহির হইত না। মাতা পিতা বা অন্য কাহাকেও বসন্তের কথা বলিতে হইলে যোগমায়া 'উনি' 'তিনি' ইত্যাদি সর্ব্বনামে তাঁহার উল্লেখ করিতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে পিতার অনুরোধে যোগমায়া বসন্তকুমারের

সমক্ষে উপবিষ্ট হইয়া পুঁথি শুনিতে আরম্ভ করিলেন,—বসন্তকুমারের মুখের উপর তাঁহার মুখ ফুটিল,—দুইজনে কথা বার্ত্তা চলিল। সময় সকল জিনিষকেই পুরাতন করিতে পারে,—সকল জিনিষকেই ক্ষয়গ্রস্ত করে,—কেবল পারেনা আলাপ পরিচয়কে,—একদিনের দেখা,—পর দিনের চিনা শুনা,—তিন দিনের চিনা শুনা—চারিদিনের দিন আলাপ,—আলাপে ঘনিষ্ঠতা,—ঘনিষ্ঠতায় বন্ধুতা,—পুরাতনে বন্ধুতার জমাট বাঁধিতে থাকে,—সেই বাঁধুনিতে হৃদয়ে হৃদয় একত্রিত হয়,—প্রাণে প্রাণ মিলিয়া যায়,—একের আঘাত অন্যে প্রতিঘাত হয়,—একের আলোক অন্যের আঁধার বিনষ্ট করে;—একের শৈত্য অন্যের তাপ শীতল করে;—তখন ষোল আনা রকমে উভয়ে হৃদয়ের হৃদয়, মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া যায়।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন বসন্তকুমার রামরত্নের বাটীতে গিয়াছেন,—বাড়ীতে কেহ নাই,—যোগমায়া একাকিনী,—বসন্ত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই যোগমায়াকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"যোগী, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায়?"

যোগী। বাড়ীতে নাই,—এখনি আস্‌বেন্,—

বস। তবে আমি এখন আসি,—

যোগী। একটু থেকে কেন দেখা করে যান না!

বস। না—তুমি ব'লো, যে কল্‌কাতা থেকে খবর পেয়েছি "সংস্কৃত বিদগ্ধ মাধব" ছাপা হ'য়েছে। দুই চার্ দিন মধ্যে পাওয়া—যাবে।

যোগী। আপনি আসেন, আর পরের মত চলে যান,—একদিনও ত বেশী ক্ষণ থাকেন না!

বস। বিশেষ কোন কাজ থাকেনা,—তাই থাকিনা।

যোগী। আ'জ আছে,——আমাকে একটু পড়ান।

বস। এমন সময়টায়?

যোগী। শাস্ত্রালোচনার আবার সময়াসময় কি?

বস। আচ্ছা,—কোন আপত্তি নাই।

এই সকল কথা বার্ত্তার পর বসন্তকুমার যোগমায়াকে পড়াইতে বসিলেন। সে দিন তিনি পড়িবার জন্য "নবনারী" বাহির করিলেন,—পুস্তকখানি খুলিবামাত্র "দময়ন্তী" প্রবন্ধটী বাহির হইল;—তিনি তাহাই পড়িতে লাগিলেন,—পড়িতে পড়িতে বলিলেন "মাষ্টার মহাশয়, কোন্ জিনিষ পেয়েও লোকে জান্‌তে পারে না—?" বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"যোগী; এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন,—এ প্রশ্ন তোমার মনে কেন আসিল?"

যোগী। "দময়ন্তী" পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হ'লো।

বস। "দময়ন্তীতে" তুমি কি এমন কথা পেলে—?

যোগা। সে কথা—আমি বল্‌বো কেন? আপনি আগে বলুন্!

বস। আমার ত বুদ্ধিতে আস্‌চে না—!

যোগা। আপনার বুদ্ধিতে আসেনা, আমার বুদ্ধিতে আস্‌বে?

বস। কোন্ কথাটীতে এ প্রশ্ন তোমার মনে হ'লো, বল্লে—আমি বলে দিতে পারি।

যোগা। "দময়ন্তী তে" ঠিক এমন কোন প্রশ্ন নাই, কিন্তু একটু ভাবলে—তবে মনে আসে।

বস। তুমি কত টুকু পড়্‌লে?

যোগা। "দময়ন্তী প্রেমের"—পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত।"

বস। ভালবাসা?

যোগা। কিসে?

বস। ভালবাসা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না,—

যোগা। কাজে ত প্রকাশ পায়!

বস। সর্ব্বত্র নয়!

যোগা। তবে সে ভালবাসা কিসের?

বস। সে ভালবাসা সৃষ্টির অব্যক্ত এক অতি রমণীয় সামগ্রী,—তাহার সৌন্দর্য্য বিকাশোন্মুখ কুসুমে,—বজ্রবিহীন আশুবর্ষী জলধরে,—ঊষার আলোকাভাসে;—প্রদোষের চন্দ্রিকা রাশিতে,—আর একটী স্থান আছে, তার উল্লেখ কর্‌বোনা,—ফুটন্ত অথচ ফোটেনা,—বড়ই মধুর, বড়ই রমণীয়।

যোগা। সে টী কি বল্‌তে হবে,—

বস। সে তোমার শুনে কাজ নাই—

যোগী। তবে আমাকে শুন্‌তেই হবে ছাড়বো না,—

বস। কামিনীর সস্মিত অধরে!

যোগমায়া মাথা—হেঁট করিলেন,—

যোগী। তার আবার সৌন্দর্য্য থাকে বুঝি,—

বস। থাকে বই কি,—তুমি কেমন করে তা জান্‌বে,—কুসুম যদি আপন সৌরভ আপনি আঘ্রাণ কত্তে পার্‌তো তা হ'লে বায়ুও কি তা'কে বহন কত্তে পেতো?

যোগা। আপনি সকল কথাই হৃদয়ে ফেলে দিয়ে বলেন;—আমার "ভালবাসার" প্রশ্ন ঐখানেই মীমাংসা হ'লো বুঝি?

বস। তার ত জবাব হয়ে গেছে,—

যোগা। আপনি কি ফুটন্ত ফুল ভাল বাসেন না? গ্রীষ্মের পর বারিধারায় শীতলতা পান না? দিবালোক পছন্দ করেন না? না চন্দ্রিকাসাজান রাত্রিকে ভাল দেখেন না?

বস। যোগা, ফুল ফোটে মলিন হয়, বৃষ্টি থামে আবার গরম হয়, প্রভাতের আলোক মধ্যাহ্নে সহ্য হয় না, ঊষায় চন্দ্রিমাই বা—হাসে কই?

যোগী। ভালবাসার কি মলিনতা আছে? না ভালবাসা কখন কারো অসহ্য বা মৌনমুখা হয়?

বস। যোগী, মনে যদি বেদনা না

পাও, তবে——

যোগী। এ মনে কি বেদনা লাগ্‌বার কোন সামগ্রী আছে ?

বস। তবে বলবো না,—

যোগী। না বল্‌তেই—হবে।

বস। দেখ যোগী, ভালবাসা যেমন হাসায় তেম্‌নি কাঁদায়।

যোগী। ভালবাসায় যে হাসে কাঁদে সে ভালবাসেনা বা ভালবাস্‌তে জানেনা। যে ভালবাসায় হাসি বই কান্না নাই সেই ভালবাসা—না হ'লে আর কিসের ভালবাসা ?

বস। তেমন ভাল কয়জন বাসে বা বাস্‌তে জানে ?

যোগী। তাই বলুন্ সকলে ভালবাসতে জানে না। এখন বলুন যে তা জানে, যে ভালবাসে, সে কেন কাঁদে ?

বস। তোমার মীমাংসায় তবে সে ভালবাস্‌তে জানেনা,—

যোগমায়ার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল,—জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"তবে শিখিয়ে দি'ন কি ত্রুটী আছে।" বসন্তকুমার স্বহস্তে যোগমায়ার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া বলিলেন,—"যোগী, তুমিত বালিকা নও—" বলিতে না বলিতে যোগমায়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"পোড়া অদৃষ্টে ভালবাসা চিনিলাম না।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দীপ নিবিল।

রাত্রি ১০টা বাজিল;—শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চন্দ্র ডুবিয়া গেল। শ্রীনিবাসের অন্তঃপুরের দ্বিতলগৃহে খাটের উপর একটী ষোড়শবর্ষদেশীয়া কামিনী শয়ন করিয়া উপাধানে মুখ ঢাকিয়া আছেন। সন্ধ্যার প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছে,—দীপজীবন তৈল ফুরাইয়া গিয়াছে, আর জলিবে না, শীঘ্রই নিবিয়া যাইবে;—ঘরে বাতাস নাই,—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা কাঁপে না; প্রদীপের বর্ত্তি যতক্ষণ ভিজা ছিল আপনাকে শুষ্ক করিয়া অগ্নিকে উপহার দিতেছিল;—ক্রমে মুমূর্ষুর জীবনী শক্তির ন্যায় দীপশিখা নিবিয়া আসিল;—হঠাৎ ঘর অন্ধকারময় হইল,—আঁধার ঘরে পুনরায় আলোক জলিল,—প্রদীপ হাসিল! পালঙ্কস্থিতা কামিনী অনুচ্চশব্দে বলিলেন "সুখ দেখিস্ ত হাস্,—দুখ্ দেখিস্ ত নিবে যা" বলিতে না বলিতে ঘর অন্ধকারে ঢাকিল;—কামিনী উপাধান হইতে মস্তক উন্নত করিয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রদীপের দিকে তাকাইলেন,—প্রদীপ আর জলিল না। অনেকক্ষণ তিনি অন্ধকারে চক্ষু খুলিয়া জলন্ত দীপশিখার প্রতীক্ষা করিলেন,—দীপশিখা দেখা দিল না। কামিনীর বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল,—দক্ষিণ চক্ষু নাচিল,—সমস্ত গা আড়ষ্ট হইল। কামিনী মনে নানা বিভীষিকাকে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। পাশের ঘরে বামাস্বরে কে ডাকিয়া বলিল "বৌমা—খাবে এস;—" তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া পাদমূলে গৃহতল স্পর্শ করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। পুনরায় শব্দ হইল "ঝি দেখ, বৌমা বুঝি ঘুমের ঘোরে পড়ে গেলেন, ঘরে বোধ হচ্চে আলো নাই;—"কামিনী উত্তর করিলেন "এ ঘরের আলো আজ্, নিভেচে মা,—আর কি কখন জল্‌বে;—" বলিতে বলিতে একজন বর্ষীয়সী আলোক হস্তে গৃহপ্রবেশ করিল, ঘরের প্রদীপ জালিতে গিয়া দেখিল, প্রদীপের গর্ভপুড়িয়া গিয়াছে,—প্রদীপে বর্ত্তি নাই। ষোড়শী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, আগন্তুক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল—"বৌমা লাগে নি ত?"

কামি। না বাছা, লাগেনি,—

বর্ষি। গিন্নি মা ডাক্‌চেন, খাবে এস,—

কামি। শরীরটা ভাল নাই,—কিছু খাবো না।

বর্ষি। দুটী না খেলে আরও অসুখ করবে।

পাঠক, এই ষোড়শী বিনোদের পত্নী,—নাম শৈলজা, কিছু দিন হইল শৈলজা আপন পিত্রালয় কলিকাতা হইতে আজি দুই দিন স্বামীভবনে আসিয়া স্বামীর কথা সমস্তই শুনিয়াছিলেন। পাশের ঘর হইতে তাঁহার শ্বশ্রূ শ্রীনিবাসের সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে আহারের জন্য ডাকিতেছিলেন। শৈলজা সেই বর্ষিয়সীর সহিত পাশের ঘরে গেলেন, শ্বশ্রূ তাঁহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাও লাগেনা ত না?—"

শৈল। না মা;—

শ্বশ্রূ। খাবে না বল্‌ছিলে কেন?

শৈল। বড় অসুখ কচ্চে;—

শ্বশ্রূ। কি অসুখ?

বলিয়া তিনি শৈলজার বক্ষে, ললাটে হাত দিয়া বলিলেন "বুক টা টিপ্ টিপ্ কর্‌চে,—কই গা ত যেমন, তেমনি! ঘুমুতে ঘুমুতে কি ভয় দেখেছিলে?"

শৈল। না মা, ঘুম হয় নি;—

এই কথা বলিবার পর দুঃখ এবং লজ্জার রাসায়নিক আকর্ষণে তাঁহার মস্তক অবনত হইল, চক্ষু হইতে এক ফোটা জল মেজের উপর পড়িল, সে জল ফোঁটাটী কেহ দেখিতে পাইল না, শৈলজার অন্তরের লুকান কথা বাহিরে আনিয়া লুকাইয়া গেল;—কিন্তু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী নিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিলে, সে নিশ্বাসের পতন শব্দ সকলের কাণে পৌছিল, শৈলজার মনের কথা সকলকে বলিয়া দিল; তাঁহার শ্বশ্রূ তাঁহার কমনীয় গণ্ডস্থলে চুম্বন দিয়া বলিলেন "কেঁদোনা মা, অকল্যাণ হবে। কালই বিশুকে পাটনা পাঠিয়ে দেবো,—আমার কিসের অভাব যে, আমার সোনার প্রতিমাকে ছেড়ে ছেলে আমার বিদেশে থাকে!" শৈলজা কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটী শিশিরমাথা কমলের ন্যায় অশ্রু জলে ভাসিতে লাগিল। তিনি শ্বশ্রূর সহিত আহার করিতে বসিলেন,—আহার রুচিল না, মুখের গ্রাস মুখ হইতে যেন বাহিরে আসিতে লাগিল; উদর আহার না লইয়াও যেন পরিপূর্ণ। তখন তাঁহার শ্বশ্রূ বুঝিতে পারিলেন বধূ চিন্তানলে দগ্ধীভূত;—পুনরপি বলিলেন "মা, ভাবনা করো না,—ভাব্‌লে কি হবে—মা ভগবতী আছেন, জান্‌তে কখন কারো মন্দ করি নাই,—আমাদের দুঃখে কি তিনি মুখ তুলে চাইবেন না?"

শৈল। মা, আমার অদৃষ্টের দোষেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘট্‌চে।

শ্বশ্রূ। না মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী,—অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে!

শৈল। আপনি না বলুন, আমিত দেখ্‌চি, আর সকলেই দেখচে, যে দিন থেকে আপনাদের ঘরে এসেছি, সেই দিন

থেকেই নানা বিপদ যাচ্চে। আমি দেবতাদের কাছে অপরাধী না হ'লে এমন সব ঘট্‌বে কেন।

শ্বশ্রূ। এমন কি কারো হয় না,—কত লোক যে মোকর্দ্দমা মামলা ক'রে বিষয় আশয় খুয়াচ্চে,—আবার দশ দিন পরে সকলেই বজায় হচ্চে। বিপদ পড়েছে—দু দিন বাদে থাক্‌বে না।

শৈল। মা, কোম্পানীর রাজ্যে কেউ কা'কেও চোখ রাঙ্গিয়ে কথা কইলে ফাটকে যায়, তাতে একটা নয় আধটা নয়, এগারটা খুনের দায় মাথায়!

শ্বশ্রূ। সে জন্যে তুমি একবারও ভেবো না মা, উকীল কন্‌ছুলীতে বলেছে বিনোদকে আমার কাছারীতে দাড়াতেও দেবে না, খালাস কর্‌বে—যত টাকা লাগে দিয়ে সদর থেকে কৌন্‌ছুলী আনবো,—প্রাণ থাক্‌লে কত টাকা হবে!

শৈল। আজ খবর পেলাম আমাদের সেখানকার কুসুমের স্বামী নরেন্ বাবু এক জনের নাম আপন হাতে সই করেছিলেন ব'লে কাল তাঁর হাজত হয়েছে, ঘরে হাঁড়ী চড়ে না, সদরে মোকর্দ্দমা হচ্চে,—নরেন বাবুর বাপের অত রা'শ রা'শ টাকা,—কিন্তু মা সর্ব্বনাশ ত হ'লো, এখনও মোকর্দ্দমা চোকে না—, কেউ বল্‌চে পুলিপালাম দেবে, কেউ বল্‌চে চোদ্দবৎসর জেল হ'বে। আমার পোড়া অদৃষ্টে এখন কি আছে, কে জানে মা;—

এই বলিয়া শৈলজা চক্ষে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল?—চক্ষের জলে অন্ন ব্যঞ্জন ভাসিয়া গেল। তাঁহার শ্বশ্রূর আহার হইল না, তিনিও থামিতে পারিলেন না,—কাঁদিলেন।

শৈল। মা, আমার যদি কুসুমের দশা হয়, আমি কেমন ক'রে বাঁচবো!

শ্বশ্রূ। না—মা, ও কথা মুখে এনো না,—মা রক্ষা করবেন।

উভয়ের কান্না দেখিয়া ঝি বাহির বাড়ীতে গিয়া শ্রীনিবাসকে খবর দিয়া বলিল—"একবার বাড়ীতে আসুন—" ঝি যে রূপ ব্যগ্রতার সহিত বলিল যে শ্রীনিবাস এক মুহূর্ত্ত দেরি করিতে পারিলেন না, দ্রুতগমনে অন্দরে আসিয়া আপন ঘরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন শ্বশ্রূ বধূ দুইজনেই খাবার কোলে করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। বধূকে কিছু না বলিয়া তিনি সহধর্ম্মিণীকে বলিতে লাগিলেন "তুমিও কি ছেলে মানুষ,—ছেলে বৌ, কাঁদলে গিন্নি সান্ত্বনা করে,—তা না হ'য়ে দুইজনেই কাঁদ্‌তে বসে গেছ—ছেলে বুড়ো সব সমান হয়েছ কি? বিপদ কি কারো হয় না, সংসারে আমাদের জন্যে আজ্ নূতন হয়েছে? সকলেরই হয়,—সকলেরই যায়; আর বিপদ্‌ই বা কি! আড়ি আথোজে লোক কি না ক'রে থাকে,—তা বলে হক না হক এক জনের সাজা হ'বে—এ আর নবাবী আমল নয়,—এখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার হয়,—যেমন জজ্, মেজেষ্টর বিচার করবে তেমনি ইজ্জতওয়ালা একজন সাহেব

সাক্ষী দিবে বিনোদ বরাবর পাটনায় আছে,—যেমন তেমন সাহেব নয় একটা হৌসের কর্ত্তা—দুহাজার বাঙ্গালীর কথা রেখে তার কথা মান্য কত্তে হবে। তার পর বাঘা ভালুকো দুটো কৌনছুলী আছে। ভয় কি?” এই সকল কথায় স্ত্রীলোকের মন প্রবোধ মানিল,—পূর্ব্বকথা সকলই তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। শ্রীনিবাস ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্বশ্রু বধূ আহার করিলেন।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সয়পাতলা।

মেদিনীপুর জেলার উত্তর প্রান্তে রামনগর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম;—গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলে কি হয় এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলী, তামলী, মালী, ময়রার বাস। রামনগরের মধ্যস্থলে বামুন পাড়ার ভিতর শীতলা মনসার একটী মঠ আছে,—এদেশের লোক মঠ কথার অপভ্রংশে “মাড়ো” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে দেবীর বড় নাম,—কলিতে গ্রাম্যদেবতা নিদ্রিত, কিন্তু রামনগরের শীতলার নাম শুনিলে সকলেরই অঙ্গ শিহরিত। আজি পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ইত্যাদি দেশী বিদেশী চিকিৎসা প্রণালীতে যে সকল রোগের প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই; ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সহস্র সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও যাহার কূল কিনারা করিতে পারিতেছেন না; যে ব্যাধি একবার মাত্র স্পর্শ করিলে লোকের জীবন সংশয়, আমাদিগের দেশের শীতলা মনসা সেই সকল রোগের অধিষ্ঠাত্রী। প্রবাদ এই রূপ যে রামনগর গ্রামে কেহ কখন বসন্তরোগের আবির্ভাব দেখে না,—আর কাহাকেও সর্প দংশন করিলে তাহার চিকিৎসা করিতে হয় না। তাহাকে শীতলা মনসার নিকট খোলা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে সে বাঁচিয়া যায়। বৃদ্ধে গল্প করেন সেকালে দেশ বিদেশ হইতে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে মনসার নিকট আনিয়া বাঁচাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ রূপ প্রবাদ অনেক আছে,—সংক্ষেপত;

শীতলা মনসার অপার মহিমা! রামনগর এবং নিকট গ্রামের সকলেই স্বীকার করে। শুভকর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদি দেবানুষ্ঠানে সকলে অগ্রে শীতলা মার পূজা দেয়।

আজি শীতলাতলায় "সয়লা"—পনর দিন পূর্ব্বে সেবাইত কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধা মাতা স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন মার "মাড়ো" লোকারণ্য—সয়লা হইতেছে। পর দিন প্রাতঃকালে তিনি আপন পুত্রের নিকট সে কথা প্রকাশ করিলেন;—পুত্র কালাচাঁদ গ্রামস্থ মণ্ডল, প্রধান পক্ষ, গমস্তা সকলকে বলিলেন, সেই দিনই পাড়ায় পাড়ায় "সয়লার" ঢাক বাজিল, পরদিন নিকটের দশখানা গ্রামে বাজিয়া বেড়াইল, চতুর্দ্দিকের লোক জানিল রামনগরের শীতলা মাড়োয় সয়লা। সয়লা বার্ষিক কর্ম্ম নয়,—বা তাহার জন্য বার তিথি মাস অবধারিত নাই;—দেবীর প্রত্যাদেশ ব্যতীত হয় না;—কখন পাঁচ বৎসর, কখন সাত বৎসর, কখন দশ বৎসরও কাটিয়া যায়, তাহার পরে আবার হয়। আমরা যে বারের কথা বলিতেছি সে বার সাত বৎসরের পর হইয়াছিল। সুতরাং বড় ধূমধাম;—আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাতিয়া উঠিল গ্রামে "সয়লা।" দেশ বিদেশে সকলের আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট সংবাদ গেল;—সপ্তাহকাল গ্রামে নৃত্য, গীত, যাত্রা মহোৎসব,—ভারি ধূম! সাতদিন আয়োজনে গেল, বক্রী সাতদিন থাকিতে মনসার গান আরম্ভ হইল। বৈকাল বেলা শীতলা মাড়ো লোকে লোকারণ্য; নিকটের পাঁচ খানা গ্রামের ছেলে বুড়া মেয়ে গান শুনিল।

আজি অষ্টম দিন—আজি সয়লা,—রামনগর গ্রামে মহাআনন্দ;—স্ত্রীলোকেরা সকাল সকাল সংসারের কাজ সারিতেছে;—বালকেরা তাড়াতাড়ি আহার করিতেছে;—বৃদ্ধেরা মনের কথা মনে ঢাকিয়া প্রবীণত্ব দখাইতেছেন,—কিন্তু খাবার প্রস্তুত হইতে কত দেরি তাহার জন্য পাচিকাকে তাগিদও করিতে ছাড়িতেছেন না;—আধলা ছেলে গুলি এখনও ঘরে আসেনা,—শীতলাতলার—কোথায় নাচ গান হইবে,—কোথায় কে বসিবে,—কোথা হইতে কি রূপ দেখা যাইবে, তাহাই মনে মনে আঁচ পাঁচ করিতেছে;—কেহবা রোসনাইএর জন্য লণ্ঠন আনাইতেছে;—বিছানা সংগ্রহ করিতেছে, এইরূপে সকলেই ব্যস্ত। আষাঢ় মাসের সূর্য্য যেন কত ঠেলাঠেলি করিয়া কতক মেঘকে বিঁধিয়া ফুড়িয়া কতকের নীচে দিয়া, কতকের বা উপর চাপিয়া আকাশের অর্দ্ধেক দূরে উঠিলেন। শীতলাতলায় দোকানী পসারী দুই এক জন করিয়া আমদানী হইতে লাগিল;—সয়লার তদ্বিরকারকেরা আহার করিতে গেল। ঢাকঢোল ইত্যাদি মহাবাদ্যের রোলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল;—ছেলে ছুটিল, গৃহিণী ব্যস্ত হইল,—বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। বলিদানের বাজনা বাজিল,—এই আনন্দোৎসবে চারি পাঁচটী জীব দেহত্যাগ করিল;—

বাজনার রোল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, গ্রামের যে যেথা ছিল শীতলাতলায় হাজির হইল। ধূমধামে দেবীর আরতি হইল ;—ধূপধুনার গন্ধে পাড়া আমোদিত ;—ধূমরাশি দেবী মূর্ত্তি আচ্ছন্ন করিল,—ভক্তেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আপনাপন অভীষ্ট কামনা করিল,—স্ত্রীলোকেরা সংসার আগুণের উপর আপনাদের মাথায় আগুণ জ্বালিয়া দেবীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল ;—বাদ্যোদ্যম থামিল ; গ্রাম জুড়াইল,—ক্ষণেকের জন্য শীতলাতলায় লোকের ভিড় কমিল। ক্রমে মাথার উপরের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিল,—গাছপালা, ঘর বাড়ীর ছায়া পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া পড়িল,—অপরাহ্ন হইল, এবার শীতলাতলা লোকে লোকারণ্য ;—তিল ফেলিবার স্থান নাই ;—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যোষিত এখন কেহ গৃহে নাই। সকলেই শীতলাতলায়—এখন ঘোর কোলাহল, মহাআনন্দ,—আজি যে যাহাকে পাইতেছে, তাহারই গলে পুষ্পমাল্য, মুখে মিষ্টান্ন দিতেছে,—বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। আজি ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সব সমান,—পাঁচু চণ্ডাল ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের গলে মালা দিলেও সে মালা তাঁহার ফিরাইবার সাধ্য নাই, ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় পাঁচুকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষ করিতে বাধ্য। আজিকার সুবিধা পাইয়া খাতক মহাজনের গলে, প্রজা জমিদারের গলে, বালক বালকের, বৃদ্ধ বৃদ্ধের, যুবা যুবার, বিধবা বিধবার, সধবা সধবার গলে যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার গলে পুষ্পমাল্য অর্পণে আলিঙ্গন দিতেছে আর "তোমায় আমায় জন্মের বন্ধু" বলিয়া দেবীসমীপে প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিয়া মনের অপার আনন্দে ভাসিতেছে। ধন্য বঙ্গের সমাজ সূত্র, ধন্য সমাজ গাঁথনি,—ধন্য বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তি,—হিন্দু সমাজের প্রত্যেক কাজে, হিন্দুর আচার ব্যবহারে, হিন্দুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে, হিন্দুর শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে এমন কি প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে ধর্ম্মের দোহাই ;—হিন্দু সমাজের প্রত্যেক গ্রন্থি ধর্ম্মের বাঁধুনিতে জমাটবাঁধা। সমাজকে অনড় অটল রাখিবার এমন উপায় আর দ্বিতীয় নাই ;—মূঢ়ে কেবল হিন্দুসমাজে কলঙ্কারোপ করে। আজি ঘোর শত্রুও অগ্রসর হইয়া গলে মাল্য নিক্ষেপ করিতে পারিলে তাহার সহস্রাপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ;—সয়লার মত বিবাদ মিটাইবার মধ্যস্থ, বন্ধুতাস্থাপনের উপাদান আর নাই! বিশ্বাস, ভালবাসা, সহানুভূতি, সহৃদয়তার রজ্জু ধর্ম্মে মাজা ; এজন্য সে রজ্জু আর সহজে ছিঁড়ে না ;—সে বিশ্বাস সহজে ভাঙ্গেনা, সে ভালবাসা সহজে টলেনা, সে সহানুভূতি সহজে শীতলতা পায়না, সে হৃদয় সহজে দ্বিধা হয় না।

সয়লা তলায় কত রকমের কত লোক আসিয়াছে, গণিয়া শেষকরা যায় না! নানাস্থানে নানারকমে নানালোক ফিরি-

তেছে,—কোথাও নাগরদোলা, কোথাও পাপড়িখেলা, কোথাও পাঞ্জানড়া, কোথাও গান, কোথাও বাজনা—এক সমারোহ ব্যাপার! এই সমারোহের মধ্যে একটী আধাবয়সী পুরুষ, ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—সেই জনতার মধ্যে একজন অন্য জনে চিনে, কেননা দেখিতেছি সকলেই একজন না একজনের সহিত কথা কহিতেছে, কুশল জিজ্ঞাসিতেছে, নানা প্রকারে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। কিন্তু এই আধাবয়সী পুরুষটী ত কাহার সহিত হাসি খেলা করিতেছেন না, কাহার প্রতি ঘনিষ্ঠতা দেখাইতেছেন না, কাহাকেও কুশল জিজ্ঞাসিতেছেন না, বা কাহাকে আপন কুশল বলিতেছেনও না, কেবল মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলে দুই একজনকে নিবাস কোথা তাহার পরিচয় দিতেছেন। সয়লাতলায় কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি স্ত্রী সকলেরই গলায় ফুলের মালা;—সকলেই অভিনব প্রণয়ের কুসুমমালা গলে লইয়া অভিনব আনন্দে মাতিয়া বেড়াইতেছে। বালকেরা কে কয় ছড়া মালা পাইয়াছে তাহার প্রতিযোগীতা করিতেছে,—কিন্তু আমরা যে আধাবয়সী পুরুষটীর কথা বলিতে তাঁহার গলে একগাছিও মালা নাই,—অথচ চেহারাটী বেশ দোহারা, শ্যামবর্ণ,—বেশ ভারি ভারি সহাস্য মুখখানি,—স্থির নয়নযুগল অনুসন্ধান প্রয়াসী, দেহখানিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী আঁকা রহিয়াছে। তিনি ক্রমে স্ত্রীমহলের নিকটবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন,—স্ত্রীলোকেরা এই সময় আপনাদিগের বিদেশবাসী পুত্র কন্যা আত্মীয়দিগের মিত্রতা সম্বন্ধের যোটকতা করিতেছিলেন। রাম বিদেশে চাকরী করে বাটী আসিতে পারে না, রামের মাতা রামের অনুরূপ বন্ধু খুজিতেছিলেন,—কুসুম শ্বশুর বাড়ীতে—কুসুমের মাতায় হরিদাসীর মাতায় আপনাদের কন্যার সখ্যতা সম্বন্ধ স্থির করিলেন। গ্রামের ঘোষেদের বিধুর মা আপন বিধবা কন্যার অনুরূপ কাহাকেও না পাইয়া আপন সমবয়সী অপর প্রৌঢ়াকে বলিলেন "কৈলাসের মা,—তোমার কৈলাসের সঙ্গে আমার বিধুর "সই," আর তুমি আমার "সই।" এই বলিয়া বিধুর মা কৈলাসের মার গলে এক গাছি ফুলের মালা দিলেন, কৈলাসের মাও ফুলের মালা হাতে করিয়া ভাবিতেছিলেন কাহার সহিত সখ্যতা করেন, তিনিও আপন হাতের মালা বিধুর মার গলে দিয়া বলিলেন "তুমি আমার সই।" পাড়ার রাধা ময়রাণীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কৈলাসের মার সঙ্গে "সই" পাতায়, কিন্তু ময়রাণী হইয়া কৈলাসের মা (বামুন ঠাকরুণের) গলায় মালা দিতে একবারে সাহস না করিয়া অগ্র পশ্চাৎ করিতেছিল,—বিশেষ কৈলাসের মা দেশের জমিদার বংশের কন্যা,—এমন সময় বিধুর মা রাধা ময়রাণীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল দেখিয়া রাধীর তাহা সহ্য হইল না। রাধী বলিল "যোট হলোনা—" রাধী পাড়া-

কোন্দলী, বাহিরের বিবাদ ঘরে ডাকিয়া আনিত, বড় দুর্ম্মুখ। এজন্য তাহার সঙ্গে সহজে অন্য স্ত্রীলোক কথা কহিতে সাহস করিত না। কৈলাস বা বিধুর মা রাধীর কথায় কাণ দিয়াও দিলেন না ;—রাধী ফের বলিল "যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার হরিহরদাসে" আমাদের পাঁচ জনের কথায় কাজ কি! লোকের ভালর জন্যে রাধী ময়রাণী কথা কয় তাই রাধী দেশ কুঁদুলী,—দেশের লক্ষ্মী বিধু আর কৈলেসে? বিধুর সে দিন কপাল পুড়েছে, আর কৈলেস কড়ে রাঁড়,—তায় বেরিয়ে গেছে,—সদি বাগ্দী বনের বাড়ী গিয়ে শুনে এসেছে, সে সোয়ামী বলে এক জনকে বিয়ে করে কোথায় গেছে,—ভদ্দরের মেয়ের বিয়ের উপর বিয়ে, —বাঁচিনে মা বড় ঘরের বড় কথা।"

বিধুর মা রাধী ময়রাণীর সমস্ত কথা শুনিলেন, ইচ্ছা ছিল কিছু জিজ্ঞাসেন কিন্তু পাছে কৈলাসের মা কিছু মনে করে, এজন্য সে কথার কোন উত্তর দিলেন না,—কেবল রাধীকে বলিলেন "থাম রাধা, এত লোকের কাছে কি তুই ভাল করছিস্,—" কে জানে কি কারণে ডিক্রীহোল্ডার ঝগড়াটে রাধা সে যাত্রা চুপ করিয়া গেল।

গ্রামের জমিদার ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য অতি বৃদ্ধ,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিষয় কার্য্য সমস্ত দেখিয়া থাকেন। হরিশের বয়স প্রায় কাছাকাছি চল্লিশ ;—আজি তিনি সয়লা দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার গলাতেও এক রাশি ফুলের মালা,—কিন্তু সে মালা গুলির সমস্ত বন্ধুদত্ত নহে, —জমিদারের সম্মান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের উপরিলিখিত অপরিচিত পুরুষটীর নিকটে আসিয়া আপনার গলার এক ছড়া মালা লইয়া তাঁহার গলায় দিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষ করিলেন। সয়লাতলা অপরিচিত আধাবয়সী পুরুষটী তখন মেয়ে মহলের নিকট দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া যেন কি শুনিবার জন্য মনকে অপর দিকে রাখিয়াছিলেন। ফুলের মালা গলায় পাইয়া তাঁহার মন সে দিক হইতে ফিরিয়া আসিল। হরিশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি একটু হাসিয়া এক গাছি মালার অনুসন্ধান করিলেন, হরিশ বাবুর এক জন চাকরের হাতে মালা ছিল সে সেই মালা গাছটী তাঁহাকে দিল ; তিনি চাকরের হাত হইতে মালা লইয়া হরিশের গলায় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। হরিশ বাবু একজন অপরিচিতকে বন্ধু করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কাহার গলায় মালা দেন নাই, তাঁহার মালা দেওয়া দেখিয়া তাঁহার প্রণয়প্রয়াসী অনেকেই আসিয়া নিকটে উপস্থিত হইল।

হরিশ বাবু বন্ধুর নাম ধাম জিজ্ঞাসিলেন, বন্ধু সকলই বন্ধ রাখিলেন, বলিলেন "ভাই, পরে বলিব।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদার বাড়ী।

হরিশ বাবু নূতন বন্ধু পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িলেন না,—বাড়ীতে লইয়া যাইবার বিশেষ প্রয়াস পাইলেন, বন্ধুও জমিদারপুত্র হরিশ বাবুর খাতির এড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। হরিশ বাবুর বৈটকখানায় তখন চার পাঁচটী ভদ্রলোক বসিয়া গান বাজনা করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহারা গান বাজনা বন্ধ করিলেন। যাঁহার হাতে তবলা ছিল হরিশ বাবু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনার জুড়ি মিলেছে।" (তাহার অর্থ উভয়েই বিদেশী) এই কথায় তবলাধারী বাবুটী উত্তর করিলেন "সৌভাগ্যের বিষয়,—আসুন মহাশয়, আমরা দুজনে তবে কাছাকাছি বসি।" আগন্তুক তাঁহার নিকটে বসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কি নাম ?"

উত্তর। দীনবন্ধু রায়।

প্রশ্ন। কোথায় নিবাস ?

উ। ত্রিবেণী ;—

প্র। হাঁ—তবে ত আমার সদেশী,—

দীন। মহাশয়ের নিবাস ?

উ। চন্দন নগর,—

দীন। হাঁ—তবেত একদেশস্থই বটে—এখানে কি উপলক্ষে ?

উ। এখানকার ৬। ৭ ক্রোশ দূরে বিলাস পুর গ্রামে একটী গবর্ণমেণ্টের স্কুল আছে, আমি সেই স্কুলের শিক্ষক,—

দীন। মহাশয়ের নামটী কি ?

উ। বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

বস। আপনি এখানে কত দিন এসেছেন ?

দীন। আজ দু তিন দিন,—

বস। কি কাজে এসেছেন ?

দীন। আমার একটী কাঠের কারবার আছে,—এদেশ থেকে বুনো কাঠ আমদানী কল্লে সুবিধা হ'তে পারে কিনা তাই দেখবার জন্যে এসেছি।

বস। এখানে কোথায় আছেন ?

দীন। তারাহাটে,—

বস। সেখানে কোন আত্মীয় স্বজন আছেন কি ?

দীন। না—এদেশে আত্মীয় স্বজন, তাহ'লেই ত সেরেছেন !

হরিশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কেন বন্ধু, আমাদের দেশটা কি মন্দ?"

দীন। না ভাই, মন্দ বল্‌চি না, এতদূর দেশে আত্মীয় স্বজন থাক্‌লে ত, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করা ভার!

হরি। সে কথা মিছা নয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—হরিশ বাবুর বৈটকখানায় আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার সহিত জল খাবারের আয়োজন হইল। সকলে একত্রে জলযোগ করিলেন এবং তাস খেলা, গান বাজনা ইত্যাদিতে সময় কাটিতে লাগিল। ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মাষ্টার মশায় এখানে আছেন,—"তাহার পরেই বসন্তকুমারের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া এক খানি পত্র দিয়া চুপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। পত্র খানির মধ্যে একখানি "সমন্‌"। সমন খানির মর্ম্ম কথা এই যে রিষড়া সাকিমের বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দস্যুতা এবং হত্যাপরাধে অভিযুক্ত,—অভিযোগ কর্ত্তা বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় আপন পক্ষে সাক্ষ্য মাণ্য করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইয়া ২২শে শ্রাবণ সাক্ষ্য আদায় দিতে হইবে। পত্রিকা পাঠ সমাপন হইলে হরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি?"

বস। ব্যাপারটা বেশ,—

হরি। তবু?

বস। তোমার মেদিনীপুর জেলায় এসে কি বিপদই যে ধরেছে, তা বল্‌তে পারিনা,—একটা খুনী মোকদ্দমায় সাক্ষী আছি,—তারই নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে।

হরি। তায় আর মেদিনীপুর জেলার অপরাধ কি?

বস। নয়ই বা কিসে—মেদিনীপুর আসবার পথেই ত এই ঘটনা।

দীনবন্ধু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মশায় খুনটা কি রকমের শুন্‌তে পাই না?"

বস। সে মশায় অনেক কথা,—এক রা'ত এক দিন ধ'রে বল্লেও শেষ হয় না।

দীন। মাষ্টার লোক হ'য়ে বাক্য ব্যয়কে ভয় কল্লে চল্‌বে কেন মহাশয়,—(হাসিতে২) অপরাধ লবেন না!

বস। আজ্ঞা না,—

বসন্তকুমার তখন আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, দীনবন্ধু সাবধানতার সহিত সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বিনোদের আকার প্রকার কিরূপ তাহাও জানিয়া লইলেন। তাহার পর বসন্তকুমার পত্রবাহককে বলিলেন "যদু—আজ এখানে বড় ধুম,—রাত্রে যাত্রা শুনে কাল প্রাতে তখন বিলাসপুর যাবে।" যদু খুসী হইয়া বাহিরে গেল।

পুনরায় গান বাজনা ও তাস পাশা চলিতে লাগিল। ক্রমে আহারাদি প্রস্তত হইল,—জমিদার বাড়ীর খানসামা আসিয়া মৃদু মধুর স্বরে হরিশ বাবুকে জানাইল। হরিশ বাবু উপস্থিত সকলকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গায়ক বড়

সুকণ্ঠ,—অতি মিষ্ট গাহিতে ছিলেন। বসন্ত কুমার চাকরকে তামাক দিতে বলিলেন,—সেই অবকাশে গায়ক অনুরুদ্ধ হইয়া আর একটী বাঙ্গলা গীত ধরিলেন। গীত সমাপ্ত হইলে সকলে বাহিরে আসিলেন, তথায় এক ব্যক্তি অপেক্ষা করিতে ছিল;—দীনবন্ধুকে দেখিতে পাইয়া বলিল "বাবু আজ বাসায় যাবেন না কি?"

দীন। না—তোমাকে একটা কথা বল্‌বো;—একটু ওদিকে চল।

হরিশ বাবু কিছু ব্যস্ত হইয়া দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোক্‌টী কি আপনার বাসার?"

দীন। হাঁ,—আমারই সঙ্গে এসেছে।

হরি। তবে, আ'জ আর ওকে যেতে দিচ্চিনা,—

দীন। না,—বাসায় কেউ না থাক্‌লে, টাকা কড়ি আছে, আবার কি হ'তে কি হবে,—কাজ নাই।

হরি। তবে না খেয়ে যেতে পাবেনা,—

দীন। কেন দুজনে এখানে থেকে কাজ নষ্ট কর্‌বো;—ও বাসায় থাক্‌লে অনেক উপকার আছে।

হরি। আধ ঘণ্টার জন্যে আর কি ক্ষতি হ'বে?

দীন। খেতে খেতেই যাত্রা আরম্ভ হ'বে,—তা হ'লে আর যাওয়া হবে?

হরি। তা আর হবে না,—এই মাঠ টা বইত নয়,—পার হ'লেই তারাহাটি,—পনর মিনিট মধ্যে চলে যাবে।

দীন। আচ্ছা তবে খেয়ে দেয়েই যাবে। (আগন্তুকের প্রতি) দেখ তেওয়ারী যাবার সময় এক খানা চিঠী নিয়ে যেও,—ভুলো না। আমি আজ এখানে থাক্‌চি।

আহারাদির পর সকলেই বিশ্রাম লাভের জন্য বিব্রত, দীনবন্ধু কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন,—পত্র খানি সে সময় কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু পাঠক বর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা তাহার অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

"মহাশয়েষু,—"

আমি আসিয়া অবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখানে আসিয়া অনেক টা আশা পাইয়াছি,—বোধ হয় সুফল ফলিতে পারে। ফেরত যাইতে দুই এক দিন বিলম্ব হইবে। আপনি হুঁশিয়ার হইয়া কাজ কর্ম্ম করিবেন,—যে সকল কাজ ঠাহরাইতে না পারিবেন অনেক লোক আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে আমি তাহার উপদেশ লিখিব।

মান্দারণের লোচনা ডোমের সঙ্গে যে বিদেশী লোকটা ধরা পড়িয়াছে, তাহার ভাবভঙ্গী; কথা বার্ত্তায় বড় সন্দেহ আছে,—অনেক হুঁশিয়ার বরকন্দাজকে পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে কথা লইবেন। আমার মনে হয় তাহার পেটে অনেক কথা আছে। যদি সহজ উপায়ে না হয়, তবে নবীনকৃষ্ণের পথে চলিবেন তাহা হইলেই ঠিক হইবে। জেলের দারগা

বাবুকে আমার এই পত্র দেখাইলেই তিনি সম্মত হইবেন,—আমি গিয়া তাহার বিবেচনা করিব। সে বিষয়ে বরকন্দাজ ভোলা পাঁড়ে অতি উপযুক্ত,—নৌরং সিং থানায় আসিয়া থাকে আরো ভাল। ফলতঃ এ বিষয়ে দণ্ডপল দেরি করিবেন না। আমার মনে লইতেছে সেই লোকটাকে দিয়া অনেক কাজ পাওয়া যাইবে।

এখানকার তাবৎ মঙ্গল ইতি ২৮শে আষাঢ়।”

দীনবন্ধু পত্রখানি লইয়া আগন্তুক তেওয়ারীকে দিয়া গোপনে বলিলেন “মিশির ঠাকুরকে দিয়া আজি রাত্রেই থানায় পাঠাইয়া দিবে, আর বলিয়া দিবে হরচন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও যেন না দেয়। তুমি নিজে আজ রাত্রে একবার এই গ্রামের ময়রাপাড়ায় গিয়ে রাধীময়রাণীর কাছে কৌশলে এই বাড়ীর কৈলেস বলে যে মেয়ে মানুষ টা বেরিয়ে গয়াছে তা’র কথা যতদূর জানা যায় সন্ধান ল’বে। দেখো যেন ধরা দিওনা—সাবধান!”

তেও। আজ্ঞে হামাকে এমন পাবে না, এতদিন আপনার কাছে আছি, কখন কোন কাজ বুরা করেছি?

দীন। না, তা বেশ জানি তবু সতর্ক করে দিচ্চি,—একাজটা হাসিল কত্তে পাল্লে তোমায় তরক্কি দিয়ে দেবো।

তেও। আপনি মালিক আছে।

তেওয়ারী বিদায় হইল। দীনবন্ধু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন বসন্তকুমার দণ্ডায়মান,—হরিশবাবু দীনবন্ধুকে বলিলেন “বন্ধু, মাষ্টার বাবু চল্লেন,—আপনার দেশের লোক, দেখুন যদি উহাঁকে রাখ্‌তে পারেন?—”

দীন। কোথায় যান মহাশয়?

বস। বাসায়;—

দীন। আজ আর নাই গেলেন,—আমাকে যদি রাখ্‌লেন,—তবে এক যাত্রায় কি আর পৃথক্ ফল ভাল দেখায়।

হরি। আপনি ঘর ছেড়ে বিদেশে এসেছেন,—আপনার সব জায়গাই সমান,—উনি জামাই আদরে এসেছেন, জামাই আদরে থাবেন শোবেন,—এখানে থাকতে কি আর মন ওঠে!

বস। আপনি মহাশয়, ওঁর কথা শুনবেন না, সয়লার আমোদে মাতিয়া ওঁর মাথা গরম হ’য়ে গেছে,—উনি এখন কত কি বকবেন,—আপনি নিদ্রা যান,—যাত্রা আরম্ভ হ’লে আমি এসে আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

হরি। আপনাকে কে উঠায় তার ঠিকানা করুন,—এখন নূতন গাঁথনি,—খুব জমাট।

দীন। মাষ্টার মহাশয় কি এখানে বিবাহ করেছেন নাকি?

কেন ও সকল কথা,—

অ প করবেন।

এ চলিয়া গেলেন।

তিনি চলি গেলে দীনবন্ধু হরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ব্যাপার টা কি বলুন

দেখি মহাশয় ?"

হরি। ব্যাপার বড় সহজ নয়,—

দীন। শুন্‌তে পাওয়া যায় না ?

হরি। কেন শুন্‌বেন না, যখন আপনাকে বন্ধু ব'লে সম্ভাষ করেছি, তখন আপনার কাছে—অব্যক্তব্য কি আছে।

হরিশ বাবু বসন্ত বাবুর কথা বলিতে আরম্ভ করিবেন এমন সময় একজন চাকর আসিয়া বলিল "কর্ত্তা তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকতেছেন।" এই কথা শুনিয়া তিনি দীনবন্ধুকে বলিলেন,—"বন্ধু শয়ন করুন,—আমি আস্‌চি,—এসে সব বলবো।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী পুরুষে।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর,—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অন্যান্য রাত্রিতে এ সময় গ্রাম জীবশূন্য বোধ হইত, আজি অন্ধকারের ভিতর হইতে গৃহস্থ গৃহে, পথে, ঘাটে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইতেছে।

হলধর ভট্টাচার্য্য রামনগরের একজন গণ্য মান্য লোক,—গ্রামের প্রান্তভাগে তাঁহার বাটী। সেই বাটীর অন্তঃপুরের একটী ঘরে বসন্তকুমার উপবিষ্ট,—ঘরের ভিতর একখানি ত[illegible] র ঘরে শয্যা,—উপ[illegible] শারি টাঙ্গান,—পার্শ্বে [illegible] আল্‌না,—তাহাতে সাদা কাল, নূতন পুরাতন কতকগুলি কাপড়;—উপরে কতক গুলি হরিদ্রা লোহিতাদি রঙ্গের ছোট ছোট সখের হাঁড়ি,—নানা রঙ্গের কাঠের কৌটা দোদুল্যমান থাকিয়া ঘরের শোভা বাড়াইয়া গৃহস্থের সৌখিনতার পরিচয় দিতেছে। দেওয়ালের গায়ে কাগজে ছাপা কতকগুলি বটতলার চিত্রপট তৎকালিক চিত্রশিল্পের উন্নতি দেখাইতেছে;—তাহাদের নীচে খড়ি, গৈরিক, হরিতালাদি বর্ণে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের রচিত বহুবিধ চিত্র। ঘরের ভিতর আর কিছুই নাই, কেবল একটী কাটের বড় সিন্দুক তাহার উপরে একখানি চিরুণী, একখানি আরসী, আর কয়েক গাছি চুল

বাঁধা দড়ি ;—একপার্শ্বে একটী পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বসন্তকুমার তক্তপোষের উপর বসিয়া একটী বাঁধা হুঁকায় তামাকু খাইতেছেন। কিয়ৎ-কাল পরে একটী স্ত্রীলোক সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধ করিলেন। স্ত্রী-লোকটী যুবতী,—দেহখানি মানান্ সই,—বড় স্থূলও নয়, কৃশও নয়,—বড় দীর্ঘও নয়, হ্রস্বও নয়,—মুখখানি নিটোল,—কোন জায়গায় উঁচু নীচু নাই,—সমান, চোস্ত,—যেন মধুখে গঠিত। ছোট্ট কপাল টুকু—টানা ভ্রূর নীচে ভাসা ভাসা চক্ষু দুটীর আয়তন কাণের কাছ পর্য্যন্ত ;—চক্ষু যুগলের দৃষ্টি চঞ্চল ব্রীড়া পর নহে,—সেই বিশাল নেত্রের কটাক্ষ "আঁধা'রে লণ্ঠন (dark lantern) এর মত,—চোখে পড়িলে অন্য-দিকে চাহিতে দেয়না, আপনাতেই টানিয়া রাখে ;—লোকে বলে সেই আলোকে পুলিশ চোর ধরে, পুলিশে ধরুক না ধরুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কামিনীর দৃষ্টি তাহাতে পশ্চাৎপদ নহে,—চোর ধরিতে পারে, চোরকে কবুল করাইতে পারে,—দৃষ্টি বড় সহজ নহে, তাহাতে বসন্তচন্দ্রের সহিত মৃদুমন্থর মলয় সমীর আছে, কুসুমঘ্রাণের সহিত কোকিল-কূজন আছে,—বসন্তের পূর্ণ সুষমা, পূর্ণ উত্তেজনা সকলই আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে দৃষ্টির চঞ্চলতা নাই,—যাহাতে পড়ে তাহার উপর ভাসেনা, অন্তস্তল ভেদ করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে, সেই নিশ্চল দৃষ্টি নড়ে চড়েনা,—কাশীতে ভূকম্পনের ন্যায় কালেভদ্রে কখন নড়িলে কত যোগী ঋষির মন নাড়িয়া চাড়িয়া দেয় —ব্রহ্মাণ্ড ঘুরাইয়া দেয়। কামিনীর তীব্র-মধুর দৃষ্টির উপর লাল টুকটুকে সূক্ষ্ম অধর ওষ্ঠের অমিয়ময় হাসি বড়ই মনোহর,—গায়ের রং উজ্জ্বল নয়, প্রদোষের চন্দ্রিমার ন্যায় ফিকে, অথচ একটু গৌর ;—পরণে একখানি চন্দ্রকোণার কালাপেড়ে সাটী,—সুতরাং মুখখানি ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্টি পৌঁছিল না। কি করিব পাঠক, আপনার আশা, ঔৎসুক্য সম্পূর্ণ মিটাইতে পারিলাম না।

যুবতী ধীরে ধীরে দ্বারে অর্গল অর্পণ করিয়া আপন কমনীয় বাহুযুগলে বসন্ত-কুমারের গলদেশ বেষ্টন করিলেন,—বসন্ত একটু হাসিয়া বলিলেন—

"হুঁকাটা রাখ্‌তে দাও।"

যুব। আমি রাখছি,——

যুবতী বসন্তকুমারের হস্ত হইতে হুঁকাটী লইয়া বৈঠকের উপর রাখিয়া পূর্ব্ব-বৎ বাহুযুগলে তাঁহার গ্রীবাবেষ্টন করিয়া বসিলেন। বসন্তকুমার যুবতীর কোমল গোলাপী গণ্ডস্থলে একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন "কি বল্‌বে বল্‌বে কচ্ছিলে বল।"

যুব। কখন ?

বস। যখন এসে বস্‌লে !

যুব। না——

বস। হাঁ,—মুখখানি দেখেই মনে হ'য়ে

ছিল যেন তা'তে কোন প্রশ্ন লেখা ছিল।

যুব। তবে প'ড়ে নিলেনা কেন?

বস। ততদূর বিদ্যা কই?

যুব। না——সে কথা আর বল্‌বো না,—

বস। বল্‌তেই হবে, না বল্লে ছাড়বো না—

যুব। না বল্লে কি করবে?

বস। বেঁধে ধ'রে বলাব তবে ছাড়বো,—

যুব। বাঁধ্‌তে বাকি রেখেছ?

বস। আরো জোরে বাঁধবো;—

যুব। তা'তে ভয় কি,—সে বাঁধা কে না ভালবাসে।

বস। আমিও বাসি,—

যুব। কি কপাল করেছি যে তোমাকে বাঁধ্‌তে পারবো!

বস। না হ'লে ছায়ার মত কেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরি! যেখানে যাই সেখানে দেখ্‌তে চাই কেন?

যুব। সেটা যেন বরাবর থাকে?

এইকথা বলিবার পর বসন্তকুমারের বক্ষঃস্থলে একফোঁটা অশ্রুপতন হইল, যুবতী নীরব রহিলেন। বসন্তকুমার অকস্মাৎ যুবতীকে নীরব দেখিয়া বলিলেন "যোগী কাঁদ্‌চ নাকি?"(যুবতী আমাদের যোগমায়া) আমি ত তোমার কাঁদ্‌বার কোন কাজ করি নাই,—তবে কাঁদ্‌চো কেন?"

যোগ। একটা কথা মনে এলো তাই চোখে জল পড়লো।

বস। চোখে জল আসে এমন কি কথা যোগী?

যোগ। সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই,—শুন্‌লে আমার মত চোখে জল না আসুক তোমারও দুঃখ হবে।

বস। তবে সে কথা আমায় শুন্‌তেই হবে।

যোগ। যে দিন বিলাসপুর থেকে আসি সে দিন শুনে এলেম, তুমি এবার পূজার ছুটীর সময় বাড়ী গিয়ে আর নাকি আস্‌বে না,—মা যেন বলে পাঠিয়েছেন আবার তোমার বিবাহ দিবেন,—আমি সে সব কথা বিশ্বাস করিনা,—কিন্তু হাজার হ'ক আমরা স্ত্রীলোক,—বিধাতার লিখন খণ্ডন হবার নয়, অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়ে গেছে,—তা বলে কি আমি এত ঘৃণ্য? বলিতে বলিতে যোগমায়ার চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল; তাঁহার মুখে আর কথা আসিল না, তিনি বসন্তের বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বস। যোগী, তুমি বালিকা নও, যে তোমাকে উপদেশ দিব। কে তোমাকে এ সকল স্বকপোলকল্পিত কথা বল্লে? আমি ত এ সকল কথার এক বর্ণও জানি না! কা'র কাছে শুন্‌লে?

যোগ। সে কথা আর শুনে কাজ নাই,—

বস। না—বল বল,আমার বড় কৌতূহল জন্মেছে।

যোগ। যিনিই বলুন বলেছেন, আমার

তা'তে কিছু বিশ্বাস হয় না, কিন্তু কাণাকে কাণা, খোঁড়াকে খোঁড়া বল্লে কি তাদের মনে কষ্ট হয়না ?

বস। সে সকল কথার পুনরুক্তিতে মনে বড় ব্যথা পাই;—বারম্বার আর বলোনা।

যোগ। যে কথায় তোমার কষ্ট হয়, আমাকে সে কথা অপর দশজনের মুখে দিনে দশবার শুন্‌তে হয়,—তাদের কথায় ততটা কাণ দিয়েও দিই নাই, কিন্তু আপনার লোকের মুখে শুন্‌লে কতটা দুঃখ হয়,—

বস। তবে বুঝি বলাই দাদা বলেছে;—সেটা পাগল তার কথা শুন্‌তে আছে,—ছ্যা কেঁদোনা! আর কখন তার মুখে একথা শুন্‌তে পাবেনা।

যোগ। দেখো—আমি যে তোমাকে বলেছি, তিনি যেন শোনেন না,—আপন পর নাই যার তার কাছে বলেন "ছেলে মানুষ না জেনে, না শুনে জাত হারালে, এ বিয়ে কি বিয়ে—বেদ কোরাণ ছাড়া,—দেশে গিয়ে ভেয়ের আবার বিয়ে দিতে হ'বে, লোকের কাছে পরিচয় দিতে মুখ নাই,—কুলে কলঙ্ক, বংশে কলঙ্ক।" হরির মা আমাদের চিরশত্রু—তার কাছে কট্ কট্ করে বল্‌তে লাগলেন,—লজ্জায় মাথা হেঁট,——

বস। পাগলের কথায় কাণ দিতে আছে ?

যোগ। তুমি কাছে থাক্‌লে আর আমার সে সকল কথা কি মনে কর্‌বার সময় থাক্‌তো,—যখন আসি তখনই শুন্‌লেম,—তার পর আসবার সময় তুমি সঙ্গে এলেনা,—মনে হলো হবেই বা, আমাকে সরিয়ে দিয়ে বুঝি পলাবে,—তার পর তোমাকে দেখে চোখে জল এলো।

বস। সে সকল কথা ছেড়ে দাও,—আ'জ ক'টী "সই" কল্লে বল,—

যোগ। আমার সই তুমি,—জাননা কি সমানে সমানে না হ'লে "সই সেঙ্গাতী" হয় না,—আমার সমান ত আর কেহ নাই,—অথচ উৎসবটা বজায় কত্তে হবে, তাই দুগাছি ফুলের মালা এনেছি, এস দুজনে সই পাতাই,—

বস। তবে তাই ভাল,—ঘরেয় ভালবাসা পরকে বিলানর দরকার নাই,—এস আ'জ হ'তে তোমার সঙ্গে আর একটা সম্বন্ধ পাতাই——"তোমায় আমায় জন্মের সই।"

যোগ। "তোমায় আমায় জন্মের সই,—" বলিয়া যোগমায়া বসন্তের গলায় একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া একটী প্রণাম করিলেন।

বস। এ আবার কি যোগী ?

যোগ। ঘরের ভালবাসার মান্য।

বসন্ত যোগমায়াকে কোলে লইয়া আবার একটী চুম্বন করিলেন।

যোগমায়া আজি মাতুলালয়ে,—হলধর তাঁহার মাতুল,—তাঁহারও আপনার বলিতে "যোগমায়া" বই ত্রিসংসারে কেহ

ছিলনা,—বড় আদরের যোগমায়া জামাতা বসন্তকুমারের সঙ্গে বাড়ীতে আসিয়াছেন,—এ জন্য প্রতিবাসিনী ভগ্নী সম্পর্কীয়া ললনাগণ যোগমায়ার স্বামীর সহিত তাঁহার প্রণয়লীলা দেখিবার জন্য অন্তরালে ছিলেন,—যোগমায়াকে লজ্জা দিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহছিদ্র প্রকাশ।

দীনবন্ধুর তেওয়ারী ঠাকুর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রামনগর গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিল;—রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছে,—গ্রামের ছেলে বুড়া নিদ্রিত,—যুবকমহলে সয়লা তলায় যাত্রা শুনিবার আগ্রহে কেহ নিদ্রা যায় না,—কে কোথায় বসিবে,—কেমন করিয়া যাত্রা শুনিবার সুবিধা করিবে,—তাহারই জল্পনা করিতেছে। এমন সময় তেওয়ারী ঠাকুর ময়রাপাড়ায় উপস্থিত হইলেন,—ময়রাপাড়ায় খুব গোল—রাধী ময়রাণী সপ্তমের উপর সুর বাঁধিয়া ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছে,—প্রতিদ্বন্দিনীর গলা উঠিতেছে না,—সুতরাং রাধীরই জয়! ময়রাপাড়ার পাশে এক ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল,—সেই বাড়ীতে হরির মা আছাড় কাছাড় করিয়া কাঁদিতেছে,—ঝগড়ার মুখে রাধী প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে হরি যখন জমিদার বাড়ীর কৈলাসকে বাহির করিয়া লইয়া যায় পথে সে খুন হইয়াছে। কৈলাসের ব্যভিচারাশ্রম গ্রহণের কথা গ্রামে গানাঘুষা হইত,—কেহ বড় প্রকাশ করিতে পারিত না;—ঝাড়ের বাঁশ বাহির হইলেই ঝাড় ছাড়া হইল, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না,—"ঋণব্রণ কলঙ্কানাং কালে লোপ ভবিষ্যতি।" এই ভাবিয়া জমিদার বংশও কৈলাসের কথা বড় আলোচনা করিতেন না। অখ্যাতির কথা,—সে কথা যত নিবৃত্তি পায় ততই ভাল এই স্থির করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন,—কিন্তু ঝগড়ার আসরে রাধী ময়রাণীর মুখের কাছে ত কাহার পরিত্রাণ নাই,—তাহার কোন কথাই আটকায় না;—মুখে সরস্বতী—বসিয়া গেলেন। সে ঝগড়ায় জমিদার বংশের কলঙ্কের উল্লেখ, আর আজি সয়লার দিনে "হরিষে বিষাদ" হরির মার,—

M/1510 BR3793

যে হেতু কৈলাসকে লইয়া তাহার পুত্র যে দিব্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিল তাহা গ্রাম মধ্যে গুহ্যাদপি গুহ্য হইলেও হরির মা তাহা জানিতেন, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন পুত্র চাকরীর উদ্দেশে কলিকাতা গিয়াছে,—কিন্তু যখন রাধা ময়রাণী শুনিয়াছে ছেলে মারা গিয়াছে, তখন তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বে রাধী ঝগড়ার মুখে কয়েক জন লোকের গোপন মৃত্যুর কথা প্রকাশ করে—সে সকল ঠিক হইয়াছিল। এই বিশ্বাসে তিনি এ সংবাদকে অবিশ্বাস না করিয়া পুত্রের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতেছিলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে আপন পুত্রের যে সকল গুণ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহাতে তেওয়ারী ঠাকুর বুঝিয়া লইলেন; এবং আমরাও পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিতেছি যে মান্দারণের লোচনা ডোমের বাড়ীতে যে মৃত লাশটী পাওয়া গিয়াছিল সেটী রামনগরের হরিদাস চক্রবর্ত্তীর—আর মল্লিকার কথিত বামুন ঠাকরুণ জমিদারপুত্র হরিশবাবুর ভাগিনেয়ী "কৈলাসবাসিনী।" তেওয়ারী ঠাকুর তখন রোরুদ্যমানা হরির মার নিকট গিয়া বলিল "মায়ী, রোও-মৎ,—" হরির মা প্রাচীনা,—বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল,—বিশেষ রাত্রিকাল,—তিনি তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে বাছা,—"

তেও। হামার বাড়ী কাশীজী আছে,—আমি তোর দুঃখটী দেখে আস্‌চি,—তোর ছেলিয়া এখনও জিয়ে আছে,—লেকেন মরে না।

হরির মা। কেমন ক'রে জান্‌লে বাছা?

তেও। আমি গ'ণে জান্‌তে পারে,—তোর ছেলিয়ার চেহারাটী কেমন ছিল বল্ দেখি।

হ, মা। আহা—বাবা যেন কার্ত্তিক! বাবার আমার কিবা নাক চোখ,—কিবা বুকের ছাতি,—কিবা হাত পা!

তেও। বুড়িয়া হামাকে সমজালিনা,—দেখ্‌তে ক্যাসা ছিল?

হ, মা। শ্যামবর্ণ,—মুখখানি বাটী বাটী,—

তেও। গেঁড়া,—

হ, মা। হ্যাঁ বাবা গ্যাঁড়া,—মোটা সোঁটা;—

তেও। কতদিনে হিঁয়াসে রওনা হ'লো?

হ, মা। ঠিক ত মনে নাই, বাছা—হবে,—হবে মাস কতক।

তেও। কেমন সময় গেল?

হ, মা। ভোরে,—

তেও। আর কোন্ সাথ গেল? কৈলাসী?

হ, মা। হ্যাঁ বাবা,—সেই বেটীই ত আমার কাল হ'লো,—সেইকালেই বাছাকে আমার বলেছিলাম,—বাবা বড় বাড়ীর কথায় থাকিস্ না,—সে কি আমার এ কালের ছেলের মত,—যেন মহাদেব!

তেও। কৈলাসী রোপেয়া ওপেয়া বহুত লে গেল ?

হ, মা। হ্যাঁ বাবা তা নিয়েছিল বই কি! সেই জন্যেই ত আমাদের ক বিঘা মহোত্রাণ জমি জমিদার আট্‌কে নিলে!

তেও। তেস্কা পর ?

হ, মা। বাবা আমাকে পথে বসিয়ে, হাতে মালা দিয়ে গেল,—ধনে প্রাণে মর্‌লাম বাবা,—

তেও। কৈলাসী এখন কোথারে মায়ী ?

হ, মা। কেমন করে জান্‌বো বাছা!

তেও। জানিস্ বই কি,—

হ, মা। সে আবার কা'কে নিয়ে গেছে শুন্‌তে ত পাচ্চি,—সে সব মেয়ে কি সোজা,—তারা ডাকিনী!

তেও। কত দিন তোঁর ছেলিয়ার সঙ্গে কৈলাসীর আস্‌নাই ছিল ?

হ, মা। আসনা কি বাবা বুঝিনা ?

তেও। তোর ছেলিয়া কত দিন কৈলাসীর পাশ যেতো ?

হ, মা। তা বাবা নিজ্জশ বল্‌তে পারবো না,—ছেলে আমার ছোট বেলা থেকে বাবুদের বাড়ী চাকরী কত্তো।

তেও। কি নোকরী কত্তো ?

হ, মা। বাড়ীর গোমস্তা,—

তেও। তোর ছেলিয়ার সাথ কুচ্ চিজ ঈজ ছিল ?

হ, মা। গরিবের ছেলে—কি থাকৃবে বাছা,—

তেও। সে লাঙ্গা গেল কি ?

হ, মা। না,—পরবার কাপড় ছিল,—

তেও। সোণা রূপার চিজ ?

হ, মা। হ্যাঁ বাবা,—সোণার একটী জড়ান আংটী,—আর হাতে একখানি ইষ্টি কবচ।

তেও। আউর কুচ্ ?

হ, মা। আর গলায় একগাছি কাটের মালা,—

তেও। কেমন মালা,তাতে কুচ ছিল ?

হ, মা। হ্যাঁ তাতে ছুটী সোণার ছোট মাছুলি ছিল।

তেও। দেখলে পরচানবি ?

হ, মা। কি বলবো বুঝলাম নি ?

তেও। দেখ্‌লে চিনবি ?

হ, মা। হ্যাঁ,—

তেও। তোর ছেলিয়ার উমের কেত্তা ছিল গো ?

হ, মা। ছগণ্ডা ছুই কি তিন,—

তেও। আওর্ কুচ নিশানী ছিল ?

হ, মা। আর আমার মাথার মত লম্বা চুল ছিল,—আহা বাবা যেন আমার মা মুক্তকেশী,—দাঁতগুলিতে সারাদিন মিশি লেগেই থাকৃতো,—কোথা আছে বাবা বলোনা!

তেও। বলিব——বলিব——থাম,—সে তোর ছেলিয়া হবে কিনা দেখি আসি।

হ, মা। কোথা ? বলনা বাবা,—আমার বুকের ভিতর যে গুর্ গুর্ কর্‌চে। সে আমার কথা কিছু বলে দেয়নি বাবা ?

তেও। না—হামি আ'জ চলে,—

হ, মা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো ঠাকুর!—

তেও। না না—তুই যাবিনা,—হামি কাল এসে নিয়ে যাবে।

বলিতে না বলিতে তেওয়ারী ঠাকুর অন্তর্দ্ধান! হরির মা হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিল "কোন্ দেবতা ছলতে এসেছিলেন,—পোড়া কপালী চিনতে পারলাম না।" এই বলিয়া হা হুতাশ করিতে লাগিল। তেওয়ারী ঠাকুর আর দেখা দিলনা।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যাত্রাভিনয়।

পল্লীগ্রামে তিন প্রহরের পেচক ডাকিয়া গেল;—সয়লাতলায় কলরব,—সকলেই বলিতেছে "পয়সা দিতে হবে অমনি ত নয়,—রাত্রি যদি ভোরই হ'য়ে যাবে, যাত্রা হ'বে কখন।" বারইয়ারির কার্য্য,—কর্ত্তা একজন নয়,—ভাবিতে গেলে সকলেই এক একজন স্ব স্ব প্রধান;—কাজেই আপন ইচ্ছামত বলিতে ছাড়িতেছে না। যাত্রার দলটা বড় জাঁকাল,—অধিকারী রাধানাথ,—রাধানাথের নাম রাঢ়ে বঙ্গে,—তাহার অনুপ্রাসের ছটায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ,—সকলেই জানে রাধানাথের আসরে আসিতে যত বিলম্ব,—আসিবে আর আসর নিস্তব্ধ করিবে। সেই জন্যই লোকের এত আগ্রহ,—আর রাধানাথেরও খাতির নদ্রারৎ;—ভোরের কাক কোকিলের সঙ্গে তিনি আসরে দেখা দেন,—খুব পীড়াপীড়ি করিলে কৃষ্ণ বালকের নাচুনি কুঁদুনীতে রাত্রি কাটাইয়া যথাকালে আবির্ভূত হয়েন। ক্রমে জমিদার বাড়ী হইতে আদেশ হইল যাত্রা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক;—রাধানাথ জমিদারের খাতির এড়াইতে পারিলেন না; আপনার দল বল আসরে পাঠাইলেন;—খোল করতালের বাজনা আরম্ভ হইল;—চারিদিকে ঘন ঘন "হরিবোলের" শব্দ উঠিল;—চারিটী খোলের আওয়াজ সেই নিস্তব্ধ নিশীথে গ্রাম গ্রামান্তরে পৌছিল;—নিদ্রিত দম্পতি জাগ্রত হইল;—ছেলে বুড়া

কেহ ঘরে থাকিতে পারিল না;—সকলেই দলে দলে সয়লাতলায় আসিয়া স্থানজোড়া করিয়া দিল। মহাকোলাহল;—দেশশুদ্ধ লোকের ঘরশূন্য;—কেহ ঘরে নাই;—জমিদারবংশের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া দেবালয়ের বারাণ্ডায় চিকের ভিতর আশ্রয় লইলেন। পুরুষেরা বাড়ীতে চাবিতালা বন্ধ করিয়া চাকরদিগের বন্দোবস্ত করিতেছেন, কে কখন বাড়ীতে থাকিবে, কখন যাত্রা শুনিতে যাইবে। হরিশ বাবুর জমিদারী লাহিরগঞ্জের নায়েব জনার্দ্দন রায় জমিদারের গ্রামের মহোৎসব দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ তিনি সয়লাতলায় থাকিয়া যাত্রার রোসনাই ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, যাত্রা আরম্ভ করাইয়া হরিশ বাবুর বৈটকখানায় শয়ন করিতে আসিলেন,—হরিশ বাবু তাঁহাকে বলিলেন "রায় মহাশয়, এখন শয়ন করুন, ভোরের সময় তখন যাবেন,—আমি আপনাকে ডাক্‌তে পাঠাব। বিষয় কর্ম্মের কথা অনেক আছে। কাল তখন ধীরে সুস্থে হ'বে।"

জনার্দ্দন রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ,—বয়স প্রায় ৫০ বৎসর;—দেখিতে শ্যামবর্ণ,—খর্ব্বাকার, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা সাদা কাল চুল;—কপাল ছোট, ভ্রূ ঘন,—চক্ষু ক্ষুদ্র;—কাণ দুটী মাঝারি, বড় বড় চুলে ভরা;—গণ্ডস্থল কুঞ্চিত;—সমুখের দাঁত দুটী একটু বড়, এবং হরিদ্রার আভাযুক্ত;—নাসিকা একটু চাপা; রন্ধ্র দুইটী ফাঁক;—মুখখানি বাটী বাটী;—গণ্ডাস্থি কিছু উচ্চ। পরণে একখানি থানের ধুতি,—গায়ে একটী পিরাণ, তার উপর একখানি উড়ানী,—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটী রূপার অঙ্গুরীয়ক; জনার্দ্দন লাহির গঞ্জ ডিহীর কাছারীর নায়েব; মাসিক বেতন বারটী টাকা;—বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, বার মাসে তের পার্ব্বণ চলে;—তথাপি তিনি তাঁহার প্রভুর একজন বিশ্বাসী চাকর বলিয়া পরিগণিত। হরিশ বাবু যখন যাত্রা শুনিতে যান তখন দীনবন্ধু সঙ্গে গেলেন,—বাবু বাহির হইবার পূর্ব্বে জনার্দ্দন কাণে কাণে কি বলিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠী দিলেন,—প্রকাশ্যে বলিলেন "পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।" হরিশ বাবু নূতন বন্ধুর হাত ধরিয়া সয়লাতলায় চলিলেন, আগে আগে একজন লাঠিয়াল লাঠী কাঁধে করিয়া চলিল,—লাঠিয়াল বাবুর ধুতি চাদরের ন্যায় একটী পোসাক, পল্লীগ্রামের জমিদারদিগের এ পোসাকটী না হইলে কোনমতে চলেনা।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে,—গাছপালার ভিতর দু একটা পাখা আপনাপন গলাবাজী আরম্ভ করিয়াছে;—পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে;—ভোরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাছে পাখী, আর সয়লাতলায় কৃষ্ণযাত্রার ললিতা বিশাখাদি গোপিনীদিগের বক্তৃতা শুনা যাইতেছে। ক্রমে বাবু যাত্রা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন,—চারিদিকের লোক সমস্ত একদৃষ্টিতে জমিদার

পুত্রের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল,—যাহারা তাঁহাকে চিনে না, তাহাদের প্রশ্ন মতে অন্যান্য লোকে তাঁহার পরিচয় দিয়া আপনাপন বহুজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে, আর তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। হরিশ বাবু সবান্ধবে বারইয়ারী তলায় উপস্থিত হইলে সকলেই পশ্চাৎ হঠিয়া তাঁহাদের জন্য প্রচুর স্থান করিয়া দিল,—তিনি "হংস মধ্যে বকো যথা" সেইরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন,—ঘন ঘন তামাক চলিতে লাগিল, কৃষ্ণ যাত্রার ছেলেরা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারূপ হস্তভঙ্গী করিতে করিতে "শ্যামের চক্ষের জল বক্ষ বয়ে, পড়ে শ্রীচরণ দিয়ে" এই গানটী পঞ্চমের উপর চড়াইয়া গাইতে লাগিল। সেই আকাশভেদী চীৎকারে গুর্ব্বিণীর গর্ভপাত হয়,—সৌভাগ্য ক্রমে চিকের অন্তরালে তখন তদবস্থাপন্ন কেহ ছিলেন না। গীত সমাপ্ত হইলে তবলার সঙ্গতে বেহালা বাজিতে লাগিল,—দুইটী নর্ত্তকী উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল,—নাচিবার সময় তাহাদের মাথার উপর পিতলের কলসী, গাড়ু, পিলসুজ স্থাপিত করা হইল,—নর্ত্তকী সেই সকলের বোঝা বহিতে বহিতে বসিয়া দাঁড়াইয়া নানান্ রকমের নাচ নাচিতে লাগিল,—দর্শকবৃন্দ খুসী হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করিল,—দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের শ্রোতৃবর্গ গীতাভিনয়ে Beautiful, excellent, enchore, ইত্যাদি কথা তখন বলিতে শিক্ষা করেন না। যে হেতু সেকালে আমাদিগের দেশে ইংরাজীর এতটা ছড়াছড়ি বা যাত্রাভিনয় পাশ্চাত্য প্রণালীতে এত দূর উন্নত ছিলনা। শালুর কাপড়ে ঝুটা জরিতেই যাত্রাওলারা পোসাকের বাহার মারিয়া রাখিত;—যেখানে খুব বাড়াবাড়ি সেখানে ছাবা ছিটের সাড়ী,—এখনকার মত সাটিন কিংখাপের ছড়াছড়ি ছিলনা। তখন ছন্দোবন্ধে অভিনয় চলিত,—মাঝে দিন কতক অক্ষয় বাবু আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় চলিতে থাকে, অভিনয় দেখিতে গিয়া বিডনষ্ট্রীটের খৃষ্টান মিশনরীর বক্তৃতা মনে পড়িত;—এখন সে ঢেউ কতকটা থামিয়া গিয়াছে,—ভাদ্রের শেষে আম্রাতকের স্বাদ দিন কতকের তরে,—কিন্তু পুরাতন তিন্তিড়ীর আদর আবার হয়,—পুরাতনের মান কখন কমেনা, পুরাতনের যত্ন চিরকাল;—নবীন, টশটশে যুবা মুখের হাসি বড়ই সুন্দর, কিন্তু বুড়া মুখের জড়ান কথা রসে ভরা, সারে পূরা,—পুরাতন সকলই ভাল। কেবল পুরাণকালে পুরুষে যে স্ত্রী সাজিয়া কঠোর কণ্ঠে কোমল কথার নকল করিত, কর্কশ অঙ্গে কোমলতার আবির্ভাব দেখাইত, সে সকল ছাই ভস্ম; এখন যে সজনী, বিজনী, রাধা বিনোদিনীরা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর হইয়া অভিনয় গৃহ আলোকিত করিতেছে, ইহার তুল্য মনোমুগ্ধকর আর কিছুই নাই। একালের সকলই উল্টা,—সংসারের সকলই পরিবর্ত্তনীয়—কখন নৌ'পর গাড়ী, কখন গাড়ী পর নৌ,—তাই দ্বাপরে কৃষ্ণকালী,

আর কলিতে কালীকৃষ্ণ। Taste বলিলে হয়ত আমাদিগের ছাঁকা বাঙ্গালী পাঠক মহাশয়রা বুঝিতে পারিবেন না। খুব খাঁটী করিয়া বলিতে হইলে তাহাকে রুচি বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করিতে ভালবাসেন;—কেহ মিষ্ট, কেহ কষায়, কেহ কটু; কেহ বা তিক্তরস আস্বাদনে ভারি প্রিয়। কবি কালিদাসের সময় মধুর, অম্ল, অম্ল মধুর স্বাদ সকলের প্রিয় ছিল,—এখন সে স্বাদ আর ভাল লাগেনা। নিরবচ্ছিন্ন অম্ল ও মধুর রসাস্বাদে জিহ্বা অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অরুচি জন্মিয়াছে, তাই এখন কটু ভিন্ন অন্য রস ভাল লাগেনা। সেই জন্যই কটুর সহিত মিষ্ট এবং অম্লরসের একটু আমেজ রক্ষা করা হইয়াছে, তাহার উপর আবার মুন্সী গিরি এই যে পৌরাণিক পবিত্ররসে বারাঙ্গণার কটুতা মিশিয়া এক কিম্ভুত কিমাকার নূতন মিশ্র রসের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে।

সে সকল কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অধিকারী মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইলেন, আসিবামাত্র চারিদিকে আবার হরিধ্বনি হইল,—তিনি একছিলিম তামাকু টানিয়া একবার তানপূরার কাণ মলিলেন, তবলায় ঘা মারিলেন, বেহালার সুর দিলেন,—তাহার পর দাঁড়াইয়া, এদিকে ওদিকে—চিকের ভিতর বাহির, দেবালয়ে, দর্শকের মুখে দৃষ্টি ফেলিলেন এবং বাম হস্তে কৃষ্ণ বালকের স্কন্ধ আকর্ষণ করিয়া "কৃষ্ণ,—তুমি কৃ—ষ্ণ? কৃ—,ইতি কর্ষণে" ইত্যাদি রূপে আপন বাক্‌পটুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এক কথা সহস্রবার চর্ব্বণ করিয়া শ্রোতার মুখের দিকে সহস্রবার কটাক্ষ করিয়া যতক্ষণ না তাঁহার মুখ দিয়া "আহা! বা বাহা" এই মিষ্ট স্বাদ পাইলেন ততক্ষণ ছাড়িলেন না,—সাধারণ লোকে তাহার অর্থ বুঝিল না। ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধিকারীর অগাধ বিদ্যার খ্যাতি ছিল,—রাধানাথ অধিকারী যখন "কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ, তুমি কৃ——ষ্ণ, তুমি কৃষ্——ট" বারম্বার এই কথা বলিতেছে তবে উহাতে কোন গূঢ়তত্ব আছে, অমনি তাহাদের মুখে "আহা——" শব্দের সহিত চক্ষে একটু জল আসিল। অপরে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিল। অমনি সুর জমাট—— আসর নিস্তব্ধ!

হরিশ বাবুর পাশেই দীনবন্ধু বাবু তাকিয়া ঠেশদিয়া বসিয়াছিলেন,—হরিশ যাত্রাভিনয় দর্শনে মুগ্ধ,—তাঁহার তাকিয়ার নীচে জনার্দ্দনের দেওয়া কাগজের চিরকূট টুকু পড়িয়াছিল, দীনবন্ধুর তাহাতে নজর পড়িল তিনি ধীরে ধীরে হস্তগত করিয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে,——"কল্য রাত্রে মালিক দেখা করিবেন।" দীনবন্ধুর ভাল অর্থগ্রহ হইল না। যাত্রা হইতে তাঁহার মন সরিয়া গেল। তিনি "মালিক," "জনার্দ্দন" "কৈলাস" এই সকল ভাবিতে লাগিলেন। অধিকারী "রাধিকার মান-ভঞ্জন" পাল্লা আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোক সমস্ত "কাণে কাণ" বসিয়া শুনিতেছিল।

প্রাতঃকাল হইল, বসন্তকুমার যাত্রা শুনিতে আসিলেন,—হরিশ বাবু সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন,—তাঁহার খাতির যত্ন দেখিয়া অধিকারীও তাঁহাকে ছাড়িলেন না, সমুখে আসিয়া হাত নাড়িয়া, অঙ্গুলি টঙ্কার দিয়া কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেদিন রাধানাথ খুব "বাহবা" লইলেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত লোকজন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া নীরব নিস্পন্দভাবে যাত্রা শুনিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাটনা—বাঁকীপুর।

বাঁকীপুরের ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী দ্বিতলগৃহের একটী কক্ষে একটী পূর্ণ-যৌবনা কামিনী গবাক্ষ খুলিয়া গঙ্গার সুদূরপ্রসারী বালুকাময় চরভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মানা;—বেলা অপরাহ্ণ,—সৌরকর পৃথিবী ছাড়িয়া অট্টালিকা, তরুশির আশ্রয় করিয়া ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছে, রাশি রাশি পক্ষী গঙ্গার চড়া হইতে উড়িয়া অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিবার জন্য যেন এধার ওধার ছুটাছুটী করিতেছে,—তাহার ঠিকানা করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার চড়ায় বসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যকর অদৃশ্য হইল,—অনন্ত আকাশের কোলে মিশিয়া গেল;—তাহার চিহ্নও রহিল না। অন্ধকার আসিয়া আকাশ ঢাকিল; পৃথিবী আরও আঁধার,—অন্ধকারের ভিতর দিয়া গ্রামপল্লী, গাছ পালার আধফুটা ছবি গুলি দেখা যাইতে লাগিল,—ঘরের ভিতর খুব অন্ধকার। পরিচারিকা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল,—আঁধার ঘর আলোকিত হইল। কামিনীর চিত্ত আলোকে আকর্ষণ করিল,—তখন তাঁহার চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল;—রাত্রি হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইল। তিনি গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। গৃহকর্ম্মের মধ্যে আহারীয় প্রস্তুত করণ,—কিন্তু এখনও তদুপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় না, এজন্য তিনি সূচসূতা লইয়া একখানি কাপড়ে ফুল তুলিতে বসিলেন। প্রদীপটায় তৈল অধিক

থাকায় মিট্ মিট্ করিতেছিল, এজন্য প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া দেখিলেন স্থচী সূত্রচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে,—স্থচিকাগ্রে সূত্র সংযোগ করিতে গিয়া, একবার দুইবার তিন বারেও হইল না। কামিনী বলিলেন "আ মর এই বয়সেই চক্ষের মাথা খেয়ে বস্‌লাম! তিনুর মা——তিনুর মা" বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার করিলে পূর্ব্বোক্তা স্ত্রীলোকটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনুর মা তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক প্রবীণা, সে স্থচাগ্রে সূত্র সংলগ্ন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিল "মা ঠাকরুণ তোমার কাঁচা বয়স, তুমি পাল্লেনা, আমি পার্‌বো ?"

কামি। পার্‌বি,——দেখনা।

তি, মা। সত্তি সত্তিই কি তুমি রাত্রে ভাল দেখ্‌তে পাওনা ?

কামি। তা বলে কি আর লোক ঠাহর কত্তে পারিনা।

তি, মা। তা বল্‌চিনা,——

কামি। নয়ই বা কেমন ক'রে ?

তি, মা! ছেলে বেলা থেকেই আমার একটু খাটো নজর।

তিনুর মা স্থচাগ্রে সুতা পরাইতে পরাইতে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা ঠাকরুণ, একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, রাগ কর্‌বে না ত ?"

কামি। রাগের কথা না হয় ত কেন রাগ কর্‌বো ?

তি, মা। হ্যাঁ মা ঠাকরুণ, বাবু তোমার কে ?

কামি। কে হয়, তুই কি তা জানিস্ না ?

তি, মা। জানবো না কেন ;—

কামি। তবে ?

তি, মা। পাড়ার সবাই ব'লে "তোর মা ঠাক্রুণকে কেমন কেমন ঠেকে !"

কামি। কি রকম ঠেকে ?

তি, মা। তা——মা তারাই বল্‌তে পারে।

কামি। তবু——তোর কি বোধ হয় ?

তি, মা। আমার ত ভালই বোধ হয়,——

কামি। তা বল্‌চিনা——বাবু আমার কে তোর বোধ হয় ?

তি, মা। সোয়ামী ?

কামি। তায় কি সন্দেহ হয় নাকি ?

তি, মা। আমার সন্দ হয় না, কিন্তু পাড়ার মেয়ে ছেলে——

কামি। পাড়ার মেয়ে ছেলে কি বলে ?

তি, মা। তা'দের কথা আমি ধত্তব্বি করিনি।

কামি। বাবু আমার ভগ্নিপতি হয়।

তি, মা। তাই হবে,——না হ'লে এত ঠাট্টা তামাসা !

কামি। সে কি ! মর্ মাগি, উনি যে আমার ভাই !

তি, মা। হ্যাঁ—কোলের পেটের ভাই বুন না হ'লে এত ঝগড়া মারামারি !

কামি। দূর আবাগী উনি যে আমার স্বামী।

তি, মা। আমিও ত তাই বলি তা না হ'লে, আর দিনে দুপুরে খেতে শুতে এত হাসি খুসী হয়!

কামি। তো'কে যা বলি তুই যে তা'তেই "হাঁ" দিস্ কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি?

তি, মা। আমি বাছা, তোমাদের কিছু অন্দি সন্দি পাইনি।

কামি। তিনুর মা তুই কতদিন এদেশে আছিস্?

তি, মা। যে বছর্ শঙ্কর বাবু ইটপাঁজা পোড়ায় সেই বছর থেকে।

কামি। আ মলো———

তি, মা। হিসাব ক'রে দেখ না, ক গণ্ডা বছর হয়।

কামি। হিসাবের ত বাঁধা ধরা ভারি!

তি, মা। সেই বছর শঙ্কর বাবুর বড় বেটা ননি বাবুর পৈতা হয়।

কামি। কে তোকে এদেশে আন্‌লে?

এই কথায় তিনুর মা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল কোন জবাব দিলনা।

কামি। চুপ করে রইলি যে তিনুর মা? কাঁদ্‌চিস্ নাকি? ওমা সত্তি সত্তিই তো,—কি এমন কথা বল্লেম বাছা কাঁদিস কেন?

তিনুর মা বাস্তবিকই এ সময় কাঁদিতেছিল। চক্ষের জলে তাহার বসনাঞ্চল সিক্ত হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে সে উত্তর করিল "না মা, তুমি কাঁদবার কথা বল না,—ভগবান্ আমাকে কাঁদতে করেছেন, তাই কাঁদচি। যতদিন মরণ না হয়, তত দিন কাঁদতে হবে।"

কামি। কি হয়েছে তোর, বল্‌না তিনুর মা,——

তি, মা। না——কিছু হয় না।

কামি। হাঁ হয়েছে, না হ'লে তুই কাঁদ্‌বি কেন?

তি, মা। মনে দুঃখু হ'লো তাই কাঁদ-লাম।

কামি। দুঃখের কথা ত কিছু হয় না!

তি, মা। তুমি কি তা বুঝবে মা,—তুমি বড় মান্‌ষের মেয়ে আমার দুঃখু কি বুঝতে পার্‌বে?

কামি। বলই না——বল্লে কি আর বুঝা যায় না!

তি, মা। বড় মান্‌সে দুঃখীর কথা বুঝেনা।

কামি। আমি বুঝবো—তুই বল।

তি, মা। তিনু আমার যখন পেটে তখন "তিনি" আমাকে নিয়ে গয়া কাশী যাচ্ছিলেন,—গয়া ক'রে যখন কাশী যাই, তখন পথে তাঁকে মার অনুগ্র হ'লো। কালে ধর্‌লে,—আর আর যাত্রীরা ফেলে গেল, সাতদিনের দিন বিধবা হ'লেম। চির-দিন কাঁদবার জন্যে কাঙ্গাল ক'রে পথে বসিয়ে গেলেন। সেই থেকে এখানে।

এই সকল কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় বাহিরে মনুষ্যের পদসঞ্চার শব্দ হইল। শুনিতে শুনিতে সেই শব্দ নিকটে

আসিল, গৃহের প্রবেশদ্বারে বিনোদ বাবু। বিনোদ বাবুকে দেখিয়া তিনুর মা তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল। বিনোদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্টা যুবতীকে বলিলেন "কৈলাস মহাবিপদ!" ইনি আমাদিগের হরিশ বাবুর ভাগিনেয়ী!

কৈলা। তোমার আবার বিপদ ছাড়া কোন্ দিন?

বিনো। এইবার দেখ্‌তে পাবে!

কৈলা। হয়েছে কি?

বিনো। শুনচি, কলকাতা থেকে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট এসেছে।

কৈলা। সে আবার কি?

বিনো। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে।

কৈলা। কা'কে?

বিনো। আমাকে——আর কা'কে!

কৈলা। কেন?

বিনো। একটা মোকর্দ্দমা পড়েছে,—

কৈলা। কি মোকর্দ্দমা?

বিনো। সঙ্গীন!

কৈলা। তবু শুনি না,——

বিনো। তোমার আর শুনে কাজ নাই।

কৈলা। তবে শোনালে কেন?

বিনো। আ'জ বাদে কা'ল ত আর ছাপা থাক্‌বে না।

কৈলা। এখন উপায়?

বিনো। উপায়, তুমি এখানে থাক, আমি আ'জ রাত্রে সরি,——

কৈলা। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

বিনো। তাও কি হ'য়ে থাকে!

কৈলা। আমি স্ত্রীলোক, এদেশে কেমন ক'রে একা থাক্‌বো——তা আমি পারবো না।

বিনো। না পার্‌লে চল্‌বে কেন?

কৈলা। চলুক আর না চলুক আমি সঙ্গ ছাড়চি না।

বিনো। অত উতলা হ'য়োনা, থাম—বিদেশবিভূয—এদেশ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, রাত্রিকাল,—আপনি পলানই ভার, আবার স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে গেলেই ধরা পড়তে হবে।

কৈলা। ধরা পড়বে বলে, আমি বুঝি এখানে ভেবে ভেবে সারা হ'বো। তা আমি পার্‌বো না।

বিনো। টাকা কড়ি দিয়ে যাচ্চি,—দু পাঁচদিন থেকে, যখন কল্‌কাতার নৌকা যাবে, তখন সুবিধা দেখে উঠে পড়বে——কলকাতায় না গিয়ে কোন্‌নগরে নাম্‌বে।

কৈলা। তোমার সঙ্গে গেলে কি দোষ আছে?

বিনো। এই রাত্রিকাল,—আমাকে গোপনে যেতে হ'বে, সদর রাস্তায় যাওয়া হবেনা,—মাঠে মাঠে, বনে বনে, পাহাড় পর্ব্বত পার হ'তে কতই কষ্ট হ'বে,—তুমি স্ত্রীলোক, কি তা পার?

কৈলা। আমি অকূল পাথারে ভাস্‌লাম!

বিনো। কেন তোমায় টাকা কড়ি দিয়ে গেলাম,—ভাবনা কি? টাকা থাক্‌লে বনেও কষ্ট থাকেনা।

কৈলা। কোথা যেতে কোথা যাবো,—কার সঙ্গে যাবো,—ভাল মন্দ লোক আছে। পথে চোর ডাকাতের ভয় আছে। টাকা ক'টী যা দিয়ে যাবে, কোন রকমে গেলেই দুঃখের শেষ থাক্‌বে না। বিধাতা কষ্ট দিলে কে রাখে।

বিনো। তুমি আপনিও মজ্‌বে, আমাকেও মজাবে দেখ্‌ছি,——

কৈলা। কাজ কি এত মজামজিতে, তুমি যাও আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হ'বে।

বিনো। চটো কেন? আমি ভালর জন্যেই বলচি,——আমার সঙ্গে গেলে, পথে যদি গ্রেপ্তার হই, তোমাকেও গ্রেপ্তার হ'তে হবে। ভাব দেখি তখন অদৃষ্টে কি ঘটবে!

কৈলা। সে ত ভাল, যেখানে থাকি তোমার কাছেই থাক্‌বো।

বিনো। কি সুখের কথা!

কৈলা। তোমার না হ'ক, আমার ত হবে!

এই সময় তিনুর মা বাহিরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বিনোদ চুপে চুপে বলিল "কৈলাস দেখ, তিনুর মার কি হ'লো!" তিনুর মা পুনরায় চীৎকার শব্দে বলিল "সিপুই—সিপুই—সিপুই! দরগা—থানাদার; বাবু বাহির হও, আমাকে ধল্লে! বিনোদ হতবুদ্ধি হইয়া বসিল,—মুখে কথাটী নাই! কৈলাস উপায়ান্তর নাই দেখিয়া বলিল "বসে ভাব কি,—উপায় দেখ,—জমাদার বরকন্দাজে বেঁধে নিয়ে যাবে?"

বিনো। তারই উপায় ভাবচি,——

কৈলা। ভাব কি,—দরওয়ানের পোসাক প'রে নীচে গিয়ে শোও,—আমি তার পর ব্যবস্থা করচি।

বিনো। তুমি তার পর পারবে,

কৈলা। হাঁ——আ,——

বিনো। দেখ,—তুমি আমার সঙ্গে সমানে দাঁড়ালে আমি কা'কেও ভয় করিনা, এখনি সবার চোখে ধূলা দিচ্চি।

এই বলিয়া বিনোদ নীচে নামিয়া গেল;—কৈলাস তিনুর মা'কে বলিল,—"বাবু ত নীলরতন বাবুর বাসায় নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন, দরওয়ানকে তুলে দাও;—" উত্তর হইল "দরওয়ান নীচে শুইয়া আছে—বোধ হয় ঘুমিয়েছে।" বিনোদ যেন এই সময় ঘোড়ার আস্তাবলের একটী খাটিয়াতে পড়িয়াছিল, গোলযোগে জাগ্রত হইয়া ওঁ—আঁ করিতে করিতে বলিল "কে হে বাপু, তোমরা?"

একজন সিপাহী বলিল "উঠে দেখ;—" আস্তাবলশায়ী পুনরায় নিদ্রা গেল,—সিপাহী তখন রাগত হইয়া ফের বলিল "দরওয়ান উঠ, তোমার বাবু কোথায়?"

দর। বাবু দানাপুর গেছেন,—

সিপা। দানাপুরে কা'র বাড়ী?

দর। নীলরতন বাবুর বাসায়।

সিপা। আমরা বাড়ীতল্লাস করবো।

দর। রাত্রে নয়।

সিপা। রাত্রেই কর্‌বো,—কোতয়ালীর নায়েব খোদ হাজির।

দর। মেজেষ্টর সাহেব এলেও নয়। পার কর।

সিপা। স্ত্রীলোকদিগে বাহিরে আস্‌তে বল।

দর। তোমার ইচ্ছা হয় বল,—ভদ্র লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোক—কেন আপন ইজ্জত নষ্ট কর্‌বে।

সিপা। আরে ভাই ওঠ নায়েব সাহেব খাড়া একটা কথা শোন।

দর। কি কথা শুন্‌বে—বল।

সিপা। মিঠাই খাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও আমরা চলে যাই।

দর। অপরাধ?

সিপা। অপরাধ কিছু থাকুক না থাকুক সাহেবের মান কোথায় গেছে?

দর। বাবু বাড়ীতে নাই, কে দিবে?

সিপা। বাবুর পরিবার!

দর। তাঁর গরজ?

সিপা। না হ'লে বেইজ্জত হ'বে।

দর। তাই হ'ক না। জান কার বাড়ী?

সিপা। যারই হ'ক—চীল উড়লে কুটো না নিয়ে যায় না, জানত!

দর। আঃ——তুমি বড় দেক সেক কল্লে দেখচি দু এক টাকায় হয়?

সিপা। পঞ্চাশের কমে নয়।

দর। কা'ল এসে তখন বাবুর কাছ থেকে নিয়ে যেও।

সিপা। তোমার বাবুর নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আছে।

দর। আমার বাবু ত চোর ডাকাত নন।

সিপা। চোর ডাকাত নয় তার বাড়া।

দর। তাই কাল এসে বেঁধে নিয়ে যেও।

বিনোদ বাস্তবিকই বাঁকীপুরে থাকিয়া রূপসাহেবের কুঠীর সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া কাজ করিতেছিল, এজন্য সেখানে বেশ মান সম্ভ্রমে চলিত, বড় বড় বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীতে তাহাকে বড় লোকের ছেলে বলিয়া জানিত, সকলেই বেশ মান্য করিত,—তাহার চা'ল চলন উচু ধরণের ছিল, সাহেব মহলে খুব খাতির! বড় বড় সাহেবেরা নানা প্রকারে বাধিত ছিল। বিনোদ তাহাদিগের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিত গাড়ী চড়িত, নাচ তামাসায় হাজির থাকিত, বড়দিন (Chistmas Eve) ছোটদিনে তাহাদিগকে ভোজ দিত। এজন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যদিও কোতয়ালীর নায়েব স্বয়ং আসিয়াছিল কিন্তু একে বাঙ্গালী বাবু তায় ইংরেজের কুটুম্ব,—পাছে কুটীর ব্যাঘাত হয় এজন্য আর অধিক পীড়াপীড়ি না করিয়া মিঠাই খাইবার জন্য ১০টী টাকা লইয়া সিপাহীরা পৃষ্ঠ দেখাইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জেলখানা।

হোসেনাবাদের জেলখানাটী অতি বৃহৎ—চারিদিকে কিছু কম ১৫ ফিট উচ্চ প্রাচীর,—প্রাচীরের উপর কয়েদীদিগের পলায়নের সুবিধা কি অসুবিধার জন্য, বলিতে পারিনা, বড় বড় বোতল ভাঙ্গা। তাহার মাঝে মাঝে গুমটীর উপর সঙ্গীন খাড়াকরা সান্ত্রী পাহারা দিবারাত্রি টহলাইতেছে। অতি ভীষণ দৃশ্য! সমুখ দিয়া চলিতে ভয় করে;—ভাল মানুষের বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়। অত্যুচ্চ দেওয়াল, তাহাতে জানালা নাই,—যমমূর্ত্তি সিপাই, জমাদার যেন জীয়ন্ত গ্রাস করিতে আইসে। তাহাদের লালপাগড়ী, লম্বা গোঁপ, কর্কশস্বর অতি ভয়ানক, দেখিলেই বোধ হয় ভয়ানকের ভয়ঙ্কর যমরাজের সহিত তাহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শরীরে মাধুর্য্যের চিহ্ন নাই,—কখন মুখে মিষ্ট কথা আইসে না, নিষ্ঠুরের অবতার।

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে,—সেই মাত্র পাহারা বদলি হইয়াছে, জেলখানা নীরব! পোকাটী পর্য্যন্ত নড়েনা, যেন মরা ঘর অনড় অসাড় পড়িয়া আছে। অথবা পৃথিবীর আপদ বিপদ যেন পৃথিবী ছাড়িয়া এই বাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছে! কোন ঘরে আলোক নাই, সব অন্ধকার ময়,—রাত্রি অন্ধকারময়, বাড়ী অন্ধকারময়, ঘর অন্ধকারময়—যাহারা নিদ্রা যাইতেছে তাহাদের মন অন্ধকারময়, এখানকার সর্ব্বত্র অন্ধকার বই কিছুই নাই। এই বাড়ীতে দুই শ্রেণীর হতভাগ্যেরা অবস্থিতি করে,—দণ্ডভোগী অপর শ্রেণী বিচারাধীনে অবরুদ্ধ, সাধারণতঃ ইহাদিগের আখ্যা কয়েদী এবং হাজতী। এই দুই শ্রেণীর ভগ্নাদৃষ্টগণের আহার, অবস্থানের ভিন্ন ব্যবস্থাও আছে।

আমাদিগের উপন্যাসকথিত মান্দারণের লোচন ডোম এবং হরিপ্রসাদ আজিও বিচারাধীনে হাজতনিক্ষিপ্ত। যে রাত্রির কথা বলিতেছি তাহার পূর্ব্বদিন একজন নূতন হাজতী আসিয়াছিল তাহার নাম

শিউদিন,—শিউদিন দ্বিভাষী, হিন্দি বাঙ্গালা সুন্দর বলিতে পারে, সর্ব্বদা বিমনা বসিয়া থাকে—কাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেনা, কিন্তু কে কোথা কি কথা কহিতেছে যেন তাহা সাবধানে শ্রবণ করে;ক্ষেপা পাগলের মত ; হরিপ্রসাদ দিবাভাগে শিউদিনকে তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিয়াছিল যে, সে বিষ প্রয়োগের (Poisoning) অপরাধে চালান হইয়াছে। হাজতের সকল আসামীই জানিত শিউদিন হাজতে আসিয়া আপন বুদ্ধি, মনের স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সকলই হারাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু হরিপ্রসাদ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। লোচন হরিপ্রসাদকে মনের কথা দুই একটী খুলিয়া বলিবার উদ্যোগ করিলে হরিপ্রসাদ তাহাকে চক্ষুর ইঙ্গিতে নিষেধ করিত, বলিতে দিতনা।

এখন শিউদীন নীরব নিস্পন্দ, মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া হরিপ্রসাদ তাহাকে ডাকিয়া বলিল "শিউদীন, ঘুমুলি ?" শিউদীন নিরুত্তর পড়িয়া রহিল, উত্তর করিল না। হরিপ্রসাদ তাহার নিকটে আসিয়া চোখে, মুখে, নাকে হাত দিয়া দেখিল চক্ষের তারা নড়েনা, মুখ কাঁপেনা, নিশ্বাস সমান বহিতেছে,—ভাবিল——তবে শিউদীন ঘুমাইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বলিল "লোচন, এবার যা ইচ্ছে বল।"

লোচ। বলছিলাম—উপায় কি হয় ?

হরি। উপায়—আমাকে ছেড়ে দাও।

লোচ। পার্‌বে ?

হরি। হরিপ্রসাদের অসাধ্য কি আছে ?

লোচ। পাছে মরতে হয় !

হরি। তা হ'বেনা।

লোচ। আমি পার্‌তেম, কিন্তু তা হ'লে ভাল তদ্‌বির হবেনা,—নাহক্ টাকা নষ্ট।

হরি। তুমি পারবে না।

লোচ। তবে দেখো ভাই, যেন ধনে প্রাণে মারা না যাই।

হরি। পাগল হয়েছ ?

লোচ। না——সময় যেমন পড়েছে।

হরি। কিছু ভয় কত্তে হ'বেনা, বে পরওয়ায় থাক।

লোচ। একটা ভাল উকীল কত্ত দিলে পাওয়া যাবে ?

হরি। সর্ব্বসমেত ৫০০ টাকা।

লোচ। সকলকে খালাশ কর্‌তে পারবে ?

হরি। খুব—৫০০ টাকায় ফুরিয়ে দিব।

লোচ। তবে শোন একটা কথা বলি, আমার খিড়কীর পুকুরঘাটের পাশে যেখানে একটী ছোট খোঁটা পোঁতা দেখবে তা'র নীচে কতকগুলি সোণা রূপার গহনা আছে, তাই নিয়ে তদ্বির কর্‌বে।

হরি। কত টাকার মাল হবে ?

লোচ। কিছু কম হাজার টাকার।

হরি। আর কোথাও কিছু আছে ?

লোচ। আরও কি দরকার হবে ?

হরি। জানি কি, দরকার হ'লে ত পাবোনা, জেনে রাখলে দোষ কি ?

লোচ। দেখো ভাই, তোমায় শির সঁপ্‌চি,——

হরি। মাথায় বজ্রাঘাত পড়বে না ?

লোচ। ভগবান্ সাক্ষী——দেখিস্ ভাই, এ যাত্রা উদ্ধার কল্লে অনেক দিন মনে থাক্‌বে।

হরি। কিছু ভয় নাই,—নির্ভাবনায় থাক।

লোচ। আর এক জায়গায় কিছু আছে।

হরি। কোথা ?

লোচ। ঘরের কোণা খুঁটী চুটীর ভিতর দুই তিন পণ মোহর আছে। দেখিস্ দাদা, ছেলে পিলে গুলা যেন খেতে পায়।

এই কথা বলিয়া লোচন হরিপ্রসাদের হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিপ্রসাদ যতদূর পারিল লোচনকে সাহস দিল, সে জেল হইতে বাহির হইবে আর তাহাকে খালাস করিবে। সে আরও বলিল যে যদি তাহার মনিব বিনোদ বাবুর কোন বিপদ না ঘটিয়া থাকে, তবে এক পয়সা ও লাগিবে না। এই কথা শুনিয়া লোচন বলিল "তিনি বড় বুদ্ধির কাজ করেছে।"

হরি। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখা পড়া জানে, তা'দের ঘটে বুদ্ধি আছে, আমাদের মত কি বেআক্কেল !

লোচ। ভারি বুদ্ধি,—চাকরী বাকরী কল্লে বড় পায়া হ'তো। বাবুর বাড়ী কোথা ?

হরি। রিষড়া

লোচ। কেমন—বড় লোকের ছেলে ?

হরি। সে কথা আর বলতে——বছর লাখ দেড়লাখ টাকা আয়! বল কি,——ছোট কথা ?

লোচ। রিষড়ার কা'র ছেলে ?

হরি। চিনিবাস মুখুয্যের———নাম শোন না ?

লোচ। হাঁ——অনেক দিন একবার শুনেছিলাম।

হরি। একটা মেয়ের জন্যে "খরচে ধুলা ফুটে গেল।" দৃক্‌পাত নাই;—লোকে "দিক্‌পতি, দিক্‌পতি" করে নামটাই শুনতে বড়—কাজে ত ভাই কিছুই দেখিনা।

লোচ। কেন, বল দেখি।

হরি। একটা মেয়েকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কত করা গেল, দিক-পতিকে হাজার টাকা পুঁটী মাছের মত ঢেলে দিলাম, সব জলে পড়লো।

লোচ। দিকপতি নিজে পিছলো ?

হরি। নিজে কোথা, অখিল বাগ্দী ব'লে এক বেটা চুয়াড় আছে তা'কে আর জন ১৫।১৬কে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে ছিল। কতকগুলা গোলা লোকের হাতে ধরা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিছি।

লোচ। তোমার বাবু এখন কোথা ?

হরি। তা'র ঠিক নাই, তোমার ওখান থেকে, যে মেয়েটাকে নিয়ে ভেসেছে, তার সঙ্গে এখন কিছু দিন থাকবে, বাড়ী যাবে না, কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বে না——বাপের সবে

ধন নীলমণি, আর ছেলে পিলে নাই, বড় আদরের, যা ক'রে তাই হয়।

লোচ। দেখা হবে?

হরি। খুজলে কি হয় বলা যায় না।

লোচ। সবাই ঘুমন্ত—এই সময়!

হরি। হাঁ! জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব——

প্াহারাওলা চীৎকার শুনিয়া নিকটে আসিল, হরিপ্রসাদ কাঁদিয়া বলিল "জমাদার সাহেব, আমার পেট দর্‌দ কচ্চে,—বাইরে যাবো।"

জমা। সবুর, আমি আলো আনি।

হরি। সামাল্‌তে পারচি না।

জমা। ঘর ময়লা করবি ত টিকটিকিতে ঝুলাবো।

হরি। যা'ই কর আমি অসাবধান! দোর খোল——দোর খোল আমি গেলাম।

জমাদার তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিল;—হরিপ্রসাদ দোর খুলিয়া পায়খানার দিকে ছুটিল, পাহারাওলা চাবিবন্ধ করিতে না করিতে হরিপ্রসাদ অন্ধকারে মিশিয়া গেল। শিউদীন ঘুমায় নাই—বলিয়া উঠিল "জমাদার সাহেব, আমার একটা কথা আছে দোর খোল।"

জমা। কি কথা ভিতর থেকে বল।

শিউ। তোমার ভালর জন্যে বল্‌চি, শিগ্‌গির খোল।

জমা। না বল্লে খুলবো না।

শিউ। খুল্‌তেই হচ্চে, না হ'য় দারগা মশায়কে ডাক।

জমা। খুসি হয়, বল——দারগা বাবু ঘুমুচ্চেন—উঠ্‌বেন না।

পাহরাওলা জানিত না যে শিউদীন পুলিশের বরকন্দাজ ভোলা পাঁড়ে তাহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল, সহজে দ্বার খুলিল না। শিউদীন ফের বলিল,—"দোর খোল, তোমার সর্ব্বনাশ হ'লো আসামী পলায়।"

জমা। কোন্‌ আসামী?

শিউ। যে বাহিরে গেল।

জমা। তুই কি করবি?

শিউ। গ্রেপ্তার করবো। তুমি শুদ্ধ চলো।

জমাদার সে কথায় কাণ দিলনা, আলো লইয়া পায়খানার দিকে গেল,—ডাকাডাকী করিতে লাগিল, উত্তর পাইল না। শেষে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে পায়খানায় কেহ নাই, তখন তাহার চৈতন্য হইল, পুনরায় হাঁকাহাঁক ডাকাডাকী করিতে লাগিল,—জেলখানার আর আর পাহারাওলা আসিয়া জুটিল, সকলে চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল প্রাচীরের উপর বোতলভাঙ্গার একখানি কাপড় ঝুলিতেছে। হরিপ্রসাদ নাই।

জেলের দারগা উঠিল, চারিদিকে বরকন্দাজ ছুটিল,—হরিপ্রসাদকে পাওয়া গেল না। দারগা শিউদীনকে চিনিত,—সঙ্গে ৩।৪ জন বরকন্দাজ দিয়া তাহাকে রওনা করিল, রাতারাতি গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

হরিপ্রসাদের প্রাণের ভয়, আর বরকন্দাজদের সরকারী কাজ। সরকারী কাজ আর প্রাণের ভয় এই দুইয়ে অনেক তফাৎ! হরিপ্রসাদ যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া ছুটিল। রাত্রিমধ্যে সে গ্রেপ্তার হইল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কৌলিন্য প্রথা।

হরিপ্রসাদ জেল হইতে পলায়ন করিয়া রাতারাতি মান্দারণগ্রামে লোচন ডোমের বাটীতে পৌছিল,—পৌছিয়া দেখিল লোচনের বাড়ী নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত, ঘরে কপাট বন্ধ। হরিপ্রসাদ আস্তে আস্তে তাহার ঘরের কোণের খুঁটী দুইটী নাড়া দিয়া দেখিল বড় ভারী, তখন লোচনের কথার সত্যতায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল, খুঁটী দুটী উৎপাটন করিয়া পুষ্করণীর ধারে গিয়া তাহার ভিতর হইতে মোহর গুলি বাহির করিল,—পুষ্করণী ঘাটে যে অলঙ্কার প্রোথিত ছিল তাহাও খুঁজিয়া লইল। তাহার পরে সেখানে তিলার্দ্ধ দেরি না করিয়া উত্তর পশ্চিমদিকে ক্রমাগত চলিতে চলিতে গোবিন্দবাটী গ্রামে রাত্রি প্রভাত হইল। গোবিন্দবাটী মান্দারণ হইতে কিছু কম পাঁচক্রোশ; তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আরও চলিতে লাগিল। রাস্তা ফুরায় না, শরীরও ক্লান্ত হয় না; ক্রমে স্নানকাল উপস্থিত। বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত এমন সময় বাঁকুড়া জেলার সুন্দরপুর গ্রামে উপস্থিত হইল। সুন্দরপুর বাঁকুড়া জেলার মধ্যে একটী গণ্ডগ্রাম, সেখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। চাসের ধানে সকলেরই ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, কাহার প্রায় অন্নকষ্ট নাই। শ্রমজীবি নীচ জাতীয়দিগকেও প্রায় পরের খাটিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতে হয় না।

গ্রামটীতে বাসিন্দা অনেক, ঘন ঘন বসতি; গাছপালা বড় কম, গ্রামের ভিতর স্থানে স্থানে দুই একটী তিন্তিড়ী, আম্র ও বকুলেরগাছ, রাস্তাঘাট গুলি কঙ্করময়, পরিস্কার তক্ তকে। কেহ অর্থব্যয় করিয়া না বাঁধাইলেও তাহাদের উপর দিয়া বর্ষা-

কালে জুতা পায়ে দিয়া যাতায়াত করা যায়, পদতলে কর্দমস্পর্শ হয় না, কিন্তু সেকালে এ সকল দেশে বড় একটা জুতার ব্যবহার ছিল না, সুতরাং সে সুখ, সে সুবিধা অনেকেই বুঝিত না। গ্রামের আশপাশে বড় বড় তালগাছেঘেরা দুই একটী পুষ্করিণী, সেই সকল পুষ্করিণীতে নীলী কাচের মত পরিস্কার স্বচ্ছ জল। মৎস্যাদি জলজন্তু জলে ডুবিয়াও লুকাইতে সক্ষম নহে, কূলে দাঁড়াইয়া জলের ভিতর তাহাদের গতিবিধি, জল খেলা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের বাহির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, অন্য জীবিকা না থাকিলেও এই সকল মাঠ হইতে বড় বড় গৃহস্থের ভরণ পোষণ মান সম্ভ্রম, লোক লৌকিকতা রক্ষা হয়।

সুন্দর পুরে প্রবেশ করিয়া হরিপ্রসাদ প্রথম যে বাড়ীটী দেখিল সেটী একঘর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের। বাড়ীর বৈটকখানায় তখন একজন চাকর বসিয়া শণ কাটিতে ছিল, হরিপ্রসাদকে দেখিয়া প্রণাম করিল এবং একটী ধানের বোরা লইয়া তাহাতে বসিতে দিল। হরিপ্রসাদ উপবেশন করিলে গৃহস্থের ভৃত্য চক্‌মকী ঝাড়িয়া খড়ের নুটীর আগুণে তামাক্ সাজিয়া দিল। হরি প্রসাদ তামাকু খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল। "এটী কি লোকের বাড়ী?"

"ব্রাহ্মণের।"

ভৃত্যের সহিত হরিপ্রসাদের কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একটী যুবতী কলসীকক্ষে স্নান করিতে বাহির হইলেন। তাঁহার মস্তকের অবগুণ্ঠন পৃষ্ঠদেশে নিক্ষিপ্ত, বেণী বন্ধন উন্মোচিত, কেশরাশি শারদচন্দ্রাভ রূপ ঢাকা দিয়া নিতম্বতলে ঝুলিতেছে; কামিনীর অধীর গমনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্থির নহে, ভরা জোয়ারে নদী যেমন টল টল করে সেইরূপ হেলিতে দুলিতে লাগিল। হরিপ্রসাদের দৃষ্টি তাহাতে যেন বাতাস বহিল, কামিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরও দুলিল,—গতি আরও চঞ্চল হইল, নক্ষত্রবেগে তিনি তাহার দৃষ্টিপথ পার হইয়া গেলেন। হরিপ্রসাদ কেবল মাত্র দেখিতে পাইল তাঁহার কৌমুদী রংএর মুখখানিতে সিন্দুর মাখান গণ্ডস্থল দুটী, আর ভ্রমরবসান পদ্মের পাপড়ীর মত কাল ভ্রূ সাজান চক্ষু জোড়াটী। সেই দৃষ্টিতে হরিপ্রসাদ আরও কত কি দেখিল, সে সকলের কিছুই তাহার মনে রহিল না, কেবল মনে রহিল এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে কি এক অদ্ভুত সামগ্রী, সে সামগ্রীর অত্যদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি—সে শক্তি পরমাণুতে থাকিয়া পরমাণুকে আকর্ষণ করে না, ভৌতিক কোন পদার্থ স্পর্শ করে না, কেবল যে সামগ্রী দৈহিক ক্রিয়ার প্রয়োজক, চক্ষে দেখে, কাণে শোনে, পায়ে চলে, গায়ে ছোঁয়, মুখে কথা কয় সেই অস্পৃষ্ট, অলৌকিক সামগ্রী,—যাহাকে লইয়া এই ধূলা খেলার সংসারে নূতন গড়িতেছি, পুরাতন ভাঙ্গিতেছি, দরিদ্র হইয়া তৃণশয্যায় লক্ষটাকার স্বপ্ন দেখি-

তেছি। চোর চুরি করিতেছে, সাধু ঈশ্বর পাইতেছে; পাঠক ভাবিয়া দেখুন সে সামগ্রী কি——যাহাকে লইয়া আপনাকে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে চিন্তার সহিত বিহার করিতে হইবে সেই সামগ্রী, সেই অস্পৃষ্ট, অভৌতিক সামগ্রীকে,সে শক্তি, সেই অত্যদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি লৌহসূত্রাদির বিনা সংযোগেও তাড়িতের ন্যায়চঞ্চল করে।

স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেলেন, হরিপ্রসাদ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মনিবের নাম কি ?"

ভৃত্য। দিগম্বর ভটচায্যি।

হরি। তাঁ'র ছেলে পিলে কি ?

ভৃত্য। ছেলে পিলের মধ্যে এই মেয়েটী।

হরি। যিনি এই মাত্র গেলেন ?

ভৃত্য। হাঁ।

হরি। ইনি সধবা না বিধবা ?

ভৃত্য বুঝিল না, জিজ্ঞাসিল "কি বল্‌চেন ?"

হরি। এঁর স্বামী আছে ?

ভৃত্য। হাঁ——তিনি এই বাড়ীতেই থাকেন।

হরি। তুমি বাড়ীর চাকর ?

ভৃত্য। না আমি মজুর, রোজ খাটি, রোজ পয়সা পাই।

এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় একটী কালকোলো, মাঝারি গড়নের যুবা পুরুষ, পাকাটে পাকাটে চেহারা, মুখখানি লম্বা, নাকটী কিছু চাপা, চক্ষু দুটী বড় হইলেও কিছু বসা, দাড়ি গোঁপ কামান, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, হস্ত পদের শিরা গুলি ত্বকের সমতলতা রক্ষা করিতে স্বীকৃত না হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। যুবকের পরণে একখানি সাদা ধুতি, কিন্তু সে খানি রজকের অনুগ্রহাভাবে আপন নামের সম্পূর্ণ সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অসমর্থ,—ময়লা হইয়া গিয়াছে; কটিতটে ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞসূত্র, তদবস্থাপন্ন; হস্তে একটী কুশিযন্ত্র, ধীরে ধীরে আসিয়া হরিপ্রসাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ইনিই দিগম্বরের জামতা। নামটী কালাচাঁদ;—কালাচাঁদ অল্প বয়সে পিতৃহীন, কাজেই বাল্যকালে তাঁহার লেখা পড়ার তদ্বির করিবার কেহ ছিলেন না, সুতরাং পাঠদ্দশাটা বেতদ্বিরে কাটিয়া গিয়াছিল। তবে পল্লীগ্রামে সে কালের গুরু মহাশয়রা ধানটা চালটা, ধুতিখানা কাচাখানা, পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে অধ্যাপনা করিত;—কালাচাঁদের মাতার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলে দু আঁকর শিখিয়া আপনগণ্ডা বুঝিয়া দুটাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, এজন্য তিনি কালাচাঁদের ইচ্ছা না থাকিলেও ধরাবাঁধা করিয়া তাহাকে পাঠশালে পাঠাইয়া দিতেন, ছাড়িতেন না, কিন্তু ছেলে তাহাতে বড় অনুরক্ত ছিলনা দেখিয়া তাহার দ্বিজাতি সংস্করণের পর একজন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া শ্রীধর বিষ্ণু, মহাদেব পূজা, এবং হরিরলুঠের মন্ত্রশিক্ষা দিয়া দিন কিনিয়া বসিলেন।

পিতার কয়েক ঘর যজমান ছিল, তাহাদের কাহার কাহার বাড়ীতে নিত্যসেবা চলিত, কালাচাঁদ তাহাতেই আপনার এবং মাতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এ ছাড়া ফলাহারের দক্ষিণায়, এবং মাতার পৈতা বিক্রয়ে মাসিক কিছু কিছু আয় ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার মাতার হাতে ছ দশ গণ্ডা টাকা জমিয়াছিল। কালাচাঁদের বয়স যখন যোল বৎসর তখন দিগম্বরের কন্যাদায় উপস্থিত। কন্যাটীর বয়স নয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া অরক্ষণীয়া; বিবাহ না দিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, কাজেই তিনি দেশ বিদেশে ঘটক পাঠাইতে বাধ্য। ঘটকদিগকে বলিয়া দিলেন, পাত্রটীর বয়স বেশী না হয়, দেখ্‌তে শুন্‌তে একটু ভাল হয়, লেখা পড়া জ্ঞান থাকে ভালই, না থাকে ক্ষতি নাই, কারণ তিনি কাহারও প্রত্যাশী নহেন। জামাতা লেখাপড়া করিয়া দুটাকা উপার্জ্জন করিয়া দিবে, সে প্রত্যাশা তিনি বড় করিতেন না, নিজের যাহা ছিল তাহাই খাইবার লোক নাই, তবে তিনি কন্যাটী দিয়া পুত্রলাভের প্রত্যাশী, ছেলেটী তাঁহার ঘরে থাকিবে, ভিটায় বসবাস করিয়া তাঁহার পিতৃনাম বজায় করিবে এইটীর বিশেষ দরকার। ঘটকেরা এদেশ সে দেশ অনেক দেশ ঘুরিল, পাত্র পায়, কিন্তু কেহ "ঘরজামাই" হইতে চাহে না, সকলের বাপ খুড়া দাদা আছে, কে আপনার ছেলে পরকে দিতে স্বীকার করিবে। ঘুরিতে ঘুরিতে ঘটকগণ কালাচাঁদকে খুজিয়া পাইল, প্রথমতঃ কালাচাঁদের মাতার মন উঠিল না। কিন্তু ছেলের বিবাহ হইবে, আপনার তেমন অবিভাবক আত্মীয় অন্তরঙ্গ নাই, কে উদ্যোগী হইয়া মেয়ে খুজিয়া বিবাহ দিবে এই সকল অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি কালাচাঁদের বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, সৌভাগ্যক্রমে বধূমুখ দেখিয়া অল্পদিন মধ্যেই কালাচাঁদের মাতা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন, দিগম্বরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল;—সেই অবধি কালাচাঁদ শ্বশুর বাড়ীতে।

কালাচাঁদের শ্বশুর দিগম্বর এখনও জীবিত,—আজি তিনি কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তর গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি বাটীতে থাকিলেও সংসারের কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখিতেন না, কালাচাঁদকে সে সকল করিতে হইত। কালাচাঁদ প্রাতঃকালে উঠিতেন, মুখহাত ধুইয়া কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়নে মাঠে যাইতেন, কৃষককে তামাকু সাজিয়া খাওয়াইতেন, দরকার পড়িলে অন্য রকমেও তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন, স্নানকালে তাহাদিগের জলখাবার বহন, তাহার পর ঠাকুরসেবা, ঠাকুরসেবা করিয়া গুড়মুড়ি, দধিদুগ্ধ দিয়া ফলাহার করিতেন তাহার পর একবার গোবৎসাদির খবর লইতে বাধ্য ছিলেন; শ্বশ্রূর অসুখ বিসুখ করিলে, মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িদিন অতিরিক্ত (Extra) খাটিয়া সংসারের দৈনিক কাজ হাত পর্য্যন্ত শেষ করিতেই হইত, বাকী

পড়িলে দক্ষিণহস্ত চলিত না। তাঁহার শাশুড়ী ভবতারিণীকে হাঁড়ি ধরিতে দিতেন না, বলিতেন "আগুণতাপে গেলেই মেয়ের মাথা ধরে, গা ঘোরে।" দিগম্বর বৃদ্ধ, সুতরাং জামাই তাহা করিতে বাধ্য। কি স্বপাক, কি পরপাক পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে না নামিলে তাঁহার আহার হইত না। ইতিপূর্ব্বে পাটকাটা, দড়িভাঙ্গা, এ ছাড়া হাট বাজার করা ইত্যাদি অনেক কাজ ছিল। কালাচাঁদের একার মাথার উপর এত বড় সংসারটী—তিনি মাথা না নাড়িয়া বহন করিতেন, চোরের মত থাটিতেন,—চোরের স্বাধীনতা কোথায়? সুতরাং সহধর্ম্মিণীর নিকট দুটার উপর চারিটী কথা কহিলেই তাড়া থাইতেন। ভবতারিণী প্রায়ই বলিতেন "বেশী ব'কোনা,—তোমার কথা শুন্‌লে আমার মাথা ধরে।" এই সকল ব্যাপারে কালাচাঁদ বেচারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, অনেক কষ্টে তাঁহার ভবতারিণী হেন স্ত্রীধন লাভ হইয়াছে, নানান্ রকমে সহধর্ম্মিণীর মন পাইবার প্রত্যাশা করেন, ফলাহারের নিমন্ত্রণে যাইলে ভাল ভাল সন্দেশ আপনি না খাইয়া ভবতারিণীর জন্য আনেন, ঠাকুর পূজার ফুল তুলিতে গিয়া ভাল ফুল পাইলে ভবতারিণীকে আনিয়া দেন। অপরাধের মধ্যে একদিন একটী চম্পককুসুম লইয়া ব্রাহ্মণীর কবরীতে পরাইয়া দিতে গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জননীকে বলিয়া দিলেন, "ও আমাকে ওষুধ কত্তে এসেছিল।" সেই অবধি প্রায় তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ একরূপ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। জামাতা নবগ্রহের উপর একটী গ্রহ,—বিশেষতঃ আজি কালিকার কালে;—গ্রহ মাত্রেই স্বক্ষেত্রে পূর্ণবলশালী। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালাচাঁদ পরগৃহগত, গৃহাধিপতি গ্রহ বক্রী তাই কালাচাঁদ হীনবল; সর্ব্বদাই মনে ক্ষুণ্ণ থাকিতেন, কাহাকেও কিছু বলিতেন না।

হরিপ্রসাদ তামাকু খাইতেছিল; কালাচাঁদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্রাহ্মণ?" ভৃত্য তাঁহার পরিচয় দিল। হরিপ্রসাদ শুনিয়া কিছু লজ্জিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় কোন্ গাঁয়ী?"

কালা। ফুলের মুখটী, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান—ভঙ্গভাব। মহাশয়?

হরি। পাঠক চক্রবর্ত্তীর সন্তান—বাঁড়ুরী।

কালা। স্বভাব?

হরি। ভঙ্গ।

কালা। কা'তে ভঙ্গ?

হরি। স্বকৃত,———

কালা। কোথায় নিবাস?

হরি। বঙ্গদেশ।

কালা। (ভৃত্যের প্রতি) পাদ প্রক্ষালনের জল দেরে। আহার বাড়ীতেই হ'বে?

হরি। আজ্ঞা———না, আহারাদির আ——আ——র।

কালা। অমন আজ্ঞা করবেন না, আজি আমাদের ভিটা পবিত্র।

ভৃত্যের নাম নিধিরাম——নিধিরাম আজ্ঞামাত্র জল আনিয়া দিল, কালাচাঁদ বাড়ীতে গিয়া প্রকাশ করিলেন একজন নামজাদা কুলীনপুত্র আসিয়াছেন, তাঁহার শ্বশ্রু সে কথা পাড়াময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, ছকাণ চারি কাণ করিয়া গ্রামের সকলেই শুনিল। সুন্দরপুরের পশ্চিম পাড়ার বন্দোপাধ্যায়দিগের বাটীর জামতা রামলোচন মুখোপাধ্যায় স্বকৃতভঙ্গ; তাঁহার ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যা হরসুন্দরী অবিবাহিতা,—রামলোচন ফুলে মেলের মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরিয়া পালটী ঘর খুজিতে ছিলেন,—রুদ্ররাম না হয় পাঠক চক্রবর্ত্তী! ঘটকেরা হারি মানিয়া ছিল পাঠক বা রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান পায় না, — যদিও পায় ত ভাঙ্গার ঘরে কেহ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না, রামলোচন স্বয়ং শ্বশুরবাড়ী বাসী, শ্বশুর শ্যালকের গলগ্রহ, তাদৃশ অর্থবল ছিলনা যে স্বভাবগ্রস্ত কুলীনের কুলভঙ্গ করিতে পারেন। আজি বিধি সুপ্রসন্ন, ঘরে বসিয়া কন্যার পাত্র মিলিল। তিনি শুনিবামাত্র দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত; কালাচাঁদকে উপরোধ অনুরোধ করিলেন হরিপ্রসাদের হাতে ধরিয়া তাহাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করিলেন, হরিপ্রসাদ কিছুতেই স্বীকার করিল না, বলিল "আমি কুলীন নহি,—মৌলিক ব্রাহ্মণ,—" গ্রামে কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ বাস করিত, রামলোচন তৎক্ষণাৎ একজনকে ডাকাইয়া আনিলেন, কুলাচার্য্য হরিপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার নামটী কি?"

হরি। কিশোরীমোহন শর্ম্মা; নিবাস বিক্রমপুর, মাতামহাশ্রমে এক্ষণে নিমতায়।

কুলা। কোন গাঁয়ী?

হরি। ফুলে——

কুলা। কা'র সন্তান?

হরি। পাঠক চক্রবর্ত্তীর।

কুলা। পিতার নাম?

হরি। দ্বিজদাস বন্দোপাধ্যায়।

কুলা। কোথায় বিবাহ করেন?

হরি। নিমতায়।

কুলা। আপনার প্রথম বিবাহ কোথায়?

হরি। কাঁশড়ার মজুম্‌দার বাড়ীতে।

কুলা। কা'র কন্যা?

হরি! সুধারাম মজুম্‌দারের কন্যা।

অতঃপর আমরা হরিপ্রসাদ নাম ছাড়িয়া দিয়া হরিপ্রসাদকে কিশোরীমোহন বলিতে বাধ্য। কিশোরীমোহন বিনোদের নিকট কিয়দ্দিবস ঘনিষ্ঠ থাকায় তাহার কুটুম্বগণের মধ্যে অনেকের পরিচয় জানিত,—কুলীনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা বেশ বুঝিত, সে যে পরিচয় দিল তাহা বিনোদের মাসতুতো ভ্রাতার। কুলাচার্য্য তখন আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া কিশোরী মোহনের পূর্ব্ব-পুরুষগণের গুণ ও কুল মর্য্যাদা গাইতে লাগিলেন, রামলোচন মোহিত হইয়া তাহাই শুনিতে শুনিতে

মনে করিলেন—ভগবান্ কি অমূল্যনিধিই বিনা পরিশ্রমে মিলাইয়া দিলেন, এখন বাবাজীর মত করিতে পারিলেই হয়, নিতান্ত না হয়, হরসুন্দরী আমার দেখিতে মন্দ নয়, আর বালিকাও নয়, শিখাইয়া দিব, পায়ে হাতে ধরিয়া মত করিয়া লইবে। আঃ! এত দিনে ভারভূত কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

গুণ বর্ণনার পর কুলাচার্য্য কিশোরী মোহনকে, বলিলেন "আমরা আপনাদের বোঝা বয়ে বেড়াই, আমি কিছুই চাই না, কেবল একটী কন্যারত্ন আপনাকে সমর্পণ করিতে চাই, দয়া করে গ্রহণ কত্তে হবে। আপনাদের বংশপরম্পরা সকলে দয়ার সাগর। এ কাজটী, আপনাকে স্বীকার কত্তেই হবে, নচেৎ ব্রাহ্মণের জাত থাকেনা।"

কিশো। দেখুন বিষম বিবাহ বিভ্রাটে পড়েই গোপনভাবে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াচ্চি। আর আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না, সব সমেত ১৭টী হ'য়েছে।

কুলা। আপনাদের ত কাজই এই,—আপনারা ভিন্ন এ কাজ কে করবে? আর কা'কেই বা আমরা এত অনুরোধ করবো?

কিশো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমায় মাপ করবেন।

কুলা। না হ'ক আ'জ রাত্রে আপনাকে মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থিতি কত্তে হ'বে। তায় স্বীকার করেন কি না?

কিশো। বিশেষ কাজ আছে——আচ্ছা আ'জকার দিন থাক্‌লে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হ'ন্ কি করি, না হয় থাক্‌বো——কাজ ক্ষতি হয় তা'ও স্বীকার কত্তে হ'বে।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

কিশোরীমোহন, কুলাচার্য্য ও রামলোচনের অনুরোধে পড়িয়া কালাচাঁদের নিকট বিদায় লইয়া সায়ংকালে সুন্দরপুরের পশ্চিম পাড়ার উপনিবিষ্ট হইলেন। গ্রামে শোর গোল হইয়া গিয়াছিল এতদিনের পর রামলোচনের কন্যা হরসুন্দরীর বর মিলিয়াছে,—গ্রামের, পাড়ার, পুরুষের ভাগ যত হউক না হউক, স্ত্রীলোকেরা রামলোচনের বাড়ীতে উপস্থিত, কেহ জানালা হইতে, কেহ কপাটের অন্তরাল হইতে, কেহ বা অন্যত্র হইতে রামলোচনের জামাতাকে দেখিতেছে। বাড়ীর মধ্যে যেন স্ত্রীলোকের হাট বাজার বসিয়া গিয়াছে। কেহ কন্যার, কেহ বা কিশোরীমোহনের রূপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল—রামলোচনের বাড়ীতে লোক ধরে না, বাড়ীর বাহিরে পুরুষ, অন্তঃপুরে রমণী,—আজি রামলোচনের কন্যা হরসুন্দরীর শুভবিবাহ! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে রামলোচনের বনিতা হরসুন্দরীকে সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত করিয়া বৈটকখানায় পাঠাইয়া দিলেন, বৈটকখানার এক প্রকোষ্ঠে হরসুন্দরী উপবিষ্টা। কুলাচার্য্য সর্ব্বানন্দ ঠাকুর কিশোরীমোহনকে গাত্রোত্থান করিতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। কিশোরীমোহন কুলাচার্য্যের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বশীভূত হইয়া বৈটকখানার ঘরে প্রবেশ করিলেন,—সেখানে হরসুন্দরী একটী পূর্ণঘট লইয়া আসীন ছিলেন, কিশোরীমোহন গৃহ প্রবেশ করিলে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। কিশোরীমোহন কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনাদের উচিত হয় না, যে আমার মত বয়স্থ লোকের হাতে এরূপ স্ত্রীলোকের পরকাল নষ্ট করেন।"

কুলা। আপনি, মহাশয় ব্যক্তি হ'য়ে ও সকল কথা বল্লে আমাদি'গে ক্ষুণ্ণ হতে হয়।

কিশোরীমোহন ওরফে হরিপ্রসাদ হরসুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন

হরসুন্দরী কোন অংশে কালাচাঁদের পত্নী অপেক্ষা মন্দ নহে, বিবাহে সম্মত হইলেন মনে মনে আপন অদৃষ্টের স্তব আরম্ভ করিলেন, এবং বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ভাবিলেন পৃথিবীতে যাহার চালাকী নাই সে মানুষ মানুষই নহে,—আপন বুদ্ধিকে মাজিয়া ঘসিয়া যে না ব্যবহার করিতে পারে, তাহার বুদ্ধি থাকা না থাকা সমান; কা'ল কোথায়—আজি কোথায়! কা'ল কি ছিলাম আ'জ কি হলাম! সাবধান হ'য়ে চল্‌তে পাল্লে চিরজীবনটা সুখে যাবে। বিষয় আশয় যা এনেছি, ছেলের ছেলেও ফুরাতে পারবে না। আবার যা ঘট্‌চে সেও নিজের বুদ্ধির জোরে, সুন্দরপুর জায়গাটা ভাল, লেখা পড়াজানা লোক বেশী নাই,—সকলেই সহজ সরল, বাঁকা পথে কেহ চলে না; এদের উপর প্রভুত্ব ক'রে চলবার বুদ্ধি আমার খুব আছে। তায় দশটাকা লাভের ও সম্ভাবনা। রাধাসুন্দরকে খুন করার পরে যেমন একবার চেহারাটা বদল করা হ'য়েছিল, এবার তা অপেক্ষাও বুদ্ধি খরচ কত্তে হ'বে। একবারে নয়, ক্রমে ক্রমে,—বয়সও হ'য়ে এলো, আর কেন, অনেক দিন চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা বদমায়েসী ক'রেছি,—আগের মত রক্তের তেজও নাই, ক্রমে কমে আসচে, এদিকে দিনে দিনে ইংরেজের আইন আদালতও শক্ত হচ্চে, ভগবান্ কতদিন সহ্য করবেন—বারম্বার কেহই মাপ কল্লে না। এবার হ'তে হর সুন্দরীকে নিয়ে ঘর ঘরকন্না কত্তে হবে। দূর হ'ক ছাই এতদিন যে রাশি রাশি টাকা উপায় কল্লেম, বাবু গিরির চূড়ান্ত কল্লেম সে সকল কোথায় গেল, তা'র আছে কি? কিছুই নাই—ভাব্‌তে হ'লে কেবল দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ ভিন্ন কথাটী নাই,—আর সে পথে চলি না, এখন হ'তে ঠাণ্ডা মূর্ত্তি ধরি,—মা বাপ নাম রেখেছিলেন রাধামাধব,—ক্রমে বনমালী, নিকুঞ্জবিহারী, হরিপ্রসাদ নামে সংসারে কতদিন কাট্‌লো,—সাবেক লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে চিন্‌তে পারে না তাই রক্ষা, না হ'লে মুখ দেখান ভার হ'তো, সে সকল বড় লজ্জার কথা, মনে হ'লেও আপনাপনি লজ্জা পেতে হয়।

কিশোরীমোহন বিবাহে সম্মতি দিলেন,—হরসুন্দরী মনের হাসিতে মনকে হরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গিনীরা আনন্দের রোল তুলিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল, সকলেই খুসী—আজি হরর বিবাহ হ'বে। গ্রামে কয়েক জন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ছিলেন তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন এক প্রহরের পর শুভদিন, সেই সময়েই শুভকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে,—সেই সন্ধ্যাকালেই বর কন্যার গাত্রে হরিদ্রারোপ করা হইল,—সেই রাত্রেই বিবাহ। দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর আসিয়া উপস্থিত,—রামলোচন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অনুমতি লইয়া কন্যা পাত্রস্থ করিতে যান এমন সময় টিক্‌টীকিতে শব্দ করিল, রাম-

লোচন একটু স্থির হইয়া রহিলেন, অধ্যাপকেরা শুভ! শুভ! বলিয়া দিলেন। লোচন কাল বিলম্বের অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয়দিগের আহারাদি করিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে এ জন্য "বিবাদে বিবাহে আর বস্ত্র পরিধানে" ইত্যাদি কার্য্য প্রতিবন্ধকতা ঘটে না এই বচনটী বলিয়া দিলেন। রামলোচনের মনে প্রতীতি জন্মিল, তিনি কিশোরীমোহনকে কন্যা সমর্পণ করিলেন। বর কন্যায় শুভদৃষ্টি হইল,—শুভ কি অশুভ ভগবান বলিতে পারেন,—শুভকার্য্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত কাজেই শুভদৃষ্টি বলিতে হইল, কিন্তু এই শুভদৃষ্টি ভবিষ্যতে শুভ কি অশুভে পরিণত হইবে কে বলিতে পারে? ভবতারিণীর বিবাহ কালেও ত শুভদৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু সেই দৃষ্টিতে এত দিন পরে কেন হলাহল উঠিল?—সকল বিবাহের শুভ কামনায় পাত্র পাত্রীতে প্রথম দৃষ্টি হয় বটে কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা শুভ হইয়া উঠে কই। তাহাই যদি হইবে তবে সংসারে দম্পতিমিলন সর্ব্বত্র সমান হয় না কেন? কোথাও কেমন! কোথাও সোণায় সোহাগা; কোথাও বা অমৃতে গরল? যাঁহারা বলেন এ দোষ বাল্যবিবাহের তাঁহারা ভ্রান্ত,—যে জাতির মধ্যে পূর্ণবয়সে পরিণয় প্রথা প্রচলিত তাঁহাদিগের সমাজে বিবাহ বন্ধন ছেদের divorce আইন কেন? তাঁহাদিগের প্রণয়ে আশাভঙ্গ জন্য হায় হুতাশ কেন? কেনই বা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রণয় সাগরে আত্মহত্যা, ভালবাসায় অশ্রুজল? সে দোষ বাল্যবিবাহের নহে, মনুষ্য মনের,—মনুষ্যমনের চিরদিন সমান গতি থাকে না কখন সরল, কখন বক্র,—সদা সন্দিগ্ধ, সদাই ভ্রান্ত, সর্ব্বদা চঞ্চল।

বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবিষ্ট হইলে শ্বশ্রূ হইতে শ্যালকপত্নী পাড়াপ্রতিবাসিনী সকলেই স্বনামে বেনামে তামাসা আরম্ভ করিলেন। সে তামাসা শুধু কথায় নয়, আসনে উপবেশনে শয়নে ভোজনে পর্য্যন্ত চলিল। কিশোরীমোহন সেই সকলের কোনটীতে ঠকিলেন, কোনটীতে ঠকাইয়া বাহবার দাবী পাইলেন।

আমাদের সমাজে যে সকল কদর্য্য রীতি আছে তাহাদের মধ্যে বিবাহের বাসরপদ্ধতি একটী। ইহাতে অন্তঃপুরাঙ্গনাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ লজ্জাহীনতা, পূর্ণ ধৃষ্টতা জাজ্বল্যমান। বাসর ঘর টাউনহল বা বিডনপার্ক, থিয়েটার বা যাত্রার বৈঠক, তীর্থস্থান বা কুঞ্জকানন! যিনি কখন অবগুণ্ঠন মোচন করেন না, স্বামী ভিন্ন চন্দ্র সূর্য্যও যাঁহার মুখখানি দেখে নাই, শ্বশ্রূ ননন্দার নিদারুণ বাক্যবাণও যাঁহার বাক্‌শক্তির উত্তেজনা করিতে সক্ষম হয় না, যিনি প্রকৃত অবলা, অবলা নাম যিনি ষোল আনা রকমে বজায় করিয়া চলেন, স্বামীর নিকটও যিনি মন খুলিয়া প্রণয়কথা কহিতে কুণ্ঠিত, তিনিও আজি

মুখের আবরণ খুলিয়া, নীচু গলা উঁচু করিয়া, কথার ছটায় রসের ঢেউ তুলিয়া একজন অপরিচিত পুরুষের চিত্ত দোলাইতে প্রয়াসবতী।

বাসরগৃহের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ শয্যায় কিশোরীমোহন, বামে অবগুণ্ঠনবতী হর সুন্দরী, চতুঃপার্শ্বে একাদশী দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষোড়শী, অষ্টাদশী, বিংশী, ত্রিংশী, চত্বারিংশী, আবলুশী, গৌরী, আধা আবলুশী, আধা গৌরী ললনাগণ হরেক রকম ফুলের বাগানের ন্যায় বাসরগৃহে একটী কামিনী কুসুমকানন রচনা করিয়াছেন,—তাহাতে একটী মাত্র ভ্রমর কিশোরীমোহন। সহস্র গোপিনী মধ্যগত কৃষ্ণ যেমন তেমনি। এই কুসুম কাননের মধ্যে ভবতারিণী একটী কুসুম, তিনি আজি খুব ফুটন্ত, আহ্লাদে ঢল ঢল;—গ্রামমধ্যে রটনা ছিল ভবর মত রসিকা স্ত্রীলোক অতিই বিরল,—স্ত্রী মহলে প্রবাদ এইরূপ যে ভবর উপযুক্ত রসিক পুরুষ এ পর্য্যন্ত খুজিয়া মিলে না; বিবাহ বাসরে ভবর আসন সকলের উচ্চে, ভবর আদর, ভবর খাতির সকলের উপর,—তিনি ভাল হউক, মন্দ হউক, সংলগ্ন হউক অসংলগ্ন হউক সকল কথার উত্তর দিতে পারিতেন,—দাসুরায়ের "নলিনী ভ্রমরের" ছড়া তাঁহার রসনাগ্রে, রাম বসুর বিরহ, নিধুগুপ্তের টপ্পা তাঁহার কণ্ঠে বীণা অপেক্ষাও মধুর, বাস্তবিক ভবর গলাটী বড়

মিষ্ট, যে শুনিত সেই মোহিত হইত। নিরবচ্ছিন্ন গুণহীনের সমাদার কুত্রাপি সম্ভবে না।

ভব অগ্রে আসর লইয়া কিশোরী মোহনকে গাহিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "ভাই জামাই, একটী গাওত।"

জামা। আপনাদের আসর আগে। ভব তাহা স্বীকার করিয়া একটী নিধুবাবুর টপ্পা ধরিলেন। সে টপ্পাটীর মোহড়া এই,—

"প্রেম সিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হ'তে পারে, অরসিকে আতঙ্ক।"

রমণী মহলে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল!— কিশোরী মোহন উত্তর গাহিলেন "আহা" শব্দটী কাহার মুখে বাহির হইল না। এইটী জাতীয় সহানুভূতির গুণে,—গান শেষ করিয়া কিশোরীমোহন ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসিলেন "সুন্দরি, তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা নয়?" ভব কহিলেন "হাঁ ভাই, বর আমি ভট্টাচার্য্যি মহাশয়ের মেয়ে ভবতারিণী,—

"চিন্‌তে নারিনু হ'য়ে কাণা,
তোমার ভিতরে টীন্ বাহিরে সোণা।"

জামা। "বাহবা ওরে চাঁদের কোণা।"

চতুরে চতুরে কথা সকলে বুঝিল না,— সমস্ত রাত্রি গীত পাঁচালীতে কাটিয়া গেল,—রমণীগণের সকলেই কিছু গুণ-গ্রাহিণী ছিলেন না, সুতরাং কিশোরী জামাইকে সকলে চিনিলেন না, ভাল করিয়া চিনিল কেবল ভবতারিণী।

বিবাহ নিশা অবসান হইল,—কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল, পূর্ব্ব দিক ফরসা হইল,—নব জামাতার অনুরোধ মতে ভবতারিণী একটী প্রভাতী ধরিলেন, এক প্রভাতী আরম্ভ করিয়াই তিনি সূর্য্য দেবকে আকাশে আনিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন, এবং নক্ষত্রকুন্তলা নিশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মালিক কে ?

যে দিন রামনগর গ্রামে রাধানাথ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গেল সে দিন হরিশ বাবুর বাড়ীতে দীনবন্ধুর অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, যদিও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তিনি হরিশ বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই, অগত্যা যেন বাধিত হইয়াই সেদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। বৈকালে হরিশ বাবু বন্ধুর নিকট অনুমতি লইয়া একবার বিষয় কার্য্য করিতে বসিলেন,—দীনবন্ধু একটু তফাতে রহিলেন। পূর্ব্বরাত্রির জনার্দ্দন রায় অসিয়া নিকটে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন "বড় বাবু, রাধাকে ডাকান দরকার হচ্ছে না ?"

হরি। হাঁ,—সে এখানে ছিল নয় ?

জনা। এই মাত্র দেখেছিলাম। "তা'কে হাজির কর" বলিতে বলিতে রাধা নিকটে আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল।

হরি। দেখ, রাধা তোকে সমস্ত টাকা গুনাকার দিতে হ'চ্ছে।

রাধা। হুজুর তা হ'লে মারা যাই,—

হরি। সে কথা বল্লে ত আমি ঘরে থেকে দিতে পারি না।

রাধা। আপনি তজবিজ করুণ, যদি আমার নষ্টামি থাকে আমার জান বাচ্ছা এক খাতে পুঁতবেন।

হরি। তজবিজ করবার সময় নাই,—মালিক এসে হাজির হ'লো বলে।

রাধা। আমার যা আছে তবে বেচে কিনে নেন।

হরি। কাজেই,—

রাধা। আমার ত ভিটে বিক্রী কল্লেও টাকা আদায় হবে না, বড় বাবু, এখন উপায় ?

হরি। উপায় খত লিখে দে, আমি টাকা দিচ্ছি।

রাধা। কিন্তু এর পর কেমন করে আদায় দিব ?

হরি। খেটে দিবি,——

রাধা। জনম ভ'র খাটলেও ত শোধ যাবে না।

হরি। তা বলে আমি কি করবো।

রাধা। আপনি মনে কল্লে সকলই পারেন,—আমাকে যদি বজায় রাখ্‌তে চান তবে রেহাই দিন দু শ এক শ নয়, হাজার এগার শ টাকা, কোথা পাবো?

হরি। তা বল্লে সে ত ছাড়বে না।

রাধা। তাঁর হাতে পায়ে ধরে কান্না কাটি করবো,—তিনি কি আমাকে উদ্বাস্ত করবেন।

হরি। তো হ'তে আমার লাভের পথ মারা যা'ক।

রাধা। দোহাই বড় বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন।

হরি। দরওয়ান কে আছিস রে?—বলিবা মাত্র সুন্দর সর্দ্দার আসিয়া মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইল। হরিশ বাবুর হুকুম হইল, "রাধার কাছে ১০০০৲ টাকা আর তোমার রোজ আদায় ক'রে ছেড়ে দিবে।"

সুন্দর রাধাকে লইয়া তফাতে বসাইল। হরিশ বাবু জনার্দ্দনকে বলিলেন "রায় মহাশয়, রাধা বেটার ভিটা ভাটা, গোরু বাছুর, তৈজসপত্র বিক্রয় ক'রে যা হয় তা বাদে আপনাদি'গে কিছু কিছু সহ্য কত্তে হ'বে। না হ'লে ত মান থাকে না!"

জনা। কাজে কাজেই,—তা হ'লে বৃন্দাবনকেও লিখ্‌তে হয়,—তা'কেও কিছু সইতে হ'বে।

হরি। অবশ্য——একশ বার, কেন এমন লোককে দিয়ে টাকা কড়ি পাঠায়।

সন্ধ্যা হইয়া গেল; গাছপালা কাল হইয়া আসিল,—এমন সময় একজন চুয়াড় হইয়া সংবাদ দিল "মালিক পৌঁছিলেন।"

মালিকের নাম শুনিয়া হরিশ বাবু ও জনার্দ্দন শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া যাইলেন। বাড়ীর চাকর চাকরাণী সকলেই আহারাদির আয়োজনে লাগিল, বড় ধূম পড়িয়া গেল। দীনবন্ধু বন্ধু ছাড়া হইয়া একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "মালিকটা কে?" তিনি তেওয়ারীকে থানায় পাঠাইয়া দিয়া অবধি চিন্তিত ছিলেন যে উপযুক্ত একজন বরকন্দাজকে জেলে স্থাপিত করা হইয়াছে কিন্তু তাহার পর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এক্ষণে তিনি মালিকের অনুসন্ধান চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না,—কারণ মালিকের প্রকৃত বৃত্তান্ত সাধারণে জানিত না। ফলতঃ দীনবন্ধু অনেক কৌশলে মালিকের মূর্ত্তি, হাবভাব সকলই দেখিয়া লইয়াছিলেন। মালিক যে একজন বীর পুরুষ তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

দীনবন্ধু চিনিতে পারিলেন না বলিয়া আমাদিগের পাঠক যে তাহাকে চিনেন না, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যে হেতু তাহারা তাহাকে চন্দ্রকোণার বনে, মঙ্গলার সহিত মান্দারণের মাঠে, এবং কোন্নগরে শ্রীনিবাসের বাটীতে দেখিয়াছেন।

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলজা।

বিনোদের নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আসিবার পর শ্রীনিবাস তাহাকে বারম্বার পত্র লিখিয়াছিলেন যে উকীল ব্যারিষ্টারে পরামর্শ দিতেছে আদালতে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিলে অব্যাহতি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। নতুবা সরকার হইতে বাড়ী ঘর ক্রোক করিয়াছে, সত্বরে সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে। কিন্তু বিনোদ সে সকল পত্রের কোন উত্তর না দিয়া বাঁকীপুরে অবস্থিতি করেতিছিল। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া শ্রীনিবাস যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন, এত করিয়া চিঠী লিখিয়াও পুত্রকে আনিতে পারিলেন না। অগত্যা সরকারী ক্রোক হইতে বিষয় আশয় রক্ষা করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিলেন যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, সম্পত্তিতে তাঁহার পুত্রের কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল পরেও আদালত হইতে ক্রোক স্থগিত থাকিবার কোন আদেশ প্রচার না হওয়ায় তিনি সন্দিহান হইয়া আপন সহধর্ম্মিণী ও পুত্রবধূকে আপনাপন পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। শৈলজার পিত্রালয় কলিকাতায়, তিনি এক্ষণে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছে;—গোলদীঘির কিছু দূর পূর্ব্বদিকে শৈলজার পিতৃভবন, তাহার দ্বিতলের একটী ঘরে শৈলজা কনিষ্ঠা ভগিনী বিরজাকে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন। বিরজা বালিকা—বয়স এখন ১০।১১ বৎসর। বিরজা নিদ্রিতা, শৈলজার নিদ্রা হইতেছিল না। তিনি এক একবার শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এদিক্ ওদিক্ কি দেখিতেছিলেন,—গবাক্ষের নীচে একটী ছোট পুষ্করণী তাহার চতুর্দ্দিকে, কয়েকটী কলমের আঁব এবং নিচুফলের গাছ। অবশিষ্ট স্থানে গোলাপ, মল্লিকা, যুথী, বেল নানা জাতীয় ফুলের গাছ। বাতায়নের দ্বার উন্মুক্ত, প্রচুর দক্ষিণ বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু সেই বাতাসে শৈলজার দেহ

শীতল হইল না, চক্ষে ঘুম আসিল না,—তিনি পূর্ব্বের ন্যায় উঠিতে বসিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন স্বপ্ন মিথ্যা—আবার ভাবিলেন সকলেই বলে ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়, পূর্ব্ব রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার পর আর নিদ্রা হইয়াছিল কি না তাহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন,—স্বপ্ন দর্শন, নিদ্রাভঙ্গ তাহার পরেই শয্যা হইতে উঠিয়া বিরজার সহিত গঙ্গাস্নান গমন সকলই একে একে ভাবিলেন,—তাহার পর আর নিদ্রা হয় নাই তাহা অবধারিত হইল। কিন্তু স্বপ্ন ত ফলবান হইল না। তখন ভাবিলেন স্বপ্ন কেবল অমূলক চিন্তা, সর্ব্বদা যাহা চিন্তা করা যায়, যে চিন্তা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয়, রাত্রি কালে নিদ্রিতাবস্থায় মনে তাহারই যে ছায়া পড়ে তাহাই স্বপ্ন। এমন সময় বাগানের বাহিরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল, গির্জার ঘড়ীতে ঘা পড়িল, তিনি এক একটী করিয়া গণনা করিলেন ১২টা বাজিল। সে প্রায় আজি ত্রিশ বৎসরের কথা, তখন কলিকাতায় এত লোকের বসতি বা এতাধিক সুন্দর অট্টালিকাও ছিল না,—পটলডাঙ্গার পূর্ব্বদিকেই প্রায় সহরের শেষ ছিল। স্থানে স্থানে নালা ডোবা, গাছপালার অভাব ছিল না।

সে রাত্রিতে শৈলজার নিদ্রা হইল না, তিনি শুনিয়াছিলেন স্বামী দেশে না আসায়, আদালতে হাজির না হওয়ায়, শ্বশুরের বাড়ী ঘর সমস্ত ক্রোক হইয়াছে,—নগদ সম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্তই ডাকাইতে লইয়া গিয়াছে,—স্বামী খুনী মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত—জীবন মরণের তর্ক। বিষম চিন্তা, এই চিন্তায় আজি কয়েক মাস কেন প্রায় বৎসরেক কাল, তিনি জর্জ্জরীভূত। সময়ে সময়ে পত্র আসিত স্বামী শীঘ্র দেশে আসিবেন এক মাস কাল তাহাও বন্ধ হইয়াছে,—কয়েক দিবস পূর্ব্বে মণি বাবু বলিয়াছিলেন তিনি পাটনা হইতে রওনা হইয়াছেন, কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ কোন সংবাদ আইসে নাই। তাহার পর পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বপ্নদর্শন,—স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, আশায় যাহা চিন্তা করা যায় তাহা সত্য হইলে আর ভাবনা ছিল কি। এমন করিয়া কত দিন কত রাত্রি যাইবে ? দুঃখের নিশি কি অবসান হইবে না ! মা মঙ্গলচণ্ডী কখন দিন দেন, আর বাহির হইতে দিব না, যেখানে যাইবেন, সঙ্গে যাইব ; যেখানে থাকিবেন, সঙ্গে থাকিব। যতই নির্দ্দয়, যতই নিষ্ঠুর ব্যবহার করুন সঙ্গ ছাড়িব না। তখন লজ্জার ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতাম না, এখন আমার লজ্জা কোথায় ! লজ্জা লজ্জা করিয়া সকল হারাইলাম, অদৃষ্টে কি আছে ভগবান জানেন।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চন্দ্র ক্রমে উদয় হইল,—সেই নিস্তব্ধ নিশীথিনীতে চন্দ্রমা প্রকৃতির ভাবভঙ্গী চাল চলন দেখিবার জন্যই যেন চুপে চুপে আকাশপথে উঠিতেছিলেন। মহাজনেরা আত্মমহিমা, আপন প্রতিভা,

Y 1543 BL 4100

আপন গৌরবে এত উদাসীন যে স্থান ও পাত্র বিশেষে আপনা ভুলিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়েন,—তাই চন্দ্রমা গাছ পালার ভিতর থাকিয়া আপনা লুকাইয়া প্রকৃতিকে দেখিবার জন্য উকি মারিতেছিলেন, ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া যেমন একটু একটু মুখ তুলিলেন, এত আত্মবিস্মৃত যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন সে মুখ লুকাইবার নয়, প্রকৃতির উপর যেমন তাঁহার একটু প্রতিভা পড়িল, অমনি সে তাঁহার মনেরকথা জানিতে পারিয়া যেন হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই হাসির আলোকে শৈলজা দেখিলেন, একটী পুরুষ মূর্ত্তি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল, উন্মুক্ত বাতায়নে শৈলজাকে দেখিতে পাইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন-কোন পরিচিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছে। শৈলজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেননা, প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে দৃষ্টির অধিকতর ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। প্রথমতঃ দৃষ্টির পলক পড়িতেছিল; ক্রমে পলকহীন হইয়া আসিল। পুরুষ মূর্ত্তিও স্থির, নড়েনা চড়েনা, বাতায়ন দ্বারে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছবির ন্যায় দণ্ডায়মান।

শৈলজা নিদ্রিতা ভগিনী বিরজাকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন "বিরজা দেখ—বাগানে কে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে—"

বির। হ্যাঁ—কে বল দেখি—চোর ত নয়। একটু হাসিয়া—

শৈল। চোরই বোধ হয়।

বির। দরওানকে ডাকবো?

শৈল। না—জিজ্ঞাসা কর দেখি——

বির। যদি চোর ডাকাত হয়!

শৈল। তা হ'লে পালাবে!

বির। যদি কিছু ক'রে?

শৈল। আমরা এত দূরে আছি, কি করতে পারবে।

বির। দিদি, বিনোদ বাবু ত নয়?

শৈল। দূর—মোহিনী বাবু (মোহিনী বাবু বিরজার স্বামী)

বির। আচ্ছা তুমি ডাক দেখি,——

শৈল। আমি এত বড় মাগী রাত্রিকালে চেঁচা চেচী করবো—সেটা ভাল দেখায় কি?

আগন্তুকের প্রতি।

বির। তুমি কে গা?

পুরু। কেও বিরজা?

বির। ঐ দেখ দিদি, বিনোদ বাবুই বটে,——

শৈল। তেমনিই যেন বোধ হচ্চে।

বির। সে কি দিদি, তুমি বিনোদ বাবুকে চিনতে পারচো না?

শৈল। চিনেছি, রাত্রিকাল——কোন দুষ্টলোক হবেনা ত দেখ বোন্।

বির। মুখুয্যে মহাশয়!

পুরু। (অনুচ্চশব্দে) বিরজা চিনতে পারচো না।

বির। আমি আগেই চিনেছি,, কিন্তু

যিনি চিন্‌বার তিনি এখনও ঠিক্ কত্তে পারেন না।

বিনো। আমার অদৃষ্ট!

শৈলজা এই কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্ম পীড়িত হইলেন,তখন তাড়াতাড়ি বিরজাকে বলিলেন "বির মাকে বল গিয়ে—"

বির। আমি কেন যাবো——তুমি যাওনা।

শৈল। এমন সময় তামাসা করিস্ না ভাই, কেমন লোক জানিস্ ত এখনই হয় ত কোনদিকে চলে যাবেন।

বিরজা গৃহান্তরে গিয়া মাতাকে সংবাদ দিলেন তাঁহার জামাতা আসিয়াছেন। বিরজার মাতা শশব্যস্তে উঠিয়া দাসীকে কপাট খুলিয়া দিতে বলিলেন। জামাই গৃহপ্রবেশ করিয়া শৈলজা যে ঘরে ছিলেন সেখানে গেলেন। শৈলজা পিত্রালয়ে থাকিয়া বহুদিন পরে স্বামীমুখ দেখিলেন, পূর্ব্বে একবার মাত্র তাঁহার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি স্বামীকে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসায় বড়ই নি-ষ্ঠুর উত্তর পাইয়া অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার চিত্তপ্রসন্নতার জন্য পুনরায় বলি-লেন "আমার অপরাধ হয়েছে আপনাকে চিন্‌তে পারি না, আমাকে মাপ কর্‌বেন।"

বিনো। অত আর বিদ্যাসাগরী কেন? কল্কাতার মেয়ের পায়ে প্রণাম! এই জন্যেই আমাদের পাড়াগাঁয়ে মেয়েদি'গে লেখাপড়া শিখ্‌তে দেয় না। সহরের লোকের এ একটা নূতন সক হয়েছে।

শৈল। দাদা মণি বাবুর কাছে আজ ক দিন খবর পেয়েছিলেন যে আপনি পাটনা ছেড়েছেন, সেই দিন থেকে দিনে কাজ করি না, রাত্রে ঘুমুই না, কেবল পথ পানে চেয়ে আছি।

বিনো। তাই বুঝি এতরাত্রে জানালা খুলে বসেছিলে?

শৈল। ঈশ্বর জানেন।

বিনো। ঈশ্বর জেনে ত সবই হবে—এখন আমার চোখে ত ধুলো দিলে!

শৈলজা কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, আলোকময় গৃহ অন্ধকার, পৃথিবী শূন্য দেখিলেন, কণ্ঠশুষ্ক হইল শিরায় শিরায় রক্তস্রোত বেগে ছুটিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিনো। "তোমারি মন্ত্রণা বুঝাভার।"

শৈলজার নয়নোৎস বিস্ফারিত হইল। শোকের ঝড় অন্তরের আশালতা, উৎসাহ তরুকে আকুল করিয়া এতক্ষণ অন্তরেই বহিতেছিল। এই কথায় বহিরিন্দ্রিয়ে তাহা প্রবেশ পাইল। চক্ষে জল, নাসি-কার সঘন শ্বাস পতন হইতে লাগিল। পুরুষের মন স্ত্রীলোকের চক্ষের জলে ভিজিতে দিলে পুরুষার্থ রক্ষা পায় না, এই ভাবিয়া বিনোদ বাবু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন এমন সময় শৈলজা তাঁহার পদপ্রান্তে স্বীয় দেহ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "সন্দেহের কি পরীক্ষা নাই,—আমাকে মাপ করুন,—

আপনাকে ভাল ক'রে দেখে মরতে দিন।"

বিনো। খুব মাপ করেচি যে এখনও কথা কইতে রেখেছি।

শৈল। আপনার হাতে অপঘাত মৃত্যু-তেও আমার স্বর্গ হ'বে, এখনই আমার জীবনের অনন্ত দুঃখের শেষ করুন।

বিনো। নীরব।

শৈল। কোন আশাই ত মিটিল না—এখন একটা মিটাইবার সময় হ'য়েছে, "একবার আপনাকে দেখি—"

শৈলজার মুখে আর কথা বাহির হইল না,—নীরব নিস্পন্দ ভূতলে পতিত হই-লেন।

বিনোদ অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিল—শৈলজার চক্ষের পাতা নড়ে না, বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান করিল, বক্ষঃস্থলে রক্তের প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া জোরে বহিতেছে, পরক্ষণেই আবার অনুভূত হইতেছে না,। নিশ্বাস অনুভূত হয় না—বিনোদের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল "শৈল,—শৈল—" বলিয়া তিন চারিবার ডাকিল। শৈল সে কথা শুনিতে পাইলেন না; দাঁতে দাঁতে বসিয়া গিয়াছে,—বিনোদের হস্ত শৈলজার বক্ষঃস্থলে ছিল পরক্ষণেই আবার শোণিত প্রবাহ অনুভূত হইল। সে পুনরপি ডাকিল,—প্রত্যুত্তর পাইল না। ক্রমে শৈলজার অঙ্গনিগ্রহ হইতে লাগিল, সমস্ত শরীর বক্র হইয়া ধনুকের মত হইল, বিনোদ বহু চেষ্টাতেও সোজা করিতে পারিল না, বিরজাকে ডাকিল। বিরজা আসিল, বাড়ীর অপরাপর স্ত্রীলোকও আসিল, অনেক শুশ্রূষার পর শৈলজা চেতনা পাইলেন। এই রাত্রি হইতে তাঁহার অপস্মার রোগের সঞ্চার হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শব সাধন।

ঘোর অন্ধকারময়ী নিস্তব্ধ নিশীথিনী,—তিথি অমাবস্যা—অন্ধকারে কোলের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর কাল সাপের মাথার মাণিকের মত নক্ষত্রগুলি আকাশের উপর ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মাঠ হইতে গ্রামের ছবিগুলি কালর উপর কাল দেখা যাইতেছে। সেই কাল গ্রামের কাল ছবির গা হইতে দুইটী পুরুষ বাহির হইয়া মাঠের দিকে আসিতে লাগিল,—মাঠের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী তাহার এক পাড়েএকটী অশ্বথবৃক্ষ, সেই অশ্বথ তলে আসিয়া দুইটী পুরুষ দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের একজন গোবর্দ্ধনদিক্‌পতি দ্বিতীয়ব্যক্তি চিদানন্দ স্বামী, গোবর্দ্ধনের অভীষ্টদেব,—স্বামী বলিলেন "মহানিশা আগত—বিলম্বের প্রয়োজন নাই, প্রস্তুত হও।" অশ্বথ শাখায় একটী শব ঝুলিতেছিল গোবর্দ্ধন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহাকে নামাইল। অশ্বথতলের একটু দূরে একটী শ্মশান ছিল, সেই শ্মশানের ভস্মগুলি সমান করিয়া গুরুশিষ্যে তাহার উপর শবটীকে সংস্থাপিত করিলেন, তাঁহার উভয়পার্শ্বে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বাঁশের খুঁটা পুতিয়া শবটীকে রজ্জু দিয়া উত্তম রূপে বন্ধন করিলেন। তাহার পর মদ্য মাংসাদি উপকরণ গুলি নিকটে লইয়া গোবর্দ্ধন অভীষ্টদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। স্বামী প্রফুল্ল মনে বলিলেন "বৎস আশীর্ব্বাদ করি দেবী প্রসন্ন হউন—যে যে উপদেশ দিয়াছি, বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করেছ ?"

গোব। আজ্ঞা হ্যাঁ।

স্বামী। এখন শবের বক্ষের উপর বসিয়া অভীষ্ট দেবীর মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া মন্ত্র জপ কর। শব চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মুখব্যাদান করিলেই সুধা এবং মাংস দিবে। সাবধান, অন্যথায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, কার্য্য সফল হইবে না। অনেক বিভীষিকা দেখিবে, ভয় পাইলে কার্য্য পণ্ড হইবে, এ জন্মে আর সাধনা হইবে

না। দিবালোক উপস্থিত হইয়াছে, কৃষক কৃষিকার্য্যে যাইতেছে ইত্যাদি কল্পিতদৃশ্য দেখিতে পাইবে, সে সমস্তকে বিভীষিকা বলিয়া জানিবে, যতক্ষণ অভীষ্ট মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইবে শবাসন পরিত্যাগ করিবে না, সাবধান! সাবধান!! কোন সন্দেহ হয় জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে, আমি বৃক্ষান্তরালে থাকিব।

গোবর্দ্ধন আসনে বসিবা মাত্র যেন প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল, বিদ্যুৎ ঝন্‌ঝনা, বড় বড় করকা সহিত মুষল ধারে বৃষ্টি হইয়া যেন প্রলয় উপস্থিত। গোবর্দ্ধন নিবিষ্টমনে মন্ত্র জপ আরম্ভ করিল,—রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিযাম অতিবাহিত তথাপি শবের চৈতন্য হইল না। গোবর্দ্ধন শুনিতে পাইল কে যেন সেই ঘোরা যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—"এ জন্ম পণ্ড হইল,—জন্মান্তরে সাক্ষাৎ হইবে,—আয়োজনে বিঘ্ন ঘটিয়াছে।" গোবর্দ্ধন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই—নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না অভীষ্টদেবকে তখন আহ্বান করিল। স্বামী নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "আমি শুনিয়াছি—মনে ক্ষুব্ধ হইও না—উপযুক্ত সময় এখনও তোমার উপস্থিত হয় নাই। ইহজন্মে অনেক টা সিদ্ধিলাভ করিলে পরজন্মে পূর্ণকাম হইবে।"

গোবর্দ্ধন সজলনয়নে জিজ্ঞাসিল "গুরুদেব উপায়?"

স্বামী। এ জন্ম অতিবাহিত কর।

গোব। তবে এখনই?

স্বামী। না—এমন কাজ করে, তা হ'লে জন্ম জন্মান্তরেও হইবে না। আত্মহত্যা পাপের মোচন নাই।

গোব। কি আশায় সংসারে থাক্‌বো?

স্বামী। সংসারে আবার আশার অভাব?

গোব। কিছুই ত দেখ্‌চি না।

স্বামী। সংসারে নিষ্কাম নির্লিপ্ত থাকিতে পার তবে সেই ত এক মুক্তি।

গোব। কিন্তু আসল কাজ ত হ'লো না?

স্বামী। কেন—এখনও কি তোমার চিত্তশুদ্ধি হয় না?

গোব। কেমন ক'রে বল্‌বো!

স্বামী। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি তোমার কাম্যমূর্ত্তির দর্শন পাওনা?

গোব। নীরব——

স্বামী। জগতের স্থাবর জঙ্গম, স্থলে জলে, শূন্যে কি সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাওনা?

গোব। তা হ'লে আর [illegible] ছিল কি?

স্বামী। তবে এখন সেই সকল আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান কর। তাহাতে অনেক টা ফল পাইবে। হয় ত তাহাতেই কাজ হইবে, এ সকল কার্য্যের আর প্রয়োজনই হইবে না।

গোব। ফের চেষ্টা কর্‌বো;—

স্বামী। তা হ'বার নয়।

গোব। আপনিই ত বলেছেন তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই;—

স্বামী। একবার কোন বিঘ্ন হইলে, সে পন্থা পরিত্যাগ করাই বিধেয়, বিশেষ এ সকল তান্ত্রিক কাজ,—এরূপ একদেশ দর্শিতা ভাল নয়। পন্থা পরিবর্ত্তন কর। সৌভাগ্য যে তোমার অন্য কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

গোব। আর কি ঘট্‌বে?

স্বামী। লোকে উন্মাদগ্রস্ত বিকলাঙ্গ, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

গোব। সেও ত ভাল ছিল।

স্বামী। তাহার তুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। বিকৃতচিত্ত ব্যক্তি যার আত্ম বোধ নষ্ট হয়। তার কি আর পদার্থ থাকে,—সে মনুষ্যদেহে পশু, সাধু ব্যক্তির ঘৃণার পাত্র।

গোব। আপনি ত সকলই জানেন, আমার আর কতদিন আছে?

স্বামী। বড় বিলম্ব নাই, আর একবার আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

এই বলিয়া স্বামী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

গোবর্দ্ধন অতীতের অনুশোচনা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার এক দিনের কথা।

পরদিন রাত্রে গোবর্দ্ধন মঙ্গলার বাড়ীতে গেল। আজি গোবর্দ্ধনের মনে সে উৎসাহ নাই, মুখে সে স্ফূর্ত্তি নাই, বিষাদমাখা মূর্ত্তি লইয়া সে মঙ্গলাকে দেখা দিল,—রাত্রিকাল, মঙ্গলা চেহারা দেখিয়া মনের ভাব ততটা জানিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভাল ত?"

গোব। মঙ্গলা, মন আ'জ আশা উৎসাহশূন্য, ভবিষ্যৎ আঁধারময়, জীবনে কোন ইচ্ছা নাই।

মঙ্গ। কি হ'লো?

গোব। যা হ'লো তোমায় আর কি বল্‌বো—তুমি স্ত্রীলোক, আমার আর বড় বেশী দিন নাই। কোম্পানী গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্যে তোড়জোড় ঠিক করেছে।

মঙ্গ। আসল কাজের কি হ'লো?

গোব। তাও বড় ভাল নয়।

মঙ্গ। মা দেখা দিয়েছেন?

গোব। দেখা পেলে আর আমার এ জন্মে কিসের অভাব ছিল।

মঙ্গ। তবু কি হ'লো—গুরুদেবের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

গোব। গুরুদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু আসল কাজ হ'লো না।

মঙ্গ। গুরুদেব থাক্‌লে ত সে কাজ হবেই।

গোব। প্রায়ই হ'য়েছিল। হরিষে বিষাদ, কেবল মনের আপশস্—

মঙ্গ। কিছু খুঁত হ'য়েছিল?

গোব। সেই রাত্রের খুঁত,—

মঙ্গ। কোন রাত্তিরের?

গোব। যে রাত্তিরে শব সংগ্রহ করি,—

মঙ্গ। তখনই আমার সন্দ হ'য়েছিল।

গোব। আমার জন্মে এমন হয় না, না জেনে না বুঝে কাজ ক'রে জনমটা বৃথা গেল।

মঙ্গ। কি এমন কাজ আমাকে ত কখন বল না।

গোব। তুমি কি স্ত্রীলোকের উপর

একবার অত্যাচারের কথা শোন না——তোমায় কি সে কথা বলি না?

মঙ্গ। কই না।

গোব। একজন আমায় ঠকিয়ে সতীর সতীত্ব নাশের সহায়তা নিয়েছিল।

মঙ্গ। হ্যাঁ—একদিন বলেছিলে বটে।

গোব। সেই পাপিষ্টিটেই সে দিন আমাদের শবটাকে ছুঁয়ে কর্ম্ম পণ্ড করেছে। অখিলের মুখে শুনেছি—সে সেই।

মঙ্গ। এখন কি কত্তে হবে?

গোব। কোন উপায়ই নাই।

মঙ্গ। আমি ত অন্ত্যজা চণ্ডালিনী,—আমি আত্মহত্যা করি, আমার শবে হবে না?

গোব। দৈববাণী হয়েছে, এ জন্মে আর হবে না—পর জন্মে!

মঙ্গ। শব মিলান বড় সহজ নয় বোধ হয় সেই জন্যেই দৈববাণী হয়েছে। সে শবটা নষ্ট হয়ে থাকে, তার ভাবনা কি? আমি আর্জি গলায় দড়ি দিয়ে মরি এখনও অমাবস্যা আছে শুনেছি, আ'জকার অপঘাতে-মরা শবে কাজ ভাল হয়।

গোব। দেখ গুরুদেব আরও বলেছেন, আত্মঘাতীর পাপ জন্ম জন্মান্তরেও ঘোচে না। তোমাকে আমি সে পরামর্শ দি না,—দৈববাণী হ'য়েছে, এ জন্মে সাক্ষাৎ হ'বে না। দৈববাণী সার্থক হ'বে; আবার কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে।

মঙ্গ। কোম্পানীকে ভয় করি না,—তাতে কি হ'বে? না হয় আমরা বনে গিয়ে থাক্‌বো।

গোব। এদিকে আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছে, এখন দান ধ্যান পুণ্যকাজ করি, আর তোমার জন্যে কিছু সংস্থানের উপায় দেখি,——

মঙ্গ। আমার আবার সংস্থান কি? বনবাসে থাক্‌বো।

গোব। বনে গেলে কাজ হবে কেন?

মঙ্গ। দেবতার নাম নেওয়ার তুল্য আর মানুষ জন্মের কাজ কি আছে।

গোব। সংসারীর কাজ বনে হয় না,—যে আত্মসুখী সেই বনে যায়। বনে গিয়ে সংসার ধর্ম্ম হয় না। সেখানে লোক পাবো না।

মঙ্গ। লোক না হ'লে ধর্ম্ম হয় না?

গোব। কেমন করে? কার উপর ধর্ম্মের কাজ কর্‌বো?

মঙ্গ। ভগবানের নাম কল্লে ধর্ম্ম হয় না?

গোব। হবে না কেন—সে আমাদের নয়, যোগী সন্ন্যাসীদের হয়।

মঙ্গ। সন্ন্যাসীই হবো।

গোব। তায় সুখ নাই। যোগে যোগীর সুখ—পরোপকারে সংসারীর সুখ।

মঙ্গ। কিন্তু যোগী ভগবানকে পায়।

গোব। সংসারীও কি তাঁকে পায় না? গুরুদেব বলেন মানুষের সেবা কল্লেই ভগবানের সেবা করা হয়। তাই পরোপকারে এত সুখ।

মঙ্গ। তবে তাই কর—চুরি ডাকাতী ছেড়ে দাও।

গোব। এত দিন পরে আমাকে কি চোর ডাকা'ত বলে চিন্‌লে ?

মঙ্গ। আমার অপরাধ নিও না,—আমি স্ত্রীলোক সব ভাল ক'রে বুঝতে পারি না।

গোব। তবে ত এতদিন তুমি আমার কাছে থেকে কিছু শিখ্‌তে পাল্লে না।

মঙ্গ। আমরা মেয়ে মানুষ——যে চুরি করে তা'কেই চোর বলে জানি।

গোব। মঙ্গলা আমি চোর নই,——সংসারের ধন কারো নয়——সবার। তবে কারো ঘরে বেশী, কারো ঘরে কম, কারো ঘরে কিছুই নাই, সে পথে পথে কাঁদ্‌বে—আর একজন সেই ধন নষ্ট কর্‌বে। সেটা কি ভাল ? যে কখন দুঃখের মুখ দেখে না সে দুঃখার দুঃখ কেমন ক'রে বুঝবে ? আমি ধনীর ঘরের বাড়তি ধন গরিবকে দি, আমি চোর নই।

মঙ্গ। তুমি আর কি কি কর্‌বে ?

গোব। যত পারি দুহাতে দান কর্‌বো—আর একবার গঙ্গাস্নান যাবো।

মঙ্গ। আমি সঙ্গে যাবো।

গোব। সংসার আমাকে দস্যু বলে জানে, আমাকে ধরা পেলে শাস্তি দিবে। তুমি গিয়ে কি আবার বিপদে পড়্‌বে।

মঙ্গ। তুমি থাক্‌তে আমার বিপদ কি ?

গোব। আমি কি তোমার রক্ষা কত্তে পার্‌বো

মঙ্গ। রক্ষা কত্তে নাই পাল্লে তোমার সঙ্গে ত থাকৃতে পাবো।

গোব। তাও থাক্‌তে দেয় না, শুনেছি।

মঙ্গ। তবু আমি যাবো, যতক্ষণ সঙ্গে থাক্‌তে পাই থাক্‌বো।

গোব। দেখ বারণ কর্‌চি, তবু ছাড়্‌বে না ?

মঙ্গলা সে কথা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসিল। "তবে কি একা যাবে ?"

গোব। হাঁ।

মঙ্গ। সেটা কি ভাল হয় ?

গোব। মিছামিছি কেন কতকগুলা লোককে কষ্ট দেওয়া ?

মঙ্গ। না হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না।

গোব। আমার ত কোন ভয় হয় না।

মঙ্গ। তারা জন্ম কাল তোমার খেয়ে মানুষ, আজ তোমার জন্যে কষ্ট স্বীকার করবে না ?

গোব। আমি কি উপকারের মূল্য লইব মনে কর।

মঙ্গলা উপকার শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিল। আর কিছু বলিল না কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া বলিল "তবে খুব সাবধানে যাবে। কবে যাওয়া হবে ?"

গোব। তার ঠিক নাই।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূতাভিসঙ্গ।

কিশোরী মোহন যে দিন হর সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন; যে রাত্রি বাসর জাগিয়া ভবতারিণী হরসুন্দরীর সহিত কিশোরী মোহনের মনকে টানাটানি করে তাহার পর পরদিন রামলোচন আত্মীয়, জ্ঞাতি, বন্ধু বান্ধবদিগকে কন্যার বিবাহোপলক্ষে একটী ভোজ দেন। সেই দিন মধ্যাহ্নে রামলোচনের বাড়ীতে ভোজন করিয়া আসিয়া ভবতারিণী একটু গা অসুক করিয়াছে বলিয়া কিয়ৎক্ষণ ঘরে শয়ন করিয়া থাকে, তাহার পর কি ভাবিয়া অপরাহ্নে খিড়কীর পুষ্করণীতে কাপড় কাচিয়া আসিবার সময় অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া পড়িয়া যায়,—চীৎকারের শব্দে ভবর মাতা তথায় গিয়া দেখেন কন্যা ভূতলে মূর্চ্ছিতা, দাঁতে দাঁত বসিয়া গিয়াছে, সঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে,—তাহার মাতা "ভব—ভব—ওভব" বলিয়া তিন চার বার ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া বলিলেন "তোমরা সব কোথায় গেলে গো ভব আমার এমন করে কেন দেখ।" তিনি পুনরপি ডাকিলেন "ভব—ভব,—ওমা ভব! বাছা আমার কেমন করে যে গো—এমন সংসার ত দেখিনি।"

শ্বশুর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া জামাই কালাচাঁদ নিকটস্থ হইলেন। জামাতাকে দেখিয়া ভবর মাতা মাথায় কাপড় দিয়া একটু লজ্জাশীলতা দেখাইয়া বলিলেন "বাবা—মা আমার এমন করে কেন?

কালা। থামুন আমি ওঝা ডাকি।

এই কথায় ভবতারিণী চক্ষু চাহিয়া একটী হুঙ্কার ছাড়িল, যবাকুসুমশঙ্কাশ চক্ষু দুইটীর কুল কিনারা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া গম্ভীর স্বরে "হুঁ—উঁ—উঁ ওঝা!" দন্ত কড় মড় করিতে লাগিল,—সমস্ত শরীর ধনুকের মত বাঁকিয়া গেল, হস্ত পদাদির আঘাত মৃত্তিকার পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। কালাচাঁদের উপর অধিক আক্রোশ, তাঁহারই উপর ঘূর্ণিত চক্ষুর জলন্ত দৃষ্টি বারম্বার নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

পুনরায় হুঙ্কারের সহিত "হুঁ—উঁ—উঁ ওঝা আনবে।" এই শব্দ ভবতারিণীর মুখে উচ্চারিত হইল। পাড়ার মেয়ে, ছেলে, কোন কোন যুবকও আসিয়া উপস্থিত! সকলেরই সিদ্ধান্ত "ভবকে বাতাস লেগেছে।".

"বাতাস লাগিয়াছে" বলিলেই আমাদিগের পাঠকগণ বলিবেন বাতাস ত দিন রাত্রিই বহিতেছে। বাল বৃদ্ধ যুবা যোষিত সকলের গায়েই বাতাস লাগিতেছে। বাহিরের বাতাস অন্তরস্থ করিয়া, অন্তরের বাতাস বাহির করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করে। বিনা বাতাসে কেহ কখন কি জীবিত থাকে? বাতাস ত সকলকেই লাগে, তবে ভবতারিণীই কেন আছাড় কাছাড় করে। তাহার উত্তরে আমরা এই বলিব বায়ুর বিচিত্রগতি,—আমাদিগের দেশের কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন বায়ু অশীতি প্রকার। প্রাণ, ব্যান, উদান ইত্যাদি তাহার নানা আখ্যা আছে। মনুষ্যদেহে থাকিয়া দেহযন্ত্র চালনা করে।—তাহাদের গতি কখন কেমন, কিছু বুঝা যায় না। বায়ুর সহিত বায়ুর নিত্য সম্বন্ধ, বহির্বায়ুর সহিত অন্তর্বায়ু মিশামিশিতে দৈহিক ক্রিয়ার ভাবান্তর উপস্থিত করে। অথবা ভূতযোণি বায়ুতে ভর করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ করে যখন যাহার দেহে প্রবেশ করে তখন তাহারই দেহ ভূত প্রাপ্ত হয় বলিয়া এরূপ অবস্থান্তরকে বাতাস লাগা বা ভূতে পাওয়া বলে।

ভূতেই পাউক আর বাতাসই লাগুক ভবতারিণীর দেহ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবিলম্বে তাহাকে পুষ্করিণী ঘাট হইতে গৃহে আনা হইল। দুকাণ এককাণ করিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের কাণে প্রায় একথা উঠিয়াগেল—পাড়া প্রতিবাসিনী প্রাচীন প্রাচীনা, নবীন নবীনা, বালক বালিকা, যুবক যুবতী অনেকেই দেখিতে আসিল। জলপড়া, তুলসীপড়া, সরিষাপড়া এইরূপে নানান্ প্রতিকার চলিতে লাগিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেহই বুঝিতে পারিল না যে সে জলপড়ার ভূত নয়। মুখোপাধ্যায় বাড়ীর নূতন জামাতা কিশোরীমোহন শুনিয়া বলিলেন "সে ভূত সহজ নয়।" সেখানে ভবতারিণীর পিতা উপস্থিত ছিলেন তিনি বলিলেন "বাবাজী আপনাকে কি আসে?"

কিশো। অতি সামান্ত জানা শুনা আছে।

দিগ। যাহ'ক আপনাকে একবার দেখতে হবে। কিশোরীমোহন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সে কথা শুনিয়া রোগী লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল,—— কিশোরীমোহন গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র রোগী রোগের স্বধর্ম্মে মুখভরা হাসি হাসিয়া বলিল "হা—হা—হা এসেছ?"

কিশোরীমোহন বলিলেন "এসেছি—তোমারই জন্যে।"

ভব। "আমি ছাড়বো না—"

কিশোরীমোহন ঘরের ভিতর হইতে

লোকজন বাহির করিয়া দিলেন, জলে পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড বকিতে লাগিলেন। রোগীর বিক্রম বাড়িল—কিছু ক্ষণ পরে বলিল "আমি ছাড়ি,—আমি যাই।" ধীরে কহিল "ঘরে ব'সে পেয়েছি ?"

কিশো। হাঁ,—না হ'লেও আস্‌তাম।

ভব। আজ রাত্রে এখানে থাক্‌তে হ'বে।

কিশো। তা হ'লে জানা জানি হবে।

ভব। হ'ক তাতে আমি ভয় করিনি।

কিশো। আমি নূতন লোক আমাকে কত্তে হয়।

ভব। (চীৎকার করিয়া) তবে ছাড়বোনা—কে আমায় ছাড়ায়—আমি ছাড়বোনা।

কিশো। আমি তোমাকে নিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটাবো ? দেখি ছাড় কিনা!

ভব। আজকার রাতটী থাকি—তোমার পায়ে পড়ি।

কিশো। আজ ছাড়তেই হবে—এর পর যা হয় হবে।

ভব। (ধীরে) তবে স্বীকার কল্লে এক রাত্তির থাকবে ?

কিশো। হাঁ

ভব। তবে ছাড়ি—

এই বলিয়া চিকিৎসকের আজ্ঞা মতে পূর্ণ কলস দাঁতে কামড়াইয়া বাহিরে আসিয়া রোগী পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইল। সকলে জানিল ভূত ছাড়িয়া গেল।

এই দিন কিশোরীমোহনের খুব প্রতি পত্তি বাড়িল, গ্রাম মধ্যে রাষ্ট্র হইল মুখুয্যেদের জামাই এক কথায় ভূত ছাড়ায়। গ্রামের ভূতপাওয়া অনেক স্ত্রীলোকের চিকিৎসা জন্য কিশোরীমোহনকে মধ্যে মধ্যে শ্রম স্বীকার করিতে হইত। আর তাঁহার আগমনে দিন দিন রোগীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল।

যে দিন কিশোরীমোহন ভবতারিণীর স্কন্ধের ভূত ছাড়াইবার উপলক্ষে আপনি চাপিয়া বসিলেন, তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে ভবর গা অসুক করিলে দেখিবার জন্য কিশোরীমোহনকে আসিতে হইত। কিশোরীমোহন সকালে বৈকালে দিগম্বরের বাটীতে আসিতেন, বসিতেন, পানটা তামাকটা খাইতেন, চলিয়া যাইতেন। সময়ে সময়ে কেহ বাড়ীতে না থাকিলে বেচারী কালাচাঁদ স্বহস্তে তামাকু প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন, এবং সহধর্ম্মিণীর অসুখ বোধ করিলে কিশোরীকে বাটীতে ডাকিয়া আনিতেন।

রোগের এমনই ধর্ম্ম যে রোগী এক দিন চিকিৎসককে দেখিতে না পাইলে রোগ বাড়িত, নূতন নূতন উপসর্গ হইত, সে জন্য ভবর মা প্রতিদিন এক একবার আসিবার জন্য কিশোরীমোহনকে অনুরোধ করিতেন। রোগী এবং গৃহস্থের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি প্রায়ই প্রতিদিন এক একবার আসিতেন কিন্তু ক্রমে কিশোরীমোহনের রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল,

তথাপি কি করেন প্রথম রোগী ভবতারিণী তাহা হইতেই অপরের নিকট মান সম্ভ্রম এজন্য সকল অপেক্ষা তাহার খাতির কিছু বেশী মাত্রায় রাখিতে হইত।

অল্প দিন মধ্যে কিশোরীমোহনের মালী মোকর্দ্দমা আইন আদালতজ্ঞান গ্রাম মধ্যে ঘোষিত হইল, ক্রমে ঘরাও বিবাদের সালিশী করিতে, পুলিশের সহিত বন্দোবস্ত করিতে, মোকর্দ্দমার যুক্তি পরামর্শ দিতে তিনি এক জন অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। জামাতার খাতিরে রামলোচনেরও খাতির বাড়িল! মানুষের দশ দশা—আজি কালি কিশোরীমোহনের এ এক নূতন দশা—ফলতঃ এটী সুখের দশা তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র পরিবার।

সুন্দরপুর গ্রামে এক ঘর বসুবংশীয় কায়স্থ ছিল। উপস্থিত গৃহস্থপতির নাম শীতলাচরণ, শীতলাচরণের বয়স ২৫। ২৬ বৎসর। সংসারে শীতলের বৃদ্ধ মাতা, আর বিধবা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী। বৃদ্ধ মাতা এবং শ্যামাসুন্দরী ভিন্ন শীতলের পত্নী মনোমোহিনী। মনেমোহিনীর বয়স এক্ষণে ১৭। ১৮ বৎসর। শীতলের পিতা পীতাম্বর বসু কাঁথি অঞ্চলে নিমক মহলে চাকরী করিতেন। নিমকীর চাকরীতে তাঁহার বেশ দশ টাকা আয় ছিল। যে সকল লোক নিমকীতে চাকরী করিয়া লোক ধনকুবেরত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র পর্য্যায় মহাত্মাগণ রাজা রাজাড়া উপাধি লইয়া গবর্ণমেণ্টের ঘরে বসিতে চৌকী পান,—যাঁহারা আজি বাঙ্গলা দেশের মস্তক স্বরূপ, শীতলের পিতা সেই নিমকীতে কাজ করিয়া যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পীতাম্বর স্বয়ং বা তাঁহার পুত্র পৌত্রদিগের রাজোপাধি গ্রহণের কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় মুক্ত হস্ত লোক ছিলেন, গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে দেবোত্তর ভূমি দান, অবিবাহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাভার মোচন,

লোকের পিতৃ মাতৃদায় ইত্যাদি কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। স্বদেশ ব্যতীত কর্ম্মস্থানে বা বিদেশস্থ কেহ তদ্রূপ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইলে কাহাকেও তাঁহারা বদান্ত হইতে বঞ্চিত করিতেন না। এই সকল কার্য্য ব্যতীত গ্রামে তাঁহার অনেকগুলি দেবকীর্ত্তি ছিল। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে দেশস্থ সকলে তাঁহাকে ইষ্টকালয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে অগ্রে ইষ্টদেবের গৃহ ইষ্টকময় না করিয়া, তিনি আপনার ঘর পাকা করিবেন না। তদনুসারে গুরুর অট্টালিকা করিয়া দিয়া আপনার বাড়ীর জন্য ইষ্টক প্রস্তুত করাইবার পর বৎসর লোকান্তর গমন করেন।

কাঁথি অঞ্চলে কর্ম্ম করিবার সময় তিনি সময়ে সময়ে সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতেন। প্রতি বৎসর পূজা উপলক্ষে বাড়ী আসিবার সময় রূপনারায়ণ দিয়া নৌকাযোগে দেশে আসিতেন। রূপনারায়ণ নদের নামান্তরিত দারকেশ্বর নদ সুন্দর পুরের অতি নিকটবর্ত্তী। আসিতে যাইতে চককমলা গ্রামের জমিদার সীতারাম বিশ্বাসের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, সেই সূত্রে সীতারামের কনিষ্ঠা ভগিনী মোহিনীর সহিত পুত্র শীতলাচরণের বিবাহ দেন। তাহাতেও বড় ধুম ধাম হয়, এই বিবাহোপলক্ষে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকপ্রস্থানের পর সেই ঋণ শীতলের স্কন্ধে পড়িয়াছিল। শীতল পরলোকগত পিতাকে ঋণ বিনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ভূসম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করে, এবং মাতার স্ত্রীধন ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলে তাহার হস্ত সঞ্চয় শূন্য হয়।

পিতৃ শ্রাদ্ধের পরে শীতলের সংসার চলিবার সঙ্গতি ছিল না। চাসের ধানে সম্বৎসর সংসারের অন্নসংস্থান হইত, এক বৎসর অজন্মায় ফসল ভাল হইল না, শীতলের নূতন ঋণ হইল। মূল ধন নষ্ট হইলে কোন কর্ম্মই সুচারু রূপে চলে না। তপ্ত ভূমে বৃষ্টির ন্যায় পর পর বৎসরের কৃষিলব্ধে সংকুলান হইল না। ক্রমে তাহার সংসারে দারিদ্র্যদুঃখ উপস্থিত হইল।

কমলা সদাই চঞ্চলা,—কদাচ কাহার গৃহে দীর্ঘকাল অচলা হইয়া থাকেন না। তাঁহার অনুগ্রহে যেমন ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা, নিগ্রহে তেমনিই বিড়ম্বনা। সংসারে সকলে তাঁহার সমাদর বুঝেন না, যিনি বুঝেন তিনি সুখী, সৌভাগ্যশালী।

শীতল নিতান্ত উপায়াক্ষম ছিল না; সেকালের কায়স্থের ঘরের ছেলে—জমিদারী মহাজনী হিসাব নিকাশ বুঝিত, হাতের লেখা খাতা পত্রে চলনযোগ্য। কিন্তু পিতৃ বিয়োগে অকস্মাৎ এরূপ দুঃখের দশায় শীতল বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইয়া দীর্ঘকাল কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণেই অতিকষ্টে আপন ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ-

পোষণ করিত। লেখা পড়ায় তাহার যেরূপ দখল ছিল তাহাতে কোন জমিদার বা মহাজনের সেরেস্তায় কাজ করিয়া সে অনায়াসেই দশ টাকা ঘরে আনিতে সমর্থ ছিল। কিন্তু বড় বাপের বেটা হইয়া প্রভুসেবার অপমান টুকু তাহার মনে জাগরুক থাকায় অদৃষ্ট তাহার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিল। বিশেষতঃ পূর্ণযৌবনা মোহিনীর কোন মতে ইচ্ছা ছিল না যে স্বামী তাহাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া প্রবাসক্লেশ সহিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন,—মোহিনীর অঙ্গশোভা যে দুই একখানা সোনা রূপার অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল ক্রমে তাহাও গেল। কিন্তু তথাপি এক দিনেরজন্য ক্ষিদ্যমানা নহে। শীতলের মাতারও একমাত্র পুত্র এজন্য তাহাতে সম্মতি ছিল না। বহু অর্থ উপার্জ্জনে পীতাম্বর যে বাড়ীঘরদ্বার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন অল্পমাত্র ভূসম্পত্তির আয়ে সে সকল ঠাট বাট বজায় রাখা শীতলের পক্ষে ভারভূত হইল। বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, প্রাচীর তাহার পিতৃ বিয়োগে আছাড় কাছাড় করিয়া ভূমিতল আশ্রয় করিল। দুই এক বৎসরেই তাহাদিগের মধ্যে পরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি মৃত্তিকা স্তূপ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বাড়ীর মধ্যে শীতলের শয়ন গৃহ এক খানি এক পাকশালাটী মাত্র থাকিল, তদ্দ্বারাই চারিজনে শীতাতপ বায়ু বৃষ্টির ক্লেশ নিবারণ করিত। সংসার যাতনায় নিতান্ত বিব্রত হইয়া শীতল কয়েকবার বিদেশ যাত্রার কৃতসংকল্প হয় কিন্তু মোহিনীর নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। মোহিনী অন্যরূপ বুঝিত—সে বলিত এখন বিদেশের ধনে এ দুঃখের প্রতিকার হইবে না বরং নূতন দুঃখ উপস্থিত হইবে। শীতল তাহাকে বুঝাইলেও সে তাহা বুঝিত না। মেয়েলী মনের অন্ধকারে সে ভাল মন্দ একাকার দেখিত, কোন মতে স্বামীকে বিদেশে যাইতে দিত না।

যে সংসারে ননন্দা আছে সে সংসার দুঃখের হউক আর সুখের হউক বধূর বাক্য যন্ত্রণা খাইবার নহে। সুতরাং দারুণ সংসার যাতনার উপর আবার মোহিনীকে শ্যামাসুন্দরীর মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইত। শ্যামা পাড়ায় বলিয়া বেড়াইত “বৌ দাদাকে গুণ করেছে!” পাড়ার দশ জনের মুখে এই কথায় কর্ণ পীড়িত হইলেও মোহিনী কোন উত্তর করিত না।

সংসারপতির সুখের দশা না থাকিলে পরিবারের ভিতর তাহার ততটা প্রাধান্য থাকে না। তিনি ভিন্ন সংসারের অপর কোন ভারবাহী অসত্বে; দুঃখের সংসারের ভারী হইতেও ভারী বোঝা মাথায় লইয়া কাঁদিবার আর কেহ না থাকিলেও দুঃসময়ে তাঁহার দুঃখের ভার বৃদ্ধি করিবার লোকের অভাব থাকে না। এ অবস্থায় শ্যামার কথাও শীতলকে সহ্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

এই সময় ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা দলের

বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। মুখোপাধ্যায়দিগের জামাতা কিশোরীমোহন কর্তাভজার এক জন প্রধান নেতা। প্রতি শুক্রবারে তিনি কর্তার প্রতিনিধি হইয়া গ্রাম্য কুলবতীগণকে সাজুয্য মোক্ষ্য প্রদান করিতেন। শ্যামাসুন্দরী সেই সকল মোক্ষবতীদিগের একটী। গ্রামমধ্যে ছোট বড় ভদ্রাভদ্র সকল লোকের বাড়ীর বৃদ্ধা, প্রৌড়া, যুবতীরা এই দলীভুক্ত হইলেও মোহিনী তাহাতে বাদ ছিল,—সে কোন দিন, কোন ক্ষণের জন্য আপন স্বামী ভিন্ন এই অপার ভবজলধির কর্ণধার, আপনার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া অপরের কথা জানিত না।

মোহিনী দিনে দ্বি প্রহরে এক মুষ্টি ব্যঞ্জনবিয়োগী অন্নের মুখ দেখিত, রুক্ষকেশে স্নান করিত, গ্রন্থিগ্রথিত মলিন বস্ত্রে অঙ্গাবরণ করিত, কে জানে তাহাতে তাহার কি সুখ ছিল। অগাধ জলের কুমুদের মত সন্ধ্যা হইলে সে ফুটিত। দেখিয়া শুনিয়া সকলে তাহাকে পাগল বলিত, তাহাতেও সে হাসিত, এমন বেহায়া মেয়ে কেহ কোথাও দেখে নাই। তবু হাসিত, তাহাতে তাহাকে বদ্ধ পাগল বলিত, সে কথাতেও সে কাণ দিত না,—তবে বুঝি সে পাগল শব্দের অর্থ বুঝিত না। পাগলকে পাগল বলিলে সে যদি তাহার মর্ম্ম বুঝিবে তবে আর তাহার পাগলামী কি ?

মোহিনী বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের বৌ, আজি এদুর্দ্দশা হইলেও বুঝি তবে পাগল। আমরা কেমন করিয়া সে কথায় সায় দিব ? মোহিনী সংসারের কাজ করিত, আয় ব্যয় স্থিতির চিন্তা করিত, বাড়ীতে থাকিয়া কিরূপে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করা যাইতে পারে স্বামীকে তাহার যুক্তি দিত। সকলই তোমার আমার মত। কেবল দুঃখে কাঁদিত না, বা কাঁদিতে জানিত না। দুঃখে না কাঁদা, মুখে না হাসা যদি সংসারে পাগলের লক্ষণ হয় তবে প্রকৃতিস্থ কাহাকে বলিব ?

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বগড়ীর দোলযাত্রা।

ফাল্গুন মাস—দোল পূর্ণিমাকে ৫।৬ দিন দেরি আছে সুন্দরপুরের স্ত্রী পুরুষ মাতিয়া উঠিল বগড়ীর কৃষ্ণরায়ের দোলযাত্রা দেখিতে যাইবে। পাড়ায় পাড়ায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বাড়ী বাড়ী দোল যাত্রায় বগড়ী যাওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। এ দেশের লোকের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে "কৃষ্ণরায়" দেবতাকে "রাধা শক্তির" সহিত দোলমঞ্চে বিরাজ করিতে দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না। ইচ্ছা পূর্ব্বক এ সুবিধা কে পরিত্যাগ করে। এজন্য বালক বৃদ্ধ সকলেই আজি ব্যস্ত;—কৃষ্ণের দোল দেখিতে বগড়ী যাইবে। এই বিষয়, এই উদ্যম লইয়া মাতা পুত্রের সহিত, স্ত্রী স্বামীর সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, মহাজনভাবাপন্না যোষিতেরা অধমর্ণের সহিত বিবাদ মনান্তরে প্রবৃত্ত, কারণ সকলই পয়সার খেলা! তীর্থে অর্থের শ্রাদ্ধ, তথায় যাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। সকল গৃহস্থের অবস্থা সমান নয়,—কিন্তু সাধ সকলেরই সমান। অপ্রতুলের সংসারে কাজেই অর্থের অভাব এ সকল কাজে একটী প্রধান আপত্তি। তাই গৃহে গৃহে আজি ঝগড়া কলহ।

এই হুজুগে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই উন্মত্ত,—প্রথমে পাড়ায় পাড়ায় পরে বাড়ীতে বাড়ীতে এই দোল যাত্রার হুজুগ সংক্রামক হইয়া উঠিল। কোন বাটী বাদ পড়িল না। যেথানে সেথানে বগড়ী যাত্রার কথা, যেমন কথা তেমনি আয়োজন। আর দিন নাই ৫।৬ দিনে ঠেকিয়াছে, বগড়ী পৌছিতেও ২।৩ দিন লাগিবে।

গ্রামে অগ্নিসংস্পর্শ হইলে দেবালয় বাদ থাকেনা, সমস্ত ঘরের সহিত দেবালয়ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং শীতলের বাড়ীতেও দোলযাত্রার হুজুগ প্রবেশ করিল। তাহার ভগিনী জ্ঞানাসুন্দরী পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইত, তাহাতেই তাহাকে এই রোগ প্রথম সংস্পর্শ করিল, তৎপরে সে বাড়ীর মধ্যে সকলেই সংক্রমিত হইল। শীতলের মাতা পুত্রকে

জানাইলেন, তিনি বধূ এবং কন্যাকে লইয়া বগড়ী দোল দেখিতে যাইবেন। প্রথমতঃ তাহার মত হইল না, আপত্তি অর্থের অভাব, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে কয়েক দিন আহার ক্লেশ। এমত স্থলে সে বলিল "হাতে টাকা নাই—" এই কথা শুনিয়াই শ্যামা বুঝিল—তবে দাদার অভিমত বটে, এখন অর্থ হইলেই হয়। শ্যামার হাত তাহার দাদার অপেক্ষা সঞ্চয়বান্, সে বলিল—"খরচে আটকাবে না।" মাতার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া অনেক বাদানুবাদের পর শীতল সম্মত হইল। মেলায় দেশ বিদেশের লোক সমাগত হইবে, জিনিষ পত্রের সুলভতা কোন মতেই থাকা সম্ভব নহে, এজন্য সকলেই আপনাপন সাধ্যমত চাল ডাল, জলখাবারের সঞ্চয় করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল। গ্রামের প্রতি বাড়ীতে আনন্দ এবং ঔৎসুক্যকোলাহল,——যাত্রীতে যাত্রীতে কত সহানুভূতি! যেন পরস্পরে আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়, তীর্থ দর্শনের এক কথা একশত বার কহিয়াও যেন আশা মিটিতেছে না।

দোল পূর্ণিমাকে দুই দিন থাকিতে সুন্দরপুর প্রায় শূন্য করিয়া বালক বৃদ্ধা যুবতীরা দোল যাত্রায় বাহির হইল। কাহার কক্ষে, কাহার মস্তকে এক একটা পুটুলী; পথ হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তর দিয়া চলিতে লাগিল। সঙ্গে অন্যান্য পুরুষ থাকিলেও কিশোরীমোহন সুন্দরপুর সম্প্রদায়ের অধিনায়ক,—ভবতারিণী তাহার উপর। সুতরাং সম্প্রদায়ের উপর ভবর কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত।

পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে সকলে বগড়ী পৌছিল;—বগড়ী একটী ক্ষুদ্র পল্লী; —শীলাবতী (শিলাই) নদীর অনতিদূরে সংস্থিত। অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ কৃষ্ণরায়। প্রবাদ এইরূপ যে নদীয়ার চৈতন্যদেব মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের সময় তিনি ধর্ম্ম প্রচার এবং তীর্থদর্শন উপলক্ষে বাহির হইয়া বঙ্গের নানা স্থানের বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করেন। এই উপলক্ষে বিগ্রহকুলের একরূপ পরীক্ষা হইয়া যায়। মহাপ্রভু বিগ্রহ দেখিলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইতেন, পূর্ণ দেবত্ব সম্পন্ন না হইলে কোন বিগ্রহই সেই প্রণাম সহ্য করিতে পারিতেন না, অমনি শতধা ভগ্ন হইতেন। বগড়ীর কৃষ্ণরায় এক দুই করিয়া মহাপ্রভুর তিনটী প্রণাম লইতে সমর্থ হইয়া ছিলেন, তাহাতেই বিগ্রহ মূর্ত্তির গলদ ঘর্ম্ম ছুটিয়া যায়। সেই অবধি বিগ্রহের মধ্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন এবং বগড়ীর কৃষ্ণরায় দেবত্বের ডিপ্লোমা লইয়া দেশ বিদেশে প্রচুর দেবসম্মানে সম্মানিত।

রাস এবং দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বগড়ীতে এখন পর্য্যন্ত এক একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলায় নানান্ দিগ্ দেশের যাত্রী উপস্থিত হয়। সামান্য পল্লী বলিয়া বাজারে যাত্রী সমাবেশ হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য পথে ঘাটে, বৃক্ষ তলে অবস্থিতির ক্লেশ সহ্য

করিতে হয়। শারীরিক ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় প্রশস্ত নহে এজন্য সকলেই আহ্লাদের সহিত সে কষ্ট স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের অধিনায়ক কিশোরীমোহন তাহাদিগকে সে ক্লেশ সহ্য করিতে কেন হইবে। তিনি বিবিধ আয়োজনে কয়েক দিন অবস্থিতির জন্য একখানি গৃহ ভাড়া পাইয়া ছিলেন।

পূর্ণিমার দিন বৈকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ সেবকের ক্রোড়স্থিত হইয়া রাধিকার সহিত হোলি খেলিতে খেলিতে, পরিবেষ্টী ভক্ত মণ্ডলীর গীত আত্মগুণগান শুনিতে শুনিতে দোলমঞ্চে আরোহণ করিলেন। সহস্র সহস্র যাত্রী এককালে মস্তক নমিত করিল, আঁখি ভরিয়া সশক্তি বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমে গদ্‌গদ হইল। কেহ বা টানিয়া টুনিয়া চক্ষে দুই এক ফোটা ভক্তি-বারি বর্ষণ করিল। ছেলেরা সোলার ফুল, সোলার পাখী, মাটীর ভাঁড় ক্রয় করিল, মাটীতে গড়া ছাগচর্ম্মে ছাওয়া কাড়া টিকাড়া কিনিয়া বাজাইতে বাজাইতে মেলা ভূমিকে জ্বালাতন করিতে লাগিল, কেহ বা তৈলভর্জিত পক্কান্ন কিনিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে উদরের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে বসিল। অঙ্গনাগণ দোল যাত্রার স্মরণার্থ দুই একটা সাংসারিক প্রয়োজনসাধনীয় জিনিষ, বট-তলায় নবনারী কুঞ্জর, গোপিনীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি রকমের চিত্রপট ক্রয় করিল, এবং সতৃষ্ণনয়নে ক্রীত দ্রব্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আপন রুচি, আপন পছন্দের গর্ব্ব করিতে করিতে বাসায় ফিরিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, ফাল্গুন মাসের কুমুদবল্লভা রজনী হাসিতেছে। দেব-মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে লোকারণ্য,—সাদা কাপড়ের উপর কাল মাথাগুলি সাদাপদ্মে ভ্রমর রাশির মত দক্ষিণ বাতাসে যেন হেলিতে দুলিতেছে। অব্যক্ত কোলাহল দূর হইতে ভোঁ ভোঁ শব্দে শুনা যাইতেছে। কৃষ্ণরায়ের আরতি দেখিবার জন্য যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি। দেবমন্দিরে পিপীলিকা প্রবেশের স্থান নাই। পুরীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় শীতলের মাতা আপন বধূকে খুজিয়া পাইলেন না, দুর্ভার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল, এলোক সমুদ্র মাঝে বধূ কোথায় গেল, কে কি করিল, ঘরে গিয়া পুত্রকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন, একটু না হইতে হইতে তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ভাবিয়া বসিলেন, হায় হুতাশ করিতে লাগিলেন। বধূর অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক হইল। কিশোরীমোহন স্বয়ং সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

বধূর মধ্যে বধূ—মোহিনী বধূ—অতি-শয় ভক্তিমতী—গ্রামের শ্বশ্রূ ভাবাপন্না স্ত্রীলোকদিগের ঈর্ষার সামগ্রী। রূপে গুণে তেমন বধূ শতেকের মধ্যে একটী মিলা ভার! শীতলের মাতার সেই অতি সাধের, অতি আদরের একমাত্র বধূ আজি হারা হইতেছে। মোহিনীর শ্বশ্রূ বাসায় ফিরি-

লেন, তখনও তাঁহার কন্যা শ্যামা বা তাহার সমবয়সীরা কেহ আইসে নাই, একবার মনে করিলেন. বধূ তাহাদিগের সঙ্গে আছে, কিন্তু মোহিনীর সহিত তাহাদের কখন সখীভাব ছিল না। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার সে সন্দেহ মিটিয়া গেল—শ্যামা সসঙ্গিণী ফিরিল, কিন্তু বধূ ফিরিল না। শীতলের মাতা শ্যামাকে জিজ্ঞাসিলেন "শ্যামা বৌ কোথায় ?" শ্যামা চোখ মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল "তোমার আদরের বৌ তোমার কাছ ছাড়া হয় না, আমি কেমন করে জানবো ?" এই কথায় শ্যামার মা কোন উত্তর করিলেন না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আপনি একবার দেব মন্দিরের দিকে গেলেন; সেখানে অনুসন্ধান করিয়া বধূর কোন সংবাদ পাইলেন না, ভগ্নহৃদয়ে বাসায় আসিতেছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে কাতর দেখিয়া বলিল "তুমি কা'কে খুঁজতেছ ?

শ্যামার মাতা। একটী সোমত্ত (সমর্থ) মেয়ে হারা হ'য়েছে।

স্ত্রীলোক। মেয়ে কি পুরুষ বল্‌তে পারিনা, ওদিকে একটা গোল উঠেছিল, জন কতক লোকে কা'কে ধরে নিয়ে বনের দিকে গেল।

শ্যামার মা। সে কোন দিকে বাছা ?

স্ত্রীলোক। ঐ দিকে! কেন—সে কি তোমার কেউ হয় ?

শ্যামার মা। আমার বৌকে হারা হয়েছি—কোথা গেল খুঁজে পাচ্ছিনা।

স্ত্রীলোক। তবে ঐ দিকে দেখ—কিন্তু এতক্ষণ সেখানে পাও কিনা।

শ্যামার মা। তুমি আমার সঙ্গে একবার সে দিকে চলনা মা।

স্ত্রী,লো। তোমার তাতে ভাবনা কি, এখনি ঘরে বসে ফিরে পাবে! বগড়ীর দোল জাননা কি ?

শ্যা,মা। না বাছা আমি কখন আসিনা, কিছু জানিনা। কেমন ক'রে ফিরে পাবো —মা ?

স্ত্রী,লো। আপনা হ'তে আস্‌বে ?

শ্যা,মা। সে যে রাস্তা ঘাট জানে না। কখন কোথাও যায় না।

স্ত্রী,লো। নাই জানুক, যে নিয়েগেছে সেই পৌঁছে দিবে।

শ্যা, মা। কে বাছা, তাকে তুমি জান ?

স্ত্রী,লো। তা কেমন করে জানবো বাছা—এই জানি যে প্রতি বছর এখানে এই রকম হয়।

শ্যা,মা। তবে এখন উপায় কি করি —ভাল মন্দ কেউ যদি কিছু করে তা হ'লে সেত তেমন মেয়ে নয় সেই খানেই যে আত্ম ঘাতী হয়ে মরবে।

স্ত্রী,লো। তবে তেমন মেয়েকে নিয়ে এখানে আস্‌তে আছে বাছা !!!

শ্যা, মা। হে ভগবান্, হে বাবা কৃষ্ণরায়, তুমি আমার এই কল্লে,—তোমার স্থানে এসে আমার কপালে এই হলো ?

স্ত্রী, লো। কৃষ্ণরায়েরই সব খেলা।

শ্যামার মা বাসায় আসিল,—আসিয়া দেখিল শ্যামা হাসি খেলাতে সঙ্গিণীদের সঙ্গে মত্ত আছে। কিশোরীমোহন ফিরিয়া আইসেন নাই। মনে একটু—আশা হইল, তবে বধূর অনুসন্ধান হইতেছে। ফলতঃ মনটা তথাপি স্থির হইল না। প্রাণটা কাটা ছাগলের মত ধড়ফড় করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি!

ক্রমে রাত্রি হইল; সকলেই আহারাদির জন্য রান্না চাপাইল—শ্যামার মাতা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শ্যামা আসিয়া মাতাকে পাকানুষ্ঠান করিতে বলিল; মাতার প্রত্যুত্তর পাইল না, বা কোন আয়োজন দেখিল না। শ্যামা তখন রাগবিকৃত মুখে বলিল "বাছা এক চোকো ভাল বাসার এই ফল, যেমন বৌ বৌ ক'রে নাড়ীর টানের ভাল বাসা ভুলে গিছলে, ভগবান তা সইবেন কেন, তিনি মনের মত ফল দিলেন।"

শ্যামার কথা তাহার মাতার সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন—"যে ভাল বাসবার নয় তাকে ভাল বাসায় কি হবে—ভগবান যদি শাস্তি দেন, মানুষের তাতে হাত কি, তা বলে সে সতী লক্ষ্মী—তায় আর তোর?

শ্যামা। সতী লক্ষ্মীর সতীত্ব যে আজ শিকেয় উঠলো।

মাতা। কি করবো তিনি যদি সতীর সতীত্ব না রাখেন, তবে মানুষের আস্তি (আয়ত্ব) কি?

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অপরাধ মার্জ্জনা।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রি হাসিতেছে;—রূপার থালায় হীরামাখান শশাঙ্ক মূর্ত্তি আপন হাতে আকাশ পৃথিবী ধপ্ ধপে একটী সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় সাজাইয়াছে। সরোবরে, নদীর জলে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতে হাসিতে ভাসিতেছে সুমন্দ সমীরসনে কত খেলা খেলিতেছে; গাছে চঞ্চল শিশুর ন্যায় নবীন কিশলয় দুলিতেছে, কোকিল গাইতেছে,—সংসারে মানবের সহস্র দুঃখ থাকিলে, পৃথিবীর সকল জীব দুঃখের জ্বালায় জর জর হইলেও পৃথিবী যেন আজি সুখের কাপড় পরিয়া, সুখের স্নেহ গায়ে মাখিয়া সে সকল জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়া গিয়াছে। আকাশ যেন তপ্তরূপার চন্দ্রাতপের ন্যায় উপরে ঝুলিতেছে। রূপার উপর ডায়মন কাটের ন্যায় নক্ষত্র গুলি মিট মিট করিতেছে। বনে দয়েল নাচিতেছে, শাশ টানিতেছে, শীতের পর মলয় বাতাস গায়ে যেন সুধা ঢালিতেছে, অং শিহরিতেছে; যেন স্ফূর্ত্তির জলে মনকে ধীরে ধীরে দোল দিতেছে। সেই দোলনে মন যেন দুলিতে দুলিতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এই প্রশান্ত নিরুপদ্রব সময়ে বগড়ীর বন প্রদেশে এক জন পুরুষ নীরব নিস্পন্দ ভাবে একটী বৃক্ষ তলে উপবিষ্ট,—তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া একটী মমূর্ষু ললনা শায়িত। পুরুষটী কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "চণ্ডালিনি, ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের জ্বালা একটু কমিল?" চণ্ডালিণী মঙ্গলা—পুরুষটী মোহনলাল ওরফে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি।

মঙ্গ। তোমার কোলে মাথা রেখেই আমার সকল জ্বালা ঘুছেচে। দোল পূর্ণিমার দিনঁ বাবা কৃষ্ণরায়কে দর্শন ক'রে, তোমার পায়ে মাথা রেখে যদি সংসারকে ফাকি দেখাতে পারি, তা হ'লে আমার ভাগ্যে আর বাকী থাকলো কি?

গোব। সে দিনের এখনও দেরি আছে। মঙ্গলা এখন তুমি একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর।

মঙ্গ। চক্ষে ঘুম আসে না।

গোব। মহামায়ার স্নানজল এসে পৌঁছলে আর কিছু ভাবনা করি না।

এমন সময় বনস্থলী কম্পিত করিয়া রোদন ধ্বনি গোবর্দ্ধনের শ্রুতি মধ্যে প্রবেশ করিল। শব্দ দূর হইতে আসিতেছিল—স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু জানাগেল কোন বিপন্নের আকুলকণ্ঠবিনির্গত। সময়ের সঙ্গে শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল,—শব্দ বলিতেছে "তোমারা বাপ হও গো—আমায় মেরে ফেল, আমার গা ছুঁইও না।"

গোব। মঙ্গলা, উপায়?

মঙ্গ। আমি সঙ্গে যাই, চল দেখি বুঝি কোন অভাগীর ধর্ম্ম গেল!

গোব। তুমি স্থির হও, —উঠলে ভ্রমি হবে, উঠো না। এই দিকেই আসবে।

বলিতে বলিতে তিন জন পুরুষ একজন কামিনীকে লইয়া বনে প্রবেশ করিল; এক জনের মুখে কাপড় বাঁধা, দেখিলে সহজে চিনা যায় না। নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছিল আর দুইজনের মুখ স্পষ্ট দেখাগেল। আগন্তুকেরা নিকটবর্ত্তী হইলে গোবর্দ্ধন বলিল তোরা কেরে? স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার? এই কথা শুনিয়া তাহারা কামিনীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করে এমন সময় গোবর্দ্ধন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যাহার মুখে কাপড় বাঁধা ছিল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল, অপর দুইজন পলাইল। গোবর্দ্ধন ধৃতব্যক্তিকে আলোকের নিকট আনিয়া দেখিল হরিপ্রসাদ। গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসিল "কি হরিপ্রসাদ, এখনও এ কুকাজ ছাড়িস্ না? তবে আজ তোকে ছাড়চি না—ভূমিনিক্ষিপ্তা কামিনী কে জিজ্ঞাসিল কে মা তুমি, কার মেয়ে?" সেই শার্দ্দূলকবলচ্যুত হরিণী সুন্দর পুরের শীতল বসুর সহধর্ম্মিণী মোহিনী! এতক্ষণ সে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের আশা হারাইয়া অবিশ্রান্ত একই শব্দে চীৎকার করিয়া আপন জ্ঞান হারাইয়াছিল,—হঠাৎ আপনাকে বন বিনিক্ষিপ্ত,—অত্যাচারী নীরব নিস্তব্ধ—সম্মুখে প্রশান্তমূর্ত্তি দেবপ্রতিম পুরুষ —তাঁহার শরীরে স্বর্গীয় কোমলতা, মুখে স্বর্গীয় ভাব, কটাক্ষে করুণা, বাক্যে মধুরতা, ইনি কে? মোহিনী ভাবিল দেবতা। তখন ভয় দুঃখ অভিমানে সে কাঁপিতে কাঁপিতে হস্তজোড় করিয়া বলিল "আমি কায়স্থের মেয়ে—"

গোব। ভয় কি মা—আমি তোমার ছেলে। তুমি কাঁপচো কেন?

মোহি। বাবা, আমার ভয় পেয়েছে।

গোব। আর ভয় নাই মা—এখন কিছু খাবে?

মোহি। না বাবা কিছু খাবো না, একটু জল পেলে খাই।

গোবর্দ্ধন মোহিনীকে একটু জল দিয়া বলিল "বাছা, এ বন—এখানে আমাদের ঘর দোর নাই—একটু স্থির হ'য়ে এইখানে বসো।" কিশোরীমোহন এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া সমীরসন্তাড়িত শমীপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল। মোহিনীর সহিত কথোপকথনের পর গোবর্দ্ধন তাহার

দিকে অগ্নিময় কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে সে যুক্তকরে কহিল "গুরু, অপরাধ হয়েছে, শরণাগত,——শুনেছি আপনি কখন আশ্রিতের গায়ে হাত তুলেন না, আমাকে এ যাত্রা মাপ করুন,—আমার ঝক্‌মারি হয়েছে।"

গোব। দেখ হরিপ্রসাদ তুই কতবার কত কুকায করেছিস্, এখনও তোর চৈতন্য হলোনা। তো হ'তে আমার ইহ জন্ম পণ্ড হ'লো। তা'তেও তোকে ক্ষমা করেছি,—এ যাত্রা তোকে অব্যাহতি দিলে নিতান্ত বেকুবের কাজ করা হ'বে। তোকে আমি ছাড়তে পাচ্চি না।

কিশো। বরাবরই আপনাকে পিতার মত ভয় ভক্তি করি,—বুঝ্‌তে না পেরে অনেক সময় অনেক কুকাজ করেছি, কিন্তু যখন বড় বড় দায়ে রক্ষা করেছেন তখন—

গোব। দেখ তুই ক্ষমার পাত্র নহিস্—কত বার তোর ভারিং দোষ দেখেও দেখি নাই, লোকের সাক্ষাতে তোকে একদিন অসম্ভ্রমের কথা বলি না। কেন না তোর সদ্বংশে জন্ম, তুই সৎ বাপের বেটা।

গোবর্দ্ধনের কথা শেষ হইতে না হইতেই কিশোরীমোহন আছাড় খাইয়া তাহার পায়ে পড়িয়া পা দুটী জড়িয়া ধরিল, চক্ষের জলে তাহার পা ভিজাইল।

গোবর্দ্ধন কিয়ৎকাল নীরব রহিল,—পরে বলিল "আচ্ছা—এ যাত্রাও তোকে ছেড়ে দিলাম,—তুই আমার নজর ছাড়া হ—পলা এখান থেকে।"

কিশোরীমোহন উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।

গোবর্দ্ধন মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কোথায় বাছা ?"

মোহি। সুন্দরপুর।

গোব। কা'র সঙ্গে বগড়ী এসেছিলে ?

মোহি। আমার শাশুড়ী,—আর পাড়ার অনেক যাত্রীর সঙ্গে।

গোব। হরিপ্রসাদ তোমাকে কেমন ক'রে এনেছিল ?

মোহি। শাশুড়ী, আর যাত্রীদের সঙ্গে আরতি দেখ্‌তে মন্দিরে গিছলাম, সেখান থেকে তুলে আনে। একজন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধরে,—কতক দূর এসে একটা মাঠের ধারে মুখের কাপড় খুলে দেয়।

গোব। তুমি হরিপ্রসাদকে চিন ?

মোহি। না—হরিপ্রসাদ কে ?

গোব। যে এখনই গেল।

মোহি। না তাকে ভাল করে দেখি নাই ভয়ে তার দিকে চাইতে পারি নাই।

গোব। এখন কি করবে ?

মোহি। আজ রাত্রে এখানে থাকবো।

গোব। এবনে কেমন করে থাকবে, আমাদের ত এখানে ঘরদোর নাই।

মোহি। তুমি যেখানে যাবে তোমার সঙ্গে যাবো।

গোব। আমার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক এসেছিল তার ব্যামো হয়েছে, এখন যায়

তখন যায় হ'য়ে আছে, যদি তার ভাল মন্দ হয় তা হ'লে তোমার কি হবে ?

মোহি। তোমরা যা করবে যেথা যাবে আমিও সেথানে যাব তাই করবো।

গোব। তোমার আপনার কেউ সঙ্গে আসে নাই ?

মোহি। বুড়ো শাশুড়ী ননদ, আর কেউ আপনার নয়।

গোব। তোমার স্বামী ?

মোহি। না—তিনি আসেন নাই।

গোব। কোন পুরুষ মানুষ আসে নাই ?

মোহি। পাড়া পড়সী অনেক এসেছে।

গোব। তবে লোক দিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিব, রাত্রে কোন কষ্ট হবে না,—না হলে এখানে থাকলে ভারি কষ্ট হ'বে—আর বিস্তর দূরও নয়।

মোহিনী সম্মত হইল, উঠিয়া মঙ্গলার নিকট যাইতে উদ্যত হইল।

গোবর্দ্ধন বলিল "না মা ও দিকে যেওনা, তুমি এই খানে থাক,—ওলাউঠার ব্যামো ছুঁয়াটে।"

মোহিনী সেই খানেই রহিল;—গোবর্দ্ধন মঙ্গলার কাছে গিয়া বসিল;—মোহিনী বড় দূরে ছিল না। গোবর্দ্ধন মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "দেখো—যদি ভয় পায় তবে, আমি তোমার কাছে গিয়া বসি।"

মোহি। না কোন ভয় নাই, জ্যোচ্ছনা রাত্রি, ভয় কি !

কিন্তু মোহিনীর গা টা ছাঁৎ ছাঁৎ করিতেছিল, সে কথা আর গোবর্দ্ধনকে বলিতে পারিল না।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কৃতঘ্নতা।

কিশোরীমোহন গোবর্দ্ধনের নিকট অব্যাহতি পাইয়া বাসায় আসিল, আসিয়া প্রকাশ করিল মোহিনীকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া মোহিনীর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিশোরীমোহনের পায়ে পড়িয়া বলিল "বাবা—কোন উপায় করো,—তুমি কোথা দেখে এলে বল,—আমি সেথা যাই।"

যাত্রীরা "হায়, হায়" করিতে লাগিল। সকলে সমবেত হইয়া কিশোরী মোহনকে বলিল "জামাই বাবু, কথাটা বড় খারাপ হলো, ভারি অখ্যাতির কথা—লোকে বলবে এত গুলো লোক সঙ্গে গেল, একটা স্ত্রীলোককে কেড়ে নিলে, এরা কিছু কত্তে পাল্লে না। দেশে গিয়ে মুখ দেখান ভার হবে—এর একটা উপায় করা চাই। আপনি না হলে হবে না।"

কিশো। দেখ—জোরে তা'দিগে পারব না। তবে মোকর্দ্দমা মামলা কত্তে পাল্লে হয়, সেও ত আর অমনি হয় না।

যাত্রী। জামাই বাবু, আজই শীতল বোসের দুর্দ্দশা, না হইলে সুন্দরপুরে এমন লোক নাই যে, শীতলের বাপ তার উপকার করে না। সে ব্যক্তি দেশের মুখ চোখ নাক ছিল, দেশে যত হোমরা চোমরা দেখ্‌তে পাও সব পীতাম্বর বোসের খেয়ে। আমরা চাঁদা ক'রে টাকা দিব—যত টাকা লাগে। তুমি এক বার লড়ে দেখ।

স্ত্রী পুরুষ সকলেরই এই কথা। তখনই দুই আনা চারি আনা করিয়া চাঁদায় ১০৲ টাকা উঠিল, কিশোরীমোহন সেই কয়টী টাকা লইয়া বাহির হইলেন।

অনুপ বাবু দারগা ইংরাজী নবিশ—মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া ছিলেন পাঠকবর্গের সে কথা জানা আছে। মেদিনীপুরের লোক তাঁহাকে অনুপচাঁদ বলিয়া জানিত। সেই অনুপচাঁদ আজি বগড়ীর মেলায় মোতাইন আছেন। কিশোরীমোহন তাঁহারই অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। দুই এক জন চৌকিদার বরকন্দাজকে জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিলেন, দারগা বাবু কৃষ্ণ রায়ের সেবাইত ব্রাহ্মণদিগের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন প্রবেশ দুঃসাধ্য। বাড়ীর ভিতর নাচ, গান বাজনা চলিতেছে। মেদিনীপুরের সদর কাছারী হইতে আর আর বাবুরা দোল দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাও পূজারী বাড়ীর আন্দোৎসবের অংশী হইয়াছেন। মহাধুম—সে স্থানে কিশোরিমোহনের মত লোক আমলে আইসে না। দ্বারে বরকন্দাজ পাহারা খাড়া ছিল তাহাকে তিনি বলিলেন "দারগা বাবুকে খপর দাও আমি দেখা করবো।" বরকন্দাজ বলিল "হুকুম নাই।"

কিশো। আমার নাম করে বলো তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

বর। আপনার নামকি!

কিশো। বলো বসন্ত বাবু মাষ্টার। একজন চৌকিদার বরকন্দাজের জন্য তামাকু সাজিতে গিয়া ছিল কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে পাহারায় খাড়া করিয়া বরকন্দাজ বাড়ীর ভিতর গেল। এদিকে কিশোরীমোহন নিকটের মদের দোকান হইতে আপনার সমভিব্যবহারীকে এক বোতল মদ কিনিয়া আনিতে দিল। মদ লইয়া সমভিব্যবহারী ফিরিয়া আসিল, বরকন্দাজ তখন ও ফিরিল না। পরে বরকন্দাজের সঙ্গে দারগা অনুপ বাবু বাহিরে আসিলেন। কিশোরী মোহন তাঁহাকে দেখিয়া সসম্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন "চিন্‌তে পারেন?"

অনু। আঁ——আঁ——

কিশো। প্রথম যখন মেদিনীপুর আসেন চককমলা গাঁয়ে আপনার সঙ্গে দেখা—আমার ভাই বসন্ত আর আমি আপনার সঙ্গে ক দিন পাঁশকুড়া চক কমলা যাওয়া আসা করি। সেই খুনী মকর্দ্দমার সময়,—আমাকে আপনারা বলাই দাদা, বলাই দাদা বলতেন মনে হয় না?

অনু। হাঁ—হাঁ—বলাই দাদা, বেশ! এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে—সঙ্গে এসো।

কিশো। এখন যাচ্ছিনা, একটা বড় কাজ পড়েছে।

অনু। কি?

কিশো। কিছু নিয়ে এসেছি এটা নেন——তার পরের জিনিষ একটা ও বেশ এনেছিলাম—কি বলবো হাত ছাড়া হয়ে গেল।

মদের বোতলটী অনুপের হস্তে প্রদত্ত হইল। অনুপ তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন আর কি এনেছিলে বলাই দাদা? দাদার চেহারাটী এদেশে থেকে কতকটা ভাল দেখতে পাচ্ছি।

কিশো। হাঁ ভাই,——যে জিনিষ টা এনেছিলাম তেমন পাওয়া যায় না।

অনু। কি হলো?

কিশো। এক বেটা কেড়ে নিলে।

অনু। কেড়ে নিলে? জিনিষ টা কি?

কিশো। স্ত্রী লোক।

অনু। আমার নামের স্ত্রী লোক কাড়ে এত বড় লোক কে হে? গোবিন্ সিং!

বরকন্দাজ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া "হুজুর!"

কিশো। থাম—সব শোন আগে।

অনু। আর শুন্‌বে কি—চল দেখিগে লোকটা কে,——

কিশো। লোকটা বড় সহজ নয়,—দু একজন নিয়ে গেলে হবে না। গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি।

অনু। গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি? গোবর্দ্ধন? কোথা সে?

কিশো। কাছেই আছে,—এখনি গ্রেপ্তার হবে।

অনু। হাঁ——দাঁড়াও আস্‌চি।

অনুপ মেদিনীপুরে আসিয়া অবধি গোবর্দ্ধন দিক্‌পতিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে পুরস্কার, পদোন্নতি, পুলিশ কর্ম্মচারীর সৌভাগ্যের যা কিছু আছে সমস্তরই আশা ছিল। তিনি বিলম্ব না করিয়া একজন জমাদার, কয়েক জন বরকন্দাজ, আর বহুতর চৌকীদার লইয়া কিশোরীমোহনের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

অনুপ সুরাপানে বিহ্বলচিত্ত,—কিশোরী মোহন একজন দারগাকে এ অবস্থায় পাইয়া কি না করিতে পারেন। তিনি ভাবিলেন গ্রামের সকলকে আপন প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় দেখান চাই,—একাধিপত্য ত আছেই এইবার জমাট বাঁধিবে, এই ভাবিয়া অনুপকে আপন বাসায় লইয়া গিয়া একটু জলযোগ করাইলেন, নানান্ রকম আশা দেখাইলেন। কিন্তু উপস্থিতমতে বিলম্ব অপরিহার্য্য ভাবিয়া সকলে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতির গ্রেপ্তার জন্য চলিল। কিশোরীমোহন বগড়ী পার হইয়াই বলিল "আমি বনে প্রবেশ করবো না।"

অনু। ভয় কি আমি আছি।

কিশো। যেই থাকো——আমি যাবো না, দূর থেকে দেখিয়ে দিব।

অনুপ বলাই দাদাকে বরাবর ভীরু বলিয়া শুনিয়াছিলেন, সুতরাং বড় অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। তাঁহার প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধন ধরা পড়িল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত,—বগড়ীর বনে গোবর্দ্ধন মুমূর্ষুপ্রায় মঙ্গলাকে লইয়া উপবিষ্ট, অদূরে মোহিনী ভূমি শয্যায় নিদ্রিতা। বনের কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। ঝুর ঝুর করিয়া গাছের পাতা দু একটী নড়িতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পাপিয়া "ওহো—ওহো——ওহো——চোখ গেল" বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিতেছে। গোবর্দ্ধন বসিয়া রোগীর উপস্থিত অবস্থা, অবস্থান্তর ঘটিলে প্রতিকার, আর তাহার ভালমন্দ ঘটিলেই বা শেষে কি হইবে ইহাই ভাবিতেছে, এমন সময় কিছু দূরে কতকগুলি মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইল।তাহাদিগের সকলেই সজ্জিত, সকলের স্কন্ধেই লাঠি, কোমরে কাপড় বাঁধা, হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। গোবর্দ্ধন মঙ্গলাকে বলিল "চণ্ডালিনি, এতদিনের পরে বুঝি মহামায়া বাম হলেন।"

মঙ্গ। নূতন কিছু হয়েছে?

গোব। কোম্পানীর লোকে বুঝি গ্রেপ্তার কত্তে আসচে।

মঙ্গ। পলাবার উপায় নাই?

গোব। কেন নাই?

মঙ্গ। তবে আর দেরি নয়!

গোব। তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে?

মঙ্গ। আমার এখন কিছু হচ্চে না। আর যদিই হয় ত তা'তেও সুখ আছে।

গোব। গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি একজন পথের পথিককে এমন অবস্থায় ফেলে যায় না। গ্রেপ্তারকে ভয় করি না।

বলিতে বলিতে আগন্তুকেরা নিকটে আসিল। দারগা অনুপ বাবু অগ্রে গিয়া "দিক্‌পতির" অঙ্গস্পর্শ করিলেন। অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিলেন "তোমায় গ্রেপ্তার কল্লেম, তুমি এখন আমার কয়েদী।"

গোব। (ঈষৎ হাসিয়া) গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি কয়েদী?

অনু। হাঁ—তুমি রাজদ্রোহী; তোমার বিচার হ'বে।

গোব। রাজা কে?

অনু। কোম্পানী বাহাদুর!

গোব। কোম্পানী কে?

অনু। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ভারত যাঁদের রাজ্য। এখন যাঁরা ভারতের রাজা।

গোব। তুমি বল ইংরেজ?

অনু। হাঁ—তাঁদেরই পদতলে ভারত আজ বিলুণ্ঠিত। তাঁরাই ভারতের রাজা।

গোব। কত দিনের রাজা?

অনু। প্রায় একশ বৎসরের।

গোব। এর পূর্ব্বে কে ছিল?

অনু। মুসলমান্!

গোব। তা'দের রাজ্য গেল কেন?

অনু। তা'রা দুষ্ট দুরাশয় ছিল। ইংরেজ তা'দের অত্যাচার থেকে আমাদিগে উদ্ধার ক'রে ভারতের রাজা হয়েছেন।

গোব। মুসলমান্ দিলে কেন?

অনু। তা'রা হীন বল। সাধে দেয়?

গোব। তবে জোর যার সেই রাজা?

অনু। হাঁ।

গোব। তোমার রাজাকে বল গিয়ে, গোবর্দ্ধন কমজোর নয়।

অনু। রাজাকে বল্‌তে হবে না।

গোব। তবে কা'কে বল্‌বে?

অনু। কা'কেও বলবো না,—আমি তোমায় রাজসমীপে নিয়ে যাবো, যা বলবার থাকে, সেখানে গিয়ে ব'লো।

গোব। কেমন ক'রে নিয়ে যাবে?

অনু। সহজে যাও কোন কষ্ট পাবে না, না হ'লে আমাদের দস্তর মত কাজ কত্তে ছাড়বো না।

গোব। তোমাদের দস্তর টা কি?

অনু। হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া।

গোব। পারবে?

অনু। দেখ।

(বরকন্দাজের প্রতি।)

অনু। নুর মহম্মদ!

নুর। হুজুর—বন্দা হাজির!

অনু। পাক্‌ড়ো এস্‌কো।

গোব। মুখ সাম্‌লে কথাবার্ত্তা বলো। মরণকে যার ভয় নাই, সেই দিক্‌পতির গায়ে হাত দিতে সাহস করবে।

নুর মহম্মদ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান।

অনু। কি নুর মহম্মদ তুমি একজন ডাকা'তকে এত ভয় কর ত পুলিশে কেন?

অনুপ স্বহস্তে হাতকড়ি লইয়া দিক্‌পতির হস্তে পরাইয়া বলিলেন "আবি সব ঠিক্—লে চলো।"

গোব। সব ঠিক?

অনু। হাঁ—এখন মেদিনীপুর গেলেই হ'লো!

গোব। তুমি মোটা পেট দুর্বল বাঙ্গালী বাবু, একথা বলতে পার। কিন্তু যার বল আছে সে তোমার কথায় কাঁপবে কেন?

অনু। তুমি যাবে না?

গোব। কই আর!

বরকন্দাজ চৌকীদারের প্রতি।

অনু। ওঠাও এস্‌কো।

চৌকীদার বরকন্দাজ গোবর্দ্ধনের পরাক্রম বুঝিত, দারগা বাবুর হুকুম তামিল করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অনুপ তাহাদিগকে প্রহার আরম্ভ করিলেন।

গোব। দুর্ব্বলের গায়ে হাত দিও না সামর্থ থাকে নিজে এস!

অনুপের ক্রোধ সম্বরণ হইল না। স্বয়ং গোবর্দ্ধনের গ্রীবায় হস্তারোপ করিয়া বল প্রকাশ করিলেন।

গোব। দেখ দারগা, জন্মাবধি যা হয় না, তুমি আজ তা কল্লে, এখন ও তোমার প্রতি দয়া কচ্চি, হাতকড়ি খোল। সমুদ্রের জল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের রোদে গরম হয় না। তাই এখনও তোমার মাথা আছে। এখন ও খোল।

অনু। তোমার যত সামর্থ আছে, তুমি দেখাতে ছেড়ো না, এখন ভাল চাওত ওঠ। না হ'লে আরও বাড়া বাড়ি হবে।

গোব। তবে গোবর্দ্ধনের হাতে আজ আর তোমার নিষ্কৃতি নাই। কুটা হয়ে বাতাসের কাছে বল প্রকাশ কত্তে চাও?

গোবর্দ্ধন হস্ত দুইটী দুই বার ঘুরাইল, হাতকড়ি মোচড়াইয়া গেল। আর একবারে দ্বিখণ্ড হইল।

গোব। দুর্ব্বল জীবের প্রতি অত্যাচার করা গোবর্দ্ধনের ধর্ম্ম নয়, ভালয় ভালয় ফিরে যাও। সামান্য অর্থের লোভে বহু মূল্য জীবনটা নষ্ট কর্‌য়ো না।

অনু। আমি নেমকহারাম নই; প্রাণ থাকতে প্রভুর কাজে পশ্চাৎপদ হবো না।

গোব। এত যদি জ্ঞান তবে স্বর্গের বাড়া মা'র সমান জন্মভূমির এদশা কল্লে কেন?

চৌকীদার ও বরকন্দাজগণের প্রতি।

অনু। তোরা যদি হুকুম, তামিল না করবি, রাত্রি প্রভাত না হতে হতে তোদি'গে জেলে পুরবো।

বনের ভিতর হইতে অখিল বাগ্দী আসিয়া উপস্থিত। হুতাশনের সহিত সখা সম্মিলিত হইল। অখিল জিজ্ঞাসা করিল "তোরা কে?"

অখিলের কথায় দারগা অনুপ বাবুর অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সজোরে অখিলের অঙ্গে পাদুকা প্রহার করিলেন। অখিল বিকট চীৎকার করিল, বনমধ্য হইতে রাশি রাশি চুয়াড় বাহির হইল! সকলে মিলিয়া অনুপ বাবুর বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করিল! প্রাণে মারিল না। চৌকীদার বরকন্দাজ আহত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিল। অনুপ আহত—বনে পড়িয়া রহিলেন। গোবর্দ্ধনের অনুচরেরা মঙ্গলাকে লইয়া বনের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিল। গোবর্দ্ধন মোহিনীর সঙ্গে লোক দিয়া বগড়ী পাঠাইয়া দিল। আপনি ও স্বস্থানে গমন করিল। রাত্রি শেষে চৌকীদার বরকন্দাজেরা আসিয়া যখন অনুপ বাবুকে উঠাইয়া লইয়া গেল তখন তাঁহার চেতনা ছিল না।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পুলিশের অনুসন্ধিৎসা।

রামনগরের হরিশ বাবুর বন্ধু দীনবন্ধু বাবু যে একজন ছদ্মবেশী পুলিশ কর্ম্মচারী একথা স্পষ্টতঃ পাঠকবর্গকে না বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারিয়াছেন। দীনবন্ধু আপন নাম গোপন করিয়াছিলেন; তিনিই রঘুনাথ ঘোষ, লোচনের বাড়ী তল্লাশাদি করেন। রঘুনাথ হরিশ বাবুর নিকট কয়েক দিন রামনগরে থাকিয়া লোচনের ঘরের চালের ভিতর প্রাপ্ত হওয়া চিঠীর মর্ম্ম, মৃত ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচয়, এবং তৎসঙ্গে বসন্ত বাবুর দ্বারা পলায়িত ব্রাহ্মণ যুবকের রূপ বর্ণনা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে বিনোদ ভিন্ন আর কেহ নহে। কিন্তু বিনোদ এক্ষণে ফেরার,—তাহার অনুসন্ধান না হইলে কৈলাসবাসিনীর কোন ঠিকানা হইবে না। অতএব স্থানীয় পুলিশ বিনোদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কত দূর ফললাভ করিল তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য তিনি স্থানীয় পুলিশে উপস্থিত হইয়া জানিলেন যে বিনোদ চককমলা গ্রামের হত্যাকাণ্ডের পর পাটনা গিয়া অবস্থিতি করিত। তাহার পরে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে এপর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

রঘুনাথ বিবেচনা করিলেন কৈলাসবাসিনী যে বিনোদের সঙ্গেই আছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমন হইতে পারে যে বিনোদ কৈলাসকে বাঁকীপুরে রাখিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে। ফলতঃ যাহাই হউক বাঁকীপুর হইতে কোন সুযোগে এসংবাদ জানিতে হইবে। সেখানে তাঁহার কোন পরিচিত লোক ছিল না, কি উপায়ে সংবাদ পাওয়া যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে বাঁকীপুরের ডাক মুন্সীকে একখানি পত্র লেখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। তিনি একজন মৌলবীর নিকটস্থ হইয়া উর্দ্দু ভাষায় হরিশ বাবুর জবানী ডাকমুন্সীকে এইমর্ম্মে পত্র লেখাইলেন

যে তাঁহার ভাগিনেয়ী কৈলাসবাসিনীদেবী রূপ সাহেবের পাটনার কুঠীর বড়বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন, শুনিলাম বিনোদ বাবু সেখানে নাই। কিন্তু কৈলাসবাসিনীর কোন সংবাদ না পাইয়া আমি বড়ই ভাবিত আছি, আপনি যদি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমার নিরুদ্দিষ্টা ভাগিনেয়ীর সংবাদ লিখিয়া পাঠান তবে যারপর নাই বাধিত হই। চিঠী খানির স্থূলমর্ম্ম এই, কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় বিনয় শিষ্টাচার প্রকাশের যত প্রকার উচ্চ কথা আছে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া যাহাতে হিন্দুস্থানী ডাক মুন্সীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন সে জন্য তিনি মৌলবী সাহেবকে উপদেশ দিলেন। মৌলবী সাহেব ও সাধ্যমত ত্রুটী করিলেন নাই। আট দশ দিন পরে, পাটনা হইতে ডাকমুন্সীর উত্তর পৌঁছিল। তাহার মর্ম্ম কথা এই,—আপনার ভাগিনেয়ী কৈলাসবাসিনী রূপ সাহেবের বাবুর সহিত এখানে আসিয়াছেন। বাবুর নামে বাঙ্গালা মুলুক হইতে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আসিলে তিনি পলায়ন করেন। তাহার পর আপনার ভাগিনেয়ী কিছু দিন এখানে থাকিয়া একজন খৃষ্টান পাদরীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত বাস করিতেছেন।

পত্রের উত্তর আশাজনক, এখন রঘুনাথেয় স্বয়ং পাটনা যাওয়া আবশ্যক মনে হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া তিনি পাটনা যাইতে বিলম্ব করিলেন না। তখন পাটনা পর্য্যন্ত রেলওয়ে ছিল না। সেখানে পৌছিতে চারি পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

পাটনা পৌছিয়া তিনি সকলের অগ্রে ডাক মুন্সীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ডাকঘরের এক জন হরকরাকে সঙ্গে লইয়া পাদরীর কুঠী দেখিয়া আসিলেন। হরকরা কৈলাসবাসিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইবার অভিপ্রায় জানাইল; কিন্তু একবারে তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। কৈলাসবাসিনী তখন সাটী ছাড়িয়া গাউন পরিয়াছে, মল ফেলিয়া মোজা পায়ে দিয়াছে, মাকড়ীর পরিবর্ত্তে কাণে ইয়াররিং দুলাইয়াছে। মাথার ফুল কাঁটা ছাড়িয়া টুপী পরিয়াছে; শিকা বুনন ভুলিয়া কার্পেট ধরিয়াছে। মুড়ি গুড়ের পরিবর্ত্তে "লোফ বাটার" জলযোগ করে, জলের বদলে সোড়া লেমনেড, চড়চড়ী ডালনা, অম্বল ছাড়িয়া কারি, কাটলেট, পিকেল খায়; পাথর থাল ভাল বাসেনা কাঁটা চামচে ডিস চাই, তবে আহারে রুচি হয়। আজি কৈলাস বাঙ্গালী নহে, পাদরীর মেম। একে বিদেশ তায় হিন্দীভাষার দেশ, তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই, আস্তে আস্তে কাজ সিদ্ধ করা চাই এজন্য তিনি সে দিন ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন বেলা ১১টার সময় রঘুনাথ পাদরীর কুঠীতে গেলেন। পাদরী তখন বাহিরে গিয়াছিলেন; পাদরীসিমন্তিনী কৈলাস এক খানি ইজিচেয়ারে শয়ন

করিয়া কার্পেট বুনিতে ছিল। রঘুনাথ বাহিরে থাকিয়া আয়াকে দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার পিত্রালয় হইতে একজন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। কৈলাস নিজে বেশ সুন্দরী এবং যে পাদ্‌রী তাহাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন তিনি বাঙ্গালী হইলেও সর্ব্বদা সাহেবী পোসাক পরিধান করিতেন বলিয়া সে দেশের সকলে তাঁহাদিগকে সাহেব বলিয়াই জানিত। কেবল যাহারা কৈলাসকে পূর্ব্ব হইতে চিনিত তাহারাই জানিত যে পাদরী সাহেবের মেম বাঙ্গালী। কিন্তু কৈলাস আজি, কালি সাহেবাভিমানিনী তিনি আয়াকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার পিত্রালয় বিলাতে, এদেশে তাঁহার কেহ নাই। রঘুনাথ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখান হইতে কৈলাস বড় অধিকদূরে ছিলেন না, চেষ্টা করিলে দেখা সাক্ষাৎ করা যাইত। প্রতিকূল উত্তর পাইয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন "মেম সাহেব চিন্‌তে পার ?"

কৈলা। কোন্ হ্যায় ?

রঘু। আমি রঘুনাথ মেম সাহেব।

কৈলা। আপনি কে আছেন ?

রঘু। আমি সেই মান্দারণের লোচন-ডোমের বাড়ীর দারগা আছি।

কৈলা। কেন আসিয়াছে ?

রঘু। আপনার কাছে কিছু দরকার আছে।

কৈলা। সে সব কিছু হবে না।

রঘু। তবে পাদরী সাহেবেকে সব ব'লে দিব।

কৈলা। পাদরী সাহেব সব জানে।

রঘু। সে কথা জানাজানির সঙ্গে আমার কোন কাজ নাই,—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম আপনার উপপতি হরির হত্যা মোকর্দ্দমায় সাক্ষী আপনাকে দিতে হবে।

কৈলা। আমার উপপতি কেহ ছিল না।

রঘু। সে সকল কথা পাদরী সাহেবকে না বলে কি রূপে থাকা যায়, আর তিনি না জানিলেই বা আপনাকে যেতে দিবেন কেন ?

কৈলা। বেরা—বেরা। এসকো লিচু লে যাও।

নিন্দুর-টুপি মাথায়, ঝাড়ণ হস্তে হিন্দুস্থানী কুর্ম্মি একজনা আসিয়া রঘুনাথের নিকটে দাঁড়াইল; আর অম্লান বদনে তাঁহাকে বলিল "বাঙ্গালী লিচুমে যাও।"

রঘু। আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে আর যাচ্চি না। মেম সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মেম সাহেব কে সঙ্গে নিয়ে তবে যাবো।

রঘুনাথ পাদরী সাহেবের বারান্দায় বসিলেন। বেলা ৫টা বাজিয়া গেল, পাদরী সাহেব কতক গুলি কেতাব হস্তে কুঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন। কুঠী প্রবেশ করিয়াই তিনি রঘুনাথের সভ্য সব্য বাঙ্গালী মূর্ত্তি খানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে?

রঘু। আপনার সহিত অনেক কথা আছে; একটু বিশ্রাম করুন পরে হবে।

পাদরী সাহেব কুঠীর ভিতর গিয়া গায়ের একপুরু কাপড় খুলিয়া একখানি চৌকী লইয়া বারাণ্ডায় বসিলেন এবং খাতির করিয়া রঘুনাথকেও বসিতে একখানি চৌকী দিলেন। বাহিরে বসিয়া সায়াহ্নের শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে পাদরী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিবাস কোথায়?"

রঘু। আমার নিবাস হুগলী জেলায়।

পাদ। কি জন্যে এসেছেন?

রঘু। আপনার মেম সাহেবের এজেহার লইতে এসেছি।

পাদ। আপনি কে?

রঘু। আমি পুলিশ।

পাদ। কি মোকর্দ্দমার এজেহার?

রঘু। ফৌজদারী মোকর্দ্দমার।

পাদ। আপনি সে মোকর্দ্দমার বৃত্তান্ত কিছু বল্‌তে পারেন?"

রঘুনাথ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণণ করিলেন; এবং ইহাও জানাইলেন যে তিনিই সে মোকর্দ্দমার তদন্তকারী। পাদরী সাহেব যখন কৈলাসকে আঁধার হইতে আলোকে লইয়াগিয়া আপন জীবনের সুখ দুঃখের অংশিনী করেন তখন ভাবিয়াছিলেন কৈলাস কেবল মাত্র বিনোদের সহধর্ম্মিনী ছিলেন, তাঁহাকে সংসার যাত্রার সঙ্গিনী, করিয়া সৎশিক্ষা দিলে তিনি বিশ্বাসিনী, শিষ্টাচারিনী, সরলা, সহৃদয়া, সন্তোষ দায়িকা হইয়া তাঁহার দুঃখের সময় সুখে কাটাইবার সংস্থান স্বরূপা হইবেন কিন্তু আজি রঘুনাথের মুখে সমস্ত ব্যপার শুনিয়া তাঁহার সহাস্য আশাগগন তমসাচ্ছন্ন হইল, ভাবিলেন কৈলাস হইতে ভবিষ্যতে তাঁহার নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে, কাজ নাই কৈলাসের ভাল বাসায়, কাজ নাই কৈলাসের প্রণয়ে, কাজ নাই তাঁহার সংসার পথের সঙ্গিনীত্বে। অন্ধ গোশালা পেক্ষা শূন্য গোগৃহ ভাল বিবেচনা করিলেন। তিনি কৈলাসকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমাকে দারগা বাবুর কাছে এজেহার দিতে হচ্চে। যা জান সমস্ত বল।" পাদরী সাহেবের কাছে সময়ে সময়ে এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দুই এক দিন অবস্থিতি করিতেন, কৈলাসের সঙ্গে এক টেবিলে আহারাদি করিতেন, সে সময় সরকারী কাজের জন্য পুলিশের বরকন্দাজ, জমাদার, দারগারা ডেপুটীর নিকট আসিলে কৈলাস তাঁহার এক টেবিলভোজিত্বে গৌরবিনী হইয়া তাহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন আজিও তাঁহার সেই ভাব উদয় হইল। তিনি মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতেন যে তাঁহার বরবদনের মধুর হাসি, খঞ্জন নয়নের বিলোল কটাক্ষ থাকিতে তাঁহার নিকট কত ডিপুটী, কত পাদরী, কত কেরাণী, কত মুচ্ছুদ্দী লালায়িত। দারগার বড় যে সেও তাহাতে বাধ্য হইবেন।

উপস্থিত মতে রঘুরাম কৈলাসের এজেহার লইতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাম নগরের হরিদাস চক্রবর্ত্তীকে কে কিরূপে হত্যা করে?"

কৈলা। রামনগর কখন যাই নাই, হরিদাসকে চিনি নাই, সে জীবিত কি মৃত তাহাও জানি নাই।

রঘু। সাবধানে বলবেন,—আইন আদালতের কর্ম্ম, মিথ্যা বল্লে তা'র দণ্ড আছে।

কৈলা। দণ্ডভয় কুলী মজুরদের কাছে দেখাও আমি ভয় করিনা।

রঘু। আচ্ছা—আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনার পিতার নাম কি?

কৈলা। সে কথা আপনাকে বল্‌তে বাধ্য নই।

পাদ্রীর প্রতি।

রঘু। আপনি বিবেচনা করবেন মেম সাহেব অন্যায় কচ্চেন।

পাদ। কৈলাস, উনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তুমি তাই বল্‌তে বাধ্য।

কৈলা। আমি কিছুই জানিনা।

পাদ। আমি তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি,—এখন আমার সে সকল কথায় বিশ্বাস হচ্চে।

কৈলা। কি কথা শুনেছ? উনিত বলবেনই, বাল্যকাল হ'তেই আমার প্রতি আক্রোশ,—সে আক্রোশ সহজে মিটাতে দিচ্চি না।

পাদ। কার? এই দারগা বাবুর?

কৈলা। হাঁ—সে অনেক কথা, বলবে এখন।

রঘুনাথের প্রতি।

পাদ। মহাশয়, এখন তবে আসুন কল্য একবার আসবেন। আপনার কাজ সাধন করে দিব।

রঘুনাথ বিবেচনা করিলেন ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পাদরী তাঁহার বিপক্ষাচারী নহে। সুতরাং তিনি স্বীকৃত হইয়া সে দিন বিদায় লইলেন।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টান পাদরী।

খৃষ্টান পাদরীর নাম দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য। ইনি বাল্যকালে কলিকাতার কোন মিশনরী স্কুলে পড়িবার সময় একজন ইংলণ্ডীয় খৃষ্টাম মিশনরীর নিকট খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতেন। মিশনরীর খৃষ্টপ্রেম, গদ্‌গদ্ ভাবে উপাসনা, এবং সেই উপাসনায় যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতকারলাভ দেখিয়া, দুই চারি দিন তাঁহার সহিত গাড়ীতে চাপিয়া কলিকাতার এধার ওধার, এবাড়ী সে বাড়ী বেড়াইয়া দীর্ঘনামা চঞ্চল নয়না, গোলাপ অধরা, গাউন পরা দ্বৈপায়ন কুল ললনাগণের হাসি খুসীতে ভুলিয়া দেবানন্দ আঁধার হইতে আলোকময়ী পন্থার অনুসরণ করেন। পরে সেই পথে পাদার্পণে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আশায় বঞ্চিত হইয়া, দিবারাত্রি যীশুর নামে "হায় হায়" করিয়া দিন কাটাইতেন। কলিকাতায় অতিকষ্টে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে তিনি পাটনায় প্রেরিত হয়েন। পাটনায় আসিয়া অনেকগুলি দেশীয় লোকের পরকাল ভক্ষণ করেন, সেই খোসনামী কাজের পুরস্কার স্বরূপ মিশন কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহার মাসিক বৃত্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া অবস্থিতির জন্য একটী ছোট খাটো "বাঙ্গলো" দেন। এই সময় হইতে সুসন্ধ্যা ভোজন এবং সুবায়ু সঞ্চালিত বাঙ্গলোয় শয়ন করিয়া অগণ্যমতি দেশীয় যুবকদিগের পরকালভোজী এই খৃষ্টান মিশনরীর মনে নানা প্রকার সুখের উদ্দ্রেক হয়। পাটনা অঞ্চলে তাঁহার সুখের আশা আশা মিটাইবার, সংসারতৃষা নিবৃত্তি করিবার পাত্রী কেবল মাত্র এক কৈলাস ছিল। অনেক খুজিয়া, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া প্রথমে তিনি তাহাকে অন্ধকার হইতে আপনার আলোকময় পথে আনয়ন করেন, তাহার কিছু দিন পরে আপন জীবন দাসখতে বাঁধা রাখিয়া তাঁহার মধুর প্রণয় ঋণগ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতা বমুখ হইলে মানুষে কি করিতে পারে।

অশুভক্ষণে রঘুনাথ বাঁকীপুরে উপস্থিত হইলেন। তাহাতেই তাঁহার সুখের আশা ছিঁড়িল, প্রণয়সরসী শুকাইল, অমৃতে হলাহল দেখা গেল। খৃষ্টান সম্প্রদায় কৈলাসের চরিত্র কথা জানিতে পারিলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে এ আশঙ্কা তাঁহার মনে উদিত হইল। তাহাতে তাঁহার নবার্জ্জিত মান সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সমস্ত নষ্ট হইবে, হয়ত ভবিষ্যতে জীবনোপায় পর্য্যন্ত রহিত হইবে ভাবিলেন।

রঘুনাথ বিদায় হইলে দেবানন্দ কৈলাসকে বলিলেন "দেখ, পরম পিতাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া তুমি আমাকে তোমার পূর্ব্ব কাহিনী সমস্ত নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশ কর?"

কৈলা। তুমি কি আমাকে হলফ দিচ্চ নাকি?

পাদ। সে সকল কিছু মনে করো না। বিশ্বাসের জন্ত বলচি।

কৈলা। ঈশ্বরের দোহাই দিলেই কি বিশ্বাস হ'বে? না হ'লে হবে না।

পাদ। আচ্ছা যা'তে হয় সেই রূপেই বল, ফল তুমি পবিত্র মনে বল, পিতা তোমায় সাহায্য করিবেন।

কৈলা। আমার পূর্ব্ব কাহিনী তোমার কাছে গোপন কি আছে?

পাদ। দারগা বলেন তোমার প্রথমে এক স্বামী ছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি অপর এক জনকে লইয়া কুলত্যাগ কর। সে মারা পড়িলে তুমি বিনোদ বাবুর সঙ্গে এদেশে এসেছ, এ কথা সত্য কি না? ঈশ্বর তোমায় সাহায্য করবেন তুমি সত্য কথা বল।

কৈলা। সর্ব্বৈব মিথ্যা, ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে?

পাদ। হাঁ—তিনি আমাদের পিতা, স্বর্গ রাজ্যের পিতা, আমাদের নিদান কালের পিতা, তুমি আমি তাঁহার কন্যা পুত্র।

কৈলা। আমাতে তোমার বিশ্বাস নাই?

এই কথা বলিবার সময় কৈলাসের চক্ষে বোধ হয় ফোটা কয়েক জল আসিল। জল ভাল দেখা গেল না। কিন্তু কথার ভারিত্বে বোধ হইল কৈলাসের চক্ষু ভিজিয়াছে।

পাদ। ও ব্যক্তি বিদেশী—এরূপ বলিবার কারণ কি? There must be some thing at the bottom—মূলে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

কৈলা। মূলে কিছু আছে বৈকি? বিনা বাতাসে কখন কি পাতা নড়ে?

পাদ। আমি সেই কথাটী জানিতে চাই—পিতা তোমাকে সুমতি দেন, তুমি প্রকাশ ক'রে বল।

কৈলা। কৈলাস ধর্ম্মের মাথাটী খেতে পারে নাই তাই আজি দোষী।

এই সময়ের মধ্যে কৈলাস আপন চক্ষে প্রচুর পরিমাণে জল আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। চক্ষের জলে হস্ত ভিজাইতে ভিজা-

ইতে বলিল "আর সবার মত দারগাকে আমি "কিশ" দিয়ে, প্রাইভেট চেম্বরে বসিয়ে হাসি তামাসা কত্তে পাত্তেম, আর তুমি এলে উনি আমার ফ্রেণ্ড বলে ফাকি দিতাম তা হ'লে ঠিক হতো। বাঙ্গালীর মেয়ে—আমাদের সেটা কেমন বাদ বাদ করে—তা না কত্তে পাল্লেও অসভ্য হই। এই জন্যেই খৃষ্টান হ'তে চেয়ে ছিলাম না। শাঁকের করাত!"

পাদ। উনি কি তোমার, কিশ পাবার প্রত্যাশায় হুগলী হ'তে এখানে এসেছেন?

কৈলা। সে দুঃখ যদি তুমি বুঝতে তা হ'লে আর আমার এ দুর্গতি হয়, একজন দারগা এসে আমার অপমান করে।

কৈলাস এবার খুব কাঁদিল। সেই কান্নায় পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার দোহাই দাতা, সকল জীবে আত্মবৎ জ্ঞানী কুক্কুট-স্বদ খৃষ্টান পাদরীর মন একটু সেঁৎসেতে হইল। তিনি বলিলেন "দুঃখিত হইও না, পিতা আপন পবিত্রাত্মা দ্বারা তোমার আত্মা ধৌত করিবেন। পরের গ্লানি কথা হইতে আপনার রসনাকে সাবধান করিব, তাহাকে কঠোর দণ্ড দিব, পিতা আমায় অবোধ সন্তান বলিয়া ক্ষমা করিবেন। তোমার নিকট অপরাধ হইয়াছে।"

কৈলা। বিনোদ বাবু আমার স্বামী, কুলীনের ছেলেরা অনেক বিবাহ করেন, তাই অনেক দিন আমার খোজ খবর ল'ন নাই। তিনি আমাদের দেশে দোল দেখ্‌তে যান, দৈবগতিকে সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়িনা, তাঁর দেশে যাচ্ছিলাম,—পথে দারগার সঙ্গে সাক্ষাৎ, দারগা আমার ধর্ম্ম নষ্টের চেষ্টা করে। আমি স্বামীর সঙ্গে পলাইয়া আসি, এতদিনে সন্ধান পেয়ে মোকর্দ্দমার ছুতো করে আবার এখানে এখানে এসেছে।

সন্দেহসন্তাড়িত পাদরীর মন ইহাতে সুস্থির হইল না, বলিল "আরও কিছু আছে।"

কৈলা। থাকেত আছে, তবে আমি কুলটা। তার আর উপায় কি?

পাদরী নীরব।

কৈলা। সদুত্তর দাও!

পাদ। তোমার জন্য পিতার নিকট অনুতাপ করিব। তাঁহার অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করিব। তাহা হইলেই মোহান্ধ হইয়া সংসারে যে প্রতারিত হইয়াছি তজ্জন্য তিনি আমায় ক্ষমা করিবেন।

কৈলা। তবে আরও প্রার্থনা করবে যে এক জন কুলের কামিনীর জাতকুল ধর্ম্ম খেয়েছে,—তারও জন্য তিনি ক্ষমা করেন।

দেবানন্দ এ কথায় আর উত্তর করিলেন না। অভিমানিনী কৈলাস অগ্রেই চেয়ার হইতে উঠিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

যে দিন বাঁকীপুরে রঘুনাথ খৃষ্টান মিশনরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৈলাসের এজেহার গ্রহণ করেন, ঠিক সেই দিন কি তাহার দুই এক দিন পূর্ব্বে সুন্দরপুরের দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালগাছ বেষ্টিত খিড়কীর পুষ্করীণীর পাড়ে কিশোরীমোহন ও ভবতারিণী ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতেছিল, আর বাড়ীর খিড়কী দ্বারে, এদিকে ও দিকে সতর্ক ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনুষ্যাগমে সতর্ক হইতেছিল। রাত্রি অন্ধকার;—প্রায় দশদণ্ড অতীত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোকেরা—নিদ্রায় বিলীন; প্রকৃতি নিস্তব্ধ! পাতাটী নড়িলে তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ভবতারিণী বলিতেছিল "চল দেশান্তরে যাই।"

কিশো। তায় আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা নাই!

ভব। টাকা কড়ির জন্যে?

কিশো। হাঁ তাও বটে, আর এখানে একটা ঘোরতর কলঙ্ক হবে।

ভব। দেখ বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে পড়েচে, মা পর্য্যন্ত মুখ ফুটে বলতে আরম্ভ করেছে।

কিশো। তুমিই ত কল্লে; সামালতে পাল্লে না, দিনকতক একবারে পাগলের মত হ'য়ে উঠলে।

ভব। সে কি আমি হই? আমার রোগে হয়।

কিশো। এখন উপায়?

ভব। হর আর শীতল বোসের এক একটা কিছু হ'লে দিনকতক সুখে সচ্ছন্দে যায়। তার পর আমাদের ঘর—তা আমি সামালবো।

কিশো। হরর ভার তোমাকে নিতে হবে।

ভব। সে তোমার ঘরের, আমি কি করে কি করবো?

কিশো। চেষ্টা করবো—কিন্তু তুমি না হ'লে হবে না। শীতল বোসকে আমি ঠিক করবো।

ভব। তবে তাই—আমি এখন থেকে

চেষ্টা দেখি ?

কিশো। কর, কিন্তু খুব সাবধানে।

ভব। তা কেউ টের পাবেনা।

কিশো। তবে এখন আমি যাই—

ভব। আচ্ছা—কিন্তু আর দেরি করা হ'বে না।

এমন সময় পুষ্করণীর পাড়ের নীচে দিয়া কে যেন একজন চলিয়া গেল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্ফুট মূর্ত্তি কিশোরীমোহনের দৃষ্টিতে পড়িল, ভবতারিণী দেখিতে পাইল না। আস্তে আস্তে সে খিড়কীর দ্বার বন্ধ করিল।

কিশোরীমোহন আপন শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন; যে ঘরে হরসুন্দরী নিদ্রা যাইতে ছিল আস্তে আস্তে গিয়া সেই ঘরের দ্বার ঠেলিলেন। হরসুন্দরী জাগিয়া উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বলিলেন—"উঃ রাত যে আর নাই, শুকতারা উঠেছে।"

কিশো। না, এখনও চৌকীদার পাড়ায় চৌকী দিতে আসে নাই।

হর। এতক্ষণ কি ভবর কাছে ছিলে ?

কিশো। তা বলবে বই কি ? তোমার কাছে ভব ?

হর। দেশশুদ্ধ লোক বলে, আমি একা নই।

কিশো। একা শীতল বোস কি দেশশুদ্ধ লোক ?

হর। আহা—শীতল বোসের অপরাধ কি ? সেত এক দিনও কোন কথা বলেনা।

কিশো। সেই আমার এ অখ্যাতি রটিয়েছে। তা'কে দেখা যাবে। তবে আমার নাম কিশোরীমোহন।

হর। সে যা'ই হো'ক এবার থেকে ভবী আমাদের বাড়ী আস্‌তে পাবে না। এলে ঝাঁটা পেটা হবে।

কিশো। সে তুমি জান আর ভব জানে, তোমাদের যা খুসী কর, আমি তার কিছু জানি না।

হর। জান না ? সে তবে আমাকে ঠেস পেড়ে বলে কেন আপনার———কে সামালতে পারে না। সময় নাই অসময় নাই তুমিই জামাই মানুষ যখন তখন এ পাড়া সে পাড়া যাও এস কেন ?

কিশো। দেশের লোক আমাকে যখন তখন ডাকে কেন ?

হর। ডাক্‌লেও যদি এবার থেকে যাবে, তবে আমার মনে যা আছে তাই করবো।

কিশো। আমি কুলীনের ছেলে তোমার মুখচোখ ঘুরানকে ভয় করিনা, আমার যা ইচ্ছা তাই করবো।

হর। তা ক'রো, কিন্তু আমারও যা মনে আছে তা করবো।

কিশো। তা কি আর না করচো, তোমাদের দেশের ধারা কোথায় যাবে ?

হর। তাই বটে—আমি কি বল্লেম, তুমি কি বুঝ্‌লে।

কিশো। যাই বুঝি, এক রকম বুঝেছি, ক'রো,—আমার তায় বারণ নাই।

সে রাত্রিতে হরসুন্দরীর সহিত কিশোরী মোহনের আর কোন কথা বার্ত্তা হইল না। রাত্রি প্রভাত হইল। মানুষে মানুষে, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে দেখা দেখি হইতে লাগিল ; ভবতারিণীর কাণে হরর কথা সমস্ত উঠিল। পাড়ায় কিন্তু সে কথাটা রাষ্ট্র হইল না, চাপাই রহিল।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মুমূর্ষূক্তি।

যে দিন রঘুনাথ দেবানন্দের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া বিদায় লইলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কৈলাসের এজে্‌হার লইবার জন্য আর কুঠীতে আসিলেন না। আবার কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিলে পাছে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বাঁকীপুরে থাকিয়া সময় নষ্ট করিতে হয়, এজন্য তিনি সে দিন সেখান কার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে সরকারী পত্র আনিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহাতে লিখিত ছিল যে আবশ্যক হইলে পাটনার মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সাহায্য দিবেন, সেই পত্র লইয়া তিনি পাটনার ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত থাকিয়া মাজিষ্ট্রেটের সাহায্যের তদ্‌বির করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের হুকুম বাহির হইতে বেলা অপরাহ্ন হইল।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় পাদ্‌রী দেবানন্দ প্রচারকার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কুঠীতে বসিয়া চা-ভক্ষণ করিতেছিলেন ; কৈলাসও চাভক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব রক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী বেয়ারা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাদের কুঠীতে উপস্থিত হইল এবং পাদরী সাহেবকে এই বলিয়া দিয়া গেল যে দারগা রঘুনাথ বাবু আপনাকে সওগাদ দিয়াছেন। মিষ্টান্নের সহিত আরও নানাপ্রকার জিনিষ ছিল। মিষ্টেশন ভট্টাচার্য্য সেগুলি অতি

সাদরে গ্রহণ করিয়া বেহারাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিলেন। পাদরী ভট্টাচার্য্য খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও জাতীয় ফলাহার প্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মিষ্টান্নের সহিত বাল্যাবধি তাঁহার বড় ভালবাসা ছিল।

বেহারা বিদায় হইল। নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় ডিনারের সময় হইল। পাদরী সাহেব সহধর্ম্মিণীর সহিত আহারধর্ম্ম পালনে বসিলেন। যথারীতি কারি, কটলেট, সুপ ইত্যাদিতে উদরের পরিতোষ সম্পাদন করিয়া মিষ্টান্ন গুলির প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন। এক একটী করিয়া তাহাদিগকে জঠরে স্থান দিবার তদ্‌বির করিলেন; মিষ্ট্রেশকে অনুরোধ করিলে তিনি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু সংসারের ভালবাসীর ভালবাসার খাতিরে দু একটী গ্রহণ করিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা শয্যাগমন কালীন প্রার্থনা পাঠ করিয়া শয়ন করিতে যাইবেন এমন সময় কৈলাসের পাকস্থলী পীড়িত হইয়া বমন আরম্ভ হইল। পাদরী সাহেব তাহার প্রতিকারের উপায় করিতেছেন এমন সময় তিনি নিজেও পীড়িত হইলেন। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিকী হইয়া উঠিল; কৈলাস ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া দেবানন্দকে মুমুর্ষু অবস্থায় দেখিয়া রোগের কারণ অবগত হইলেন এবং তাঁহাকে সরকারী ডাক্তার থানায় পাঠাইলেন। সেখানকার ডাক্তার সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে চিঠী দিলেন। মাজিষ্ট্রেট চিঠী পাইয়া একজন দেশী ডিপুটীকে পাঠাইয়া দিলেন; তিনি ডাক্তার খানায় আসিয়া দেবানন্দের মুমুর্ষূক্তি লিখিতে বসিলেন। দেবানন্দের তখন অন্তিমকাল উপস্থিত; সমস্ত অঙ্গ নিগ্রহ হইতেছিল; মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রাণ ছট ফট করিতেছিল; সঘন হৃদিশ্বাস বহিতেছিল; চক্ষু ঘুরিতেছিল; শরীরে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল; তিনি তখন অধীর অস্থির; ডিপুটী বাবু আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন কি?"

দেবা। (অস্ফুট বিকৃত স্বরে) না!

ডিপু। চাপরাশী যাহা বলে তাহা বলুন।

চাপরাশীর প্রতি।

ডিপু। হলফ দাও।

চাপ। বলুন, আমি—

দেবানন্দের তখন চেতনা শূন্য হইয়া আসিতেছিল অতি কষ্টে "আমি" শব্দটী উচ্চারণ করিলেন।

চাপ। প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যে,

দেবানন্দের মরণ যাতনার এ একটী নূতন উপসর্গ বাড়িল। চাপরাশী দ্বারা উচ্চারিত যুক্ত বিযুক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি ভালরূপে তাঁহার উচ্চারণ হইল না।

চাপরাশীর প্রতি।

ডিপু। উনি সমস্ত কথা উচ্চারণ কত্তে পারবেন না—যত পারেন, না পারেন তুমি

বলে যাও।

চাপরাশী কঠোর কণ্ঠে মুমুর্ষুর কাণের কাছে এক গঙ্গা হলফ বাক্য পড়িতে লাগিল। দেবানন্দের প্রয়াণোন্মুখ প্রাণ পক্ষী চাপরাশীর তাড়া পাইয়া অধিকতর ব্যস্ত সমস্ত হইল। ডিপুটী বাবু দেবানন্দকে বলিলেন "আপনি হলফ পড়িয়াছেন, আর চিরকালের মত ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলবেন না। বলুন কিসে আপনার মৃত্যু হইতেছে।"

দেবা। (অর্দ্ধ রোধিত কণ্ঠে) মিঠাই খাইয়া—

ডিপু। সে মিঠাই কে আপনাকে দিল?

দেবা। দা—র—গা।

ডিপু। কে দারগা?

দেবা। র—অ—ঘু—উ—না—আ—থ

ডিপু। কিরূপে দেয়?

দেবা। স—অ—ও—গা—আ—দ।

বলিতে বলিতে খৃষ্টান পাদরীর কণ্ঠ-রোধ হইল। চক্ষের তারা ভাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে স্থির হইল, আর নড়িল না। শেষ নিশ্বাসের সহিত তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল। দেবানন্দের দেশী, ইংরেজী ধর্ম্ম ভ্রাতাগণ আসিয়া ইংরেজী ভাসায় আমাদিগের "অন্তে গঙ্গা" ইত্যাদি অন্তেষ্টি বচনের প্রতি বচন পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মা যাহাতে পবিত্র স্বর্গ ধামে নীত হয় সেজন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইল সে কথা যাঁহাকে অনুরোধ এবং যাঁহার জন্য অনুরোধ করা হইল তাঁহারাই বলিতে পারেন।

আমরা এই মাত্র জানি দেবানন্দ বেচারীর ইহকালের সুখ দুঃখ ফুরাইয়া গেল। সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

---*---

ষড়যন্ত্র।

দোল পূর্ণিমার দিন বগড়ীর পবিত্র ক্ষেত্রে মোহিনীর সতীত্বাপহরণের উদ্যোগে কিশোরীমোহনকে যে কয়েক জন লোক সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে সুন্দরপুরের হেমচন্দ্র সরকার এক জন প্রধান। হেমচন্দ্রের বয়স প্রায় ২৫।২৬ বৎসর। দেখিতে শ্যামবর্ণ মুখশ্রী বিকট—অথচ মূর্খতাব্যঞ্জক। অল্প বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় বাল্যকালে তাহার কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাস হয় নাই। কিঞ্চিৎ পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই হেমচন্দ্রের নিজের এবং সংসারের মধ্যে একমাত্র বিধবা ভগ্নী বিন্দুবাসিনীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। হেমচন্দ্র পরছিদ্র, পর নিন্দা, পর চর্চ্চা লইয়াই সর্ব্বদা থাকিত। দুসন্ধ্যা আহার করিত, আর এখানে সেখানে তাস খেলা, গান বাজনা করিয়া বেড়াইত। ভগ্নী বিন্দুবাসিনীর যত্নে অনেকেই হেমচন্দ্রে কন্যা সম্প্রদানের প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু বরপাত্রের স্বভাব চরিত্রের পরিচয় পাইয়া সকলেই আপনাপন কন্যাদায় স্কন্ধে রাখিয়া পাত্রান্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, হেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতে সাহসী হয় নাই।

কিশারীমোহনের সহিত হেমচন্দ্রের বেশ এক রকম ভালবাসা জন্মিয়াছিল। হেমচন্দ্র কিশোরীমোহনের আজ্ঞাকারী।

দোল যাত্রার একমাস মধ্যে হেমচন্দ্র হঠাৎ একদিন গ্রাম হইতে অদৃশ্য হইল। পিতৃবংশধর একমাত্র সোদর হেমচন্দ্রকে একদিন দুইদিন তিনদিন কাল বাটীতে দেখিতে না পাইয়া বিন্দুবাসিনী অস্থির হইল। যে ভ্রাতা জন্মাবধি গঙ্গা স্নান উপলক্ষেও বিদেশ গিয়া ত্রিরাত্রি বাস করে নাই, যে ভ্রাতা অহোরাত্র তাহাকে স্নাহারের সময় হইলে নানা প্রকার অশ্রাব্য কথায় পরিতৃপ্ত করিত; যাহার জন্য দুসন্ধ্যা দুবেলা বিন্দুবাসিনীকে পাড়া প্রতিবাসীদিগের সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইত, চারি দণ্ডের জন্য যে গৃহের বাহির হইলে বিন্দুকে আশঙ্কা করিতে হইত যে

ভ্রাতা কাহার না কাহার সর্ব্বনাশ করিয়া আসে; সেই সর্ব্বগুণাধার ভ্রাতৃরত্ন আজি তিন দিন কাল বাড়ীতে নাই। সর্ব্বনাশ হইল এহেন ভ্রাতা কোথায় গেল! হেমচন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ বিন্দু-বাসিনীর প্রতি মুহূর্ত্তের সমালোচ্য হইল। হেমের সে চাকা চাকা মুখ খানি, কোটর নিহিত ক্ষুদ্র চক্ষু জোড়াটী, আঁকা বাঁকা ভ্রূ দুইটী, পুরু সুরু শ্রুতিস্পর্শনশীল ঠোঁট দুই খানি, মোটা খোঁচা খোঁচা কটা চুল গুলি, লম্বা লম্বা পা দুই খানি, আর সেই চাঁদ মুখের তীব্র সম্ভাষণ মনে করিয়া বিন্দু তাহার ভ্রাতার রূপ গুণের মহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে তিন দিন তিন রাত্রি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল। তথাপি ভ্রাতা গৃহে আসিল না। তখন তাহার মনে নানা প্রকার কুভাবনার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ভাবিল কেহ শত্রুতা সাধিবার জন্য ভ্রাতার জীবন হানি করিয়াছে, না হয় কোন প্রকারে আর কিছু করিয়াছে। বিন্দু আপন মনে অনেক ভাবনা ভাবিয়া যুক্তির জন্য কিশোরীমোহনের নিকট গেল। এসকল বিষয়ে যুক্তি দিবার অধিকার এক্ষণে তাঁহারই এক চেটিয়া ছিল। তিনি শুনিয়া অনেক ক্ষণ হা হুতাশ করিলেন, হেমের সরলতা সহৃদয়তার অতি বর্ণনায় বিন্দুবাসিনীর চক্ষে বিপুল বাষ্পরাশি আবির্ভাব করিলেন। অনেকক্ষণ কান্না কাটনার পর বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল "জামাই বাবু আমাদের হেমের কি ঠাওরাও?"

কিশো। বড় ভাল ঠাওরাই না।

বিন্দু। তবে কি হেম আমাদের নাই।

কিশো। তুমি দেশে কিছু শুনেছ?

বিন্দু। না।

কিশো। সে কি? আমি যা শুনলাম সেটা ত বড় ভাল নয়।

বিন্দু। কি গা—আমাকে বলনা; আজ ক দিন আমার প্রাণটা ধড় ফড় কচ্ছিল।

কিশো। আমার মুখে সে কথাটা শুনে কাজ নাই। আমার মুখে আস্‌বে না। ছোঁড়াকে বড় ভাল বাসতাম।

বিন্দু। বল কি গো—আমার যে প্রাণ যায়।

কিশো। আমি বল্‌তে পাচ্চি না।

বিন্দু হেমচন্দ্র সম্বন্ধে কিশোরীমোহনের ভূত কালের প্রয়োগ শুনিয়া তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিশোরী-মোহন তাহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন,—যা হবার হয়ে গিয়েছে—সকলই ঈশ্বরের হাত। তাঁর উপর মানুষের কিছু করবার সাধ্য নাই। ইত্যাদি কথায় বিন্দুর সন্দেহ একবারে মিটা ইয়া দিলেন। বিন্দু নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে কিশোরীমোহন কিছুতেই প্রত্যক্ষ রূপে হেমচন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না, বলিলেন "পূর্ব্ব পাড়ার দীনু, হারু, হরি বিহারীর কাছে শুনেছি,—নিজে কিছুই দেখি নাই। তাদের কাছে সব জানতে পারবে। ফল তারা যা দেখেছে বল্লে তায় বোধ হয় না যে হেম বেঁচে আছে।"

বিন্দু এই কথা শুনিয়া আছাড় খইয়া পড়িল। জামাই বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, পূর্ব্ব পাড়া যাওয়া আর তখন ততটা আবশ্যক বোধ হইল না। বিন্দু সরু মোটা স্বরে নানা ছন্দোবন্ধে বুনিয়া, বিনাইয়া ভ্রাতার গুণ গান করিতে লাগিল। হেমচন্দ্রের দোষ গুলি গুণ হইয়া দাঁড়াইল। আজি বিন্দুর মুখে হেমের কুরূপ কন্দর্পকান্তি, তাহার কটূক্তি মধুর বচন, বোকামী দূরদর্শিতায়, এবং মূর্খত্ব জ্ঞানের পরিচয় বলিয়া উক্ত হইল।

বিন্দু জামাই বাবুর নিকট হইতে একবার আপন বাড়ীতে গেল, চীৎকার শব্দে স্বর্গীয় পিতামাতা ও তদ্রূপ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে সম্বোধন করিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত এক্ষণে তাঁহারা সুখী, প্রাণেরভ্রাতা হেমচন্দ্র সুখী; সেই কেবল হত ভাগিনী যেহেতু সংসারের বিষম জ্বালা ভোগ করিতে রহিল এই বলিয়া মাটী ভিজাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়া প্রতিবাসী, বালক বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, বারি রাশি বিন্দুর দুঃখে "আহা" করিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা পূর্ব্বে বিন্দুর সহিত ঝগড়া বিবাদে পরাভূত হইয়া খাইতে শুইতে তাহার সর্ব্বনাশ প্রার্থনা করিত, কেহ বা অভাবের সময় বিন্দুর কাছে ধার করিতে আসিয়া না পাইয়া তাহাকে অহংকৃতা বলিয়া তাহার ধন গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য গ্রামদেবতাকে দুসন্ধ্যা দুবেলা জানাইত; কেহ বা সুদের একটী পয়সা বিন্দুর নিকট ছাড়াইতে না পারিয়া তাহার ভালর অকল্যান বাঞ্ছা করিত; কেহ বা তাহার নিকট টাকা ধার পাইবার প্রত্যাশা পাইয়া ছিল, অকস্মাৎ বিপৎপাতে তদ্‌বিষয়ে বিলম্ব বা এককালে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা ভাবিতেছিল। নানাপ্রকারের প্রতিবাসী আসিল, সকলেই কাঁদিল।

কিছুক্ষণ আপনি কাঁদিয়া অপরকে কাঁদাইয়া, সকলের সান্ত্বনা লইয়া বিন্দু ধূলি ধূসরিত বসনে পূর্ব্ব পাড়ার দীনু মল্লিক, হারু ময়রা প্রভৃতি ভ্রাতৃবন্ধুগণের নিকট গমন করিল। তাহারা সকলেই যেন তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে সকলেই একত্রীভূত ছিল। বিন্দু জিজ্ঞাসা মাত্র তাহারা একবাক্যে বলিল "হেম মারা গেছে।" তিন দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে তাহারা দেখিয়াছে শীতল বসু তাহাকে হত্যা করিয়া দারকেশ্বরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহারা এ কথাও বলিল যে আদালতে বলিতে হয় তাহাও বলিতে স্বীকৃত আছে। যাহা দেখিয়াছে তাহা বলিবে তাহাতে আর ভয় কি? এই কথা চালাচালি হইতে হইতে জমিদারের কারপরদাজ গ্রাম্য কালেক্টর "জীবন বিশ্বাস" গোমস্তার কর্ণ গোচর হইল। গমস্তা মহাশয় তখন আপনার সেহা, খতিয়ান বাকী জায়ের কাগজ পত্র লইয়া হীরুর সরস জমা রঘুকে দিয়া কি কৌশলে রঘুর নীরস জমা পতিত দেখাইতে না

হয়, বা জমা ফেলিয়া রাখিয়াও জমীদারের ভৎ‍র্সনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, দেওয়ানজী মহাশয়কে কিঞ্চিৎ দিয়াও আপনার ভাগের কম হইবে কি না, ইত্যাকার নানা প্রকার চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময় হেমহত্যার কথা তাঁহার চিত্ত টলাইল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিয়া গ্রামের উত্তম মণ্ডল, মহেশ পাত্র কে ডাকিতে পাঠাইলেন। মালের পাইক উত্তমের বাটী পৌছিবার কালে উত্তম কাঠ চেলা করিতেছিলেন, পাইককে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কুঠারি পরিত্যাগ করিয়া পরিধেয়ের পরিসর প্রশস্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গমস্তা মহাশয়ের ডাক পাইয়া উড়ানী একখানি স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া কাছারী রওনা হইলেন। তথায় পৌছিয়া গোমস্তার সাদর সম্ভাষণ পাইয়া উপবিষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই লাঙ্গল ছাড়িয়া মহেশ আসিয়া জুটিলেন, ইনি গ্রামের এক জন প্রধান পক্ষ। এক্ষণে সকোন মিল সিল সুন্দরপুরের গমস্তা বাহাদুর হেমহত্যার ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বেই বিন্দু মালের কাছারীতে আনীত হইল জিজ্ঞাসিত হইল তাহার ভ্রাতাকে কে খুন করিল? কেন খুন হইল? বিন্দুর চরিত্রে বহুদিন হইতে একটু কলঙ্কের কালি মাখান ছিল, মণ্ডল বলিল উহাই হেমের হত্যা হইবার কারণ। জমাদার দারগা আসিবে বাঁধিবে, মারিবে, ধরিবে ইত্যাদি ভয়ও প্রদর্শিত হইল। বিন্দু বলিল "ভাই মারা গেল, সে শেল সহিল, তার বাড়া আর কি আছে।" বিন্দু ভয়ের কথা গায়ে মাখিল না। গমস্তার প্রবোধ, প্রলোভন কিছুতেই কিছু হইল না; বিন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। পাইক নবু সর্দ্দার ডাকিয়া ফিরাইল। গমস্তার পক্ষ, দুইজন অর্দ্ধ অর্দ্ধ একটী পূর্ণ মুদ্রা এবং নবকুমারের রোজ চারি আনা অভাবে দুই আনা, সকলে তেরসিকার ফর্দ্দ হইল। অনেক টানাটানির পর পাঁচ সিকার কথা হইল। বিন্দু—"হা—না" কিছু না বলিয়া কিশোরীমোহনের নিকট গেল। কিশোরীমোহন থানায় সংবাদ দিতে উপদেশ দিল। বিন্দু তাহাই করিল।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দুই রমণী।

হুগলী বাবুগঞ্জে গঙ্গার তীরে একটী মাঝারী ধরণের দ্বিতল বাড়ীর অন্তঃপুরে দুইটী কামিনী উপবিষ্টা,—রাত্রি কাল ;—প্রায় ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের জ্বালায় ঘুম হইতেছে না। চতুর্দ্দিকের জানালা, দরজা, খড় খড়ী খোলা, যদিও এসময় কেহ ঘুমাইতেছে না, কিন্তু মনুষ্য কোলাহল নাই,—জগৎ নিস্তব্ধ, সকলেই সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নিদ্রার উপাসনা জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত বৎ অবস্থিত। অদূরে ভাগিরথীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। কোন কোন বৃক্ষের লঘু পত্র গুলি থাকিয়া থাকিয়া শুড় শুড় করিয়া নড়িতেছে। বহির্বাটীতে লোকজনের কলরব হইতেছে, বাড়ীর কর্ত্তা বাবুর পদবৃদ্ধি হইয়াছে তাই আজি বন্ধু বান্ধব সকলে সমবেত হইয়া কর্ত্তার আনন্দে সহানুভূতি দেখাইয়া উদর পরিতোষ করিবেন। অন্তঃপুরেও দুই এক জন নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকের আমদানী হইতেছে। এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা "হেমু" বলিয়া একটু উচ্চরবে নীচ হইতে ডাকিলেন,——সেই শব্দের বশীভূত হইয়া উপরিউক্তা স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে একটী শশব্যস্তে নীচে নামিয়া গেলেন। কর্ত্তা তাহাকে বলিয়া দিলেন "রামলাল বাবুর বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আস্‌বেন, একটু যত্ন ক'রে নিয়ে বসাও।" হেমা উপরে আসিয়া অপরা স্ত্রীলোকটীকে তাহাই বলিলেন।

পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে বাড়ীর কর্ত্তা বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়,——এবং দ্বিতল নিবাসিনী অপরা স্ত্রীলোকটী তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী। বিপিন বাবু যখন গড়বেতায় থাকিয়া ওয়টসন কোম্পানীর আপিশে কেরানীগিরি করিতেন সেই সময় হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট আপিশে প্রধান কেরানীর পদ খালি হইলে তিনি তাহার প্রার্থী হয়েন। ওয়াটসন কোম্পানীর তদানীন্তন গড়বেতার ম্যানেজার সাহেবের পরম বন্ধু

কোন সাহেব তৎকালে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ছিলেন,—বিপিন বাবু তাঁহার সুপারিশে প্রার্থিত পদ লাভ করিয়া হুগলীতে আইসেন। তাহার পরে কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পাইয়াছেন, তাই আজি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন গণকে পরিতোষ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া ছিলেন। বিপিন বাবুর অদৃষ্ট আজি সুপ্রসন্ন; ধন মান পদমর্য্যাদা সকলই আজি তাঁহার পদসেবী ভৃত্যবৎ আজ্ঞানুবর্ত্তী। সংসারে সকল সুখ এককালে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বিপিন বাবু এখনও অপুত্রক; সৌদামিনীর পুত্রোৎপাদনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। অনেক দৈবানুষ্ঠান হইয়া ছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সৌদামিনীর বন্ধ্যাপবাদ ঘুচিল না। হেমার সহিত আজি নির্জ্জনে বসিয়া তিনি তাহারই কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন এমন সময় বিপিন বাবু তাহাকে ডাকিলেন। তাহার পরে তিনি যাহা বলিয়া দিলেন হেমা সৌদামিনীকে অবিকল তাহাই বলিল! এইকথা শুনিয়া সৌদামিনী যেন একটু চিন্তালোড়িত বলিয়া বোধ হইল, পরক্ষণেই তাহা শুধরাইয়া গেল তিনি হেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হেমা, রামলাল বাবু কে?"

হেমা। মুন্সেফ।

সৌদামিনী তাহাতেই তাঁহার পরিবারের বিশেষ যত্ন লইবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন। ফলতঃ সৌদামিনী সেরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন না! তাঁহার কাছে মুন্সেফ, মাজিষ্ট্রেট, কেরানী, মহুরী সকলের স্ত্রীই সমান যত্ন পাইতেন। তথাপি স্বামীর আজ্ঞা পাছে প্রতিপালনে ত্রুটী হয় এজন্য তিনি বিশেষ সাবধান হইলেন। রামদয়াল বাবুরস্ত্রী উচিতাধিক সম্ভ্রম পাইলেন। কিন্তু তিনি বড় ছিদ্রানুসন্ধায়িনী, কাহার প্রশংসা কখন তাঁহার রসনায় আসিত না। সৌদামিনীর দোষ অনুসন্ধান করিতে বসিলেন, কিছুতেই না পাইয়া মনে বড় কষ্ট বোধ করিতেছিলেন। সংসারে দোষ খুজিলে কাহার না পাওয়া যায়! দোষের হাত হইতে কেহ অব্যাহতি পান না। ভাল অপেক্ষা মন্দ অনায়াস লভ্য। মনে করিলেই লোকের মন্দ করা যায়। মনে করিলেই লোকের মনকষ্ট দেওয়া যায়,—পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া খুজিলে পরম সাধু পুরুষেরও দোষ খুজিয়া বাহির করা যায়।

যে বাড়ীতে দশজনকে আহ্বান করিয়া আনা যায়, সে বাড়ীর কর্ত্তারা গৃহিণী সকলকেই সমাদার করিতে বাধ্য, এবং ছোট বড় নিমন্ত্রিত মাত্রেই তাঁহাদের সম্ভাষণ প্রত্যাশা করেন। রামলাল বাবুর পত্নীর সমাদর রক্ষা করিয়া সৌদামিনী অন্য সকলকে সম্ভাষণ জন্য অগ্রসর হইলেন, অমনি রামলালপত্নী পথ পাইলেন বলিলেন "এমন মেয়ে দেখিনি,—এত অহঙ্কার!" রামলাল বাবুর পত্নীর সঙ্গে একটী

যৌবন সোহাগিনী কন্যা আসিয়া ছিলেন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ; গোল গাল দেহখানি, চক্ষু দুইটী বেশ বড়, কাণ পর্য্যন্ত টানা, ছোট কপালটুকু চোস্ত চৌরস, চোখ মুখ নাক দেখিলে বোধ হয় যেন সকলেই কথা কহিবে। কন্যাটীর পরণে এক খানি বারাণসী বসন, গায়ে একটী সাটিনের বডি—মস্তকে জরির ফিতায় কেশ বন্ধ; তাহার উপর দুইটী সোনার প্রজাপতি, যেন কাল ভ্রমরের পালের সঙ্গে মিশিয়া মকরন্দ পানে মত্ত, নড়ে না চড়ে না, স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাঁহার চলনে সর্ব্ব শরীর দোদুল্যমান। কন্যাটীর নাম বিধুমুখী—বিধু মাতাকে বলিলেন "মা—এখানে অপমান কত্তে আনলে?" একথা সৌদামিনীর কাণে পৌছিল, তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিধুর অভ্যর্থনা বজায় করিতে পুণরায় ব্রতী হইলেন। বিধুকে স্বহস্তে আসন দিয়া বসাইলেন, আপন হস্তে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। হেমা তাহা দেখিয়া থাকিতে পারিল না; আপনি পাখা লইল। অপরাপর স্ত্রীলোকেরা রামলাল বাবুর পত্নীকে জানিতেন, সুতরাং আপনাদিগের অপেক্ষা তাঁহার উচিতাধিক আদর দেখিয়া কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। সৌদামিনী পরিচারিকার ন্যায় মুন্সেফ বাবুর পত্নী এবং কন্যার নিকট উপস্থিত, বিধু তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিপিন বাবুর বিষয় আশয় কি?"

সৌদা। আমি বড় বল্‌তে পারি না।

বিধু। মাসকাবারের টাকা আপনি পান না?

সৌদা। না—আমি সে সকল ঝঞ্ঝাট বড়—ভাল বাসি না।

বিধু। আপনাকে মাস মাস কি দেন?

সৌদা। কিছুই না।

বিধু। যদি খরচের দরকার হয়?

সৌদা। চাইলে পাই।

বিধু। মাসে মাসে বন্দোবস্ত এমন কিছু করা নাই?

সৌদা। না।

বিধু। খরচ বাদে যে টাকা বাঁচে সে টাকা কি হয়?

সৌদা। তারও খবর রাখি না।

বিধু। কাগজ পত্র কেনা হয়,—না, যা পান সমস্ত উড়িয়ে দেন।

সৌদা। উড়িয়ে দিবার ত কোন লক্ষণ দেখি না।

বিধু। আপনাকে কি দিয়েছেন?

সৌদা। গা সাজান দুখানা পাঁচ খানা গহনা।

বিধু। এই যা গায়ে আছে?

(তখন সৌদামিনীর হস্তে কেবল মাত্র দুইগাছি স্বর্ণ বলয়, কটিতটে একছড়া সোনার চন্দ্রহার, গলায় এক গাছা চিক, আর কাণে কয়েকটী মাকড়ী বই আর কিছু ছিল না।)

সৌদা। না—এ ছাড়া আরও কিছু

আছে।

বিধু। আজ পরেন না কেন?

সৌদা। আমি বড় ভাল বাসি না।

বিধুমুখী গহনা গুলি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সৌদামিনীর কোন মতে অব্যাহতি নাই। অগত্যা তিনি আপন গহনার বাক্‌স খুলিয়া দেখাইলেন, বিধুমুখী দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন; সৌদামিনীর বাক্সে হীরক বলয় মতির মালা পর্য্যন্ত ছিল। সেগুলি বিপিন বাবুর দত্ত নহে। সৌদামিনীর পিতা বড় ধনবান লোক ছিলেন, তিনি কন্যার বিবাহকালে সেগুলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। স্বামীর অবস্থা সেই সকল অলঙ্কারের উপযোগী ছিল না বলিয়া সৌদামিনি সেগুলি বড় কখন ব্যবহার করিতেন না। বিধু তখন আপন মাতার অনুমান শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, ভাবিলেন সৌদামিনী প্রকৃত পক্ষেই অহঙ্কৃতা, আপন ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিতা; তাই উপহাস ছলে বলিয়া ছিলেন "আর ও দুই চারি খানা গহনা আছে।" সে কেবল তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য।

বিধু গহনা দেখিয়া ঈর্ষায় ফাটিয়া পড়িলেন,—সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসিলেন "শুনচি বিপিন বাবু না কি আবার বিবাহ কর্‌বেন?"

সৌদা। আমি ত কিছু শুনি নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার অনুরোধ করেছিলাম তায় ত মত করেন না।

বিধু। আপনার সাক্ষাতে আর কি সে কথা মুখ থেকে বা'র কত্তে পারবেন?

সৌদা। কেন তায় দোষ কি?

বিধু। শুনলেই আপনার মনে দুঃখ হবে সেই জন্যেই মুখ ফুটে বলতে পারেন না। আমরা সে কথা শুনেছি।

সৌদা। সে ত সুখের কথা!

বিধু। সুখ আর—কেমন করে?

সৌদা। নয়ই কিসে? ছিলাম এক-জন হবো দুজন।

বিধু। ভালবাসা টা ভাগ হ'য়ে পড়বে।

সৌদা। একগুণ ছিল দ্বিগুণ হবে।

বিধু। তাই দেখা যাবে।

সৌদা। সাধ্যসত্বে ত্রুটী করবো না।

বিধু। সপত্নীর বাড়া শত্রু আর নাই।

সৌদা। সপত্নী আবার শত্রু কিসে, আমি ত কিছু ভেবে পাই না।

বিধু। দেখ্‌বেন দুদিন পরে।

সৌদা। আপনার সোদরা ভগ্নীর মত ভাল বাসবো, যত্ন করবো। মুখের গুণে সব হয়, আপনার পর হয়, ভালবাসায় শত্রু বশীভূত হয়।

বিধু। বলা বড় সহজ—কাজে কিন্তু দাঁড়ায় না।

সৌদামিনী আর কিছু বলিলেন না। আহারাদির আয়োজন ঠিক হইয়াছিল। সকলে আহার করিতে যাইলে হেমা সৌদামিনীকে বলিল "বৌমা, কিছু বুঝতে পাচ্চো?"

সৌদা। কিসের?

হেমা। গতিক বড় ভাল নয় মা,—

সৌদা। কেন বল্ দেখি।

হেমা। বিধুর সঙ্গে বুঝি আমাদের বাবুর বিয়ে হবে।

সৌদা। কেমন করে জানলি?

হেমা। তেমনি তেমনি দেখাচ্চে।

সৌদা। কি এমন দেখলি?

হেমা। আমি সাদা সিদে মেয়ে বাছা, ভাল মন্দ কিছু বুঝিনা।—বিধু যাবার সময় বল্‌ছিল, "আমি আসবো আর চাকরাণী মাগীকে তাড়াব,—মাগী আদব কায়দা কিছু জানেনা।"

সৌদা। আমি থাক্‌তে হেমা, তোর অনিষ্ট হবেনা। বাবু যদিই বিবাহ করেন, তা হ'লে আমি কি নিতান্ত পর হ'য়ে বাড়ী হ'তে চলে যাবো?

হেমা। তা বলা যায় না মা,—বিধু যে মেয়ে, আমার বিশ্বাস হয় না, যে তোমাকে রাখবে।

সৌদা। বাবুর মুখেত বিবাহের কথা এক দিনও শুনি না;—ফল সে কথা যে একবারে মিথ্যা তাও নয়। আমার ত ছেলে পিলে হ'লো না।

সৌদামিনী আর কিছু বলিলেন না। হেমা বুঝিল বৌমা একটু অন্যমনা। যেন কি ভাবিতেছেন।

একোণষষ্টী পরিচ্ছেদ।

পুলিশ বিপদে।

অনেকেই এগল্প শুনিতে পান যে একদা একটী সম্বস্ত্রা মুসলমান কন্যা নদী পার হইবার সময় নিমগ্ন প্রায় হইলে একজন পথিক অপর একজন পথিককে বলিলেন "আহা—স্ত্রীলোকটী জলমগ্ন,—মমূর্ষু প্রায়, সাহায্য করিয়া জীবন রক্ষা কর।" এই কথায় সে উত্তর করিল "ও কথা মুখেও আনবেন না, শীঘ্র উহার জীবন নষ্ট করবার কোন উপায় দেখুন, জানেন ? ঐ স্ত্রীলোক পেয়াদাপ্রসূতি !" পেয়াদা সাধারণের ভয়ের সামগ্রী,—পেয়াদা যেন সাধারণের ঘোর শত্রু তাই,—পেয়াদার মাতার এত লাঞ্ছনা। পুলিশ পেয়াদার জ্যেষ্ঠাগ্রজ; সুতরাং দারগা রঘুনাথ দেবানন্দের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত; রঘুনাথ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীর হইলেও পুলিশ, তাই সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেহ অযথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না বা তাঁহার বিপদে সাহায্যদানে অগ্রসর হইতেছে না।

কৈলাস একজন খৃষ্টান কামিনী, গাউনপরা, পাউডার মাখা মূর্ত্তিখানি লইয়া, মধু মাখান মৃদুস্বরে মাজিষ্ট্রেটের এজলাশে উঠিয়া, হলফ পড়িয়া এজেহার দিল যে হাজিরা আসামী (যাহাকে এখন রঘুনাথ বলিয়া জানিতেছি) ইতপূর্ব্বে একবার যখন আমার স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে তাঁহার বাড়ীতে যাইতেছিলাম। পথে রাত্রিকালে এক জন অন্ত্যজের বাটীতে ছিলাম, সে ব্যক্তি দস্যু,—তাহার দস্যুতাপরাধের অনুসন্ধান জন্য উপস্থিত দারগা তথায় গিয়া আমার স্বামীর হস্ত হইতে আমাকে লইয়া দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার প্রয়াস পান,—স্বামী সঙ্গে ছিলেন, তাই বিফল যত্ন হইয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার পর পাটনায় আসিয়া মোকর্দ্দমার তদন্তের ছলে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আমার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। যে লোককে দিয়া দারগা বাবু বিষাক্ত

মিষ্টান্ন আমার স্বামীকে উপহার পাঠান সে ব্যক্তি প্রমাণ দিবে।" এজেহার দিবামাত্র মাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গাউনের সম্মানরক্ষা হইল। রঘুনাথ সওয়াল করিলেন "তাঁহার যে স্বামী মারা গিয়াছেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার অন্য স্বামী ছিল কিনা ?"

কৈলা। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্য স্বামী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সহিত আর পতি পত্নীত্ব নাই।

রঘু। সেই স্বামী কোন মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকিয়া এখান হইতে ফেরার হইয়াছেন কিনা ?

কৈলা। সে কথা আমি জানি না।

রঘু। হুগলী জেলার রামনগরের জমিদার বংশের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ?

কৈলা। আছে—জমিদারেরা আমার মাতামহ বংশ।

রঘু। রামনগরের হরিদাস চক্রবর্ত্তীকে চিনিতেন ?

কৈলা। চিনিতাম, সে আমার মাতুল বাড়ীতে গমস্তা ছিল।

রঘু। সে ব্যক্তি কিরূপে মারা পড়ে ?

কৈলা। সেকথা আমি জানি না।

মাজিষ্ট্রেট—রঘুরামের নিকট যবাব চাহিলেন, রঘুরাম নির্ভীক চিত্তে সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন, কিন্তু খৃষ্টান কামিনীর কথা রাখিয়া রঘুরামের কথা বিশ্বাস করিবার কোন বিশেষ কারণ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত ছিল না এ জন্য রঘুরামকে হাজতে থাকিতে হইল। আর পুলিশের উপর হুকুম হইল মিষ্ট্রেশ ভট্টাচার্য্যের মোকর্দ্দমার অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়।

এই আদেশ পাইয়া পুলিশ চারিদিকে ছুটিল ; নানা রকমে মোকর্দ্দমার প্রমাণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। মৃত খৃষ্টান মিশনরীর খানসামা বাবুরচী সকলেই সাক্ষ্য দিল দারগা রঘুরাম পাদরী সাহেবের মরণের দুই দিন পূর্ব্বে তাহাদের কুঠীতে আসিয়া মিষ্ট্রেশ ভট্টাচার্য্যকে অনেক কথা বলে, এবং মিশনরী সাহেবের সঙ্গে পর দিন সন্ধ্যাকালে অনেক ক্ষণ একত্র বসিয়া মেম সাহেবের কথা কহে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কেহই বিশেষ বলিতে পারিল না। একজন মাত্র বলিল যে দারগা মেম সাহেবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন সত্য, মেম সাহেব যাইতে স্বীকার করেন নাই। তাহার পরদিন বৈকালে এক জন বেহারা সাহেবের জন্য মিষ্টান্ন সওগাদ লইয়া আসিয়া বলে দারগা সাহেব তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেই মিষ্টান্ন খাইয়া পাদরী সাহেব মারা গিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত হইল আর কিছু জানিতে পারা গেল না। পরে সেই বেহারার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, দুই এক দিন সে বেহারার কোন ঠিকানা পাওয়া গেল না। মেম সাহেব নিজেও অনেক অনু-

সন্ধান করিলেন, খুজিয়া পাইলেন না।

এইরূপে কিছু দিন গেল, বেহারার অনুসন্ধান হইল না,—মোকর্দ্দমার তদন্তও শেষ হইল না এবং রঘুরামেরও কারা মুক্তি হইল না,—তিনি জেল খানায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈকালে মেম সাহেব ওরফে কৈলাসবাসিনী আপন কুঠীর বারাণ্ডায় বসিয়া স্থচীকার্য্য করিতেছিলেন এমন সময় একজন মুটে মোট লইয়া পথ দিয়া যাইতে ছিল তাহাকে দেখিয়া তিনি নিকটে ডাকিলেন, মুটে নিকটে আসিলে বলিলেন "তুই সেদিন সাহেবকে যে মিঠাই খেতে দিয়ে যাস, সেই মিঠাই খেয়ে সাহেব মারা গেছেন,—কে তোকে সেই মিঠাই দিয়ে ছিল বল্‌তে হবে, না হ'লে তোর ফাঁসী।"

এই কথা শুনিয়া বিহারবাসী ছাতু চানাভোজী মুটে বেচারীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, সর্ব্ব শরীর বায়ু বিতাড়িত তাল পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল, মুখে কথা আসিল না। কথার উত্তর না পাইয়া মেম সাহেব খানসামাকে হুকুম করিলেন পুলিশকে ডাকিয়া আনা হয়। খানসামা যাইতে প্রস্তত। এমন সময় তিনি চক্ষুরইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। আর মুটেকে বলিলেন "এখনও বল,—যে লোক তোকে দিয়ে ছিল তাকে দেখিয়ে দিতে পারবি কি না?" মুটে আব্যর কাঁপিল,—থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল, বলিল "সে মিঠাইত আপনিই দিয়াছিলেন।" এই কথায় মেম সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন "দারগার ঘুস খেয়েছ?" মুটে আপন মনে প্রমাদ গণনা করিল। মেম সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না বলিল "আমি বাঁচি কিসে?"

মেম। তুই বলবি রঘুনাথ দারগা তোকে সেই মিঠাই দিয়েছিল। সে জেল খানায় আছে। দেখলে—চিন্‌তে পারি।

মুটে। কখন তাঁকে চিনি না, কেমন করে চিনবো।

মেম। আমার লোক সঙ্গে যাবে।

মুটে। সে আমাকে দেখিয়ে দিবে?

মেম। ইসারায় দেখিয়ে দিবে।

মুটে। ইসারা বুঝতে যদি না পারি?

মেম। তবে তোর ফাঁসী। আর চিনে দিলে দারগার ফাঁসী।

মুটে। সে কাজ আমা হ'তে হবে না। আমারই ফাঁসী হবে।

কৈলাস মুটেকে লইয়া আপন কামরায় গিয়া ৫টী টাকা দিয়া বলিলেন "তবে তুই কিছু দিন সহরে আসিস না, আসল কথা কেহ জিজ্ঞাসা কল্লেও বলিস না। সহরে থাকলেই গলায় ফাঁসী পরতে হবে।"

মুটে টাকা পাইয়া প্রস্থান করিল, আর পাটনা সহরের পানে ফিরিয়া চাহিল না। সহর পার হইয়া সে আপনার চরণ যুগলকে ধন্যবাদ দিয়া শত বার প্রণাম করিল, ভাবিল চরণ দুখানি ছিল তাই পলাইয়া বাঁচিল।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে কৈলাস বাসিনী জজ সাহেবের নিকট হইতে মৃত স্বামীর সম্পত্তির দখল পাইবার যোগ্য সার্টিফিকেট পাইয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দুই তিন সহস্র মুদ্রা হস্তগত করিলেন, তাহার পর আর তাঁহাকে পাটনায় দেখিতে পাওয়া গেল না। তখনও কিন্তু রঘুরাম জেল খানায় রহিলেন।

ষষ্টীতম পরিচ্ছেদ

পশু বিবাহ।

যে দিন রাত্রিতে বিনোদবিহারী আপন শ্বশুরালয়ে গিয়া শৈলজার উপর পাশব অত্যাচার করিল সেই দিন হইতেই সে শ্বশুরগৃহে অবরুদ্ধ, তাহার শ্বশুর শ্বশ্রু প্রভৃতি কেহই তাহাকে বাহির হইতে দিলেন না; আপনাদিগের অন্তপুরেই রাখিলেন। অন্তঃপুরেই বিনোদের স্নান, অন্তঃপুরেই আহার, অন্তঃপুরেই শয়ন হইতে লাগিল। পাকে প্রকারে সে একপ্রকার অন্তপুরের অঙ্গনাদিগের দলভুক্ত হইয়া গেল, কোনমতে বাহিরে আসিতে পাইল না। বিনোদের পিতা এই সংবাদ পাইয়া উকীল কৌন্সিলীর পরামর্শে পুত্রের অজ্ঞাতবাস মোচন করিবার বিহিত চেষ্টা করিলেন, সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিনোদের শ্বশ্রু প্রতিজ্ঞা করিলেন যত দিন তাঁহার শৈলজার সন্তান সন্ততি না হয় ততদিন তিনি জামাতাকে গৃহের বাহির করিবেন না। লুকান কথা কতদিন অপ্রকাশ থাকে, প্রকাশ হইয়া পড়িল,—পুলিশ আসিয়া দুই তিন বার বিনোদের শ্বশুরের গৃহ তল্লাস করিল, তাহার শ্বশুর গৃহ তল্লাসের সময় প্রতিবাসীদের গৃহে জামাতাকে এরূপ ভাবে অন্তরিত করিলেন যে পুলিশের সকল যত্ন, সকল অনুসন্ধানই ব্যর্থ হইল। এইরূপে দুই একবার প্রতিবাসী দিগের গৃহে যাতায়াত করিবার সুবিধা পাইয়া বিনোদ তাহাদিগের বাটীর সমবয়স্ক

যুবাদিগের দলে মিশিল। সময়ে সময়ে এ দিক্ সে দিক্ বেড়াইতে আরম্ভ করিল; পুলিশ ও বারম্বার বিফলযত্ন হইয়া তাহার গ্রেপ্তার কার্য্যে উদাসীন রহিল।

এই সময় কলিকাতায় একজন ধনাঢ্য লোক ছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া অনেকে তাহাঁকে রাজা অভিধানে অভিহিত করিয়া তাঁহার ধনের অনন্ততা সপ্রমাণ করিত। সেকালে সাধারণের মনে বিশ্বাস ছিল অনন্ত ধনে ধনবান না হইলে কেহ রাজা হইতে পারে না। এই অনন্ত ধনাধিকারী রাজার রাজ পরিচয় ব্যসনেই অধিকাংশ প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ভাল খাইতেন, ভাল পরিতেন, অনুচর মসাহেবদিগকেও ভাল খাওয়াইতেন, ভাল পরাইতেন; শুধু খাওয়া পরায় বাবুগিরি করায় বড় মানুষ দিগের বড় মানুষী বজায় থাকে না। এক একটা খেয়ালে অজস্র অর্থের পিণ্ডদান করিতে না পারিলে আর বড় নামের ডঙ্কা বাজে না। একটা অসাধারণত্ব দেখাইতে না পারিলে আর দশজনের উপর নাম বাজিয়া উঠে না। দানধ্যান সদাব্রত সকলেই করে, সেটাত সাধারণতঃ সকলেরই আছে। একটা নূতন কাজ চাই,—এজন্য কলিকাতার রাজা একদিন পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন পোষা প্রাণসম প্রিয় কুকুরের বিবাহ দিয়া আপন পশুবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন। এ অপেক্ষা নূতন কিছু তাঁহার মস্তিষ্কে আসিল না। সংসারে চিরদিন অর্থের জয়,—যাঁহার অর্থ আছে তিনি অঙ্গারবৎ হইলেও কন্দর্প, সরস্বতীর সহিত আলাপ পরিচয় না থাকিলেও পণ্ডিত;—সংসারে মান্য গণ্য পূজ্য;—তাঁহার যুক্তি অভ্রান্ত, তাঁহার বাক্যই বেদ। ঈদৃশ বিভবশালীর উদ্যোগ অবশ্য প্রশংসনীয়, সফল হইলে অক্ষয় কীর্ত্তি,—তাহাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল, কুল উজ্জ্বল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল। দশ সহস্র মুদ্রা জলে ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। কুকুরের বিবাহ সহর শুদ্ধ রাষ্ট্র, এক অমানুষী অনাসৃষ্ট কার্য্য; সহর শুদ্ধ লোক উদগ্রীব;—কাণ্ডটা কি দাঁড়াইবে! রাজা রাজড়ার কাজই পৃথক! তোমার আমার কথা নয় যে পুত্র কন্যার বিবাহে কন্যাকে পাঁচ খানা অলঙ্কার দিলাম, আর দুই খান দিলে মনের মত হইত,—বৌমার সাটী খানি কাশিমবাজারের না হইয়া বারাণসীর হইলে আশা মিটিত; ব্যাণ্ড আনিতে পারিলাম না বলিয়া বাজনার ব্যবস্থা মুখেও আনিলাম না। সকলই টাকার খেলা! তোমার আমার টাকার অভাব। কিন্তু রাজা রাজড়াদের টাকার অভাব নাই, তাই আজি কুকুরের বিবাহে ইংরেজ বাজাওলা আসিল, আতস বাজীতে আগুণের অক্ষরে জলিয়া উঠিল "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি," নহবৎ বসিল, সংসারে নরলোকের বিবাহের যত প্রকার আয়োজন আছে তাহার অঙ্গহীন হইল না। রাজা মহাশয়ের রাজপ্রাসাদ ভাগিরথীর

তীরে,—সেখান হইতে, কন্যাকর্ত্তাই বলুন, আর কন্যা কর্ত্রী'ই বলুন, তাঁহার বটী—সোনাগাছী পর্য্যন্ত বাঁধা রোসনাই হইল, তখন গ্যাশের এত ছড়াছড়ি ছিল না, না হইলে বোধ হয় God bless the happy pair ইত্যাদি মাঙ্গল্য বচন অগ্নি অক্ষরে জ্বালিবার পক্ষে ক্রটী হইত না।

যথাকালে বরপাত্র তক্তানামায় সংস্থাপিত হইলেন, সম্মুখে গোরার বাজনা, কালা বাঙ্গালী জয়ঢাক স্কন্ধে, গৌর বাদ্যকর বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন,—সভ্যদেশের সকলই সভ্য, বাদ্যকর বাদ্যযন্ত্র বহন করে না। তৎপশ্চাতে কালা বাঙ্গালী আপনাপন ঢোল কাড়া গলে দুলাইয়া মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিল। পশ্চাতে বরকর্ত্তা ফিটন যানে নয় নীল গয় গবাক্ষাদি মন্ত্রী সহ সমারূঢ়;—তৎপশ্চাতের গাড়ী গুলিতে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মসাহেবেরা চলিলেন; সহরের মালীর বেলফুল একচেটিয়া করা হইল, আসাসোটা বাহক হইতে স্বয়ং বরকর্ত্তা পর্য্যন্ত বেল ফুলের মালায় গ্রীবা আবৃত করিলেন; পরিচিত অপরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই বরযাত্র,—বিবাহের ভারি ধুম,—কলিকাতার রাজপথ লোকে লোকারণ্য,—অশ্রুত—অভূত পূর্ব্ব ব্যপার! রাজা নরেনের কুকুরের বিবাহ। এই বিবাহ মহোৎসবে বিনোদবিহারী তাঁহার একজন বন্ধুর অনুরোধে কন্যাকর্ত্রী'র দত্ত এক খানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে সমর্থ হইয়াছিল, সুতরাং সে রাত্রিতে কিঞ্চিৎ যৌতুক লইয়া তাহাকে সোনাগাছীর কন্যা কর্ত্রী'র বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

বিনোদ সভাস্থ হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সভ্য ভব্য বালক বৃদ্ধ যুবাকে উপস্থিত দেখিল। রাত্রি ১০ টার সময় বিবাহের লগ্ন স্থির ছিল, নিয়মিত সময়ে কন্যা আদান প্রদান হইল। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাসর গৃহের আমোদ আহ্লাদ পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হইল না। বাসর গৃহে অনেকগুলি কুকুরকুলললনা উপস্থিত হইয়াছিলেন,—গ্রীষ্মকাল, কুকুরবিবাহের পক্ষে কালশুদ্ধ ছিলনা,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অর্থলোভে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার ফল হাতে হাতে ফলিল;—বাসরগৃহে বরকর্ত্তার একজন সদস্য নাকি বাসররহস্যে স্বয়ং বরপাত্র কর্ত্তৃক নখাহত হইয়া গোন্দলপাড়ার সাহায্যার্থী হইয়াছিলেন। যাহাহউক "বিবাহে চ ব্যতিক্রম" এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সে বিঘ্ন বিপত্তিকে একটা বিভীষিকা বলিয়া গণনা করিব না।

নৃত্যগীত বাদ্যাদিতে বিবাহ নিশা ঘোর আনন্দময়ী হইয়া উঠিল,—আমোদে, আহ্লাদে, নৃত্য, গীতে বিনোদ কিছুতেই পশ্চাৎপদ ছিল না,—সুতরাং সামান্য প্রয়াসে সে বরকর্ত্তার চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহার বৈঠকে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ পাইল। বিনোদ আপনার বহুকার্য্যব্যাপিতার

পরিচয় দিয়া, তাঁহার মত মহাত্মার সহবাস শ্লাঘার বিষয় জানাইয়া সম্মত হইল; সেই দিন হইতে রাজা নরেন্দ্রনাথের বৈঠকে তাহার গতিবিধি হইতে লাগিল।

ছুদিন, দশ দিন, দশ পনর দিন, মাসেক ছুমাস রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিতে করিতে বিনোদ রাজপরিবারের সহিত বড় মিশ্রিত হইয়া পড়িল, ভারি ঘনিষ্ঠতা জন্মিল,—ক্রমে রাজসংসারে তাহার আধিপত্য হইতে লাগিল, ভাল মন্দ কাজে তাহার যুক্তি পরামর্শ রক্ষা হইতে চলিল। কোন কর্ম্ম হইলে বিনোদের সম্মতি ব্যতীত হইতে পাইত না।

একথা বলা বাহুল্য যে রাজা বাহাছুরের সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নহে। সংসারের গতিই এইরূপ যে এক ব্যক্তি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন, অপর ব্যক্তি ছুই হস্তে তাহা ব্যয় করেন, অর্থ সংগ্রহ এবং তাহার ভোগ একই ব্যক্তির অদৃষ্টে অতি অল্প ঘটিয়া থাকে।

রাজা নরেন্দ্রনাথের বিলাসময় দেহ পার্থিব যাবতীয় বিলাস ভোগে পরিসেবিত হইত। বিলাসভোগ পার্থিব সুখের নামান্তর মাত্র,—সে সুখভোগ অর্থে ক্রয় বিক্রয় হয়,—রাজা নরেন্দ্রনাথের অর্থের অভাব নাই,—সুতরাং বিলাসভোগে তিনি সততই নিমগ্ন প্রায় থাকিতেন।

বিনোদ বাল্যাবধিই বিলাসী, তাহার ও অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু আজি সে অর্থ পরহস্ত গত, সুতরাং থাকা না থাকা তুল্য। অভ্যাস দোষে বিনোদ বিলাসের দাস,—কিন্তু সেই বিলাসসাধক অর্থের আজি কালি অভাব, সুতরাং সে রাজা নরেন্দ্রনাথের আশ্রিত। বিনোদের বুদ্ধি বড় প্রবলা ছিল, এজন্য অর্থহীন হইলেও তাহাকে হীনতা স্বীকার করিয়া নরেন্দ্রনাথের উপাসনা করিতে হইত না। নরেন্দ্রনাথে বিনোদের আবশ্যকতা ষোল আনা রকমে বুঝিতেন, এজন্য যুক্তি পরামর্শ, বা তাহার কৃত কার্য্য সকল সময় তাঁহার অভিপ্রায় মত না হইলেও তাহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না।

একষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

রাজবাড়ীর খাতাঞ্চী।

একদিন শনিবারে রাজা নরেন্দ্রনাথ বাগানে গিয়াছেন; সঙ্গে অমাত্য বন্ধু বান্ধব পারিষদেরা আছেন; রাজবাড়ী পুরুষ শূন্য,—খাতাঞ্চী জগদ্দুর্লভ রায় আর কয়েকজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান মাত্র আছে,—রাজপরিবারের মধ্যে জগদ্দুর্লভের প্রভুতা বিলক্ষণ, তাহার দুই পুরুষ রাজবাড়ীতে খাতাঞ্চী গিরি করিতেছে। তাহার পিতা এই সংসারে থাকিয়া দাড়ি গোঁপ পাকাইয়া কায়া পরিবর্ত্তনের জন্য লোকান্তর ভ্রমণে গমন করিয়াছেন, জগৎ তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত; সুতরাং রাজবাড়ীর বড় বিশ্বাসী।

রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়; অন্যান্য দিন দুইটার সময়েও বাড়ীর ভৃত্যদিগের অবসর মিলিত না, আজি সন্ধ্যা হইতে না হইতেই কাজকর্ম্ম নিকাশ হইয়াছে, সকলেই সকাল সকাল আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে। রাজবাড়ী নিস্তব্ধ; দাসীরা গৃহের ছাদে বারাণ্ডায় যেথা সেথা শয়ন করিয়া নিদ্রিত। অন্ধকার নিস্তব্ধতা, এবং সুমন্দসঞ্চারী বাতাসে দিবসের গ্রীষ্মাতিশয্য নষ্ট করিতেছে। এমন সময় খাতাঞ্চী জগদ্দুর্লভ ধীরে ধীরে রাজবাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিয়া একটী নিভৃতকক্ষের ত্রিতলের উপর আরোহণ করিতেছেন, প্রতি পাদবিক্ষেপে সাবধান লইতেছেন পদশব্দ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না করে,—আর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন পাছে কেহ তাঁহার গমন দেখিতে পায়,—উঠিতে উঠিতে আপন সভয় নিশ্বাস পাতের শব্দে দ্বিতীয় ব্যক্তির গমনশঙ্কা করিয়া এক একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেছেন। এইরূপে সমস্ত সোপান শ্রেণী আরোহণ করিয়া তিনি একটী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহটী উত্তম সজ্জিত; এক পাশে একখানি পালঙ্কে সুন্দর শয্যা বিস্তারিত, তাহাতে একখানি শালুরঝালরে রঞ্জিত উর্ণাভসূত্র সূক্ষ্ম মশারি দোদুল্যমান, অপরপার্শে দুইটী ড্রাজ, একটী ক্ষুদ্র টেবিলে

কতকগুলি সোণা রূপার গেলাস, বাটী, পানপাত্র, আতরদান। দেওয়ালের গায়ে দেশী বিলাতী রুচির কয়েক খান অয়েল পেণ্টিং ছবি,—তাহাদের কোন খানিতে সায়ংকালীন সমুদ্র তীরবর্ত্তী সুন্দরদৃশ্য, বৃক্ষশ্রেণীর শিরোদেশে অস্তগমনশীল সহস্রাংশুর পাতলা সোণার কিরণ খেলা করিতেছে, আকাশের এখানে সেখানে সোণা মাখান দুই একখণ্ড মেঘ উড়িতেছে, রাখাল গোপাল তাড়াইয়া ক্ষুদ্র অচলচূড়া হইতে অবরোহণ করিতেছে। কোনখানিতে ব্রজ বালক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা করিতেছেন, গো বৎস গুলিকে কোলে লইতেছেন, গাভী দোহন করিতেছেন, আবার কদম্ব চূড়ায় আরোহণ করিয়া বংশী বাজাইতেছেন। কোনখানিতে দুর্জ্জয় মানমগ্না শ্রীরাধিকার পদপ্রান্তে শিখীপুচ্ছশোভিত মস্তক লগ্ন করিয়া জোড়হস্তে মানভিক্ষা করিতেছেন। কোনখানিতে বা ভীমা চামুণ্ডা মুর্ত্তিতে ভগবতী শত সহস্র নরমুণ্ড ছিন্ন করিয়া ভূতলে ফেলিয়া রণভূমি রুধির চর্চ্চিত করিয়া অট্ট হাসি হাসিতে হাসিতে দক্ষিণহস্ত যুগলে ত্রাসিত জনে বরাভয় প্রদান করিতেছেন। কোনখানিতে বা ফরাসী সেনার মধ্যগত বীর মদমত্ত নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতেছেন। এইরূপ ও অপর প্রকার নানাবিধ চিত্রপটে অট্টালিকার অঙ্গ সুশোভিত,ঘরের মেজে একখানি কার্পেটে ঢাকা; তাহাতেও নানা জাতীয় পদ্মের ঝাড়, গোলাপ ও অন্যান্য কুসুম রচিত; গৃহের অন্ধকার বিনাশ করিয়া একটী বর্ত্তিকা সেজের ভিতর জ্বলিতেছিল। খাতাঞ্চী মহাশয় গৃহ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পর্য্যাঙ্ক হইতে একটী অমল কমলসন্নিভ বিকশিতাননা যুবতী গাত্রোত্থান করিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কে বসাইলেন।

কামিনীর আরক্তিম গণ্ডস্থলের নিম্নে দুই পার্শ্বে হীরকময় কণ্ঠাভরণ এবং তন্নিম্নে সুগোল গলদেশবেষ্টী চিকের উপর দীপ জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া কৌমুদীময় আকাশে তারকামালার ন্যায় হীরকজড়িত অলঙ্কারের সুষমা বাড়াইল, উন্নত বক্ষঃস্থলে উর্ণাভজালবদ্ধ ভ্রমর পংক্তির ন্যায় সিমলার সাটীর কাল কিনারা ঢল ঢল করিতে লাগিল;—পাতলা সাটীতে সে রূপরাশি ঢাকা দিতে পারিল না, যেন কাপড় ফাটিয়া মেঘাবৃত শারদ চন্দ্রমার ন্যায় তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল;—সুন্দরী চাঁদমুখে বিজলীর হাসি হাসিয়া বলিলেন "দুর্লভ, এত রাত্রি কেন?" কামিনী রাজা নরেন্দ্রনাথের বিধবা ভ্রাতৃজায়া, অথচ পত্নীসোদরা;—নাম অচলবাসিনী,সংক্ষেপে তাঁহার পিতা মাতা অচলা বলিয়া ডাকিতেন, এজন্য তিনি অচলবাসিনী অপেক্ষা অচলা বলিয়াই অধিক পরিচিত।

দুর্ল। আজ জমিদারী থেকে খাজনা চালান এসেছিল, সেই সকল টাকা কড়ির হিসাব নিকাশ ক'রে খাজনা খানায় তুল্‌তে রাত্রি হলো।

অচ। হিসাব না হয় কাল হ'তো, এত রাত্রি করোনা,—শরীর অসুখ করবে।

ছুর্ল। মনিবালী কাজ না হ'লে জবাব দিহী কত্তে হবে।

অচ। মনিবালীর অর্দ্ধেকটা ত তোমার!

ছুর্ল। যতক্ষণ এখানে আছি।

অচ। কাল থেকে ক্ষমতা দিব, আমার হ'য়ে তুমি সকল কাজ করবে।

ছুর্ল। তা হ'লে যে টুকু আছে সে টুকুও যাবে—চোখে চোখের সুখ কাণে কাণে মিটাতে হ'বে।

অচ। আর সে দিন নাই,—এখন পরকে কোন কথা বল্‌তে গেলে আপনার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌তে হবে।

ছুর্ল। কেন—কিছু ঘটেছে নাকি ?

অচ। ছেলে রোগ ধরেছে।

ছুর্ল। সে রোগ ত বরাবর আছে।

অচ। দিদি এবার রাধানগরের ওষুধ খেয়ে সমান পথে দাঁড়িয়েছে।

ছুর্ল। ঔষধে কি পথ্যের ব্যবস্থা আছে নাকি ?

অচ। খুব আছে। ওষুধ খাইয়ে নাকি বলে দিয়েছে শুন্তে পাই, তিন মাসের মধ্যে গর্ভ না হ'লে চোরা পথ্য কত্তে হ'বে।

ছুর্ল। ঔষধের ব্যবস্থা বড় বিষম বটে, চোরা পথ্য কি আরম্ভ হয়েছে ?

অচ। হাঁ,—বিনোদ ব'লে নাকি এক জন নূতন মসাহেব জুটেছে—তিনিই!

ছুর্ল। সর্ব্বনাশ,—বড় রাণী না রাজার চরণামৃত খেতেন ?

অচ। এখনও ত খান!

ছুর্ল। এখন উপায় ?

অচ। উপায় তুমি।

ছুর্ল। আমি কি করবো ?

অচ। তা'কে রাজবাড়ী ছাড়া কর।

ছুর্ল। সে ত সহজ নয়!

অচ। কত্তে হবে, না হ'লে একবারে শেষ করা চাই।

ছুর্ল। সে ত আরও শক্ত।

অচ। যত টাকা লাগে।

ছুর্ল। টাকায় কি হবে ?

অচ। টাকা দিলে লোক মিল্‌বে।

ছুর্ল। লোক মিল্লেও সামলান ভার হবে।

অচ। শেষ দেখা যাবে,—আপদ মিটে যাক।

জানালার পাশে খুড়্‌ শ করিয়া কি শব্দ হইল। অচলা কপাট খুলিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আপন শ্রুতিভ্রমের কথা বলিয়া সে কথা চাপা দিলেন, আর বলিলেন "সে যাহ'ক তুমি কারো কাছে মাথা হেঁট ক'রে চলোনা,—দেখ ছুর্লভ, সংসারে আমার আপনার বলতে আর কেহ নাই, বিষয় আশয়, বাড়ী ঘর, তালুক মুলুক যা আছে অর্দ্ধেক তোমার,—আমি ছুটী ছুটী খাবার পাত্রী,—বাপের তিন কন্যার মধ্যে এখন দুজন। আর একজনের ও আমার মত পোড়া কপাল,—কিন্তু পোড়া

কপালী কুলে কালী দিয়ে কালামুখী কোথায় কি হলো, তার ঠিকানা নাই। এখানে এসে থাকলে সুখী হতে পাত্তো। কিন্তু কে জানে কোথা কি হ'য়ে গেল।

ছুর্ল। অচল, বাবা যা রেখে গেছেন, তা'তে যে আমাকে চাকরী করে খেতে হয় তা নয়, তবে কেবল তোমার জন্যে আমার এত কষ্ট স্বীকার!

অচ। তুমি না থাকলে এতদিন কাশী বাস কত্তেম।

ছুর্ল। অচল, মনে পড়ে সেই গঙ্গাতীরে,——

অচ। অনেক দিনের কথা, যে দিন আমার কপাল পোড়ে,——

ছুর্ল। তখন পিতা জীবিত,—তিনি তোমায় কত সান্ত্বনা করেন। তুমি কিছুই বুঝতে না,জানতে না। তবু তিনি বুঝালেন।

অচ। আমি সে কথায় বুঝি নাই,—তুমি ছিলে তাই বুঝেছিলাম, তুমি না থাকলে, সেই আগুণে পড়ে এতদিন কেবল অচলা নাম পৃথিবীতে রেখে সকলই শেষ কর তাম,—না হয় বিষ খেতাম।

ছুল। কুমার ধীরেন্দ্রের ভালবাসা আমি আজিও ভুলতে পারি নাই। তুমি তাঁর স্ত্রী,—পাছে রাজসংসার তোমার প্রতি কোন অত্যাচার ক'রে সেই জন্যে এক দিনের জন্যেও রাজবাড়ী ছাড়তে পারি না।

অচ। ছুর্লভ, যত দিন তুমি তত দিন আমি। তোমার জন্যেই আমি পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।

ছুল। তা না হ'লে ছুজনের কেহই সুখী হ'তে পাত্তেম না।

অচ। চিরদিন তোমার অনুগামিনী, তোমার যুক্তি আমার বেদ।

ছুল। যতদিন সে ভাবে ভাববে তত দিন আছি,—দেখ তোমারই জন্যে আমি সংসারত্যাগী,——

ছুর্লভের ছুই গণ্ডে ছুইটী হস্ত দিয়া।

অচ। "এ জনমের তরে, ভুলনা দাসীরে,——"

Y 1545 BR 4102

দ্বিষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

শীতল চালান হইল।

আজি সুন্দরপুরের শীতলবসুর বাড়ীতে ভারি বিপদ ;—শীতলের সহধর্ম্মিণী মোহিনী ঘরের মেজের উপর চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে, সেই শ্বাসের সঙ্গে উত্তপ্ত হৃদয়ের বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া চক্ষু ফাটিয়া মাটী ভিজাইতেছে, অঙ্গের বসন আলুলায়িত,—কবরীবন্ধন শিথিল,—সর্ব্বাঙ্গে ধুলিমাখা, মুখে কথা নাই,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বরভঙ্গ হইয়াছে। শীতলের মাতা গ্রাম্য দেবতার নাটমন্দিরে পড়িয়া তাঁহাকে দিব্য দিলাশা দিয়া বলিতেছে "মা আমার শীতলকে রক্ষা কর,—তোমায় জোড়া পাঁটা দিব,—বুক চিরিয়া রক্ত দিব। আমার শীতলকে রক্ষা কর।" মুখে যা আসিতেছে তাই বলিতেছে,—আপনার ক্ষমতা বিবেচনা নাই, যা মনে আসিতেছে তাহারই লোভ দেখাইয়া দেবতার প্রসন্নতা লাভের প্রার্থনা করিতেছে ; কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে ; শীতলের মাতা জ্ঞানহারা হইয়াছে,—যেন দেবতা লোভে পড়িয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবেন,—এত ভ্রম !

শীতল আজি হেম সরকারকে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। হেমের ভগ্নী থানায় গিয়া সংবাদ দিয়াছিল শীতল তাহাকে হত্যা করিয়া দারকেশ্বরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া পুলিশ দারগা তদারকে আসিয়া হেমের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ পাইল তাহাদের কেহ দেখিয়াছে ঘটনার দিন সূর্য্য ডুবু ডুবু,—এমন সময় সে ক্ষেত্রে কাজ করিয়া আসিতেছিল। হেমকে জিজ্ঞাসায় বলে নদীতে মুখ হাত ধুইতে যাইতেছে। আর একজন বলিল সূর্য্য অস্ত গিয়াছে এমন সময় সে নদীর একটু তফাৎ দিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল নদীর ধারে একটা চীৎকার শব্দ হইল "বাপরে, মেলেরে,—"সে হেমের গলার আওয়াজ—তাহার পরে দুই তিন বার গোঁ গোঁ শব্দ হইল, একটু পরে নদীর জলে

একটা ভারী জিনিষের পতন শব্দ শুনিতে পাইয়া ভয়ে গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। আর একজন বলিল সে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া মনে করিল তাহার গোরুকে বুঝি নেকড়েয় ধরিয়া থাকিবে যেহেতু তখনও তাহার রাখাল গোরু লইয়া মাঠ হইতে ফিরিয়া আইসে নাই, এই বিবেচনায় যেমন নদীর দিকে যাইতেছিল অমনি দেখিতে পাইল তিনজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে নদীর ধার হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে শীতল বসুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে "বসুজা মহাশয় তোমার গোরু নাকি ?" তিনি উত্তর না দিয়া যেমন ছুটিতেছিলেন, তেমনি ছুটিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন, আর দুই জনকে চিনিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি পাওয়া যাইতে পারে—পুলিশ অপরাধীর প্রতিকূলে প্রমাণ পাইয়া কোন্ কালে স্বার্থ না থাকিলে অপরাধীর নির্দ্দোষীতা বিষয়ে অনুকূল প্রমাণ দেখিতে চায়,—তবে বকেয়া পুলিশ কেন সে প্রমাণের অনুসন্ধান করিবে। সুতরাং শীতল বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনাদের বাসায় রাখিয়া বিন্দুকে কশাকশি করিতেছিল যে হেমের কার্য্যে তাহার ও অপরাধ আছে যেহেতু হত্যা সে এরূপ অসময়ে ভ্রাতাকে নদীর ধারে যাইতে নিষেধ করিলে তাহার অপমৃত্যু ঘটিত না; অতএব সে তাহার ভ্রাতৃহন্তার সাহায্য কারিণী। শীতলের সঙ্গে তাহাকে চালান দেওয়া না দেওয়া এখন দারগা মহাশয়ের হাত। বিন্দুও তাহা বুঝিল,—ইতপূর্ব্বেও সে ভ্রাতৃবিয়োগবিধুরা হইয়া যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আত্ম ভর্ৎসনা করিয়াছিল,—তখন সেই সঙ্গে একথাও বলিয়াছিল "আমি কাঁলামুখী সন্ধ্যার সময় ভাইকে আমার, যদি নদীর ধারে না যাইতে দি তা হ'লে আর এ অনর্থ হয় না।" এখন সেই কথাই দাঁড়াইল। আপনাকে অপরাধিনী বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিল,—অগত্যা পরিত্রাণের যুক্তি করিতে বাধ্য হইতে হইল। যুক্তি কর্ত্তা জামাইবাবু,—তিনি যুক্তি দিলেন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, পরিত্রাণের ত উপায়ই নাই, তবে যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি হয়, তাহা হইলে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

বিন্দু গোরু বিক্রয় করিল, বন্দকী গহণা গুলি বাঁধা দিল, পিতল কাঁসা, তৈজস পত্র যা কিছু ছিল সমস্ত ত্যাগ করিল, তবে ফাঁসীর দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। পুলিশ শীতল বসুকে বাঁধিয়া লইয়া গ্রাম হইতে উঠিয়া গেল। জামাই বাবু কিশোরী মোহন মুখভরা হাসি লইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। মণ্ডল গমস্তারা ঋক্ষ হস্ত লেহন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হেমের অন্তর্দ্ধান হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে হেম প্রভৃতি কয়েক জন বগড়ীর মোহিনী হরণ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল।

আজি কালি সুন্দরপুরে সন্ধ্যা সকালে মধ্যাহ্নে যেখানে যখন দুই চারি জন একত্র

হইত কেহ বলিত শীতল বসু অতি নিরীহ ভাল মানুষ, বড় লোকের ছেলে, চিরদিনের মধ্যে কখন কাহাকেও উচ্চ বাক্য বলে নাই, একাজ তাহার দ্বারা হইবার নহে, হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলিত, রক্ত মাংসের দেহে কার রাগ নাই, হেম যে কাজ করিয়াছে, তাহার উচিত দণ্ড হইয়াছে, অসাড় স্থাবর জঙ্গম একথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে,—একাজ শীতল ভিন্ন কেহ করে নাই। ফলতঃ সাধারণ লোকের মুখে একথার সত্যাসত্য অবধারিত করিবার উপায় ছিল না।

ত্রিষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীয়াশ্চরিত্র

শীতল দরিদ্র কায়স্থ,—উদরান্নের জন্য লালায়িত, তাহার পক্ষে মোকর্দ্দমার কোন তদ্‌বির হইল না। তবে এই ঘটনার কয়েক দিন পরে তাহার শ্যালক চক্ কমলা গ্রামের সীতানাথ বিশ্বাসকে এই সংবাদ পাঠান হইল।

যে দিন শীতল বসু হেম সরকারকে হত্যাকরার অপরাধে বিচারার্থ চালান হয়, তাহার দুই চারি দিন পরে একদিন বৈকালে ভবতারিণী কিশোরীমোহনের শ্বশুর বাড়ীতে বেড়াইতে যায়, কিশোরীমোহন তখন বাড়ীতে ছিল না। তাহার সহধর্ম্মিণী হরসুন্দরী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল; ভব বিনা সম্ভাষণেও হরসুন্দরীর ঘরের রোয়াকে বসিল। গ্রাম সম্বন্ধে ভব হরকে ভগ্নী সম্বোধন করিত, আজিও সেইরূপ করিল। হরসুন্দরী কোন্ লজ্জায় আর সে সম্বোধনে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারে। ক্রমে দুই চারি কথায় হরর সঙ্গে ভবর আপোস হইল,—সে কালের এ কালের নানা কথা হইতে লাগিল,—হাসি তামাসার কথায় ভব যেন একেবারে গলিয়া পড়িল,—আনন্দে বিভোর হইল, হর যে কথাটী বলে হাসিবার না হইলেও ভব হাসিয়া অস্থির

হয়,—যেন সে ভব নয়! দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া সে হরকে এত দূর আপ্যায়িত করিল যে বিদায় দিবার কালে হর ভবকে সে রাত্রি তথায় আহারাদি করিবার জন্য অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। ভব কথায় ততোধিক আপ্যায়িত করিয়া হরর নিকট বিদায় লইল।

ক্রমে আরও দুই তিন দিনের যাতায়াতে ভব হরসুন্দরীর সহিত পূর্ব্বভাব বজায় করিল।

ভবর একান্ত ইচ্ছা ছিল হরসুন্দরীকে বঞ্চিত করিয়া একাকী কিশোরীমোহনকে লইয়া সুখে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করে,—তাহার একটা বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য সে তাহাকে বিলক্ষণ অনুরোধও করিয়াছিল কিন্তু কাল বিলম্ব দেখিয়া তাহাতে কিশোরীমোহনের সম্পূর্ণ ইচ্ছার কোন পরিবর্ত্ত হইবে না বিলক্ষণ সন্দিহান হইয়াছিল। ভব যখনই অনুরোধ করিত কিশোরীমোহন তখনই সময় এবং সুবিধার অভাব জানাইতেন, ভব সুবিধা পাইবার বিশেষ যুক্তি দেখাইলেও কিশোরীমোহন তাহাতে বড় যত্ন দেখাইতেন না। এই সকল কারণে ভব কিশোরীমোহনকে হরসুন্দরীর একান্ত প্রণয় বশীভূত বলিয়া অনেক টা সন্দেহ করিয়াছিল।

একদিন রাত্রিতে ভবসুন্দরী পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিয়া গায়ে একটী মেরজাই ঢাকা দিয়া, একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া কিশোরী মোহনের বাটী প্রবেশ করিল,—তখন নিশীথ সময়! রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়ী,—বাড়ী প্রবেশ করিয়া ভব ধীরে ধীরে কিশোরীমোহনের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আস্তে আস্তে দ্বারে আঘাত করিল; কিশোরীমোহন তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েন নাই। কপাটে যত্ন সহকৃত আঘাতের শব্দ পাইয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে কপাটটী খুলিবা মাত্র পুরুষবেশিনী ভবসুন্দরী দ্রুতবেগে বাটীর বাহির হইয়া প্রস্থান করিল। কিশোরীমোহন পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর গেলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। পাড়ায় একজন গুরুমহাশয় ছিল তাহার বাসার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া সে পুরুষ মূর্ত্তি কোথায় গেল তিনি দেখিতে পাইলেন না।

কিশোরীমোহন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন,—হরসুন্দরীকে জাগ্রত করিলেন না, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

ভবসুন্দরী পূর্ব্বে বলিয়াছিল হরর স্বভাব ভাল নহে,—বিবাহের পূর্ব্ব হইতে তাহার চরিত্র দূষিত হইয়াছে,—তবে আজি কালি কিছু ঠাণ্ডা দেখা যায়—এখন ভবর সে কথায় কিশোরীমোহন অনেকটা বিশ্বাস করিলেন। মনে রাগ হইল, ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ হরসুন্দরীর অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবিধান হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, হরসুন্দরীর আদরেই সুন্দরপুরে তাঁহার আদর;—হরসুন্দরীর মন্দ ঘটাইলে সেটুকু বজায় থাকিবে কি না,—অনেক দিনের পর

কিশোরীমোহনের অদৃষ্টে এরূপ প্রভুতা, ও সুখ সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করিলে সুন্দরপুর ছাড়িতে হইবে, ভবতারিণীর আশাও ততটা করা যায় না। আর তাহারই বা এমন কি আশা,—সে স্ত্রীলোক,—গৃহস্থ ঘরের কন্যা, কি বা এমন সংস্থান আছে যে চিরকাল সুখে সচ্ছন্দে চলিবে। যাহা হউক বিশেষ রূপে না দেখিয়া কোন কাজ হঠাৎ আর করা যাইতে পারে না; দেখা যাউক এই রাত্রিতে একবার ভবর কাছে যাই; তাহাতে দুই কাজ হইবে। এই ভাবিয়া কিশোরীমোহন শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই লেন; ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে যাইলেন।

দিগম্বরের বাড়ী প্রবেশ করিয়া কিশোরী মোহন ভবর ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে ভব তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত রাত্তির ক'রে এলে যে?"

কিশো। আজ আস্‌বার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না।

ভব। এখন আর থাক্‌বে কেন? হর সোমত্ত (সমর্থা) হয়েছে।

কিশো। শুধু সে জন্যে নয়, ক দিন বড় পরিশ্রম হ'য়েছে।

ভব। তা যাই হ'ক আমার এখন পুরাতনের দশা ঘটেছে। ঘরে এস।

কিশো। কালু দাদা কোথায়?

ভব। ঘঁরেই আছে।

কিশো। সে টা কি ভাল দেখায়?

ভব। বস্‌বে দাঁড়াবে,—তায় দোষ কি, খানিক পরে তোমাকে বা'র বাড়ী পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আসবো।

কিশো। দাদা মনে করবে না ত যে এ এত রাত্রে কেন এলো।

ভব। তা হ'লে ত আমার ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেই হয়! না,——তা—এ দি'কে ভাল। তাই ত পাড়ার লোক দেখে ফেটে ম'রে যায়।

ভব প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল,—কিশোরী মোহনকে গৃহে বসাইল,—পরে স্বামীকে জাগ্রত করিয়া বলিল "মুখুয্যেদের জামাই এসেছে, ওঠ,——"

গৃহপালিত জামাতা কালাচাঁদ চক্ষু ঘসিতে ঘসিতে বিছানা হইতে উঠিলেন, বাহিরে গিয়া কিশোরীমোহনকে তামাকু খাওয়াইবার তদ্বির করিতে লাগিলেন। কিশোরীমোহন বলিলেন "ভব, বেশ স্বামী পেয়েছ!"

ভব। এই হিংসাতেই পাড়ার লোক মরে আছে,—অপরের কথা কি, হর সে দিন আমার কাছে কত কথা বল্লে,—সবাই বলে আমি ওষুধ কত্তে জানি,——

কিশো। হর কি বলেছিল?

ভব। সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই।

কিশো। না——না——বলই—না—শুনি,——আর একদিন তুমি যে কথাটা বলেছিলে সে টাও আমার মনে আছে—

ভব। কি?

কিশো। মনে নাই?——হরর রীত চরিত্রের কথা!

ভব। সে ত আগে! দেখেছিলে কিছু?

কিশো। সুবিধা পাই নাই।

ভব। সুবিধা পাওয়া সহজ নয়।

কিশো। আমি মনে কল্লে ক দিন?

ভব। সে সংসার শুদ্ধ পুরুষে মনে করে? কিন্তু ক জন পারে?

কিশো। চেষ্টার অসাধ্য কাজ আছে?

ভব। চেষ্টা কত্তে তুমি পাও কই,—এমন মন্ত্র আছে, যে তা কত্তেই পারবে না।

কিশো। এ কি কথা?

ভব। তোমাকে অনেক দিন হলো একবার বলেছিলাম মনে হয়,—সেই থেকে তোমার ভাব গতি দেখে আর কিছু বলি নাই! কিন্তু আজ আর একটা কথা বলি,——

কিশো। কি বল!

ভব। না, বল্‌বো না।

কিশো। না—বল্‌তেই হবে,——সে জন্যেই এত রাত্তিরে এসেছি।

ভব। এত দিনের পরে সে কথা মনে পড়লো কেন? কিছু দেখেছ নাকি?

কিশো। দেখি না দেখি, তোমায় বল্‌তে হবে।

ভব। কিছু দেখেছ কি না আগে বল। তুমি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছ। গুরু মশায়?

কিশো। তুমি কি করে জান্‌লে?

ভব। ক্রমে ক্রমে বল্‌চি;—আমি যা বল্‌চি, হাঁ, কি না—বল। আমি যেমন করেই জানি।

কিশো। তা আমি বলবো না।

ভব। তবে ঐ পর্য্যন্তই—আমিও আর বলবো না।

কিশো। গুরু মশায়, তা তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

ভব। আমি আজ তিন চা'র দিন দেখ্‌চি গুরু মশায় তোমাদের বাড়ীর দিকে যায় আসে আর এক আধ দিন হরর সঙ্গে পথে ঘাটে কথা বার্ত্তাটা ও কয়।

কিশো। এখন উপায়?

ভব। উপায়—তুমি পুরুষ, সে স্ত্রী। তুমিই জান,——

কিশো। যা বলবো, তা পারবে?

ভব। না বল্লে কেমন ক'রে বলবো?

কিশো। আমিও সঙ্গে থাকবো।

ভব। আগে বল, তার পরে পারবার মত হয়, বলবো।

কিশো। আমি সঙ্গে থাক্‌লে—পারবে না?

ভব। তা এখন কি করে বলি।

কিশো। আমাকে কি অবিশ্বাস?

ভব। একবারে বিশ্বাসই কই কত্তে পারি?

কিশো। আজ একেবারে কি এমন দেখলে যে এতটা ঠাউরে বসলে?

ভব। তা বই কি?—যত টুকু ছিল, তত টুকু আর রইল না।

কিশো। হাঁ? আচ্ছা,——

ভব। রাগ করোনা, তোমারই ভালর জন্যে বল্‌চি,—তুমি বলে আজ তাই এ যুক্তি দিলাম;—না হ'লে আমাদের বাড়ীর লোকে এ কথা শুন্‌তে পায় না কেন? ঘোষেদের হীরে আজ ঠেশ পেড়ে বল্লে "ভব, কি শুন্‌তে পাই, বাঘের ঘরে নাকি ঘোগের বাসা?" মনে একবারে মরে গেলাম। কোন উত্তর কত্তে পাল্লেম না। মাথা হেঁট ক'রে ফিরে এলাম।

কিশো। আমার সঙ্গে এস।

ভব। আজ নয়,——

কিশো। না আজিই,—এইক্ষণে,—আর এক পলও দেরি নয়।

ভব। সকল কাজে বিবেচনা চাই।

কিশো। বিবেচনা করেইছিলাম,——তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা কত্তে বাকী ছিল। কাল সকালে আর সে মুখ না দেখ্‌তে হয়।

ভব। রাগ এমনি হয় বটে,——কিন্তু আপনার বাঁচাও চাই ত!

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া।

কিশো। না——তার আর দরকার নাই,——

ভব। এমনও হয়? আজ স্থির হও, কাল তখন করা যাবে।

কিশো। তুমি সঙ্গে যাবে কি না বল?

ভব। আমি যেতে পারি, কিন্তু আ'জ নয়,—কাল,——নিজে সব বুঝেও যেন বোঝনা।

কিশোরীমোহন এই কথায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু সে রাত্রি আর বাড়ী যাওয়া হইল না।

চতুঃষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

গুরুমহাশয়।

সুন্দরপুরে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি কিশোরীমোহনের প্রতিবাসী ঘোষেদের আটচালায় ছেলে লেখাইতেন, আর আটচালার নিকটে একখানি ছোট ঘর ছিল তাহাতেই থাকিয়া আহারাদি করিতেন। সমস্ত গ্রামটার মধ্যে একজন মাত্র গুরুমহাশয়, একটী মাত্র পাঠশালা সুতরাং বালকের সংখ্যা প্রায় সত্তর আশি জন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবৈতনিক। যাহারা বেতন দিত তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত---এক দল মাসিক দুই আনা, অপর দল মাসিক এক আনার অধিক দিত না। আমরা বিশেষ সংবাদ রাখি গুরু ছাত্রদত্ত বেতন স্বরূপ সার্দ্ধ দুইটী রৌপ্য চক্রের অধিক পাইতেন না। ঘোষেরা তাঁহার আহারীয় দিতেন। তাহাতেই আপনাদের তিন চারিটী এবং পাড়াপ্রতিবাসী দুই একটী পরিবারের বালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া লইতেন। ঘোষবংশ নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে আপনাদের আটচালা খানি গুরুমহাশয়ের ব্যবহার জন্য দিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাধ্য বাধকতা বজায় রাখিবার জন্য গুরু ঘোষ বংশের সাংসারিক খরচের হিসাবপত্র রাখিতেন, বাড়ি ধানের হিসাব করিতেন, আর খাতা লিখিতেন।

গুরুমহাশয় মাসে দুইটী পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিয়া প্রায় দুই মণ চাউল, শতাধিক সুপারি লাভ করিতেন, তাহাতে তাঁহার পরিবারগণের সমস্ত মাস আহার ও মুখশুদ্ধি চলিত। বস্ত্র প্রায় ক্রয় করিতে হইত না; প্রত্যেক বালক মাটীতে কাকছা বকছা লিখিয়া তালপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলে, তালপত্র ছাড়িয়া কদলীপত্রে শুভঙ্করী গণনা শিক্ষার পাঠ লইলে, কদলীপত্রের উন্নতিতে কাগজে "মহামহিম" "সেবকশ্রী" লিখিতে ধরিলে গুরুকে এক এক খানি পরিধেয় বস্ত্র তদভাবে অবস্থা শিকস্তি বালক হইলে এক এক খানি গামছাদি ছাড়িত না। আবশ্যক মত গুরু ধুতির জায়গায় শাটী

লইতেন। এ সকলের উপর তিনি মোটা-মুটী সূচীকার্য্য জানিতেন, লেপ, মশারি, বালিশের উপযোগী কাপড় শেলাই করিয়া সংসারের তৈল লবণ এবং লৌক লৌকিকতা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ফলতঃ সে কালের বিলাসবাসনাশূন্য বঙ্গে এক জন এরূপ গুরুমহাশয়ও সুখী—আজি কালি নর্ম্মালের পণ্ডিত মহাশয় পরিবার প্রতিপালনেরই জন্য লালায়িত।

গুরুমহাশয় প্রস্তুত করিবার জন্য তখন ট্রেণিং বা নর্ম্মাল বিদ্যালয় ছিল না। অনন্য জীবী একটু বুদ্ধি শুদ্ধি বিশিষ্ট যে কোন লোক চাণক্য শ্লোক, দাতাকর্ণ, গুরু-দক্ষিণা, গঙ্গার বন্দনা শিক্ষা দিয়া আপন গুরুত্ব বজায় করিতে সমর্থ হইতেন। এরূপ অবস্থাপন্ন গুরু সংসারে অতি নিরীহ জীব হওয়া আবশ্যক কিন্তু সর্ব্বত্র তাহার সামঞ্জস্য দেখা যাইত না। সুন্দরপুরের গুরু সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিত; শীতল বসুর ভগ্নী শ্যামার সহিত তাঁহার চরিত্র-দোষের কথাও কহিত। বিচিত্র নহে,—গুরু তারাচাঁদ সরকারের ন্যায় সে কালের দাড়ি কামান গোঁপওয়ালা প্রবাসী, অর্দ্ধ-শিক্ষিতের পক্ষে অসম্ভবই বা কেমন করিয়া বলিব।

সুন্দরপুরে কিশোরীমোহনের অভ্যু-দয়ের পূর্ব্বে গুরু সামান্য জ্বর জ্বালার চিকিৎসা করিতেন, ছেলে পিলের গা বালসাইলে তুলসী পড়া, জল পড়া দিতেন, তাহাতে যদিও এমন কিছু আয় ছিল না, কিন্তু গ্রামের গৃহস্থ বাড়ীতে ভাল মন্দ জিনিষ আমদানী হইলে তিনি তাহার অংশ পাইতেন। কিশোরীমোহন আসিবার পর এ সকল কাজ তাঁহার আর বড় ছিল না। ফলতঃ পল্লীগ্রামে যেমন দশকর্ম্মান্বিত গুরু মহাশয়ের প্রয়োজন সুন্দরপুরের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াছিল;—কিন্তু গুরুর সে সৌভাগ্যভোগ অধিক দিন হইতে পাইল না। কিশোরীমোহন আসিয়া তাঁহার কতকগুলি ক্ষমতা নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। যাহাই হউক সে জন্য কিশোরীমোহন বা ভবতারিণীর সহিত তাঁহার কোন প্রকার মনোভঙ্গের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তবে সে দিন রাত্রিতে যে কিশোরীমোহনের কাছে ভব গুরুমহাশয়ের নাম করিয়াছিল সে কেবল গুরুর প্রতি ভবতারিণীর রাগের প্রতিশোধ তুলিবার জন্য। তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্বে ভব হরর নামে একখানি চিঠী লেখাইতে গুরুর কাছে যায়, গুরু কোন মতে তাহাতে স্বীকার পায় নাই। সে চিঠীর মর্ম্ম পল্লীগ্রামের সম্ভ্রমপ্রয়াসী গুরু মহাশয়ের কতকটা প্রতিকূল বলিয়া তাহাতে সম্মতি দিতে অগ্রপশ্চাৎ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ভবর মনের মত কাজ করিতে পারিয়া ছিলেন না, কিন্তু ভব তাহাতে কোন মতে রোষ বা ভাবান্তর প্রকাশ করে নাই।

তারাচাঁদ সম্বন্ধে এত কথা বকিয়া আসিলাম, কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তাঁহার বয়স কত সে কথা বলিলাম না। তারাচাঁদ

বলিলেই একজন পলিতদন্ত গলিতমাংস বৃদ্ধকে মনে আইসে, সে বৃদ্ধ ও যে এক দিন নবীন নধর শরীর, যুবা পুরুষ ছিলেন একথা যেন মনে ধরে না। নামে পরিচয় দেয় যেন তারাচাঁদ একজন আজন্ম বৃদ্ধ। তাহার কারণ এখন কার কালে যে নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র নামের ছড়াছড়ি তাহাতে তারাচাঁদ, রামচাঁদ, দিগম্বর, পীতাম্বর, নিধিরাম, গয়ারাম নাম আমলে আইসে না। পিতামাতা পাঁচ দেবতার সাধ্য সাধনা করিয়া দেবভয়ে বাধ্যতা প্রযুক্ত সেকালের হর, হরি, তারা নাম রাখেন বটে কিন্তু তাহাদের পারিপাট্য বজায় করিবার জন্য সেই সকল নামে অলঙ্কার দিয়া তারামোহন, হরনাথ, হরিচৈতন্য প্রভৃতি ভিন্ন মূর্ত্তি করিয়া ফেলা হয়। সুতরাং যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই একটা তারা প্রসাদ, তারাপদ, হরিমোহন মিলিলেও তারাচাঁদ খুজিয়া পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই তারাচাঁদ বলিলেই বৃদ্ধ ভিন্ন যুবা খুজিয়া পাই নাই। কিন্তু আমরা আজি কালিকার কথা বলিতেছিনা,—বা হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া চব্বিশ পরগণা জেলার গঙ্গার দুই ধারের কোন পল্লীর কথা ও বলিতেছি না। প্রায় ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার হৃদয়নিহিত একটী পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি, যে দেশে গৌরবর্ণ সন্তান জন্মিলে মাবাপ আদর করিয়া "সাহেব রাম" নাম রাখিতেন এ তখনকার কথা। সুতরাং সেকালের তারাচাঁদ সরকার পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের বলিলে দোষ স্পর্শে না। এ বয়সে তারাচাঁদ ষোড়শী বিংশী প্রভৃতি যুবতীদিগের তামাসা পাইবার অযোগ্য ছিলেন না। এজন্য ভব সময়ে সময়ে পথে ঘাটে গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া ভাব ভঙ্গিতে দুই এক কথা বলিলে তিনি তাহার সরস উত্তর না দিয়া আপন অরসিকতার পরিচয় দানে ভীরুতা প্রকাশ করিতেন না। এক দিন বৈকালে ভব গুরুমহাশয়ের পাঠশালার নিকট দিয়া পাড়া বেড়াইতে যাইতেছিল, গুরু তাহা দেখিয়া ছল করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, ভব নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আপন মনে বলিয়া গেল,—

রসের আটি রসের কাটী রসের বাটী ভোর,
রসের জ্বরে জ্বর জ্বর রসিক নাগর চোর।

ভব চলিয়া গেল;—উত্তরের জন্য দাঁড়াইল না,—গুরু আহ্লাদের ডগমগ করিয়া আপন মনে ফুলিয়া উঠিল, যেহেতু ভবর সঙ্গে অল্প দিনের আলাপ নয়, কিন্তু আজিকার মত সে একদিনও বাড়ে না,—ভাবিল ভবর কোন উদ্দেশ্য আছে। গুরুর পাঠশালে প্রবেশ করা হইল না, আপনমনে পাইচারি করিতে করিতে এ দিক্ ও দিক্ পাঠশালের চতুর্দ্দিক্ ঘুরিতে লাগিলেন। গুরুদণ্ড বেতগাছটী হস্তে লইয়া তিনি ইতস্তত বেড়াইতে ছিলেন অতঃপর সেই বেতগাছটীকে লইয়া বারম্বার আকুঞ্চন, প্রসারণ, সঞ্চালন করিতে করিতে আপন অঙ্গে দুই ঘা, চারি ঘা, দশ ঘা চালাইতে

চালাইতে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ ডাকিলে উত্তর পায় না। "শির-পোড়ো" আসিয়া সংবাদ করিল দৈনিক কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এখন কড়া গণ্ডা পড়াইলেই হয় তাহার অনুমতি চাই;—অনুমতি চাহিয়া সে একদৃষ্টিতে গুরুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল,—শিষ্যের কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়া গুরু পাঠশালার ছুটীর হুকুম দিলেন। বালকেরা অসময়ে বিদায় পাইয়া গুরুকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপনাপন বাটীর দিকে ছুটিল। পাঠশালে কেহ রহিল না। কিছু ক্ষণ পরে গুরুর চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল, আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখেন তখনও ছুটীর সময় হয় নাই। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,—পাঠশালা অকালে বন্ধ করার জন্য কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইত না, সুতরাং তাহার আর চিন্তা কিসের? তখন তিনি সকাল সকাল আহার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় কুঞ্জরগমনে দলমল করিয়া ভবতারিণী পাঠশালার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, তাহা দেখিয়া গুরু দাবদগ্ধা হরিণী বা আতপতপ্তা চাতকীর ন্যায় ব্যাকুল হইলেন,—ভব গুরুর প্রতি একবার চঞ্চল চক্ষের দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া একটু দণ্ডায়মান হইল। গুরু চারিদিকে চাহিয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন। ভব গুরুকে নিকটে পাইয়া জিজ্ঞাসিল "গুরু মশায়, সন্ধ্যার পর থাক কোথায়?"

গুরু। বোসেদের বাড়ীতে যাত্রার আকড়ায় যাই।

সুন্দরপুরে একটী যাত্রার সম্প্রদায় ছিল,—সঙ্গীতে গুরুর একটু অনুরাগ থাকা প্রযুক্ত সন্ধ্যার পর এক একবার গান শিখিবার জন্য আকড়ায় যাইতেন।

ভব। আজ বাসায় থাকবে? না থা'ক তা'তেও ক্ষতি নাই, আমাকে তোমার ঘরের চাবি কাটি টা দাও;——

গুরু স্বপ্নেও কখন ভবর এতাদৃশ অযাচিত অনুগ্রহলাভ কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি আপনার ঘর বন্ধ করিয়া চাবি কাটিটী ভবর হাতে দিয়া বলিলেন "অসুখ করেছে বলে আজ সকাল সকাল আস্‌বো।"

পঞ্চষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

সোণার হাত।

ভব প্রস্থান করিল, হাসি মুখে, প্রফুল্ল মনে বাড়ীতে গেল; সন্ধ্যা হইয়াছিল, প্রদীপ জ্বালিল, আপনার বাক্সটী বাহির করিয়া কতক টুকু সোণালী রাংতা ছাঁটিয়া আঠা দিয়া, আপন বামহস্তের কবজীর উপর আঁটিয়া সেই স্থানটীকে সুবর্ণময় করিল; এবং তাহার পর একটী তাম্বুল বদনে দিয়া বাটী হইতে বাহির হইল;—বরাবর কোথাও না দাঁড়াইয়া কিশোরীমোহনের বাড়ীতে গেল। অন্ত দিনের মত হর তাহাকে আদর করিয়া আপন ঘরে বসাইল। হর তখন শয্যাদি রচনা করিয়া খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করিতেছিল; কার্য্যানুরোধে একবার ঘরে, একবার বাহিরে আসিতেছিল; উহারই মধ্যে ভবর সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতেছিল। হর দুই একবার গৃহমধ্যে যাতায়াত করিতে করিতে প্রদীপের আলোকে ভবর বামহস্তের সুবর্ণময় অংশ দেখিতে পাইল,—আলোকবিভাষিত ভবর উজ্জ্বল হস্ত হরর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হর তাড়াতাড়ি আসিয়া ভবর নিকট দাঁড়াইল, ভব আপন হস্তে কাপড় ঢাকা দিল। হর জিজ্ঞাসিল "দিদি, তোমার হাতে কি?"

ভব। কই? কোথা কি?

হর। ঐ যে তোমার হাতে চক্‌চকে কি দেখ্‌লাম।

ভব। না——ও কিছু নয়।

হর। আমাকে বল্‌তেই হবে।

ভব। না—ন',—তুই ছেলে মানুষ, ও সকল কথায় তোর কাজ নাই।

হর। না, আমাকে তুমি বল। কই দেখি কি,—বলিয়া হর ভবর হস্ত ধরিতে গেল,—ভব যত্নের সহিত আপন হস্ত লুকাইয়া, উঠিয়া বাহিরে গেল।

হর। দিদি, ও কি, আমাকে বল্লে না। জান্‌লাম তুমি আমাকে ভাল বাসনা, যত কিছু সব মুখে।

এই কথায় ভব ঘরের ভিতর আসিল, —বলিল "তুই আমার সব নষ্ট কল্লি?"

হর। এরি মধ্যে কি তোমার নষ্ট

হ'লো দিদি ?

ভব। আমার মাথা আর মুণ্ডু।

হর। বলই না কেন শুনি।

ভব। তুই যেমন আমার লোকসান কল্লি, আমিও তোকে আর কিছু বলবোনা।

হর দুঃখিত হইল, আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। বোধ হইল হর তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে কখন এতদূর দুঃখিত হয় নাই। ভব তখন হরর চিবুক ছুইটী ধরিয়া বলিল "তবে একান্তই শুন্‌বি ত আর কা'কেও বলিস্‌ না।"

হর। দিদি, তুমি কি আমাকে এতই ছেলে মানুষ পেলে যে, যে কথা তুমি বল্‌তে বারণ কল্লে সে কথা আবার কা'কেও বল্‌বো ?

ভব। জামাই বাবুকেও না ?

হর। না।

ভব। একজন সন্ন্যাসী এসেছে, সে এমনি বিদ্যা জানে যে শরীরের যেখান টা ছোঁয় সেই খান টা সোণা হয়।

হর। দিদি, সে কোথায় ? আমাকে নিয়ে চল, আমি কা'কেও বলবো না।

ভব। এই জন্যেই ত বল্‌তে চাই না।

হর। না দিদি, চল, তোমার সঙ্গে যাই,—আমাকে কি কত্তে হবে বল।

ভব। না তোকে নিয়ে গেলেই সব গোল মাল হ'য়ে পড়বে। সকলে জান্‌তে পারবে। সন্ন্যাসী আমাকে বারণ করে দিয়েছে।

হর। চুপে চুপে যাবো, কেউ টের পাবে না।

ভব। আজ থাক, আর একদিন তখন নিয়ে যাবো। আগে আমি আপনার সর্ব্বাঙ্গটা সোণা ক'রে নিই।

হর। না ভাই, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়বো না, তুমি যেখানে যাবে, সঙ্গে যাবো।

ভব। আজকার রাতটা থাক।

হর। রাত ছেড়ে এক দণ্ড আমি থাক্‌চি না।

ভব। তবে একখানা ভাল কাপড় পর,—প'রে আয়।

হর তাহাই করিল। ভাল কাপড় পরিয়া বেশ ভুষা করিয়া ভবর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। ভব তাহাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর গুরু মহাশয়ের ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরের ভিতর হরকে রাখিয়া বলিল "তুই থাক, আমি সন্ন্যাসীকে ডেকে আনি।"

হর। যদি গুরু মশায় আসে ?

ভব। সে আজ বাড়ী গেছে।

হর। তোমার কতক্ষণ দেরি হবে ?

ভব। এখনি আস্‌চি।

গুরু মহাশয়ের ঘরে হরকে বসাইয়া ভব হরর বাড়ীতে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে কিশোরীমোহন বাড়ীতে আসিল। ভবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কতক্ষণ এলে ?"

ভব। সন্ধ্যার সময়।

কিশো। আমাদের এ কোথায় ?

ভব। কে জানে, এসে অবধি ত দেখি নাই।

কিশো। কোথায় গেল ?

কিশোরীমোহন পুষ্করিণী ঘাট, পাড়া প্রতিবাসীদের বাড়ী, এখানে সেখানে অনেক খুঁজিলেন, হরকে পাইলেন না। ফিরিয়া বাড়ীতে আসিলেন। ভব জিজ্ঞাসা করিল "কোন ঠিকানা হ'লো ?"

কিশো। না,—কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না।

ভব। না হয় চল আমাদের বাড়ীতেই যাই, সেখানেই খাওয়া দাওয়া কর্‌বে।

কিশো। বেশ,—আজ কি আর জল গ্রহণ হ'বে যতক্ষণ না একটা কিছু হয়।

ভব। ঠিকানায় খুজেছিলে ?

কিশো। সে কোথায় ?

ভব। গুরু মশায়ের বাসায় !

কিশো। না !——

ভব। সেখানটা একবার দেখা চাই।

কিশো। তবে যাই।

ভব। আমি সঙ্গে যাবো।

কিশো। তুমি এখানে থাক।

ভব। না, না, আমি সঙ্গে যাই চল।

ভব কিশোরীমোহনকে লইয়া গুরুমহাশয়ের ঘরে গেল, ঘরে চাবি বন্ধ, ভিতরে আলো জলিতেছিল, জানালার ফাক দিয়া ভব দেখিল হর ঘরে শুইয়া আছে। কিশোরীমোহনকে দেখাইল। কিশোরীমোহন দেখিয়া আগুণ হইল; বলিল "এখনি খুন করবো।" ভব তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল "থাম,—একটু থাম। আমি পর্য্যন্ত সে কথায় আছি,—আপনা বাঁচান চাই ? রাগ থামাও, আমার কথা শোন,—আমার মাথা খাও।"

কিশো। আচ্ছা কি কত্তে হবে বলো। ভব কিশোরীমোহনের কাণে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ ফুস্ ফাস্ করিয়া কি মন্ত্র দিল। কিশোরীমোহন তাহাতেই ক্ষান্ত হইয়া বলিল "আচ্ছা, তবে দেরি ক'রোনা।"

গুরু মহাশয়ের ঘরে হর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তাহার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তাই একখানি মাদুর পাতিয়া তাহাতে সে নিদ্রা যাইতেছিল। ভব ঘরের চাবি খুলিয়া হরকে জাগাইল, হর জাগ্রত হইয়া সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিল। ভব বলিল "এখানে হ'বে না, রাত্রি দুপুরের সময় মাঠের পুকুরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে। এখন নয়। খাওয়া দাওয়া কর্‌গে।" হর কিছু ক্ষুণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহির হইল। ভব ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইবে এমন সময় গুরু তারাচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। তারাচাঁদ ভবকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল মনে বলিলেন "ভব কোথায় যাও ?"

ভব। চুলোয়।

গুরু। রাগ কর কেন ?

ভব। সাধে ? সমস্ত রাত টা গেল।

গুরু। কা'ল থেকে সকাল সকাল আস্‌বো।

ভব। আমিও কা'ল একটু রা'ত করে আস্‌বো।

বলিতে বলিতে ভব অন্তর্দ্ধান হইল।

ষট্‌ষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

ভব কাঁপিল।

হর ঘরে গেল। তাহার মনে বড় উৎসাহ,—তাড়াতাড়ি আহারাদি প্রস্তুত করিল,—আহারাদি প্রস্তুত করিয়া বড়ই ব্যস্ত; স্বামী কতক্ষণে আসিয়া আহার করেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, স্বামী আসিলেন না। মন বড়ই ব্যাকুল হইল,—কতক্ষণে তিনি আইসেন। রাত্রি অধিক হইলে পাছে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ না হয়। হর আর স্থির থাকিতে পারিল না,—এক বার ঘরে, এক বার বাহিরে আসিতে লাগিল। এমন সময় ভব বাড়ীতে প্রবেশ করিল, আসিয়াই বলিল "হর শিগ্‌গির ক'রে খেয়ে নে।"

হর। তিনি এখনও আসেন না।

ভব। আ'জ আসবেনও না।

হর। কেমন ক'রে জান্‌লে?

ভব। রাত্তিরে যখন বাড়ী যাই, পথে আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমাকে দিয়ে বলে দিলে হেম বোসের মোকর্দ্দমার জন্যে দারগা তা'কে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে, তাই সেখানে গেল, আজ আর বাড়ী আস্‌তে পারবেনা। তোর ত সুবিধা হলো।

হর ভবর হুকুম মত আহারাদি সমাপন করিল। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর! অন্ধকারে চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিয়াছে;—বাতাস বহেনা, প্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ,—আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না, মেঘাচ্ছন্ন;—মেঘের বর্ণ দেখা যায় না, অন্ধকারে মেঘও অন্ধকার বর্ণ। গ্রীষ্মাতিশয্যে শরীর হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। হর ভাল কাপড় পরিয়া ঘরে চাবি বন্ধ করিল। ভব তাহাকে বলিল "পূজার জন্যে দুটো মাটীর কলসী চাই।"

হর ঘর খুলিয়া একটীর অধিক মাটীর কলসী পাইল না, ভবর পরামর্শে একটী পিতলের কলসী লইল; দুইজনে দুইটী কলসী কক্ষে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

সুন্দরপুরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে মাঠের মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল,—তাহার চতুর্দ্দিক ছোট বড় নানা জাতীয় গাছে

ঢাকা। দুইজনে সেই পুষ্করণী'তে উপস্থিত হইল। পুষ্করণী'র উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ক্ষুদ্র আলোক ঘোর অন্ধকার নষ্ট করিয়া মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। কামিনী দুইটী ক্রমে আলোকের সমীপস্থা হইতে লাগিলেন।

আলোকের সম্মুখে এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি; আলোক সুস্পষ্ট নহে, মিট্ মিট্ করিতে ছিল তাহাতে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল দেখা গেল না, কেবল তাঁহার ভস্মমাখা বপু গৈরিক বসনে আবৃত এই মাত্র অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন "ভব, এ দিকে এস,——"

ভব হরকে একটু দূরে রাখিয়া সন্ন্যাসীর সমীপস্থ হইল। সন্ন্যাসী কিশোরীমোহন। ভব যখন সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তিনী তখন তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ,—বিশুষ্ক,—শরীরে যেন রক্তের লেশ মাত্র নাই,—মৃত দেহের ন্যায় বিশ্রী, বিবর্ণ—সর্ব্ব শরীর বিনা বাতাসে কাঁপিতে ছিল। সন্ন্যাসী ভবকে নিকটে লইয়া বলিলেন "তুমি মুখ চাপিয়া ধর।"

ভব। আমি পারবো না। আমার গা হাত থর্ থর্ কচ্চে।

সন্ন্যা। তুমি আমায় সন্ধ্যাবেলা কি বলেছিলে?

ভব। যা ব'লেছিলাম তা করেছি। এখন তুমি,—

সন্ন্যাসী আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, যেখানে হর দণ্ডায়মান ছিল সেইখানে গেলেন, হরর গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিলেন। হর কথা কহিতে পারিল না, গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল; আপন স্ত্রীজনোচিত সামর্থে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল; সে চেষ্টা একজন বলশালী পুরুষের সরোষ আক্রমণে পরাভূত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে হরসুন্দরী নীরব নিস্পন্দ হইল, আর নড়িল চড়িল না;—সন্ন্যাসী হরর গলা ছাড়িয়া দিবামাত্র তেমনি রহিল। জন্মের মত হরসুন্দরী ফুরাইয়া গেল। সন্ন্যাসী তখন আলোক লইয়া ভবকে ডাকিলেন, ভব তখন একটী বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল। সন্ন্যাসী বলিল "ভব, এ চিন্তার সময় নয়,—ভাল চাও ত যা বলি তা কর। না হয় যা মনে আছে কর্‌বো।"

ভব। কি কত্তে হবে বল।

সন্ন্যা। এস লাশ জলে ডুবিয়ে আসি।

ভব সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে গেল। তখনও তাহার শরীরকম্পন সম্যক নিবৃত্তি হয় নাই, কাঁপিতে কাঁপিতে হরসুন্দরীর মৃত দেহের নিকটে গেল; দুই জনে ধরিয়া জলের ধারে পৌঁছিল, দুইটী কলসী হরর গলায় বাঁধিয়া সন্ন্যাসী পুষ্করণী'র জলে মৃত দেহ লইয়া ভাসিলেন, পুষ্করণী'র মধ্যস্থলে গিয়া কলসী দুইটী জলপূর্ণ করিবামাত্র মৃত দেহ সমেত কলসী দুইটী পুষ্করণী'র জলে ডুবিল। সন্ন্যাসী সন্তরণ দিয়া তীরে উঠিলেন, আপনি স্নান করিয়া ভবকে স্নান করাইলেন। তাহার পর দুইজনে বাড়ীতে ফিরিলেন। পথিমধ্যে সন্ন্যাসী ওরফে

কিশোরীমোহন ভবকে বলিলেন "দেখ ভব, এ কথা যেন কেহ শোনে না,—তা'হলে তুমি আগে মর্‌বে। তুমি বড় তরাশে,—এমন জান্‌লে আমি নিজেই সব কত্তেম। যাহ'ক যেন প্রকাশ না হয়। "ভব শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল "না,—একথা কেউ জানবে না"

ভব আপনার বাড়ীতে গেলে কিশোরী-মোহনের সঙ্গে সে দিন আর কোন কথা হইল না।

কিশোরীমোহন আপন বাটীতে গিয়া এক ছিলিম তামাকু খাইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, আপন শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া শ্বশু-রকে জিজ্ঞাসা করিলেন হর আজি রাত্রে তাঁহাদেরই বাড়ীতে থাকিবে নাকি? কিশোরীমোহনের শ্বশুর এরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বাড়ীতে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন হর সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে আইসে নাই। তখন কিশোরীমোহন হাহাকার করিতে লাগিলেন,—কোথায় গেল, কি হইল বলিয়া ইতস্তত ছুটাছুটী করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্বশুর জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন আহারাদি করিয়া ওবাড়ী থেকে আসি বলিয়া অনেক ক্ষণ চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পর তাঁহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে তথাপি সাক্ষাৎ নাই।

কিশোরীমোহনের শ্বশুর তাঁহার পুত্রকে লইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, রাত্রি প্রভাত হইল তথাপি হরর অনুসন্ধান হইল না।

সপ্তষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

শব সাধনে বিফলযত্ন হইয়া গোবৰ্দ্ধন দিক্‌পতি কিয়দ্দিন কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল; এতদিনের পর মঙ্গলাকে একদিন বলিল "মঙ্গলা, তোমার মত সংস্থান করেছি,—এখন আমি গঙ্গা স্নানে যাবো,—আমার মনে হয় না যে আর ফিরে আসতে পারবো। হয়ত এই শেষ দেখা। কিছু দিন থেকে মনটা বড় খারাপ হয়েছে, সংসারের কিছুতেই আর তেমন সুখ স্বস্তি পাই না। সবই যেন ফাকা ফাকা,—আর কিছু ভাল লাগে না।"

মঙ্গ। তেমন সকলেরই হ'য়ে থাকে,—একটা বড় কাজ ধরেছিলে, হ'লো না,—মন খারাপ হবে বই কি?

গোব। না মঙ্গলা, আমি বড় ভাল বুঝচি না।

মঙ্গ। তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

গোব। তাও যাবো না।

মঙ্গ। তোমার ভাবনা ভেবে আমি তা হ'লে প্রাণে বাঁচবো না।

গোব। সে কথা কিছু বলাযায় না।—সময় না হ'লে কেহ মরে না।

মঙ্গ। আমি আত্মঘাতী হবো।

গোব। অদৃষ্টে না থাক্‌লে কিছুতেই হবে না।

মঙ্গ। যাহ'ক আমাকে সঙ্গে নাও।

গোব। বারম্বার বল্‌চি, ক্ষান্ত হও। একবার সমস্ত কাজ খাম হয়েছে; সে দিন বারণ করেছি, আবার আজ বিরক্ত কচ্চো?

মঙ্গলা আর কিছু বলিল না। মঙ্গলাকে নিবৃত্ত করিয়া গোবৰ্দ্ধন, বলিল "দেখ আমার যেখানে যা আছে, কা'কেও কিছু বলি নাই,—তোমাকে যা দিয়েছি তা'তেই এক-রকমে তোমার দিন কেটে যাবে। তবে যদি কখন দরকার হয়, কোন বিশ্বাসী লোককে সঙ্গে নিয়ে, কিম্বা, আপনি যদি পার আরও ভাল, বনের ভিতর যাবে। আমি যেখানে কুস্তি করি, সেই ফাকা জায়গাটার কাছেই যে একটা নাগেশ্বর চাঁপা আর একটা কনক চাঁপার গাছ কাছাকাছি আছে, সেই দুটো

গাছের মাঝ খানে যে জায়গা টুকু আছে সে টুকু খুঁড়বে, যত খুঁড়বে কেবল বাদসাহী মোহর পাবে,—থাকে থাকে সাজান আছে। কত রাজার ধন আছে আমি বল্‌তে পারিনে,—একটা থাক খুল্‌লেই দেখতে পাবে। লোকে জানে আমার সঞ্চয় নাই, যা পেয়েছি দুহাতে দান করেছি,—সে কথা সত্য; পোতা ধন আমার নয়,—সে ধন আমার ভোগে এলো না,—তোমারও ভোগে আসবে না,—যার সেই পাবে। আমি একথা শুনেছি, কখন দেখিও নাই, দেখবার দরকারও হয় না। এর পর তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় না হয় আরও একটা কথা বলে রাখি,—না,—সে শেষের কথা, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? না হয়, সে কথার জন্যে কিছু আটকাবে না।"

মঙ্গ। সেকথা বলায় কি কোন দোষ আছে?

গোব। একটু আছে। শুনে কাজ নাই।

মঙ্গ। তবে থাক,—

গোব। আর দেখ, আমার কাছে ভিক্ষা কত্তে এসে যে যা চাইতো পেতো, তুমিও তেমনি করবে,—তোমারত কিছুরই অভাব থাকলো না, কেন না করবে? খবরদার অন্যথা না হয়।

মঙ্গ। থাকৃতে কসুর করবো না। কবে যাবে?

গোব। আজিই রাত্রে।

মঙ্গ। না;—

গোব। দেখ তুমি আর শুভকাজে ব্যাঘাত হয়োনা।

মঙ্গলা গোবর্দ্ধনের কাণে কাণে কি বলিল, গোবর্দ্ধন আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে দিন থাকিল—তাহার পর আর চারিটী দিন থাকিল। পাঁচ দিনের দিন প্রাতে অখিল বাগ্‌দী, আর লক্ষ্মীকান্তকে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন গঙ্গাস্নানে বাহির হইল।

লক্ষ্মীকান্ত সেনাপতি গোবর্দ্ধনের বন্ধু,—এতাবৎ কাল গোবর্দ্ধনের দত্ত মাসিক শতাধিক মুদ্রা বৃত্তি পাইয়া আপন সংসারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং বড় বিশ্বাসী, সেই লক্ষ্মীকান্ত আজি গোবর্দ্ধনের গঙ্গাস্নান যাত্রার সাথী। তাহারা তিনজনে দুই দিবসে বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ঘাটে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীকান্ত বাসাঘর স্থির করিয়া তিন জনে তথায় অবস্থিতি করিল। বৈদ্যবাটী পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া ছিল, সুতরাং সেদিন আর গঙ্গাস্নান হইল না, পর দিন প্রাতের অপেক্ষা করিতে হইল।

রাত্রি ভোর হইল,—গোবর্দ্ধন জাগ্রত হইয়া অখিল ও লক্ষ্মীকান্তকে তুলিল,—সকলে একে একে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া লইল। ক্রমে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন। গোবর্দ্ধন গঙ্গাস্নান করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইল। সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত আর অখিল বরাবর আছে। গঙ্গার জলে নামিয়া গোবর্দ্ধন সংকল্প করিল,—সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ

করিতে করিতেই ডুব দিল; ডুব দিয়া উঠিবা মাত্র, ঘাটের চারি দিকে চারি পাঁচ খানি নৌকা ছিল, সেই সকল নৌকা হইতে দলে দলে সিপাই বাহির হইয়া গোবর্দ্ধন, আর অখিলকে গ্রেপ্তার করিল। তাহাদের দুই হস্তের স্থানে স্থানে তিন চারিটী করিয়া হাতকড়া দিয়া বাঁধিল।

লক্ষ্মীকান্ত নৌকায় উঠিয়া আপন ধুতি চাদর ছাড়িয়া পুলিশ দারগার পোসাক পরিধান করিল। লক্ষ্মীকান্ত যে একজন ছদ্মবেশী দারগা এতদিনে গোবর্দ্ধন তাহা জানিতে পারিল। সিপাহীরা গোবর্দ্ধনের প্রতি বল প্রকাশ করিল, জল হইতে তাহাকে তুলিবার চেষ্টা পাইল। গোবর্দ্ধন নৌকারূঢ় লক্ষ্মীকান্তের প্রতি রক্তিমলোচনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "লক্ষ্মীকান্ত, তুই কাপুরুষ, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন নরকেও তুই স্থান পাবিনা। নরকের নরকে তোকে কীট হ'য়ে জন্ম জন্মান্তর কাটাতে হবে।" ক্ষয়গ্রস্ত দন্তগুলি পরস্পর পেষণ করিয়া গোবর্দ্ধন পুনরপি বলিল "বনের সিংহ বনে ধত্তে না পেরে, প্রতারণা কল্লি,—এখন ও মনে কল্লে পদাঘাতে তোর শরীর গুঁড়া কত্তে পারি,—গোবর্দ্ধন এখনও বন্দী নয়,—ইচ্ছা কল্লে এই লোহার রোগা হাত কড়া ভাঙ্গতে মজবুত। কিন্তু নেমক হারামীর সংসারে নেমক হারামদের সঙ্গে থেকে পর কাল খুয়াতে আর ইচ্ছা হয় না। বাহাদুর বল্‌তেম যদি বলে গোবর্দ্ধনের এক গাছি চুল ছিড়তে পারতিস,—এখনও দেখ গোবর্দ্ধন দুচারিটা মত্ত হাতীর বল ধরে।"

বলিয়া সে হাতকড়ায় টান দিল,—হাতকড়া কড় কড় করিতে লাগিল; সান্ত্রীগণ ধরিল;—আবার দুই তিনটা হাতকড়া লাগাইল। গোবর্দ্ধন কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া যেন আগুণের কণা বাহির হইতে থাকিল, উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল "দেখ লখে,—জন্মিলেই মত্তে হয়, তোকেও হবে, আমাকেও হবে,—সংসারের সকলেরই সেই পথ, কিন্তু দেখ্, পশুর মত মত্তে হলো এই বড় দুঃখ,—এ দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না। এ মরণে সুখ নাই,—খোলা হাতে পায়ে মত্তে-পেতাম, স্বর্গসুখ হতো। তুই আমার সে সুখের হন্তারক হলি,—তোর দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌বে না" ব্রহ্মমূর্ত্তি দিবাকরের দিকে চাহিয়া "দেব তুমি সাক্ষী,——মাগঙ্গা তুমি সাক্ষী,—ধর্ম্ম সাক্ষী,—গোবর্দ্ধন যদি কোন দিন দুর্বলের প্রতি বল ক'রে থাকে তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো, অপঘাতে প্রাণ গেল,—আর যদি গরিবের উপকারের তরে এ জীবন হ'য়ে থাকে, গরিবের জন্যে যে কলঙ্কের ডালি চির দিন মাথায় বয়ে সংসারে দস্যু নাম রেখে চল্লেম, যদি তা সার্থক হয়, তবে তুই যে শত শত গরিবের উপকারের টাকা আপনার পেটে পূরে পেট মোটা কল্লি, সে টাকা ভোগ করবার লোক তোর বংশে কেউ থাক্‌বেনা। ধর্ম্ম যদি সত্য হয় এই গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন বলচে সে ধন যার ঘরে যাবে তার সোনার ঘর ছারখার হবে, সে মাটীতে

বজ্রাঘাত পড়বে, হাজার হাজার পুত্রপৌত্র থাক্‌লেও তোর বংশে বাতি দিতে জন প্রাণী থাক্‌বে না। দেখিস্‌—গোবর্দ্ধন চোর ডাকাত নয়,—গোবর্দ্ধন বনের আতুড় মাটীতে, না হয় বাঘ ভালুকের গর্ত্তে থাক্‌তো,—গাছের ফল, ঝরণার জল খেতো,—দেশের গরিবদের জন্যে ভাবতো,—তাই গোবর্দ্ধনের এ দশা! গোবর্দ্ধন তা'তেও ডরে না!!"

অষ্টষষ্টীতম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন মোক্তার।

পাটনা হইতে কৈলাসবাসিনী আপন মৃত স্বামী পাদরী দেবানন্দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিবার পর রঘুনাথের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমার কোন তদ্‌বির হইল না, তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত করিবার কোন বিশেষ প্রমাণ ও পাওয়া গেল না, হুগলীর মাজিষ্ট্রেট রঘুনাথের চরিত্র ও কার্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়া একখানি পত্র পাটনার মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছিলেন সেই সকল কারণে রঘুনাথ বিনা চেষ্টায় খালাস পাইলেন। পাটনা হইতে খালাস পাইয়া রঘুনাথ হুগলীতে আসিয়া পুনরায় আপনার কার্য্য পাইলেন। আর লোচন ডোমের বিরুদ্ধে হরিকে বধ করার আর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটকে রিপোর্ট করিলে তিনি দস্যুতাজীবী লোচনের পুত্রগণ ও আনুসঙ্গিক লোকদিগের সহিত তাহাকে দায়মালে পাঠাইলেন। ফলতঃ লোচনের মোকর্দ্দমা তদন্ত করিবার কালে রামনগরের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ের চাল চলন, কাজ কারবার সম্বন্ধে রঘুনাথ যতদূর জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে হরিশ্চন্দ্র চোরামাল ক্রয় করিয়া থাকেন, এবং গোপন অনুসন্ধানে আরও জানিয়াছিলেন যে চোরামাল কেনা

বেচা করিয়াই তাঁহাদিগের এত সৌভাগ্য। হরিশ্চন্দ্রের পিতামহ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; দিনান্তে তাঁহার অন্ন জুটিত না; তাহার পিতা সাবালক হইয়া একজন জমিদারের সরকারে গমস্তাগিরি কাজ আর চোরামালের ব্যবসায় করিতেন। হরিশ্চন্দ্র যে আজি কালি জমিদারী বিষয় বিভব ভোগ করিতেছেন সে সমুদায় তাহা হইতেই হইয়াছে। আজিও হরিশ্চন্দ্রের সেই বৃদ্ধ পিতা জীবিত;—কিন্তু বিশেষ আটক না হইলে তিনি এখন আর বিষয় কার্য্য দেখিতেন না, সমস্তই পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া সারাদিন পূজার্চ্চনা, ইষ্টচিন্তা লইয়া থাকিতেন।

গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি গ্রেপ্তার হইয়া মেদিনীপুরে চালান হইলে হরিশ্চন্দ্রের মেদিনীপুরের মোক্তার রামসহায় ঘোষ এই মর্ম্মে একখানি চিঠী লিখিয়া পাঠান যে, "গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি ধরা পড়িয়াছে, পুলিশের পীড়া পীড়ীতে সে যে যে জায়গায় ডাকাইতী করিয়া যাহাকে যাহাকে ডাকাতীর মাল বিক্রয় করিয়াছে সে সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। পত্রে বিশেষ করিয়া সমস্ত লিখিতে পারিলাম না, আপনাদের এখন নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। যদি কোন তদ্‌বির করা আবশ্যক বোধ করেন তবে এই তাহার উপযুক্ত সময়,—পত্র বাহক মারফৎ কমের কম পাঁচ শত টাকা না পাঠাইলে আদালতের ভিতরে ভিতরে কি হইতেছে—তাহার খবরই মিলিবে না। অতএব যাহা সদ্‌বিবেচনা হয় করিবেন।"

এই পত্র পাইয়া হরিশ্চন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, নিশ্চয় করিলেন এবারে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে জেলে পাথর ভাঙ্গিতে হইবে, নানা ভাবনা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতার শরণ লইলেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতা তখন আহ্নিক করিতে ছিলেন। স্তিমিত নেত্রে বক্ষঃস্থলে করপুট সংস্থাপন করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে নিবিষ্টমনা; পুত্রের পদ সঞ্চার শব্দে পিতার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া ইঙ্গিতে পুত্রের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে হরিশ্চন্দ্র চিন্তাবিদলিত মলিন মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। হরিশের পিতা পুত্রের উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া যোগাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্তারের পত্র পাঠ করিলেন, এবং আনুমানিক সহস্র মুদ্রা লইয়া মেদিনীপুর যাত্রার উপদেশ দিলেন, আর বলিয়া দিলেন সাবধানপূর্ব্বক সকলের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া কাজ করা হয়, রাত্রিকাল ভিন্ন দিবাভাগে সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন নাই, কে জানে কাহার মনে কি আছে।

পিতার পরামর্শানুসারে হরিশ সেই দিন রাত্রিতেই মেদিনীপুর রওনা হইলেন; মেদিনীপুরে গিয়া মোক্তার রামসহায় ঘোষের বাসায় অবস্থিতি করিলেন। রামসহায়ও তাঁহাকে যুক্তি দিলেন যে তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিবেন, তাঁহার

নিজে কাছারী যাইবার বা কাছারীর কোন আমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবারও প্রয়োজন নাই। হরিশ তাহাই করিলেন, আর রামসদয়কে দুই শত টাকা নগদ দিয়া মোকর্দ্দমার তদ্‌বির করিবার অনুরোধ করিলেন। রামসদয় দুই শত টাকায় গা পাতিলেন না, বলিলেন "এ ত বাজে আমলাদিগে দিতেই ফুরা'বে, পুলিশের ফেরত সেরেস্তাদার অনুপ বাবু টাকার রাহু;—পূরা পাঁচটী শ না হ'লে কথাই কইবে না। এ সকল ব্যাপারে টাকার টানাটানিতে কাজ পাওয়া ভার।" হরিশ অগত্যা পাঁচ শত টাকাই দিতে বাধ্য হইলেন।

অনুপ বাবু এখন মেদিনীপুরের ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার,—বোধ হয় অখিল বাগ্‌দীর হস্তে শিক্ষা পাইয়াই তিনি পুলিশের দারগাগিরি ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন। কিন্তু মেদিনীপুর সহরে গুজব গোবর্দ্ধন দিক্‌পতিকে গ্রেপ্তার করিয়া মেদিনীপুর লইয়া যাইতে না পারায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে পুলিশের অযোগ্য বিবেচনায় আপন আদালতের সেরেস্তাদারীতে রাখিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হওয়ায় মেদিনীপুরে তাঁহার একটা কলঙ্ক হইয়াছিল।

অনুপ বাবু পুলিশের ফেরত সেরেস্তাদার তিনি আদালত, মফস্বল, মোক্তারীর সকল ঘাট চিনিতেন; রামসহায়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন "গোবর্দ্ধনের হাঙ্গামায় মোখ্‌তা মহাশয় কি আন্দাজ পেলেন।" রামসহায় দুঃখের কান্না কাঁদিয়া বলিলেন একটী পয়সা নয়,—লোকজন ক্রমে স্যায়না হচ্চে,—আর সংসার চালান ভার, ছেলে পিলে খেতে না পেয়ে মারা যাবে।" অনুপ বাবু আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু তিনি বাজার গুজবে শুনিয়াছিলেন যে মেদিনীপুরের অনেক ছোট জমিদার চুরীর মাল কিনিয়া বড় মানুষ হইয়াছে, তাহার পরদিন সেইরূপ কতক গুলি জমিদারের নামে পরওয়ানা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহীমোহর করাইয়া আপন আপিশের বাক্সে রাখিলেন ও রামসহায়কে কাছারীর সময় তাঁহার একজন মক্কেলের নাম, ও তিনি কি প্রকারের লোক কি রূপে বিষয় বিভব করিয়াছেন, তাহার সংবাদ চাহিলেন, বলা বাহুল্য যে রাম সদয়ের সে মক্কেলটীও মেদিনীপুরের একজন ক্ষুদ্র জমিদার। সেরেস্তাদার বাবুর এরূপ প্রশ্নে রাম সহায় কিছু চিন্তিত হইলেন ভাবিলেন সিংহের ভাগ বা শৃগালে লয়। তিনি অনুপ বাবুকে কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলেন সাহেবের হুকুম হইয়াছে খোরদা জমিদারদিগকে হাজির আনিতে হইবে, গোবর্দ্ধন তাহাদের নামে কি একরার করিয়াছে, তাহা এখন ও অপ্রকাশ; বিশ্বাস স্বরূপ তিনি রামসদয়ের কথিত মক্কেলের নামে এক খানি সাহেবের শীল মোহর করা নোটীশ দেখাইলেন। সেই নোটীশের সঙ্গে আরও একখানি নোটীশ বাহির হইল সে খানি হরিশ্চন্দ্রের

পিতার নামে লিখিত ছিল দেখিয়া রাম সহায় ভাবিত হইলেন। ফলতঃ তাঁহার মনে সাহস ছিল যে তিনি যে খেলা খেলিয়াছেন তাহার উপর অনুপের উঠিবার সামর্থ নাই। তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা উদ্গীরিত হইবার নহে। তাঁহার পাকস্থলী সংসারের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা ধাতুময় শুভ্রচক্রখণ্ডকে লঘুপাক বিবেচনা করিতেন। রামসহায় না ছোড় বন্দা,—সুতরাং তিনি কাছারী হইতে বাসায় যাইবার সময় হরিশ বাবুর পিতৃপক্ষে নোটীশের একখানি নকল লইয়া গিয়া হরিশকে দেখাইলেন, আর বলিলেন যে তিনি যা দিয়াছিলেন তাতেই হতো কিন্তু যখন নোটীশ বাহির হয়েছে, তখন আরও কিছু না নিয়ে যায় না।" হরিশ তখন পিতৃবাক্য স্মরণ করিলেন তিনি যে বলিয়া দিয়াছিলেন "টাকার বেলায় আদালতের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত হা করে।" তাহা ঠিক, তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া রামসহায়ের হস্তে আর পাঁচশত টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন "ঘোষজা মহাশয় বাবুকে বল্‌বেন, বেলমোক্তা ফুরাণ থাকলো, আমাদের নাম গন্ধের উল্লেখ না হয়।" পাপীর মন সদা সন্দিগ্ধ,—হরিশ আরও বলিলেন "দেখবেন,—খুব সাবধান,—যদিই গোবর্দ্ধন মালামালের উল্লেখ করে, আপনি পিছবেন না, এতদিনে আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেল,—আচ্ছা ঘোষজা মশায়, গোবর্দ্ধন এ যাত্রা ফিরবে না ত? তা যদি হয়, তবে তত্ত্বটা গরমে যাবেন না। তায় কষ্ট হয় কি করা যাবে,—অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

রামসহায় পাঁচশতের উপর পাঁচশত মুদ্রা হাতে পাইয়া মনে মনে কখন পুরাতন পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার, গৃহিণীর নামে বিশ চল্লিশ ভরি স্বর্ণ ক্রয়; বা পুরাতন বাড়ীর মেরামত এইরূপ একটা চিন্তা, আর কিসে অনুপের অংশ কমাইতে পারেন ইহারই একটা যুক্তি স্থির করিতেছিলেন। আবার ভাবিতেছিলেন সেরেস্তাদার মহাশয়কে ঠকাইলে আপনাকে ঠকিতে হইবে, পুনরায় তাঁহার হাতে যাইতে হইবে। ফলতঃ সে পক্ষে কম করিতে না পারিয়া তিনি ২৫০৲ টাকা তাঁহাকে দিলেন। হরিশ্চন্দ্রের বিপদ আপদ সমস্তরই হেতুভূত মোক্তার রামসহায়, সেরেস্তাদার অনুপ আর তাঁহার আপনার পাপিষ্ঠ মন;—নতুবা গোবর্দ্ধন এত নীচ প্রকৃতির লোক ছিল না। অর্থের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তে সেই মনপূত করিয়া হরিশ মেদিনীপুর হইতে বাড়ী ফিরিলেন।

একোণসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

দুশ্চিন্তা।

যে দিন রাত্রিতে কিশোরীমোহন আর ভবসুন্দরীতে হরকে হত্যা করিয়া পুষ্করণীর জলে ডুবাইয়া আইসে তাহার পরদিন সুন্দরপুরের জমিদার বাড়ীর কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই পুষ্করণীতে মৎস্য ধরিবার প্রয়োজন হইল। রাশি রাশি মৎস্যজীবী আসিয়া পুষ্করণীতে জাল ফেলিল,—অনেক মৎস্য ধরা পরিল। মৎস্য ধরিতে ধরিতে মৎস্যজীবীগণ একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠিল,—"একটা মরা মেয়ে মানুষ,—" চারিদিকের লোক আসিয়া একত্র হইল। সকলেই চিনিল সেই মৃত স্ত্রীলোকটী হরসুন্দরী। গ্রাম শুদ্ধ লোকে শুনিল,—কিশোরীমোহন, তাঁহার শ্বশুর রামলোচন আর আর পরিবারদিগের সকলে হায় হায় করিয়া পুষ্করণীতে আসিয়া হরসুন্দরীর মৃতদেহ দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; অনেক কান্নাকাটনার পর কিশোরীমোহন সর্ব্বাগ্রে অবধারিত করিলেন হর আত্মহত্যা করিয়াছে, অনেকেই তাহাতে একমত হইল। হরসুন্দরীর মাতা তখন উদ্দেশে ভবকে নানা প্রকার কটূক্তিতে গালি দিতে লাগিলেন, জামাতার ব্যভিচার দোষই যে হরর আত্মহত্যার কারণ—আর তাহা যে ভব হইতেই হইয়াছে তিনি হাইই ছিঁরে করিয়া ভবর এক দোষকে সহস্র করিয়া অজস্র গালি দিয়া কন্যাশোকের তর্পণ করিতে লাগিলেন। এক কাণ, দুইকাণ করিয়া সে কথা ভবর কাণে ভিন্ন মূর্ত্তিতে উঠিল। ভব শুনিল হরর মাতা বলিয়াছেন ভবই তাঁহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে।

দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য হইলে স্ত্রীলোকেরা সাতটী কন্দল প্রিয়া স্ত্রালোকের নাম লইয়া থাকেন—তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে কোথাও বাতাস না থাকিলে "সাত কুঁদুলীর" নাম লইলে বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার একটী উদ্দেশ্যও আছে। দুইটী কন্দলিনীর একত্র সমাবেশ হইলে রক্ষা থাকে না, দিক সকল অধীর হয়, বায়ু কম্পিত হয়,—এমত স্থলে সপ্ত কন্দলিনীর

নামে বায়ু বহন নিশ্চয়ই সম্ভব। সপ্ত কন্দলিনীর নাম লওয়া কেবল বায়ুকে ভয় দেখান মাত্র। আমাদিগের ভবতারিণী সুন্দরপুরের মধ্যে সপ্ত কন্দলিনীর মধ্যে প্রধানা, গ্রামের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে লইতেন। হরর মাতার কথা তাহার কর্ণে পৌছিলে সে অগ্নিমুখী হইয়া কিশোরীমোহনের নিকটে গেল, এবং তাঁহাকে বলিল "যদি হরর মা ফের এ রকম বলে, তবে সব কথা প্রকাশ হবে। সেই জন্তেই "আমি সে কাজে হাত দি নাই।" কিশোরী মোহন বলিলেন "ভব, সে হ'লে তুমি ত বাঁচবে না! তুমি সঙ্গে ছিলে।"

ভব। তা ব'লে কি সব দোষ আমারই?

কিশো। সে সকল কথায় কাজ কি,—তোমার নাম না হলেই ত হলো?

ভব। হাঁ,——আমাকে আর কোন কথা শুনতে না হয়।

কিশো। তা আর হবে না,—আমি বারণ করে দিব।

ভব। আমার নামে মিছা কলঙ্ক রটালে কিন্তু ভাই, আমি সব বলে দিব।

হরসুন্দরীকে হত্যা করিবার সময় কিশোরীমোহন ভবকে যে রূপ তাড়না করিয়াছিলেন, ভব সে কথা বিস্মৃত হয় নাই। সেই অবধি কিশোরীমোহনের ভাল বাসায় ভব যার পর নাই ভীত হইয়াছিল।

সুন্দরপুরের জমিদারের পুষ্করিণীতে হরসুন্দরীর মৃত লাশ পাওয়া গিয়াছে,—বিশেষ কিশোরীমোহন একজন মামলা মোকর্দ্দমাবাজ লোক, এজন্য জমিদারের কারপরদাজ পুলিশে সংবাদ দিতে ছাড়িল না। পুলিশে সংবাদ না দিয়া যাহাতে মৃত দেহের সদ্গতি হয় কিশোরীমোহন তাহার জন্য সুন্দরপুরের গমস্তাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গমস্তা শীতলবসুর মোকর্দ্দমায় একটী পয়সা পায় নাই, এজন্য সময় পাইলে কিশোরীমোহনের নিকট তাহার প্রতিশোধ লইবার বিশেষ আক্রোশ রাখিত, হরর জলমগ্নে মৃত্যুর সংবাদ পুলিশে দিলে কিশোরীমোহনের ততটা ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, হরসুন্দরীর মৃত্যু অপেক্ষা সেটা তাহার পক্ষে কিছু অধিক নয়, তবে ব্রাহ্মণকন্যার দেহ অন্য জাতীয়ের স্পৃশ্য হইবে, তাহা হইলেও কিশোরীমোহনের অনেকটা মনঃপীড়া জন্মিতে পারে এই সিদ্ধান্ত করিয়া গমস্তা থানায় এত্তেলা পাঠাইল।

থানায় সংবাদ পাঠাইবার পর গ্রাম মধ্যে গুজগাজ, ফুসফাস হইতে লাগিল হরসুন্দরী কেন মরিল? তাহার মরণে সন্দেহ আছে, এ কথা সকলেই প্রায় বলে,—কিন্তু কে একথা প্রথম তুলিল, কেন তুলিল তাহার সনুসন্ধান করিলে মূল কিছু খুজিয়া পাওয়া যায় না। গমস্তাও এই গুজব শুনিল,—এখন তাহার চেষ্টা হইল কিসে কিশোরীমোহনকে এই জালে জড়াইতে পারে, ফলতঃ কিশোরীমোহন যে এই কার্য্য করিয়াছে এখনও তাহার মনে উদয়

হইবার কোন কারণ দেখা দেয় নাই। গমস্তা এই জনরব লইয়া গ্রামের পরাণ দাসের বাড়ীতে বসিতেছে, তামাকু খাইতেছে, স্ত্রীলোক পরম্পরা অনুসন্ধান লইতেছে; রামধন কর্ম্মকারের দোকানে বসিতেছে তদ্রূপে খবর লইতেছে;—এইরূপ করিতে করিতে গুরু তারাচাঁদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। তারাচাঁদ গমস্তাকে বলিল "গমস্তা মশায়, কি শুন্‌তে পাই ?"

গম। কিসের ?

গুরু। মুখুয্যেদের হরর ?

গম। আমিও ত শুনচি,—ভিতরকার কথাটা কি বল দেখি ?

গুরু। বসুন তামাক খান।

গমস্তা আশ্বাস পাইয়া বসিল,—গুরুমহাশয় তাঁহার এক জন পোড়োকে তামাকু প্রস্তুত করিতে বলিলেন, পোড়ো তামাকু সাজিয়া ছিলিম হস্তে আগুণের অনুসন্ধানে বাহির হইল। গমস্তা গুরুমহাশয়ের কাছে বসিবামাত্র গুরু বলিলেন "বিশ্বাস মহাশয়, দেশের কাণ্ড কারখানা দেখে হতবুদ্ধি হ'তে হয়েছে,—দেশ কি ছিল, কি হলো। আবার দু দিন পরেই কি হয়।"

গম। আসল কাজের কিছু খবর রাখ ? তাহ'লে এ যাত্রা সব ঠিক কত্তে পারি।

গুরু। খবরাখবর কি একটু দোষ হয়ে পড়েছে, বলবো কি,—না হলে এই যাত্রাই—যা বলেছেন !

গম। দোষ কি,—উনি মনে করেন পুলিশ ওঁর হাত ধরা, কিন্তু পুলিশ বাপের নয়, কেবল টাকার,—

গুরু। তা বটে কিন্তু ও লোকটা কি যাদু জানে।

গম। মাথা আর মুণ্ডু,—খোসামোদ করে,—যায় আসে,—সারাদিন মসাহেবী করে। আমাদের মনিবালী চাকরী,—তেমন কত্তে গেলে মনিবের ক্ষতি হয়। না হ'লে আমরা কি আর পারি না ?

গুরু। তা বটে,—

গম। কি বল্‌ছিলে, বল্লে না ?

গুরু। সে কথা আর আপনার শুনে কাজ নাই।

গম। বলই না। দেশের উপকার হয়, —দেখছ না, লোক মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌চে না, কিন্তু সকলে তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

গুরু। আপনার গায়ে একটু পড়ে।

গম। কিছু পড়বে না, একটু খানি আমাকে ইসারায় বল না।

গুরু। বল্লেই যে আদালতে দাঁড়াতে হ'বে।

গম। আচ্ছা যদি না হয় ?

গুরু। বিশ্বাস নাই।

গম। আমিত আর পুলিশ নই,—ইসারায় একটু বলবার দোষ কি।

গুরু। কাল দু চার দণ্ডের সময় ভব কোন জায়গায় হরকে নিয়ে যায়,—যে ভদ্রলোকের ঘরে নিয়ে যায় সে তখন সেখানে ছিল না। এসে ভবকে দেখে,—হর তা'কে দেখে জড়সড় হয়ে চলে যায়। তাতেই বোধ হচ্চে ভব এতে আছে,—আর ভব

থাক্‌লেই কিশোরী আছে।

গম। আচ্ছা অনেকটা পাওয়া গেল, পুলিশ আসবার পূর্ব্বে আর যতদূর পারি দেখি।

পাঠশালার ছাত্র হরিদাস আগুণের অনুসন্ধানে গিয়া ছিল,—গুরুর ফরমাইস পাইয়া সে তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনীয় ভাবিয়াছিল,—সে বেলার লেখাপড়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সে যেন এ বাড়ী সে বাড়ী ছিলিম হস্তে বেড়াইয়া আগুণ লইয়া দণ্ড দুই পরে হাজির হইল। গুরু তখন রোষকষায়িত লোচনে হরিকে তীব্র সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "হরেকে এক ঠেঙ্গে দিয়ে রোদে দাঁড় করান হয়।" হরিদাস ভয়ে থরথর কাঁপিতে লাগিল, বলিল "আগুণ পাই নাই।"

গুরু। আচ্ছা কোথা কোথা গিয়েছিলি বল।

হরি অনেক জায়গার নাম করিল। হরির এজেহার সত্য কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্য শিরপোড়োকে পাঠান হইল। শিরপোড়ো ফিরিয়া আসিয়া বলিল "হরি কেবল মাত্র রায়েদের বাড়ীতে গিয়া ছিল, সেখানে হর মরার কথা শুন্‌ছিল।" তখন গুরু হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরে,—কি শুন্‌ছিলিরে?" হরে তাহাতে দ্বিতীয় অপরাধের সন্দেহ করিয়া সে কথার উত্তরে কেবল "না মশায়" বলিল। শিরপোড়ো বলিল—"তা নয়,—কাল রাত্রে রায়েদের নিধুর মা নিধুর ব্যারামের খবর পেয়ে রাত দুপুরের সময় বীরমপুর থেকে আসছিল মাঠে ভবর সঙ্গে হর একটী কলসী নিয়ে জল আন্‌তে মাঠের পুকুরে যাচ্ছিল দেখেছে। তাই শুনে হরর মা ভবকে গাল দিচ্ছে, আর বল্‌চে ভবই হরকে খুন করেছে।

এই সংবাদে গুরু বড় খুসী হইলেন, হরির সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলেন। গমস্তা ততোধিক খুসী হইল, হরিকে বাহবা দিল, আর বলিল বৈকালে কিছু মিঠাই খাইবার দরুণ পাঠাইয়া দিবে। হরিকে পুনরায় সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা হইল,—হরি সমস্ত আমূলক বলিল। গমস্তা তৎক্ষণাৎ গুরুকে সঙ্গে লইয়া রায়েদের বাটীতে উপস্থিত হইল;—সমস্ত বৃত্তান্ত নিধুর মার নিকট অবগত হইল, বাস্তবিকই সে হর আর ভবকে পূর্ব্বদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় মাঠের পুকুরের দিকে কলসী কক্ষে যাইতে দেখিয়াছিল।

এখন কিশোরীমোহন শ্বশুরালয়ে,—তাঁহার শ্বশুর যে তাঁহাকে পৃথক্ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, সে বাড়ীতে চাবিবন্ধ,—লোকে জানিবে আজি কিশোরীমোহন জায়া শোক-সন্তপ্ত,—সুতরাং সর্ব্বদাই বিমনা,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে দশবারের পর একবার উত্তর পাওয়া যায়। তাঁহার শ্বশুর কন্যা স্বত্বে তাঁহাকে যেরূপ যত্ন করিতেন, আজিও সে যত্নের লাঘব হয় নাই। কিশোরী মোহন অকূল পাথারে,—এক্ষণে সুন্দরপুরের অভিনয়ে যবনিকা ফেলিবেন কি না তাহাই

ভাবিতেছিলেন,—ক্রোধের বশীভূত হইয়া হরকে গুরু মহাশয়ের ঘরেই হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে ভবর যুক্তিতে তিনি সে সময় ক্ষান্ত হইয়া একটু দূরদর্শীর কাজ করিয়াছিলেন, সেই ভবকে বিশ্বাস করা এক্ষণে তাঁহার পক্ষে বড় সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচিত হইল। আজি কালি তাহাই তাঁহার দিবানিশি আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। ভাবনা হরর মৃত্যুতে নয়। অনেক চিন্তার পর, অনেক আলোচনায় এই অবধারিত হইল যে সুন্দরপুরের সম্বন্ধ হরর সহিত ফুরাইয়াছে, এখন যে সংস্থান আছে তাহা লইয়া স্থানান্তরে যাইলে সুখে জীবন অতিবাহন করিতে পারিবেন। কিন্তু মনে ভয় এই যে পাছে তাহার অনুপস্থিতিতে ভব সকল কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাঁহার নামে আর একখানি গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের সংখ্যা বাড়িবে। পুলিশ তদন্ত সমাধা করিয়া সব মিটাইয়া যাইতে হইলে অর্থ ব্যয় আছে। ফলতঃ নানা ভাবনায় কিছুই স্থির হইল না।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

উভয় সঙ্কট।

বিলাসপুরে বসন্তকুমারের অনেক দিন কাটিয়া গেল। তাঁহার শ্বশুর রামরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগত হইলেন। বসন্তকুমারের উপর এখন তাঁহার শ্বশুরের সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল, শ্বশুর জীবিত থাকিতে তাঁহাকে সংসারের কিছুই দেখিতে শুনিতে হইত না; সমস্তই তিনি দেখিতেন, যাহা করিবার করিতেন, কিন্তু আজি কালি আর সেরূপ করিলে চলে না, সকলই তাঁহাকে নিজে করিতে হয়। পূর্ব্বে তিনি বৎসরে তিনবার বাড়ী যাইতেন, ক্রমে এখন একবারও ঘটিয়া উঠা ভার হইল। যোগমায়ার সহিত বসন্তকুমারের পরিণয়ের পরে বলরাম আর তাঁহার নিকট থাকিতে স্বীকার পাইয়াছিল না, এবং বলরামের চাকরীতে বসন্তকুমারের ততটা প্রয়োজন ছিল না। ফলতঃ বলরামের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও সে ভ্রাতার নিকট থাকিয়া বিনা শ্রমে প্রতিপালিত হইবার সুবিধা সহজে ছাড়িতে চাহিয়া ছিল না। একবার স্কুলের অবকাশ কালে বলরাম বসন্তকুমারের সহিত বাড়ীতে গিয়া পাড়ার কোন বাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ না পাইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়, চন্দননগরের ব্রাহ্মণসমাজ এই বলিয়া বলরামের নিমন্ত্রণ বন্ধ করেন যে, বলরাম বসন্তকুমারের সহিত এক বাসায় থাকে, একত্র আহারাদি করে, অতএব বসন্তকুমারের পাপ সংস্পৃষ্টভাবে তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছে, সে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে পংক্তিতে লইয়া কেহ আহার করিবে না। এই দুঃখেই বলরাম বসন্তকুমারের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্নপ্রায়শ্চিত্তের কয়েক কাহন কড়ির মূল্য ও তদনুসঙ্গিক কিছু খরচ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

বসন্তকুমারের পিতা মাতার তিনিই এক মাত্র অপত্য,—তাঁহার এরূপ সমাজ দূষিত ক্রিয়ার জন্য পিতা মাতা সর্ব্বদাই অনুতাপ করিতেন। তিনি যখনই বাড়ী যাইতেন তখনই তাঁহারা আপ-

নারা এবং পরকে দিয়া নানা প্রকারে পুত্রকে বুঝাইতেন যাহাতে তিনি তাঁহার যোগমায়াকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করেন। বসন্তকুমার অনুরোধের কোন উত্তরই দিতেন না, অধিক পীড়াপীড়ি করিলে "দেখি, বিবেচনা করি" ইত্যাদি উত্তর দিয়াই অবকাশ কাল বাটীতে ক্ষেপণ করিয়া আসিতেন। তাঁহার মাতা সে কালের স্ত্রীলোক,——তিনি ক্রিয়া কাণ্ডোপলক্ষে পাড়া প্রতিবাসীদিগের বাটীতে গিয়া দশজনের একজন হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে না পাইয়া বা আপনার বাড়ীতে তদ্রূপ কোন কাজ করিয়া দশজনকে থাওয়াইতে না পারায় বিধিবিড়ম্বিত মনে করিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে এতদুর পর্য্যন্ত বলিতেন যে "বিধাতা সকলসুখে সুখী করিয়াও, তাহাতে বঞ্চিত কল্লেন। এর বাড়া পোড়া কপাল আর কি হবে।" এছাড়া দুসন্ধ্যা দুবেলা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, সৌদামিনীকে, আর তাঁহার পিতাকেও নানা উপচারে গালাগালি দিতেন।

রামরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যাহিত পরেই বসন্তকুমারের গ্রীষ্মাবকাশ হয়। সুতরাং তাঁহার বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বসন্তকুমারের সে বার বাড়ী যাওয়া হইল না। ইহাতে তাঁহার মাতা অধিকতর চিন্তিত হইলেন, মনে স্থির করিলেন বারম্বার উপরোধে অনুরোধে বিরক্ত হইয়া পুত্র বুঝি স্বদেশ, আত্মীয়, অন্তরঙ্গদিগের মায়ামোহ সকলই কাটাইলেন, পুত্রের সাক্ষাৎকার লাভ বোধ হয় তাঁহাদিগের অদৃষ্টে আর নাই। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পাড়ার একটী বালককে দিয়া আপনার মনোমত একখানি পত্র লেখাইলেন। বার বার তিনি যে পত্র লেখাইতেন সে গুলি সাধারণতঃ জ্ঞানবান্ বিবেচক লোকদিগের দ্বারা লেখা হইত,— সুতরাং তিনি মনের আবেগ বশত পুত্রকে যে সকল অন্যায্য বা অযোগ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মনকে উত্তেজিত ও উৎপীড়িত করিবার প্রয়াস পাইতেন তাঁহারা সেরূপ ভাষা প্রয়োগে বিবেচনা করিয়া বিশেষ সাবধান লইতেন। সুতরাং তাঁহার মনোমত হইত না। পত্রের উত্তরে সন্তুষ্ট ও হইতে পারিতেন না। কারণ সে সকল পত্র প্রায়ই সান্ত্বনাবাক্যে পরিপূর্ণ থাকিত। বারম্বার একই রূপ পত্র লিখিয়া একই রূপ উত্তর পাইতেন, তাঁহাকে তাহা ভাল লাগিত না। এবার বালক পত্র লিখিয়া প্রশংসা পাইল। তিনি যেমন বলিয়াছিলেন বালক সেইরূপই লিখিয়াছিল। সুতরাং সেই পত্রখানি বসন্তকুমারের অন্তরে বিলক্ষণ বেদনা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই পত্রখানি তিনি অতি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে সৌদামিনীর বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিত ছিল, সে গুলি শুনিলে তাঁহার মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইবে এজন্য বিশেষ গোপনেও রাখিতে হইয়াছিল। বসন্তকুমারের মাতা আপন পত্রে লিখিয়াছিলেন যে "দশমাস দশদিন তোমাকে জঠরে ধরিয়া

তোমার মল মূত্র পেটে পুরিয়া যে মা তোমাকে এত বড় করিল তাহা অপেক্ষা দু দিনের যত্ন ভালবাসায় স্ত্রী কখন বড় হইতে পারে না।" এই কথাটী বসন্তকুমারকে যার নাই পীড়িত করিয়াছিল। বসন্তকুমারের পিতৃ মাতৃভক্তি কিছুতেই হ্রাস হয় নাই ;—নিজে গিয়া বাড়ীতে উপযুক্ত দাস দাসী রাখিয়া যাহাতে পিতা মাতার কোন কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার জনক জননী সুখী নহেন,—এক্ষণে বসন্তকুমারের পিতা মাতা একদিকে, সৌদামিনী অপর দিকে। একদিকে অপত্যস্নেহের প্রবল স্রোত জননী হৃদয়ের পবিত্র গোমুখী হইতে প্রবলবেগে অনন্ত স্নেহেরদিকে প্রবাহিত;— অপর দিকে প্রণয়ের প্রবল বাত্যা উজান বহিয়া বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছে। বসন্তকুমার এখন উজান ভাটায় ভাসমান। তাঁহার মন কোন দিকে যাইতে পারিল না, কিছুই করিতে পারিল না, উভয় সঙ্কটে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইল।

পত্রোত্তরে বসন্তকুমার আপন মাতাকে যথোচিত বিনয় করিয়া লিখিলেন যে সত্বর বাটী যাইবেন। আগামী অবকাশে যাইতে ত্রুটী করিলে তাঁহার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী হইবেন। তিনি তিন চারি মাসের অবকাশ লইলেন বটে কিন্তু নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে এবারে গিয়া তাঁহাকে যোগমায়ার মায়া কাটাইতে হইবে। তাহার কিছু নিশ্চয় করা সহজ হইল না। যাহা হউক তিন চারি মাস অল্প সময় নয়। এ সময়ের মধ্যে অনুকূল ঘটনা ঘটিবারও অসম্ভব নাই,—ঘটিতে পারে। কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা ঘটিবে তাহারই প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন,—এখন আর অনর্থক চিন্তায় প্রয়োজন কি? এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মন তাহাতে বড় সন্তুষ্ট হয় না, প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলে যেন কিছুতেই বুঝে না। মাতৃ আজ্ঞার অনুকূল চিন্তা করিলেই তাঁহার যোগমায়াকে মনে আইসে, যোগমায়ার অকৃত্রিম ভালবাসা, সরলতাপূর্ণ মুশ্রী, মধুর হাসি,—সেই হাসিতে দেবদুর্লভ সাগরমথিত রাশি রাশি অমৃত যেন অনন্ত স্রোতে লহরিলীলা তুলিয়া তাঁহার মনকে পাগল করে। মনে হয় যোগমায়াকে ভুলিতে হইবে,—সে কথা সহজ নয়,— সমস্ত পৃথিবী একদিকে যোগমায়া একদিকে,—পৃথিবীর মায়া মোহ ভুলা যায়, তবু যেন যোগমায়া ভুলিবার নহে। যোগমায়া তাঁহার অন্তর ও বহির্জগতে আপন চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন। যোগমায়া যেন অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে, প্রত্যেক শোণিত কণিকায় আপনার হাস হাস মোহিনীমূর্ত্তি খানি লইয়া বসিয়া আছেন।

যোগমায়া দেখিতে সুন্দরী বটে,— সুন্দরী কি সংসারে একা যোগমায়া? আর কি তেমন সুন্দরী জগতে মিলে না? যোগমায়ার দ্বিতীয়া কি সে সময় কেহ ছিলেন

Y 34 BL 4385

না? সে কথা বড় অসঙ্গত। সংসারে সকল জিনিষেরই শ্রেষ্ঠ আছে। তবে যোগমায়ার শ্রেষ্ঠ যে কেহ ছিলেন না, এমনই কথা কি? অবশ্য ছিলেন। কিন্তু বসন্তকুমারের চক্ষে তিনি অদ্বিতীয়, উপমা রহিত। সংসারে তাঁহার উপমা নাই,—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর রূপের কথা, কামের কামিনীর সৌন্দর্য্যকিম্বদন্তী শুনা থাকিলেও যেন তিনি তুলনায় সমালোচনা করিতে গিয়া যোগমায়াতে কিছু অতিরিক্ত পাইতেন। যোগমায়া কথা কহিলে যেন তাহাতে বীণা বাজিত, তাঁহার অধরওষ্ঠ সঞ্চালনে মুক্তাকলাপ খসিয়া পড়িত। তথাপি তিনি অধিক কথা কহিতে জানিতেন না,—ব্যাকরণশোধিত, অলঙ্কারদ্রস্ত প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ, হৃদয়নাথ, জীবিতেশ্বর, ইত্যাদি কথা বলিয়া এক দিনের তরে তাঁহাকে সম্বোধন করেন নাই,—কেবল যে দিন হইতে দেখা সাক্ষাৎ সে দিন হইতে যোগমায়া যেন সংসারের আর কিছু দেখেন না,—স্বামীর কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছু শোনেন না।

যে দিন হইতে বসন্তকুমার মিলিয়াছিলেন সে দিন হইতে তিনি সমবয়সীদের সহিত খেলা ভুলিয়া ছিলেন,—কথা বার্ত্তা হাসি তামাসার জন্য তাহাদের সহবাস ছাড়িয়া ছিলেন। যেন তিনি সংসারের কি অপূর্ব্ব জিনিষ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আর কাহাকেও চাহিনা।

পাঠক বলিতে পারেন, বসন্তকুমার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্মভূমিকে ইন্দ্রভুবন তুল্য দেখেন,—সে দেশের এরণ্ড বৃক্ষকেও কল্পতরুর ন্যায় শাখা প্রশাখাবান দেখেন, সেখানকার কাকের কুহুরব শুনিতে পান, মকর সংক্রান্তির দিন প্রাতে শালের দোপাট্টা গায়ে লাগাইয়া তথায় বসন্তসমীর সেবন সুখ পাইয়া থাকেন,—তাঁহার শ্বশুরের মঙ্গলা গাভীটী "নন্দিনী" অপেক্ষাও দুগ্ধবতী বলিয়া জানেন। তিনি যখন কলিকাতা ঢাকাপটীর ঢাকাই কামারদের দোকানের সম্মুখ দিয়া আপিশের ফেরত শুষ্ককণ্ঠে, বিশুষ্কবদনে, ক্লান্ত শরীরে চলিয়া যান তখনও যেন দেখিতে পান তাঁহার প্রাণেশ্বরী সোণা রূপার গ্ল্যাশকেশের নিকট হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছেন—আর শুনিতে পান তিনি যেন কোকিলকণ্ঠে বলিতেছেন, —"প্রাণেশ্বর, এই দোকান,—এই ঢাকাই ফুল জোড়াটী,—" তাহার পর বাড়ীতে গিয়া রিক্তহস্তে গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখেন প্রেয়সী মানে, অভিমানে তর্ তর্ করিতেছেন,—তখন তিনি আপিশের কাপড়ে, শুকান মুখে নিকটে গিয়া "আজ ভুলে এসেছি, আমায় মাপকর, "মুঞ্চময়ি মানমণি দানং" ঝকমারি করেছি তোমার মাথার কাঁটা, কাণের ফুল ভুলে এসেছি, এমন কর্ম্ম আর করবো না "দেহী পদ পল্লব মুদারম্।" ইত্যাদি বাক্যে তিনি সংসার মহীরুহে নিরবলম্ব হইয়া তাঁহার পদপল্লব অবলম্বনে ধাবিত হয়েন, এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার "তমসী মমজীবনং তমসী মম ভূষণং তমসী মম ভবজলধি

রস্বঃ—দুটো চরণ তুলে দাও মোর মাথে, আমি তোমা বই আর জানি না ভাই,—" বলিয়া প্রজ্বলিত জঠরাগ্নিতে দগ্ধ প্রায় হইয়া কখন বসিয়া, কখন দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া মানভিক্ষা করেন, আবার তখনই তিনি আপনাকে অনন্যগতি দেখিয়া, শুভ্র আকাশের মত মুখভরা হাসি হাসিয়া সোহাগে বসিয়া আপনার গ্রীবা আকর্ষণ করেন তখন আপনিও কি মনে করিতে ছাড়েন আপনি তাঁহার সংসারের এক অপূর্ব্ব জিনিষ।

আপনাদের তাহা থাকিলেও বসন্ত যোগমায়ার প্রণয়ে একটী পৃথক সামগ্রী ছিল। সে সামগ্রী নির্দ্দয় নিদাঘজালিত পৃথিবীতে মন্দ হইতেও মন্দ সুখস্পর্শ মারুৎ সঞ্চারের ন্যায় একটী সামগ্রী, সে সুখের মারুৎস্পর্শ সংসার ব্যস্ত, হাহা ধাধাকারী কর্ম্মপাগল সঞ্চারীর যেমন অভোগ্য, অননুভাবনীয় তাঁহাদের পক্ষেও তদ্রূপ। এই কর্ম্মজাল জড়িত সংসারে থাকিয়াও অনন্যকর্ম্মা হইয়া যাঁহারা তাহার স্পর্শপ্রয়াসে প্রয়াসবান তাঁহারাই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কীটের সঞ্চার।

বিপিনবিহারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, বেতন বাড়িয়াছে,—তাঁহার সংসার বাগানে বসন্তের সমাগম হইয়াছে, নূতন নূতন ফুল ফুটিয়াছে, ফল ফলিয়াছে,—রাশি রাশি ভ্রমর জুটিয়াছে,—পিক দেখা দিয়াছে,—অন্য বায়ুর নামটী নাই, কেবলই মলয় বহিতেছে, চন্দ্রমা হাসিতেছে। সৌরভে সুষমায় তাঁহার সংসার আজি নন্দন বিশেষ হইয়াছে। দাসদাসী অনুচরবর্গ সকলেই প্রফুল্ল, আজ্ঞাবহ,—পরিবারবর্গ সুখী, স্বচ্ছন্দ,—অতিথি অভ্যাগত সন্তুষ্ট;—বিপিনবিহারীর এখন সুখের দিন।

এই সময় একদিন পরিবারগণের মধ্যে গানাঘুষা হইতে লাগিল বাবুর বিবাহ হইবে। পরিবারের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় প্রকার লোকই থাকে,—কিন্তু সকলেই বিপিনের পোষ্য। সংসারে পোষ্য পোষক সম্বন্ধের অপেক্ষা গুরুতর সম্বন্ধ আর নাই। এই জন্য হিন্দুসংসারে অন্নদাতা পঞ্চ পিতার মধ্যে এক পিতা বলিয়া গণ্য। সুতরাং পোষকের মত পোষ্যের পক্ষে অভ্রান্ত, নিতান্ত অপরিহার্য্য। পোষক যাহা বলিবেন, যাহা করিবেন, অতর্কিতরূপে নির্দোষ বলিয়া পোষ্যকে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাজে কাজেই আজি বাবুর বিবাহের কথা যখন পরিবার বর্গের মধ্যে গানাঘুষা হইতেছে, অবশ্য বাবুর তাহাতে অভিমতি আছে;—না থাকিলে এমন কথা ভাসিবে কেন,—তাই যে শুনিল সেই বলিল,—বাবুর এখন বয়স কি,—এমন বয়সে লোকের প্রথম বিবাহ হয় নাই,—কুলীনের ঘরের ছেলে ইংরেজী না শিখিলে এতদিন একটীর জায়গায় দশটী হতো,—বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,—কিন্তু অদৃষ্টটা ভাল হইয়াও মন্দ,—এক কলসী দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র,—বিধাতার চক্ষু নাই,—এমন মেয়ে—রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী,—কিন্তু এক দোষেই সকল নষ্ট! কেহ বলিতেছেন

বৌমার তা'তে কি আসে যায়,—উনি যেমন ঘরের লক্ষ্মী, সর্ব্বময়ী হয়ে আছেন, তেমনি থাকবেন। বৌমার নাম কত্তে বাবুর সুখ ধরে না। সেই বাবু সেই বৌমা; তা'তে আর ভাবনাই বা কি, যিনি আস্‌বেন তিনি বৌমার ভগ্নীর মত থাকবেন। বাবুরই বা তায় কি! তিনি সাক্ষাৎ শিব।

এইরূপ ও নানা রূপ কথা নানা জনের মুখে শুনা যাইতে লাগিল,—সে সকল কথা সৌদামিনীর কাণেও পৌছিল,—বিপিন বাবু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবার সময় বিধু যে দিন তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল সৌদামিনী সেই দিন অবধিই জানিতেন যে যখন কথা উঠিয়াছে তখন কাজে বড় বিলম্ব হইবে না, কিন্তু হইলেই বা তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন; সুতরাং স্বামীর বিবাহ হইবে, সেই বিবাহে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবে সে কথা তিনি ভাবিতেন না, বা ভাবিবার ইচ্ছাও করিতেন না। প্রতিদিন আহারাদি করিতেন, তাহার পরে একটু আরাম করিতেন, বৈকালে শিল্পকার্য্য, তাহার পরে নানা পুস্তকপাঠ করিতেন, স্বামী আপিশ হইতে আসিলে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় অনেক সময় যাইত। তাঁহার সংসারের ভাবনা ছিল না, সুতরাং তিনি আপনাকে সুখী মনে করিয়া কাল কাটাইতেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবার পূর্ব্ব হইতে বিপিন বাবুর বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার নিরপত্যতা হেতু দারান্তর পরিগ্রহে যুক্তি দিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে সে কথা স্থান পাইত না,—তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিতেন পুত্রোৎপাদন না হইলেই যে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কিছু বিশেষ বিধি নাই। অধিকন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পরিণাম ফল বড় বিষময়; জায়াসত্বে অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়া কেহই সুখী হইতে পারেন নাই। সংসারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বন্ধু বান্ধবেরা তাহার প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তিনি তাহার খণ্ডন করিতেন। তাঁহার মন তাঁহাদিগের যুক্তির ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহার সারবত্তার বিষয়ে চিন্তা করিবারও আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। সে বিষয়ের প্রস্তাব হইলেই তিনি বলিতেন দর্শনশাস্ত্রের কথা এক সময়ে দুই বস্তু এক স্থান অধিকার করিতে পারে না, পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, আকাশের যে স্থানে পাখী উড়ে সে স্থানে সেই সময়ে আর কোন জিনিষ থাকিতে পারে না,—তুমি আমি যখন একত্রে এক ঘরে বসিয়া থাকি তখন আমার দেহ যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে, আমার উপবেশন কালে সে স্থান আর কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না। আমার মনে যাহার স্থান আছে, সে থাকিতে সে স্থানে আর কে অধিকার পাইবে। এ কথা ন্যায়, তর্ক এবং যুক্তির বিরুদ্ধ।

যে সময়ে বিবাহের কথা বাড়ীময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সে সময়ে একদিন বিপিন

বিহারী সৌদামিনীকে বলিলেন "সদু, কি শুন্‌তে পাই ?"

সৌদা। কিসের ?

বিপি। বিবাহের।

সৌদা। কা'র ?

বিপি। আমার,——

সৌদা। যার বিয়ে তার ঘুম নাই !

বিপি। অপরাধ বিয়ের, ঘুমের, না যার বিয়ে তার ?

সৌদা। আমার মতে তিনেরই।

বিপি। না——এ তামাসা মন্দ নয়।

সৌদা। তামাসা প্রায়ই মন্দ হয় না।

বিপি। না——আমি তামাসা করচি না, কিছু শুনেছ ?

সৌদা। তামাসা নয়, তবে কি প্রকৃত ?

বিপি। প্রকৃতই আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

সৌদা। বিয়ে তোমার ?

বিপি। হাঁ।

সৌদা। তুমি জান না ?

বিপি। না ;——

সৌদা। তবে আমাকে জিজ্ঞাস কেন ?

বিপি। আর কিছু জিজ্ঞাসি না; আমি যেমন শুনেছি, তেমনি তুমি কিছু শুনেছ কি না ?

সৌদা। হ্যাঁ,——শুনেছি।

বিপি। কি শুনেছ ?

সৌদা। তোমার বিবাহ হ'বে, এই শুনেছি।

বিপি। কার সঙ্গে ?

সৌদা। বিধুর সঙ্গে ?

বিপি। কোন বিধু ?

সৌদা। মুন্সেফ বাবুর মেয়ে।

বিপি। কার কাছে শুনেছ ?

সৌদা। গুজব শুনেছি।

বিপি। কে বলেছে ?

সৌদা। গুজব কথা সকলেই বলে।

বিপি। তবু কার মুখে আগে শুনেছ ?

সৌদা। আগে শুনেছি আমাদের হেমার মুখে।

বিপি। হেমা কা'র কাছে শুনেছে ?

সৌদা। বিধুর নিজের মুখে।

বিপি। কবে হবে ?

সৌদা। তা কিছু বলে না।

বিপি। এ বিবাহের সম্বন্ধকর্ত্তা কে ?

একটু নীরব থাকিয়া।

সৌদা। যিনি সকল বিবাহের সম্বন্ধ কর্ত্তা।

বিপি। বোধ হয় না।

সৌদা। তা'র অন্যথা আছে ? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার করা নয়।

বিপি। তিনি নিজে কিছু করেন না, দ্বিতীয় উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন করেন। সে উপায়টী কে ?

সৌদা। বিধু নিজে।

বিপি। কেমন ক'রে জান্‌লে ?

সৌদা। যে দিন বিধু আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে আসে সে দিন সে আমাকে

বলে যায় তোমার বিবাহ হবে, তবে এমন কিছু বলে না যে তারি সঙ্গে হবে।

বিপি। তুমি কি বল্লে ?

সোদা। "হ'লোই বা, তায় সুখ বই দুঃখ কিসের, আমরা একজন ছিলাম দুজন হবো।"

বিপি। বিধু কি বল্লে ?

সোদা। সে বল্লে ভালবাসার ভাগ হ'লেই কমে যাবে।

বিপি। তুমি সে কথার কি উত্তর কল্লে ?

সোদা। তা'র কথার উত্তর নাই। ভালবাসা মাপ জোকের সামগ্রী নয়, যার সীমা নাই, পরিমাণ নাই, তা'র আবার ভাগ কেমন করে হয়, আমি ত বুঝে উঠতে পারি নাই।

বিপি। আচ্ছা সদু, যদি বিধুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় ?

সোদা। সে কি বিচিত্র কথা ?

বিপি। আমি ত বিচিত্র ই মনে করি। আচ্ছা মানিয়া লই বিচিত্র নহে, আচ্ছা তা হ'লে ?

একটু হাসিয়া।

সোদা। আচ্ছা এ কি একটা এমন ঘটনা যে কা'র কখন হয় না,——এই নূতন হচ্চে ?

বিপি। নূতন নয়,——পুরাতন। কিন্তু তোমার ভালবাসা কি একটা নূতন জিনিষ নয় ?

সোদা। ভালবাসার আবার নূতন পুরাতন কি ? ভালবাসা চির দিন আছে। সংসার সৃষ্টির যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে তবে সে উদ্দেশ্য ভালবাসা। পুরুষে পুরুষে, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে, যুবায় যুবায়, বালকে বালকে, পুরুষে স্ত্রীতে, বালকে বালিকা সকলেই আছে ভালবাসাতে সংসারের উদ্দেশ্য রক্ষা হয়।

বিপি। সে ভালবাসা কি সকল দেশে, সকল মনুষ্যে সমান ভাবে হয় ?

সোদা। ভালবাসার আবার ভাবের পার্থক্য কি ?

বিপি। ভালবাসা যদি সকল স্ত্রী পুরুষে সমান থাকিত, তা হ'লে সংসারে অভাব কিসের ?

সোদা। যে জিনিষের পরিমাণ নাই, তার আবার তারতম্য কি ?

বিপি। ভালবাসার কি কম বেশী নাই ? তুমি যেমন ভালবাসতে জান তেমন কি আর কেহ জানবে ?

সোদা। তা'র আবার কম বেশী কেমন ?

বিপি। যে স্ত্রী অন্ন বস্ত্রের উপর দু খান পাঁচ খান অলঙ্কার পেলেই "যদেক হৃদয়ং তব, তদেক হৃদয়ং মম," বাক্যের সার্থকতা জ্ঞান করেন—তাঁর ভালবাসা আর যিনি স্বামী সহগামিনী হইবার জন্য রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া বনে২ ব্যাধ নারীর ন্যায় ভ্রমণক্লেশ সহ্য ক'রেন, অনশনে দিন কাটান—বাধ্য বাধকতার উপকারপ্রত্যাশা ভুলে উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য সার্থক জ্ঞান কত্তে কুণ্ঠিত হন তাঁর ভালবাসা, এ দুজনের

ভাল বাসার কি কোন ইতর বিশেষ নাই?

সৌদা। আছে বই কি—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভালবাসার আগে—স্বার্থত্যাগ, ক্ষতি স্বীকার, আত্ম সমর্পণ কই?

বিপি। নাই,——

সৌদা। তবে আবার তাঁ'র ভালবাসা কোথা হ'লো যে তা'র ইতর বিশেষ করা যাবে। ভালবাসা মুখের কথায় নাই, কাজে আছে। আমাতে তুমি তার কি দেখ্‌লে? স্বার্থত্যাগ, ক্ষতিস্বীকার, আর আত্মসমর্পণ না থাক্‌লেও যদি ভালবাসা হয় তবে আমার যে ভালবাসা সে প্রথমোক্তার ভালবাসা। আমাতে ভালবাসার কিছুই নাই।

বিপি। আমার এমন বিশ্বাস যে সময় পড়্‌লে তুমি তার কিছুতেই পশ্চাৎপদ নও।

সৌদা। অন্ধ বিশ্বাসে কি আসে যায়, যে গুণের পরীক্ষা হয় নাই—সে গুণ থাকার নিশ্চয়তা কি?

বিপি। তবে সকল স্ত্রীলোক রাজরাণী হয়ে অনশনে স্বামীর সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ কত্তে না পাল্লে আর তাঁর ভালবাসা হবে না?

সৌদা। সে ভালবাসা জান্‌বার যে সব লক্ষণ আছে আমাতে তার বিন্দু মাত্র নাই—আমি ভালবাসার এক বর্ণের ও অর্থ বুঝি না. তবে তুমি বিবাহ কল্লে যে আমি কি করি—তা বল্‌বার প্রয়োজন নাই। সৌদামিনীর ইহ সংসারে যা আছে সব তোমার, সৌদামিনীর নিজের কিছুই নাই। মানুষের মনের ভিতর খুলিয়া দেখাবার নয়, কাজে কতক টা তার ছায়া দেখা যায় মাত্র। কথায় কিছুই নাই।

বিপি। তুমি কিছু মনে ক'রোনা,— প্রস্তাবিত ঘটনার অনেক দূরে আছি।

সৌদা। কেন আমি ত অনেক দিন পূর্ব্বে একবার বলেছিলাম। পুত্রলাভ দম্পতি মিলনের পরম সুখ। দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি সে সুখে আপনাকে বা তোমাকে সুখী করবার ক্ষমতায় বঞ্চিত। তোমার সুখে আমার সুখ, আর আমার সুখে যদি তোমার সুখ তবে যে প্রকারে হ'ক আমাদের সে সুখে কেন না সুখী হ'বো।

বিপি। সদু, তোমার এ কথার উত্তর নাই। তুমি কি মনে কর বিবাহ কল্লে আমরা সুখী হ'তে পার্‌বো?

সৌদা। কেন না পার্‌বো? আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে যে সুখ কেন না তা পাবো।

বিপি। যে আকাঙ্ক্ষার পরিতোষের পরিবর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা তেমন সুখের আকাঙ্ক্ষা কত্তে নাই।

সৌদামিনী কোন উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন, বিপিন পুনরপি বলিলেন "তুমি কি আমাকে বিবাহ কত্তে অনুরোধ কর?"

সৌদা। কোন কাজেই অনুরোধ করা ভাল নয়। এজন্য আমি অনুরোধ করি না।

বিপি। তবে আমার প্রয়োজন নাই।

সৌদা। তবে কি অনুরোধ কল্লে বিবাহ কর?

বিপি। তুমি অনুরোধ কল্লে পারি।

সৌদা। তবে আমি করবো।

বিপি। আমিও তবে বিবাহ করবো।

সৌদা। বাসর জাগবে কে?

বিপি। তোমায় আমায়।

সে দিন বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—আহার করিবার সময় হইল তাঁহারা আহার করিতে গেলেন।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

উকীলের যুক্তি।

কলিকাতা পটলডাঙ্গার করালীচরণ বন্দোপাধ্যায় সদাগর আপিশে কাজ করিতেন,—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহগণের অর্জ্জিত সম্পত্তি থাকিলেও তিনি পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাইতে বড় ভাল বাসিতেন না, এ জন্য ইংরেজ সওদাগরের আপিশে একটী চাকরী করিতেন। চাকরী যেমন তেমন নয়,—তাহাতেও মাসিক চারি পাঁচ শত টাকা ঘরে আসিত। করালীচরণ আমাদিগের শৈলজার পিতা, বিনোদবিহারীর শ্বশুর। করালীচরণের বাপ পিতামহের নাম কলিকাতায় অপরিচিত ছিল না, অনেকেই জানিত। কলিকাতার বড় বড় বাড়ীতে তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গতা ছিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার পুলিশ আসিয়া তাঁহার বাড়ী তল্লাশ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি বাস্তবিক অপরাধী—জামাতাকে আপন গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন সুতরাং পুলিশের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু পুলিশ নিশ্চয় জানিয়া ছিল বিনোদ তাঁহারই বাড়ীতে থাকে, অথচ গৃহ তল্লাশে পায় নাই,—সে জন্য তাহারা প্রকাশ্য অনুসন্ধানে ক্ষান্ত ছিল, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুলিশের ঔদাসিন্যে বিনোদও যে নিশ্চিন্ত ভাবে প্রতিবাসীদিগের বাটীতে যাতায়াত করিত তাহাও কাহার অবিদিত নাই। কিন্তু সাবধানী বিনোদ সময়ে সময়ে শ্বশুরালয়ের

বাহিরে যাইলেও এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই।

এতদিনে করালী বাবুর অন্তঃপুরে শুনিতে পাওয়া গেল তাঁহার কন্যা শৈলজা অন্তঃস্বত্বা,—সংসারে সকলের প্রিয় হইয়া চলিতে পারেন এমন সংসারী নাই,—কি ছোট, কি বড়, এমন লোক নাই যাহাকে অন্যে হিংসা করে না, বা সুবিধা পাইলে তাহার শত্রুতা সাধনের চেষ্টা করে না। সংসারে সকলেরই শত্রু মিত্র দুইই আছে। করালী বাবুর কন্যা অন্তঃসত্বা হইয়াছেন এ কথা দুই এক মাসের মধ্যে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া পাড়াময় প্রচার হইল। তাঁহার শত্রুপক্ষে কলঙ্ক রটাইল শৈলজা দুশ্চারিণী, পরানুসারিণী, নতুবা স্বামী নিরুদ্দিষ্ট কিরূপে তিনি সসত্বা হইলেন। শৈলজা যে সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা এ কথা শত্রু মিত্র সকলেই জানিত। কিন্তু শৈলজার চরিত্রে বিশ্বাস থাকিলেও এ কথা যে শুনিল সেই প্রথমে সন্দেহ করিল যেহেতু স্ত্রীলোকের চরিত্র ভঙ্গুর। ক্রমে সে কথা শৈলজার কাণে উঠিল। তিনি একদিন আপন গৃহে একাকিনী কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরকে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাহার পরিহার প্রার্থনা করিতেছেন, চক্ষের জলে শয্যা উপাধান আর্দ্র হইতেছে; মুখে কথা নাই, নিস্তব্ধ নিশীথে শিশিরপাতের ন্যায় চক্ষে অশ্রুপাত হইতেছে। শৈলজার মাতা কার্য্যানুরোধে গৃহে আসিয়া দেখিলেন কন্যা রোদনান্বিতা। কন্যার কলঙ্কের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়া তিনি অন্তঃপুর মধ্যে তাহার চালনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—কিসে তাহার প্রতিকার হয় তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, এখন কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—সরলতা মাখান মুখচন্দ্রমা মলিন দেখিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আপনার চক্ষের জল মুছিয়া আর্দ্রহস্তে কন্যার অশ্রু মুছিতে গিয়া তাঁহার আর্দ্র চক্ষু আরও আর্দ্র করিলেন, কন্যাকে অনেক প্রবোধ দিলেন,—তিনি নিতান্ত বালিকা নহেন—এজন্য বুঝিতেন বাক্যের শীতলতায় অন্তরের আগুণ নির্ব্বাপিত হয় না। কি করিবেন—অশ্রু মুছিলেন, চক্ষু শুকাইলেন, কিন্তু মনের ভার মোচন করিতে পারিলেন না। মাতার কৃত্রিম কথায়, কৃত্রিম শান্তি মিলিল বটে, কিন্তু কৃত্রিমতা কতক্ষণের তরে? আকাশে কৃত্রিম ধনু, মরুভূমে কৃত্রিম জলাশয় কতক্ষণ থাকে? শৈলজার অন্তরের ব্যথা বাক্যে মিটিল না। তাঁহার মাতা স্বামীর কাছে গিয়া বলিলেন জামাতাকে আর অপ্রকট রাখা হইবে না,—অদৃষ্টে যাহা আছে হউক সতী সাধ্বী কন্যাকে আর চোরের মত রাখা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন স্বর্ণ জল অপেক্ষা উণিশ গুণ ভারী, বর্ণের উজ্জ্বলতায় যেমন ভারিত্বেও তেমনি;—স্বর্ণ সকল ধাতুর রাজা, কিন্তু উণবিংশ শতাব্দীর সংসার তত্বজ্ঞেরা বলেন গৃহিণীর

বাক্য পৃথিবী বা স্বর্গ অপেক্ষা সহস্রগুণ গুরু। সুতরাং সেই ভারী কথায় করালী বাবুর কাণ ভারী হইল,—তিনি অন্য কোন কথা শুনিলেন না, আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ উকীল বাড়ী গেলেন, উকীল বাবু কাগজ পত্র দেখিয়া কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন সাক্ষীরা কোন শ্রেণীর লোক? তাহার উত্তর পাইয়া প্রতিজ্ঞা তিনি করিলেন বিনোদকে খুনী মোকর্দ্দমা হইতে অব্যাহতি করিয়া দিবেন, এখন এক পয়সাও চাই না,—খালাশ করিয়া পুরস্কার লইবেন, উপস্থিতে কেবল মাত্র গাড়ী ভাড়া। পুরস্কারের রফা নিষ্পত্তি হইল,—করালী বাবু স্বীকার পাইলেন। উকীল বাবু বিনোদকে খালাশ করিয়া দিয়া পাঁচ শত টাকা লইবেন,—এই চুক্তির লেখাপড়া পর্য্যন্ত হইল। উকীলের পরামর্শে যুক্তি স্থির হইল বিনোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে আত্ম সমর্পণ করিবে। অন্তঃপুরে এ কথা প্রকাশ হইল,—শৈলজা শুনিলেন যে স্বামী আদালতে হাজির হইবেন, তাঁহার কৃত হত্যাপরাধের বিচার হইবে,—কথা বড় গুরুতর—মরণ বাঁচনের প্রশ্ন মীমাংসিত হইবে, শৈলজার অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে, বিনোদ দোষী কি নির্দ্দোষী তাহার বিচার হইবে।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

আদালত।

আজি বাঁকুড়ার সেশন আদালত লোকে লোকারণ্য;—তিল ফেলিবার স্থান নাই,—সুন্দরপুরের শীতল বসু দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহার কৃতাপরাধের বিচারের দিন অদ্য অবধারিত আছে। খুনী মোকর্দ্দমার বিচারের কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক জন আসিয়া আদালতে উপস্থিত। সকলে সতৃষ্ণ নয়নে বিচার কর্ত্তার শ্মশ্রুশোভিত শুভ্র বদনচন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে। প্রথমতঃ শীতলের বিরুদ্ধে মৃত হেমচন্দ্রের ভগ্নী কর্ত্তৃক অভিযোগ, তাহার পরে অপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য যত গুলি প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছিল তৎসমুদায় পঠিত হইলে বিচার আরম্ভ হইল। আদালতের সমক্ষে রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া শীতল মলিন বদনে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, দীর্ঘকাল হাজতে থাকিয়া তাহার একমাথা চুল, বড় বড় নখ, বিলম্বিত শ্মশ্রু, অর্দ্ধাশন খাইয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয় সন্তাড়িত হইয়া শরীর নিস্তেজ নিষ্প্রভ হইয়াছে চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, শরীরের মাংস সমুদায় শুষ্ক;—জীর্ণ পিঞ্জরে দুর্ব্বল পক্ষীর ন্যায় কেবল মাত্র তাঁহার দেহে জীবন আছে, জীবনী শক্তি লুপ্ত প্রায়,—তাহার অবস্থা অতি মন্দ, বড় শোচনীয়, শীতল নিম্ন আদালতে বলিয়াছিল সে নির্দ্দোষী,—এখানেও তাহাই বলিল। নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার যদি কোন প্রমাণ থাকে মাজিষ্ট্রেট সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য শীতলকে সাক্ষী দিগের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শীতল আজি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাস করিত, মোটামুটী বাঙ্গালা জানিত, আইন আদালতের ধার দিয়া কখন চলিত না। তাহার আপন মতের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহার আপত্তি করিতে জানিত না, অন্যে যাহা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিত তাহাই সত্য স্বীকার করিত। যাহা দেখিত, যাহা শুনিত, তাহাতেই বিশ্বাস করিত; ভাল মন্দ, সঙ্গত অসঙ্গত, বলিয়া যে দুইটা কথা আছে সে দুইটা

কথার অর্থ পরিগ্রহও ছিল না। সুতরাং সে, যে কাজ করে না, যাহার কথা জানে না, বা যাহার বিষয় শোনে নাই লোকে বলিতেছে সে তাহা করিয়াছে। তাহার সমস্ত কথা সে জানে, দণ্ডভয়ে স্বীকার করিতেছে না। এমত স্থলে "আমি নির্দ্দোষী, কিছু জানি না" এ কথা বলা ভিন্ন সে আর কি বলিবে—আর কিই বা করিবে। যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কখন দেখে নাই, বা যাহার কথা কখন শোনেও নাই, যদি কাহার নিকট শোনে যে তাহা আছে তবে অবশ্য তাহা থাকিবে—এ কথা স্বীকার করাই শীতলের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু হেম সরকারকে সে হত্যা করে না, বা কেহ করিয়াছে কি না তাহাও সে জানে না, যদিও শুনিয়াছে ত এমন শুনিয়াছে যে সে নিজেই হত্যাকারী তাহার প্রমাণ আপনি, নিশ্চয় জানে আপনি তাহা করে না ;—মনের অগোচর পাপ নাই। জীবনের মধ্যে এই বোধ হয় প্রথম ঘটনা যাহাতে শীতল অন্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ্বাস করিল না কিন্তু আপনার বিশ্বাস অন্যের মনে অঙ্কিত করিতে বা তাহার কোন উপায় অবধারণ করিতেও সমর্থ হইল না। শীতলের বাক্‌পটুতা বা বুদ্ধি কৌশল কিছুই ছিল না, কি বলিলে কি হইবে, কিছুই তাহার অবধারিত হইল না,—অথচ মনে জানিতেছে আপনি নির্দ্দোষী,—কিন্তু নির্দ্দোষী হইলে কি হয় সে নির্দ্দোষিতার বিকাশ পাইতেছে না। কি বলিলে তাহার নির্দ্দোষিতায় জজ সাহেবের বিশ্বাস হইবে তাহাও মনের ভিতর আসিতেছে না। শীতলের দারুণ দুশ্চিন্তা—জীবন যাইতেছে কোন অপরাধ নাই, বিনাপরাধে যাইতেছে—মহাকষ্ট—মৃত্যু চিন্তা অপেক্ষাও শীতলের এ একটী নিদারুণ কষ্ট। মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণার অবসান আছে, এ যন্ত্রণার অবসান নাই, যতক্ষণ না নির্দ্দোষীর নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পায়। এখন চিন্তা কি উপায়ে তাহা প্রকাশ পাইবে। শীতল পূর্ব্বে আদালতের স্বভাব চরিত্র রীতি নীতি জানিত না। আদালত কথায় ভোলেন এ কথা পূর্ব্বে তাহার জ্ঞান ছিল না। সে বাল্যাবধি আদালতকে ধর্ম্মের স্থান এবং সেই আদালতে যিনি বসিয়া বিচার করেন তাঁহাকে ধর্ম্মের অবতার বলিয়া জানিত। ধর্ম্মের নিকট পাপপুণ্য কিছুই অপ্রকাশ থাকে না; তিনি অন্তর্যামী স্বয়ং সব জানিয়া লইয়া বিচার করেন,—পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার বিধান করেন। আদালতে পাপ পুণ্যের সত্য বিচার হয়। শীতল কিছু দিন পূর্ব্বে সহরে গিয়া ঘটিকা যন্ত্র দেখিয়াছিল, সেই ঘটিকা যন্ত্র কেহ বাজায় না, নাড়ে না, চাড়ে না, এমন কি হাতও দেয় না কিন্তু আপনি চলে, আপনি বাজে, আবার এমন বাজে যে ঠিক সাতটীর পর আটটী বাজে, ছয়টী ও নয়,—নয়টী ও নয়। এ জন্য লোকে সে কালে "ধর্ম্মঘড়ী" বলিত। ধর্ম্মকলে জড়িত। শীতলের মনে ধারণা ছিল ইংরেজ কলে গাড়ী চালান, দূর দুরন্তরে বসিয়া কথা কহেন। ইংরেজ কৌশলময়,—কলে ইংরেজ

সকল কাজই করিতে পারেন,—"ধর্ম্ম ঘড়ীর" ন্যায় ধর্ম্মবিচারের বুঝি কোন কল থাকিবে, সেই কলে দোষী নির্দ্দোষী বাছিয়া লয়েন। আদালতে আসিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল;—সে দেখিল যে ব্যক্তি আদালতে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিল "আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না।" সেই যুধীষ্ঠিরত্ব পাইল,—একবারে যদি যুধীষ্ঠিরত্ব না পায়, অন্ততঃ নকুল সহদেবত্ব পাইলেও আর দুই জন তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য লইয়া সমস্বরে তাহার পোষকতা করিলেই সে পূর্ণ যুধিষ্ঠীর,—যুধিষ্ঠীর হইতেও যুধিষ্ঠীর;—"হত ইতি গজ" কলঙ্কবিরহিত যুধীষ্ঠির হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল যুধীষ্ঠিরদিগের উপর নির্ভর করিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্যের বিচার হয়। দীনু, হারু, হরি, বিহারী সাক্ষী দিল;—আদালতের তাহাতে বিশ্বাস হইল,—যে হেতু তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—তাহার উপর সকলেই এক রকম বলিয়াছে,—শীতল যে হেমকে হত্যা করে না তাহা কেহ দেখে নাই, সংসারে যাহা নাই, যাহা কখন ঘটে নাই লোকে তাহা কেমন করিয়া দেখিবে। যদি কেহ বলে দেখিয়াছি, তাহা যে সে দেখে নাই, না দেখিয়াই বলিতেছে দেখিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা জানা যাইবে,—কেমন করিয়াই অন্যকে তাহা বুঝান যাইতে পারিবে এ সকল ব্যাপার কি—যাহা নাই, যাহা দেখাইবার উপায় নাই সংসার তাহা দেখিতে চায়,—সংসারের এই বিচার,—মন এমন সামগ্রী নয় যে তাহার ভিতর খুলিয়া দেখান যায়। দেখাইতে পারিলে বোধ হয় সংসারের লোক কি করে—বিশ্বাস করে কি না—তাহাও সন্দেহ! হাকিম বলিবেন আপনার মনে আপনি সব দেখা যাইতে পারে। এ কথার উত্তর কি? হাকিম ত সংসারের লোক,—হলফেই যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার কাছে কোন উপায়ে মন খুলিয়া দেখাইলেও হয় ত তিনি প্রমাণ চাহিবেন, তাহা হইলে ত আর নির্দ্দোষীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইল না। এখন তাহার উপায় কি? যেমন দেখিতেছে তাহাতে সে যাহা বলিবে তাহারই প্রমাণ দিতে হইবে হলপ করিয়া দুইজন চারিজনকে সেই কথা বলাইতে হইবে,—তাহাই বা তাহার হইয়া কে বলিবে,—সে হেমকে খুন করে না,—যদি খুনই করে না তবে তাহা কেমন করিয়া অন্যে দেখিবে,—কেমন করিয়াই বা তাহারা প্রমাণ দিবে, এ এক সমস্যা। এই ঘোর প্রমাণপ্রিয় সংসারে প্রমাণের বলে মিথ্যা সত্য হয়,প্রমাণের দৌর্বল্যে সত্য মিথ্যা হয়।

তৎকালে বঙ্গীয় অনুবাদবিভাগের অধিষ্ঠাতা "জান রবিন্সন" মহোদয়ের অনুবাদিত আইনের এত দূর ছড়াছড়ি ছিল না, সুতরাং আমাদিগের শীতলচন্দ্র বসু প্রমাণের দায়ীত্ব Burden of proof কথাটী কর্ণেও শোনে না, যদি শুনিতে পাইত, তাহা হইলেই কি করিত, সে মিথ্যা রচনার কৌশল জানিত না, সুতরাং আপন অনুকূলে জজ সাহেবের বিশ্বাস জন্মাইবার কোন তদ্বির করিতে পারিত না।

সংসারের সকল ঘটনা কিছু প্রমাণ উপস্থিত রাখিয়া সংঘটিত হয় না। অথচ পাপীর দণ্ড দিবার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইলে অগ্রে প্রমাণের মুখাপেক্ষা করিতে হয়,—প্রমাণের অভাবে আদালতের আশ্রয় পাইবার প্রত্যাশা নাই,—হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও যদি আদালতের দ্বার দেশে প্রবেশ করিতে চাও, তোমার মুখের কথায় শুধু হইবে না, প্রমাণ প্রয়োগ চাই। এই ঘোর প্রমাণপ্রিয় আদালতের একদেশদর্শিতার জন্য সংসারের লোককে বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে মিথ্যার নিকট লালায়িত হইতে হয়। যে শাসননীতির মূল সূত্র সহস্র অপরাধীর অপরাধও উপেক্ষা করা যায় কিন্তু একজন নিরপরাধীর দণ্ড উপেক্ষণীয় নহে, সেই শাসন নৈতিক বিচারকের এতদূর প্রমাণপিপাসু না হইয়া স্বীয় মস্তিষ্ক ও ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করা আবশ্যক। যে আদালতে সত্যকে প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হয়, সে আদালতে প্রমাণের কূটজালে নির্দ্দোষী জড়িত হইয়া পড়িলে, তাহার যে কি দুর্গতি, তাহাও বিচারকর্ত্তা দিগের চিন্তা করা উচিত। কিন্তু নির্দ্দোষীর নির্দ্দোষিতা জ্ঞান বিচারকের মনে উদ্ভাসিত হইবার উপায় কি? বিচার কার্য্যে তাঁহার গাঢ় অভিনিবেশ, আর সত্য আবিষ্কারের আগ্রহ। কিন্তু সকল স্থলে, সকল বিচারক তাহার সুবিধা পান না, বা চেষ্টা করিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সে কষ্ট স্বীকার করিতে চাহেন না। এই জন্যই আমাদিগের দেশের বিচারনীতি প্রমাণের দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদিগের শীতল বসু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমাণের তর্ক বুঝিত না,—কি বলিলে, কি প্রমাণ দিলে, প্রমাণপ্রিয় আদালত তাঁহার নির্দ্দোষিতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন তাহার কিছুই অবধারিত হইল না। শীতল বুঝিল প্রমাণ ভিন্ন আদালতের গতি নাই,—আদালত মুখের কথা শুনিয়া বিচার করিবেন, মনের ভিতর প্রবেশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই,—বাহির দেখিয়া অন্তর পরীক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বত্র সুফল প্রসূত হয় না। এ জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ। এক দিকে মনে নির্দ্দোষিতার আবেগ উত্তেজনা, অপরদিকে বাহিরে মিথ্যার অদ্ভুত রচনায় অকৃতাপরাধের প্রতিকূল প্রমাণ,—কোন উপায় না থাকিলেও শীতল যেন চেষ্টা করিতে লাগিল কি গতিকে মন খুলিয়া জজ সাহেবকে দেখায় যে তাহার সাদা মন,—সে মনে ময়লা নাই। কিন্তু মন এমন সামগ্রী নয়, এমন উপাদানে গঠিতও নয়। খুলিয়া দেখাইলে দেখিয়াও লোকে বুঝিবে যাহা দেখিল সকলই ভেল, আসল যাহা তাহা দেখিতে পাইল না। মন নইলে মনের ভিতর দেখিতে পায় না,—পর্দা পর্দ্দা খুলিয়া দেখাও, মনের মত মন না হইলে অন্য মনের ভিতর দেখিবে এমন সাধ্য কি? সন্দিগ্ধ, বাঁকা চুরা, ময়লাধরা মন সাদা মন খোলা পাইলে তাহার ভিতরে গিয়া চারিধার দেখিয়া

আপন গুণে স্থির করিয়া লয় খোলা মন বক্র পেঁচাও, এত বাঁকা, এত ময়লা ধরা যে অন্দি সন্দি খুজিয়া মিলা ভার। সংসারে এ রূপ মন কয়টা খুজিয়া মিলে যে তাহার নিকট মন খুলিলে মনের গলি ঘুজি খুজিয়া গিয়া সে তাহার ভিতর দেখিয়া লয়। সেরূপ মন কয়টা মিলে? মিলিবে না কেন,—মিলে সে মন সংসারে একটী মাত্র আছে, যে মন সংসারের সকল মনের ভিতর বাহির সকলই সমান ভাবে দেখিতে পান,বদ্ধ খোলা সকল মনেই যাঁহার প্রবেশের সমান অধিকার— শীতল ভাবিল তিনি কি জজ সাহেবের মনের চক্ষে এ মনকে খুলিয়া দিয়া ইহার ভিতর বাহির দেখাইতে পারেন না,— পারেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তিনি কি তাহা করিবেন। তিনি ভিন্ন অন্ত কাহার সাধ্য নাই;—তাঁহার অনন্ত ইচ্ছা কে বুঝিবে? এই ভাবিয়া শীতল বস্থ প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া তাঁহাকে ডাকিল,—তাঁহার ভাবে গদ্গদ্ হইয়া তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া সংসারকে সংসারে ফেলিয়া, সংসারের দেহ সংসারে রাখিয়া আপনাকে লইয়া তাঁহাতে উৎসর্গ করিয়া, "তোমার ধন তোমাকে দিলাম, রাখিতে হয় ত রাখ" বলিয়া শীতল যেন আপনাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল, স্পন্দনহীন পুতুলের ন্যায় তাহার দেহ আদালতে রহিল সে যেন পৃথিবী ছাড়িয়া লোক লোকান্তরে চলিয়া গেল। আদালতের পেয়াদা যতক্ষণ না তাহাকে ধাক্কা দিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে গেল ততক্ষণ সে কোথায় ছিল কিছুই জানিতে পারিল না। পেয়াদার ধাক্কা খাইতে খাইতে শীতল যখন বাহিরে আসিল লোকে তাহার চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের মুখে শীতল প্রথম শুনিল তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়া গিয়াছে। সে তখন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "হা ভগবান" শব্দটী মুখ দিয়া বাহির করিয়া বসিয়া পড়িল, —পেয়াদার টানে তাহার দেহ টান পাইয়া টানাটানিতে মাটীর উপর লুটাইয়া চলিতে লাগিল। ঘুসাটা থাসাটা, চড়টা চাপড়টায় শীতল চেতনা পাইয়া দাঁড়াইল না;— লোকে ভাবিল ফাঁসীর কাজ পুলিশ প্রহরীর হাতেই হইল,—শীতল স্পন্দনহীন ধুল্যবলুণ্ঠিত,—প্রহরী অপ্রতিভ নহে, বলিল "ওস্কা মরণে কি বাতই থা,—হোগৈ, ওস্কা ওয়াস্তে হরজ ক্যা" ভারতের পুলিশ প্রহরীকে দেখিয়াই যেন কোন ইংরেজ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে 'একজন কসাই ও মনে করিলে কিছু পরিমাণে দয়ালু হইতে পারে।' আমরা বলি কসাই পারে পাত্র বিশেষে পুলিশপ্রহরীও পারে।

তাহার পরে শীতলের জ্ঞান সঞ্চার হইল। মনে মনে ভগবানের প্রতি অভিমান করিয়া আপনার অদৃষ্টকে লাঞ্ছনা দিতে দিতে জেলে চলিয়া গেল। শীতলের অপমৃত্যু সদর নিজামত হইতে মঞ্জুর হইয়া আসার অপেক্ষায় পনর দিন মাত্র তাহার জীবন রহিল।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

—(*)—

যাদুমন্ত্র।

হরসুন্দরীকে হত্যা করিয়া কিশোরী মোহন নিয়তই চঞ্চলমনা;—সমস্ত দিন কোন দিক্ দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া গেল তাহার খবর রহিল না। গ্রামের গমস্তা "জীবন বিশ্বাস" সমস্ত দিন পুলিশের আশাপথ চাহিয়া কাটাইয়া দিল;—পুলিশও আসিল না, আর যে চৌকীদার সংবাদ লইয়া থানায় গিয়াছিল সেও ফিরিল না। মনের আপশোষে জীবনের সে দিন আহারে, আরামে সুখ হইল না,—চিন্তা পাছে কিশোরীমোহন ফেরার হয়। সমস্ত দিন গেল—সন্ধ্যা হইল, বর্ষাকালের আকাশ মেঘে ঢাকিয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতে লাগিল। এ বাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করা ভার হইল,—থাকিয়া থাকিয়া আকাশের গভীর গর্জ্জন হইতে লাগিল,—রাত্রিকালে পুলিশ আসিবার যে আশা ছিল তাহাও গেল,—এদিকে হর সুন্দরীর মৃতদেহ বিকৃত হইতে আরম্ভ হইল,—গমস্তা হতাশ হইয়া কাছারীতে ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল,—গ্রামের লোক দেবতার দুর্য্যোগ দেখিয়া আহার করিয়া শীতল বাতাসে আপনাপন ঘরে সুখে নিদ্রা গেল। কিশোরীমোহন ভবতারিণীর পিতৃভবনে গিয়া ভবতারিণীকে জাগ্রত করিল, অন্যান্য দিনের মত ভব কিশোরীর শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিল না, ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিল "অসুখ করেছে।" কিশোরীমোহন অনেক দিন ধরিয়া সংসারে নানান্ প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, মানব চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাদৃশ লেখাপড়া বোধ থাকিলে,ও সদ্বিষয়ে মানসিক বৃত্তি গুলিকে চালনা করিতে পারিলে তিনি একজন জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতেন। কিশোরীমোহন ভবতারিণীর উত্তরেই মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন, "ভব, তোমার জন্যেই আমার বিপদ,—কিন্তু যেন মনে থাকে যে আমার হাতেই শুধু তোমার কেন, তোমার সগোষ্ঠী পরিবারের মরণ বাঁচন। সেইটি ভেবে কাজ

ক'রো তোমার ভালর জন্যেই এসেছিলাম এখন আমি চল্লেম।" ভবতারিণীর স্বামী কালাচাঁদ একজন ঘোরতর চাসী,—আহারাদির পর তাহার মনে হয় যে ধান্যক্ষেত্রের আলি বাঁধা নাই,—সমস্ত রাত্রি আলিবাঁধা না থাকিলে বৃষ্টির জল শস্যক্ষেত্রে কিছু মাত্র থাকিবে না; ডাঙ্গা জমির সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া সে মাঠে আলি বাঁধিবার জন্য গিয়াছিল, ভব একাকিনী গৃহমধ্যে ছিল, কিশোরীমোহনের এই কথায় কপাট খুলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল,—বাহিরে আসিয়া দেখিল কিশোরী মোহন নাই,—তখন মন্দ মন্দ বৃষ্টি হইতে ছিল,—ভবতারিণী বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখিল কিশোরীমোহন তথায় দণ্ডায়মান, অনেক যত্নে মানভঞ্জন করিয়া ভব তাঁহাকে আপন ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া কিশোরীমোহন কথা কহিল না, আপনার ত্রুটীর জন্য ভব আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়া কিশোরীমোহনকে বলিল, "জামাই বাবু কি বল্‌বে বল্‌ছিলে?"

কিশো। না, আর কিছু বল্‌বো না।

ভব। আমার মাথা খাও, কা'ল থেকে আমায় কি কাজে ধরেছে, যেন খেয়ে শুয়ে সুখ নাই,—কোথায় আছি, কি কচ্চি ভেবে ঠিকানা পাই নাই। যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করবে।

কিশো। দিনে দিনে আরও হবে,——

ভব। কেন জামাই বাবু আজ অমন সব কথা বল্‌চো? তোমার পায়ে পড়ি আমার উপর রাগ করোনা। কি হয়েছে খুলে বল।

কিশো। দেখ ভব আর বল্‌বো কি,— বল্‌তে দুঃখ হয়, না বল্লেও থাক্‌তে পারি না।

ভব। কি হয়েছে জামাই বাবু বলই না কেন?

কিশো। একবার বাহিরে এস।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া।

ভব। এখনি আস্‌বে বলে মাঠে গেছে, তা হ'ক এইখানেই বল। আর বাহিরে গিয়ে কাজ নাই।

কিশো। বল্‌বার কোন দোষ নাই, আর কেহ আস্‌বে না ত?

ভব। সে যদি আসে,—না হ'লে আর জন মনিষ্যি নয়। বাহির দরজায় খিল দিয়ে আসি,—এসে ডাক্‌লে তখন খুলে দিব।

কিশো। দেখ ভব, তোমা হ'তেই আমি সুন্দরপুর ছাড়া হলেম। তোমার জন্যেই আমি এ বয়সে তেমন স্ত্রীকে যমালয়ে দিলাম। কিন্তু আবার তুমিই আমার সর্ব্বনাশের পথ খোলসা কত্তে বসেছ।

কিশোরীমোহন দুই চক্ষে দুই হস্তের দশটী অঙ্গুলি আরোপ করিয়া বারম্বার ঘর্ষণ করিতে করিতে দুই হস্তের দু চারিটী অঙ্গুলি অতি কষ্টে আর্দ্র করিলেন,—ভবতারিণী তাঁহার হস্ত দুইটী নয়নচ্যুত করিয়া অশ্রুমোচন করিয়াদিলেন, আর বলিলেন "সে কি জা-

মাই, অমন কথা মুখে এনো না। কোন্ দিন তোমা ছাড়া আমি আছি, আমার জন্যে কেন দেশছাড়া হবে? তুমি দেশ ছাড় আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমি এরি মধ্যে তোমার সর্ব্বনাশের কি কাজ কল্লেম, বল্‌বে ত বল না হয় তোমার কাছে আমি খুন হবো।”

কিশো। শুন্‌লাম তুমি নাকি গমস্তার কাছে সব খুলে বলেছ?

ভব। কে বল্লে? এর মধ্যে কার এমন সর্ব্বনাশ হলো,—ও—মা রাম না হ’তে রামায়ণ, কে তোমাকে এর মধ্যে এ কথা শোনালে? পোড়া দেশের লোক বাসকত্তে দিলে না,—আমার মাথা খাও কে তোমাকে এ কথা বল্লে বল্‌তে হবে।

কিশো। যেই বলুক, আমি সে কথা শুনেছি,——

ভব। না—এমন কথা কেন আমি বল্‌তে গেলাম।

কিশো। সে সকল কথা এখন যা’ক,—এখন আমাকে বাঁচাও ত বাঁচি,মার ত মরি। কিন্তু তাও জানিও কিশোরীমোহন একা মারবে না, একা মরবেও না।

ভব। তুমি অত কথা বল কেন, এখন কি কল্লে সব দিক্ বজায় থাকে?

কিশো। সে এখন তোমার হাত?

ভব। আমা হ’তে সব দিক্ রক্ষা হবে?

কিশো। হাঁ,—তোমাকে হাতে পেলে আমি কোন ভয় করি না,—আমার ভয় তুমি যে লোভে পড়েছ, সেই লোভে তোমার আমার দু জনেরই মাথা খাওয়া যাবে। আমার কি বল না,—কুলীনের ছেলে যে দেশে যাবো সেই দেশেই জামাই আদরে থাকবো; এই রাত্রে এখন ত আর কেহ আমায় বেঁধে রাখে না, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। যেতে পারি না কেন? এই কথা বলিতে বলিতে কিশোরীমোহনের কণ্ঠস্বর একটু ভার বোধ হইল। ভব অমনি তাঁহার চক্ষে হস্তারোপ করিলেন।

কিশো। ভব দুঃখ হয়,—ভাবলে প্রাণ ফেটে যায়।

ভব। ভাবনা কিসের? খুন করে ফেল্লেও সে কথা মুখে আনবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কিশো। কিন্তু দেখ ভব, একথা গ্রাম শুদ্ধ রাষ্ট্র হয়েছে, রাত পোহালে পুলিশ এসে তোমাকে নিয়ে গিয়ে যে বেইজ্জত করবে, প্রাণ থাক্‌তেও আমার সহ্য হবে না।

ভব। পুলিশ ত তোমার বাধ্য,—

কিশো। দেখ গ্রাম শুদ্ধ লোক একদিক্ হয়েছে,—পুলিশ ত পরের চাকর,—তাদেরও চাকরীর ভয় আছে, যদি কথা না রাখে তখন দু জনেই গলায় ফাঁসী পরবো?

ভব। তবে উপায়?

কিশো। উপায়ের কথা যদি জিজ্ঞাসা কল্লে তবে যা বলি তা পারবে? না

পাল্লেই বা আর উপায় কি।

ভব। কি উপায় বল। তাই করবো।

কিশো। পারবে?

ভব। কেন পারবো না।

কিশো। দেখো—ভয় পাবে না?

ভব। ভয় কিসের? যা বলবে তাই পারবো।

কিশো। তবে দিন কতকের মত চল কোন দিকে চলে যাই। গোলমাল চুকে গেলে আবার আসবো।

ভব নীরব!

কিশো। চুপ করে রইলে যে?

ভব। যেতে পারি, কিন্তু এর পর ফিরে এলে, ঘরে থাক্‌তে দিবে কেন?

কিশো। সে ভার আমার আছে। এ গোল মালটা চুকে গেলে আবার সব বজায় করবো। যদি না এ কথা রাষ্ট্র হতো, কে কি কত্তে পাত্তো? তোমা হ'তেই ত সেটী ঘটেছে।

ভব। নাযদি ঘরে লয়?

কিশো। ভয়টাই বা কিসের আছে, দুটো পেট আর পুষতে পারবো না?

বলিয়া কিশোরীমোহন আপন কটি-দেশে হস্ত প্রহার করিবা মাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। ভব আলোক আনিয়া দেখিল কিশোরীমোহনের কটিবেষ্টন করিয়া একটী মোহরের থলিয়া রহিয়াছে। ভবর মন একটু নরম হইল, বলিল "তা'র ভাবনা এক দিনের তরেও করি না। তোমার কাছে কি আমার খাবার পরবার কষ্ট আছে! আচ্ছা তবে ভোরের বেলায়?"

কিশো। ভোরের বেলায় কি যখন পুলিশ এসে বাড়ী ঘর ঘেরাও করবে?

ভব। তবে কখন?

কিশো। এখনি।

ভব। এমন ঝড় জলের সময়?

কিশো। তা নয়ত কি? এমন সময় কি পাওয়া যায়?

ভব। আমি যেতে পারবো?

কিশো। না পার আমি আছি।

ভবতারিণী একটু অগ্র পশ্চাৎ করিতেছিল। উভয় শঙ্কট,—কিশোরীমোহন বলিলেন,—"দেখ ভব সময় যায়, সুবিধা থাকে না। যেতে হয় চল,—বিলম্ব করিও না।"

ভব কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, আপনার যে অলঙ্কার গুলি ছিল একটী পুটুলিতে বাঁধিল, সেই পুটুলীটী কক্ষে লইয়া ভব সংসারসাগরের এক নূতন তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইল,—কিশোরীমোহনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিশোরীমোহনের সুন্দরপুর-লীলা এইখানেই শেষ হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

---*---

আদালত।

গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ঘাটে ধরা পড়িয়া মেদিনীপুরে চালান হইয়াছিল। মেদিনীপুরে চালান হইলে গোবর্দ্ধনকে বিলক্ষণ সাবধানতার সহিত জেলখানায় রাখা হইয়াছিল গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে বিহিত বিধানে প্রমাণ সংগ্রহের আয়োজন হইয়াছিল, পুলিশের আহার নিদ্রা নাই,—নানা দিক্ হইতে নানা উপায়ে গোবর্দ্ধনের দস্যুতার প্রমাণ আসিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার শেষ করিয়া গোবর্দ্ধনকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। দায়রা সোপর্দ্দ করিতে প্রায় ছয় সাত মাস অতীত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন এতাবৎ কাল মেদিনীপুরের জেলে অবস্থিতি করে। জেলখানার যাবতীয় অপরাধী গোবর্দ্ধনকে অভীষ্ট দেবের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। গোবর্দ্ধন তখন বিচারাধীন (under trial) কয়েদী ছিল, তাহার খাটনী ছিল না। দিন রাত্রি কঠিন ভারভূত শৃঙ্খলে জেলের ভিতর আবদ্ধ থাকিত,—জেলে থাকিবার কালে সে পরান্ন ভোজন করিত না,—আপন হস্তে পাক করিয়া খাইত, অন্যান্য কয়েদীরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দিত। গোবর্দ্ধনের প্রতি রাজনিয়মের বিশেষ কঠোরতা হেতু বিচারাধীনে থাকিবার কালেও তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে কয়েদীগণ কর্ত্তৃক জেলে তাহার সেবার কোন ত্রুটী ছিল না। কয়েদীরা তাহাকে স্নান করাইয়া দিত,—আহারের পর, পদসেবা করিত, অতিশয় যত্নে রাখিত। গোবর্দ্ধনও তাহাদিগকে অপত্যবৎ ভাল বাসিত, সকলের দুঃখে সমান দুঃখ বোধ করিত, কি উপায়ে তাহাদিগের দুঃখ যন্ত্রনার লাঘব হইবে তাহার উপায় বলিয়া দিত। সর্ব্বদা তাহাদিগকে একত্র লইয়া নানা কথা কহিত,—ফলতঃ জেলে আসিয়া গোবর্দ্ধনের এক নূতন অবস্থা অনুভূত হইল। জেলখানায় আসিয়া গোবর্দ্ধনকে একদিনের জন্য বিকৃত বা অপ্রসন্ন চিত্ত

দেখা যায় না,—সে স্নানকালে স্নান, আহারকালে আহার করিত,—সর্ব্বদাই ভগবানের নাম লইত,—কেহ কিছু বলিলে বলিত "সকলই তাঁর ইচ্ছা।" কয়েদীরা গোবর্দ্ধনকে গোপনে পাইলে তাহার পলায়নে পরামর্শ দিয়া বলিত "আমরা সকলে বল দিব—আপনি পলায়ন করুন।" গোবর্দ্ধন সেই কথায় উত্তর করিত "গোবর্দ্ধন কখন কাহার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় না, আজিও নহে। পলাইবার ইচ্ছা থাক্‌লে গ্রেপ্তার হ'তো না। এই দুর্ব্বল লৌহশৃঙ্খল গোবর্দ্ধনকে বশীভূত রাখ্‌তে সক্ষম নয়।" সকলেই তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, মনে ভাবিল তবে গোবর্দ্ধনকে ছাড়িয়া রাখিলেও মোকর্দ্দমার দিন যেখানে থাকুক আদালতে হাজির হইবে। গোবর্দ্ধন মিথ্যা কথার লোক নয়।

দাঁয়রার দিন উপস্থিত হইল,—জেলখানার বাহির হইতে জজ আদালত পর্য্যন্ত রাস্তায় লোকারণ্য;—দেশ বিদেশ হইতে গোর্দ্ধনকে দেখিবার জন্য বালক বৃদ্ধ যুবা কাতারে কাতারে আসিয়াছে। দিবা দশটার পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আহার করিল। আহারান্তে কঠিন শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া জেলখানার বাহিরে আসিল;—গোবর্দ্ধনের প্রাণের প্রাণ অখিলবাগ্দী তদবস্থায় পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। জনতার ভিতর হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল,—কেহ বলিতেছিল "ভগবান গোবর্দ্ধনের ভাল করুন,—গোবর্দ্ধন গরিব দুঃখীর মা বাপ;—"কেহ বলিতেছিল "এতদিনে গরিবের আশা ভরসা ফুরাল,—গোবর্দ্ধন দিক্‌পতিকে কোম্পানী জেলে দিল।" কেহ বা বলিতেছিল "দেশ এতদিনে ঠাণ্ডা হলো, রাত্রিতে নির্ভাবনায় নিদ্রা, হবে। গোবর্দ্ধন জেলে চল্লো।" এইরূপ নানা কথায়,—দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ, ধনীর অভিসম্পাত শুনিতে শুনিতে গোবর্দ্ধন জজ সাহেবের কাছারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল,—গোবর্দ্ধনের আশে পাশে, অগ্রে পশ্চাতে সশস্ত্র পুলিশপ্রহরী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া চলিতেছে। গোবর্দ্ধনকে সহজে কাহার দেখিবার উপায় নাই। এমন সময় একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক পুলিশ প্রহরীগণের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসিল "কে বাবা গোবর্দ্ধন?" প্রহরীগণ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেল,—বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে করিতে চলিল,—সেই চীৎকার গোবর্দ্ধনের কর্ণে পৌছিল, গোবর্দ্ধন বলিল,—"সিপাহী লোক খাড়া রও" উলঙ্গসঙ্গীন তোজদানবন্দুক বাঁধা সিপাহী একজন কয়েদীর কথায় আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিলম্ব করিবে কেন? গোবর্দ্ধন উপরোক্ত কথা বলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—পশ্চাতের সিপাহীদল আপনাদিগের মনভরে চলিয়া যাইতেছিল;—গোবর্দ্ধন আপনার গমন স্থগিত করার তাহারা সকলে

তাহার গায়ে পড়িয়া বিরক্ত ভাবে তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিল। গোবর্দ্ধনের গায়ে মত্ত হস্তীর বল,—সে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান;—অনড়, অটল,—সিপাহীরা তাহাকে এক পা সরাইতে পারিল না। রাজপথে একটা মহান্ কোলাহল উঠিল,—সিপাহীরা গোবর্দ্ধনের উপর বল প্রকাশ করিতে গিয়া সকলেই ধাক্কা খাইল,—গোবর্দ্ধন সকলকে বলিল "খাড়া রও,—আউরতকো আনে দেও,—"গোবর্দ্ধনের অজ্ঞাসূচক শব্দ তাহাদিগের সহ্য হইল না; তাহারা তাহাকে বন্দুকের আঘাত করিল,—গোবর্দ্ধন কোপজ্বলিত লোচনে বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা মেষপালের ন্যায় এ উহার গায়ে পড়িয়া রাজপথে গাড়াগড়ি দিল। গোবর্দ্ধনের অভিসম্পাত কারীরা যে যে দিকে পাইল পলায়ন পর হইল,—গোবর্দ্ধন সেই বৃদ্ধার অনুসন্ধান করিয়া বলিল "কে মা গোবর্দ্ধনকে খুজছিলে।" বৃদ্ধা আপনার দুর্বল কম্পিত চরণ যুগলে ভর করিয়া পলাইতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, গোবর্দ্ধন তাহাকে তুলিয়া বলিল "কেন মা—তুমি গোবর্দ্ধনকে খুজ্‌ছিলে? এই তোমার গোবর্দ্ধন,—কি বলবার আছে বল।"

বৃদ্ধা। বাবা, তুমি গোবর্দ্ধন?

গোব। হাঁ মা, আমিই গোবর্দ্ধন।

বৃদ্ধা। বাবা, তুমি নাকি জেলে যাচ্ছ?

গোব। জেলে যাচ্ছি, কি একবারে যাচ্ছি জানি না মা,—

বৃদ্ধা। বাবা আমার বেঁচে কাজ নাই? আ'জ বিশ বৎসর স্বামী পুত্র হারা হয়ে তোমারই কল্যাণে এক মুটো খেতে পাচ্চি। আমার প্রাণ দিলে তোমার খোলসা হয় না? তুমি থাক্‌লে আমার মত অনেক অনাথার দিন গুজরান হবে। এ অভাগির প্রাণে ত কারো উপকার নাই।

এই বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল,—বৃদ্ধার কাতরতা দেখিয়া গোবর্দ্ধনের সেই জলন্ত চক্ষে অশ্রুপ্রবাহ প্রবল বহিল,—সংসারে যেখানে যাহার উপকার করিয়াছিল, সকলই তাহার মনে আসিল,—গোবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদে অনেকেই যে একদিন এইরূপ নিরাশ্রয় ও ব্যাকুল হইয়া কাঁদিবে এই চিন্তায় তাহার যার পর নাই কষ্ট হইল,—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে আপনাদের স্বার্থ প্রতি পালনের জন্য তাহার জীবনের প্রয়োজনীয়তা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিলেন না এজন্য তাহার চক্ষে জল আসিল,—স্বার্থপর সংসারের ভাবনায় তাহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন বৃদ্ধাকে বলিল,—"মা আজি গোবর্দ্ধনের শেষ দিন নয়,—যে দিন গোবর্দ্ধন তোমাদি'গে ছেড়ে জন্মের মত চলে যাবে,—সে দিন শুন্‌তে পাবে, সেই দিন একবার দেখা দিও।"

এমন সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং এক কোম্পানী সিপাই লইয়া গোবর্দ্ধনের গ্রেপ্তার জন্য উপস্থিত হইলেন,—নিকটে আসিয়া হুকুম দিলেন"পাকড়ো"—গোবর্দ্ধন

বলিল "সাহেব, পাকড়াইবার প্রয়োজন নাই—শেষ কালটায় কেন আর বাঁধা বাঁধি করে কষ্ট দাও। আমি যাচ্ছি।''

মাজি। তুমি ভেগে যাবে। আমি শুনবো না।

গোবর্দ্ধন একটু হাসিল;—পুনরায় পূর্ব্ববৎ কাছারীর দিকে চলিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন,—তাঁহার সগর্ব্ব অশ্বচালনায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন তিনি না থাকিলে গোবর্দ্ধন পুনর্গ্রেপ্তার হইত না। সে যাহা হউক গোবর্দ্ধন আজি জীবনের মমতা শূন্য,—সংসারের মায়া মোহ কটাইয়া পরলোক প্রস্থানের জন্য উদ্যুক্ত,—সংসারে অবস্থিতির বাসনা তাহার আর নাই,——তাই সুবিধা পাইয়াও সে পলায়ন প্রয়াসী নহে,—কাজে কাজেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহা মনে করিলেন তাহাই শোভা পাইল। ক্রমে গোবর্দ্ধন জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত হইল;—গোবর্দ্ধনের বিচার দেখিবার জন্য আদালতগৃহে জমিদার, রাজা, ধনী, নির্ধন কত লোকই যে আসিয়া ছিল তাহার গণনা করা যায় নাই। গোবর্দ্ধনের দস্যুতা, রাজবিদ্রোহিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য মেদিনীপুর, হুগলী, বাকুড়া, বর্দ্ধমান এই চারি জেলা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল। সকলেই আদালতে উপস্থিত। আদালতগৃহের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষ পুলিশ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনের জন্য পৃথক স্থান রচনা করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে গোবর্দ্ধন আপন অনুচর অখিল সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান হইল,—তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রহরীগণ দাঁড়াইল,—সকলেরই হস্তে উলঙ্গিত অসি;—গোবর্দ্ধনের মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। গোবর্দ্ধনের অপরাধের সংখ্যা নাই,—যে সমস্ত সাক্ষী গৃহীত হইতে লাগিল, তাহাদিগের দ্বারা সপ্রমাণিত হইল গোবর্দ্ধন এক জন খ্যাতনামা দস্যু, তাহা দ্বারা শত শত দস্যুতা, শত শত নরহত্যা হইয়াছে। এতাবৎ কালের মধ্যে যেখানে যত ডাকাইতী দস্যুতা এবং তদুপলক্ষে নরহত্যা হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধান হয় নাই, সে সমস্তই গোবর্দ্ধনের স্কন্ধে পড়িল। ক্রমিক দশ দিন মোকর্দ্দমা চলিল,—গোবর্দ্ধন সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত হইল। দশম দিবসের অন্তে জজ সাহেব আইনানুসারে গোবর্দ্ধনকে যবাব চাহিলেন, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন সে দোষী কি নির্দ্দোষী। গোবর্দ্ধন মুক্ত কণ্ঠে বলিল "নির্দ্দোষী।" জজ সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন "তোমার নির্দ্দোষিতার কোন প্রমাণ আছে?"

গোব। হাঁ—আছে।

জজ। তুমি কি বলিতে চাহ যে তুমি এই সকল দস্যুতা কর নাই? এই সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শপথ করিয়া যাহা বলিলেন সে সমস্ত মিথ্যা?

গোব। না—আমি দস্যুতা করি নাই।

এই সমস্ত ভদ্রলোক যা বল্লেন, সমস্ত না হউক, অনেকটা সত্য।

জজ। কোন্ কোন্ অংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাও?

গোব। আমি যা করেছি তা স্বীকার কত্তে ভয় করি না। আমি দস্যু বা নর খাতক নই।

জজ। তবে আর তুমি কোন্ কথা স্বীকার কত্তে চাও?

গোব। তার পর সমস্ত কথা।

জজ। তোমার উপর দুই প্রধান অভিযোগ যে তুমি দস্যু ও নরহত্যাকারী, এ দুই অপরাধ অস্বীকার ক'রে কোন্ অপরাধ স্বীকার কত্তে চাও?

গোব। আমি বলপূর্ব্বক পরধন গ্রহণ ক'রে থাকি, কিন্তু আমি যে দস্যু এ কথা স্বীকার করিনা।

জজ। বলপূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করা স্বীকার কর?

গোব। হাঁ—করি। কিন্তু দস্যু নহি।

জজ। নর হত্যা করেছ?

গোব। কখন না।

জজ। কোন প্রমাণ আছে?

গোব। যথেষ্ট।

[illegible] আমি যে দস্যু নই তা'র শত সহস্র প্রমাণ দিব, আর যে কয়টা নরহত্যার উল্লেখ হলো সে কয়টার রাশি রাশি প্রমাণ থাক্‌লেও আমি সে প্রমাণ দিতে চাইনা,—কেন না, তা'র প্রমাণ দিতে

সত্য কথা স্বীকার করবে,—আমার জন্যে বহুজনের প্রাণ যাবে তা সহ্য করা আমার ধর্ম্ম নয়।

জজ। তুমি পরধন হরণ কর অথচ দস্যু নও এর প্রমাণ কি দিতে চাও? যে পরধন হরণ করে সেই দস্যু, তবে তুমি দস্যু নও কিসে?

গোব। যে পরধন হরণ করে সেই কি দস্যু?

জজ। হাঁ—সেই দস্যু।

গোব। দেশের রাজা কি দস্যু?

জজ। রাজা কি পর ধন হরণ করেন?

গোব। তবে আমিই কি করি?

জজ সাহেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "হাঁ তুমি কর,—তুমি দস্যু, তুমি ডাকাত, তুমি হত্যাকারী, তুমি আদালতের সময় নষ্ট করবে না। কি বল্‌তে চাও বল।"

গোব। আমি বল্‌তে চাই যদি আমি দস্যু হই, তবে দেশের রাজাও দস্যু।

জজ। রাজা রাজকর লয়েন কিন্তু তিনি কাড়িয়া লয়েন না। রাজকর লওয়ায় তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি নাই।

গোব। আপনার পরিশ্রমের ধন স্বেচ্ছায় কেহ পরকে দেয়?

জজ। না;—দেয় না।

গোব। প্রজা যদি স্বেচ্ছায় রাজ কর না দেয়?

জজ। রাজ নিয়মে বাধ্য করা হয়।

গোব। সে বাধ্যতায় পীড়ন নাই?

জজ। থাকলেও রাজ নিয়ম—

গোব। তবে রাজ নিয়মই পীড়ন?

জজ। Oh! my goodness, মৎ তক্লিফ দেও। তুমি কি প্রমাণ করিতে চাও?

গোব। আমি প্রমাণ কত্তে চাই যে আমি দস্যু নহি,—

জজ। কিরূপে করিবে বলিয়া যাও তবে আমি সে সাক্ষীদিগে ডাকিব।

গোব। আমি প্রমাণ দিব যে আমি দেশের গরিবদের জন্যে অপরের ধন কাড়িয়া লইতাম। আমি যত টাকা পেতাম সব গরিব দুঃখীদের দিতাম। তোমাদের ইংরেজী আইনের যেখানে অপরাধের কথা আছে সেই খানেই মন্দ ইচ্ছার উল্লেখ আছে, মন্দ ইচ্ছা না থাক্‌লে কোন অপরাধই হয় না। যে চুরি করবে তা'র মন্দ ইচ্ছা থাকা চাই, যে খুন করবে তার মন্দ ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। মন্দ ইচ্ছা না থেকে যদি কেহ চুরি করে, খুন ক'রে তবে সে চুরি চুরি নয়, সে খুন খুন নয়। তবে আমি দস্যু কিসে? আমি এমন কুলাঙ্গার নই যে পরোপকার করে সে কথা ঘোষণা করি, কিন্তু আমার দস্যু অপবাদ অপেক্ষা সে পাপ গুরুতর বোধ করিনা,—বরং পরোপকারের জন্য দস্যু নাম লইতে পারি, কিন্তু দস্যু নামে প্রাণ হারাইতে চাহিনা। পরোপকারের জন্য জীবন যায়, জীবনকে সার্থক বোধ করবো। তা বলে দস্যুর ন্যায় প্রাণ হারাবো না।

জজ। যে তোমাকে সাধু বলে বলিবে কিন্তু তুমি আইনের চক্ষে দস্যু বই আর কিছুই নয়।

গোব। আমি দস্যু হই ক্ষতি নাই, কিন্তু সংসারে আমা অপেক্ষা অনেক প্রবল দস্যু আছে।

জজ। থাকে তাহার দণ্ড হইবে, কিন্তু তুমি এখন তোমার কৃতকার্য্যের প্রতিফল ভোগ কর।

গোব। প্রতিজ্ঞা করেছি আর জীবন রাখবো না,—নতুবা তোমাকে উপযুক্ত, শিক্ষা দিতে ছাড়তাম না। দস্যু ব'লে আমার প্রাণ দণ্ড কর, আমিও দস্যুর হাতে প্রাণ হারালেম বলে মরবো, তাতেও আমার গৌরব আছে।

জজ। তুমি এখন কোন প্রমাণ দিতে চাও কিনা? তোমার অত কথা শোনা যাইতে পারে না।

গোব। যদি আমার কথা শুন্‌বে না, —তবে যা ইচ্ছা কত্তে পার।

জজ। তোমার কথা শুন্‌তে পারি, কিন্তু অন্যায় প্রার্থনা মঞ্জুর কত্তে পারিনা।

গোব। তুমি আপন জেদ বজায় কত্তে চাও, কর,—আর কিছু বল্‌তে চাইনা। গোবর্দ্ধনের জীবনে আর প্রয়োজন নাই,—পশু জীবনের মধ্যে গণ্য কত্তে হবে।

গোবর্দ্ধন আর কোন কথা কহিল না। জজ সাহেব মোকর্দ্দমার রায় লিখিতে বসিলেন,—দুই চারি কথায় রায় লেখা সমাপ্ত করিয়া হুকুম দিলেন,—"তুমি গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি রাজদ্রোহীতা, নরহত্যা এবং

দস্যুতা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অত্রাদালতের বিচারে তোমাকে উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী বিবেচনায় আদালত তোমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, এবং সদর নিজামত হইতে তোমার দণ্ড কায়েম হইলে উপরোক্ত দণ্ড আমলে আসিবে। আর তুমি অখিল বাগ্দী তুমিও উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় উপরোক্ত নিয়মে তোমারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া গেল।" এই বলিয়া জজ সাহেব এজলাস হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দিনের মত আজিও গোবর্দ্ধনকে জেল খানায় লইয়া যাওয়া হইল। যাইবার সময় পথে তদ্রূপ জনতা। গোবর্দ্ধনের ফাঁসীর হুকুমে ধনী মাত্রেই সুখী নির্ধনী মাত্রেই দুঃখিত।

ষট্সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রশ্রয়।

উকীলের পরামর্শে বিনোদবিহারীর শ্বশুর তাহাকে আদালতে হাজির করিবার বিষয় অবধারিত হইয়াছিল। একটা ভাল দিন দেখিয়া হাজির হওয়া উচিত, এজন্য দুই তিনটা দিন অবধারিত হইল এটা নয় সেটায়, এই করিয়া সকল দিনই চলিয়া গেল,—শেষে কালীঘাটে পূজা দিয়া আসিয়া তাহার পর দিন হাজির হওয়া স্থির হইল, পুলিশ সংবাদ পাইল বিনোদ হাজির হইবে। কিন্তু বিনোদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, এজন্য পুলিশের বিলক্ষণ লোভ ছিল যে বিনোদকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই পুরস্কার লইবে। কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করা এ পর্য্যন্ত পুলিশের যত্ন কৌশলে আসিল না। এক্ষণে চাতুরী অবলম্বন না করিলে চলিতেছেনা। বিনোদের যাইবার পথে পুলিশ-প্রহরী এমন কি দুই একজন মোটা বেতনের দারগা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল, বিনোদ যখন আদালতে যাইবে তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। প্রাতঃকাল অবধি অনেক গাড়ী পাল্কী পুলিশের হাতে আটক পড়িল কলিকাতা রাজবাড়ীর একখানি জানানা পাল্কী রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া কলুটোলা

দিয়া গঙ্গার দিকে যাইতে ছিল পুলিশ তাঁহা আটক করিয়া রক্ষীদিগের হস্তে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইল। তাহার পর পাল্কী ধরা এক প্রকার বন্ধ হইল। বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তদ্রূপ একখানি পাল্কী কয়লা-ঘাট হইতে একখানি টাপুরে ডিঙ্গীতে চাপিয়া তেলকল ঘাটে পৌছিয়া হাওড়ার কাছারীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল। বিনোদের শ্বশুর, পিতা, অপরাপর আত্মীয়েরা উকীল কৌন্সিলী লইয়া কাছারীতে হাজির ছিলেন, বিনোদকে পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাইবেন এমন সময় পুরস্কারগৃধ্নু পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। কৌন্সিলী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিনোদ কর্ত্তৃক আত্মসমর্পণের লিখিত দরখাস্ত দেখাইয়া পুলিশের হাত হইতে তাহাকে খালাস করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সমীপে উপস্থিত করিলেন। মাজিষ্ট্রেট বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া সাক্ষী তলব দিলেন, আর বিনোদকে হাজতে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কৌন্সিলী মাজিষ্ট্রেটের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেখাইলেন যে যতক্ষণ আসামীর বিরুদ্ধে কৃতাপরাধের কিছু প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ সে হাজতে যাইতে পারে না, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, বলিলেন আসামী দীর্ঘকাল ফেরার থাকায় তাঁহার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে সে নির্দ্দোষী নহে,—অতএব তিনি বিনোদকে হাজতে রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন। "হাকিম ফেরে তথাপি হুকুম ফেরে না,—"উকীল কৌন্সিলী অনেক আপত্তি করিলেন হাকিম তাহা শুনিলেন না। বিনোদকে হাজতে যাইতে হইল। বিনোদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাহার উকীল কৌন্সিলী সকলেই হেটমুখে চলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ বিনোদের শ্বশুরালয়ে পৌছিল না, করালী বাবু বাড়ীতে গিয়া প্রকাশ করিলেন তাঁহার বৈবাহিক বিনোদকে অনেক দিন দেখেন নাই এ জন্য বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মোকর্দ্দমার দিন নিকটেই পড়িয়াছিল,—দেখিতে দেখিতে কয়টা দিন চলিয়া গেল,—আবার উকীল কৌন্সিলী লইয়া বিনোদের আত্মীয়েরা আদালতে হাজির হইলেন,—বিনোদের মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল,—উকীল কৌন্সিলীরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন সাক্ষীরা বিনোদকে দেখিতে না পায়,—মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইল,—তিনি অনেক পীড়া পীড়িতে সম্মত হইলেন।

সাক্ষী মাষ্টার বসন্তকুমার, অনুপ, সৌদামিনী, তেজচন্দ্র দারগা প্রভৃতি সকলেই এই মোকর্দ্দমায় উপস্থিত। সৌদামিনীর স্বামী বিপিন বাবু আজি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, তিনি স্বীয় পত্নীকে যাহাতে আদালতে হাজির হইতে না হয় তাহার বিহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনিই এই মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী,—এমন কি

বাঘিনী বলিলেও চলে। এজন্য তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য।

সাক্ষীগণের দ্বারা যখন বিনোদকে সোনাক্ত করিবার প্রয়োজন হইল তখন তাহাকে তদ্রূপ আকার প্রকারের কয়েকজন লোকের সহিত দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন হইল চককমলা গ্রামের হত্যা ঘটনা হইয়া গিয়াছে,—তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে আজি ৫।৬ বৎসরের কথা। তাহার পর কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কত বালক কৈশোর দশা পাইয়াছে, কত কিশোর যুবা হইয়াছে। কত যুবা অর্দ্ধেক বয়স অতিবাহিত করিয়াছে। স্মৃতির ফলকে অঙ্কিত চিত্র অনেক দিন না দেখিলে অন্যান্য চিত্র তাহার উপর অঙ্কিত হইয়া তাহাকে অস্পষ্টীকৃত করিয়া ফেলে। তাহার পর আবার এক রকমের অনেকগুলি লোক একত্র দণ্ডায়মান, সুতরাং সাক্ষীরা বিনোদকে সুন্দররূপে চিনিয়া দিতে পারিলেন না। বিনোদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘোর অন্তরায় জুটিল। এ সকলের উপর রূপ সাহেব প্রভৃতি সাক্ষী দিল বিনোদ ঘটনার সময় বাঁকীপুরে ছিল। বিনোদ কোন রূপে দোষী সাব্যস্ত হওয়া দূরে যাউক, সন্দেহের মধ্যেও আসিল না। সৌদামিনীর দাসী, দ্বারিবান ও বাহকেরা হত্যা হইয়াছে সত্য,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কিন্তু বিনোদ যে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। হইতে পারে অন্য কেহ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহা বলিয়া বিনোদ দণ্ড পাইতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিনোদকে বেকসুর খালাস দিলেন। বিনোদ আনন্দে গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিল।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

(*)

নিশীথে মধ্যাহ্ন।

সদর নিজামত হইতে শীতল বসুর ফাঁসীর হুকুম মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে,—হুকুমের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন অতীত হইয়াছে,—সহর শুদ্ধ জানিয়াছে কল্য প্রাতে শীতলের ফাঁসী হইবে। রাত্রি শেষ হইল,—কাক কোকিল ডাকিল,—বাঁকুড়া সহরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা একই আগ্রহে, এক দিকে সকলে ছুটিতেছে,—সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতেও লোক জন আসিতেছে,—সকলেরই ইচ্ছা শীতলের ফাঁসী দেখিবে;—রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ফাঁসীর জায়গায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, কেহ গাছে উঠিতেছে, কেহ জনতা ভেদ করিয়া ফাঁসী কাষ্ঠের নিকটের স্থান অধিকার করিতেছে,—ইহার পরে আর স্থান পাইবেনা,—এজন্য তাড়াতাড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল,—সূর্য্যদেব যেন শীতলের জীবন লইবার জন্য আজি আকাশে আসিয়া দেখা দিলেন,—শীতলের চক্ষে আজি সূর্য্য দেব যেন কৃষ্ণবর্ণ কিরণ জাল ছড়াইয়া সংসারের সকল পদার্থকে মসীময় করিলেন, —শীতল আজি ভবিষ্যৎ আঁধার ময় দেখিতেছে,—জীবনের নৈরাশ্য আজি তাহার অন্তঃকরণকে বিষাদ সাগরে ডুবাইতেছে, —শীতল তাহার জীবনের ঘণ্টা দেড়েক কাল মাত্র দেখিতে পাইতেছে,—তাহার পর সকলই যেন অন্ধকারময়! বেলা সাতটা ১০ মিনিটে ফাঁসী হইবে,—সাতটা দশ মিনিটের পর সে আর এই পৃথিবীতে থাকিবে না,—এই পৃথিবীর সকলই তাহার ফুরাইয়া যাইবে। পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, তৃণ, গুল্ম, লতা, ভূধর, প্রান্তর, অরণ্যানি, সমুদ্র মরুভূমি নদী হ্রদ, শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্তাদি ঋতু, কৃষ্ণ শুক্লপক্ষ এবং দিবা রাত্রিকে লইয়া পৃথিবী থাকিবে, সে থাকিবে না। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পৃথিবী তাহাকে আপন অঙ্ক হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে,—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলে

থাকিবে, সে কোথায় যাইবে। কোথায় যাইবে, কেমন স্থানে যাইবে, কি করিবে একাকী কি তথায় সঙ্গী মিলিবে, তাহার স্থিরতা নাই,—সে স্থান কোথায় কত দূরে তাহার নিশ্চয় নাই,—স্থান আছে কি নাই তাহার ও ঠিক নাই,—কিন্তু এ সংসারের যে সকলই ফুরাইল তাহা নিশ্চয়,—আর ফিরিতে হইবে না,—এচক্ষে সে আর সংসারের কিছু দেখিতে পাইবে না,—এ কর্ণে আর কিছু শুনিতে পাইবে না,—এ নামে আর তাহাকে পরিচয় দিতে হইবে না ইহা অবধারিত,—যতদিন সংসারের স্মৃতি হইতে মুছিয়া না যায় ততদিন লোকে কেবল কখন পাপীর পাপকার্য্যের পরিচয় দিয়া বলিবে "এইনামে. একজন অভাগা ছিল।" শীতলের মন অন্ধকারময়,—হৃদয় শূন্য,——তাহাতে আশার আশ্বাস নাই;—জীবনে অনেক বার অনেক বিপদ গিয়াছে,—মন চিন্তায় জর জর হইয়াছে কিন্তু এমন চিন্তা কখন হয় নাই,—যে কথা মনে ভাবিলে মুখে আনিলে অকল্যাণকর সে কথা আজি কাজে দাঁড়াইয়াছে। তাহার দেহে জীবন আছে, কিন্তু জীবনে ভরসা নাই,—মন আছে, মনোবৃত্তি নাই। আপনি আছে, সে "আপনির" অস্তিত্ব আর উপলব্ধি হইতেছে না,——সকলই নিস্তেজ, নিষ্প্রভ বিশুষ্ক প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সংসার তাহার সকল সুখ আশা ভরসা সকলই কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার কিছুই নাই, কেবল তাহাকে একাকী রাখিয়াছে;—আর কিছুক্ষণপরে তাহাও রাখিবে না।

শীতল এক খানি নববস্ত্র পরিধান করিয়া জেলখানা হইতে বাহির হইল,—হস্ত পদ শৃঙ্খলবদ্ধ,—চতুর্দ্দিক প্রহরীবেষ্টিত। তাহার সংসারের ঘোর শত্রুকে শত্রুতার প্রতিশোধ দিবার জন্য লইয়া চলিল। বেলা সাতটা বাজিল, শীতল বধ্যভূমিতে পৌঁছিল,—শীতলের জীবনসংহারক ভীষণ কাল রূপী ফাঁসীকাষ্ঠ সম্মুখে দণ্ডায়মান,—তাহাতে রজ্জুরচিত ফাঁসী লম্বমান,—কিছু দূরে মাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব দণ্ডায়মান,—সাহেবেরা ঘটিকাযন্ত্র দেখিতেছেন,—আর দশ মিনিট বাকী। নিকটে ঘাতক ঔৎসুক্য সহকারে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে শীতলকে জিজ্ঞাসা করা হইল "তুমি কিছু খাইতে চাও?" শীতল অনিচ্ছা প্রকাশ করিল,—কথা কহিতে জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর ক্রিয়া প্রযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাদিগের দৌর্ব্বল্যে অনিচ্ছাসূচক শব্দ উচ্চারিত হইল না। পুনরপি জিজ্ঞাসা করা হইল "তোমার কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা হয়?" তাহাতেও অনিচ্ছা জানিতে পারা গেল। শীতলের মাতা পুত্রকে জন্মের মত দেখিবার জন্য আসিয়া ছিল,—পুত্রমুখে শেষ মাতৃসম্বোধন শুনিতে তাহার বড় ইচ্ছা ছিল। সাহেবদের নিকট কাঁদিয়া জানাইল,—সাহেবেরা তাহাকে কিছু দূরে থাকিয়া কথা কহিবার অনুমতি দিলেন,—পুত্রবিপদবিহ্বলা মাতা অগ্রসর হইয়াই

ভূ-বিনিক্ষিপ্ত হইল, চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল,—মাজিষ্ট্রেট, পুলিশ কাহার হুকুম মান্য করিল না, কাহার কথা শুনিল না, শীতলের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—একে মাতৃস্নেহ, তাহার উপর পুত্রের অপমৃত্যু, জীবন থাকিতে মৃত্যু,—ঘোর মর্ম্মান্তির,—ভয়ানক আত্মনিগ্রহ তাহার মনে দেখা দিল,—বিশেষ সে আপনার পুত্রকে নিরপরাধী বলিয়া জানিত,—ক্রমে শীতলের মাতা, ও সুন্দরপুরের অপর সাধারণ হেমের মৃত্যুকে বিশ্বাস করিলেও শীতলের নির্দ্দোষিতা জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কি হইবে আদালতের সমক্ষে শীতল দোষী,—সেই দোষে আজি সে জীবনরত্ন হারাইতেছে,—এ দুঃখের কথা শুনিলে একজন পথের পথিকের মনও কাঁদিয়া উঠে,—তাহাতে মার প্রাণ যে কত ব্যাকুল তাহা মা ভিন্ন অন্যে কি জানিবে। মার আর্ত্তস্বর শীতলকে একবার আপনাতে আনিল,—অবাততাড়িত নিষ্কম্প কদলী তরুতে শেলবিদ্ধ হইলে যেরূপ সলিল নিঃস্থত হয় সেই আর্ত্তস্বরে শীতলের চক্ষে সেই রূপ অশ্রুপাত হইল। সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট অতীত হইয়া গেল, ঘটিকা যন্ত্রের মিনিটের কাঁটা শীতলের জীবনভারকে যেন অতি সাবধানতার সহিত আস্তে আস্তে লইয়া যাইতেছে,—শীঘ্র চলিতেছে না,—বিলম্ব করিয়া যাইতেছে,—দর্শকের মুখ চাওয়া কাটা যেন নড়িতে নড়িতে নড়িতেছে না। সাহেবেরা ঘটিকা যন্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া বসিয়া আছেন। ছয় মিনিট অতীত হইল,—মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিবেন;—শীতলের মুখে টুপি ঢাকা দিয়া ফাঁসীর নিম্নে দাঁড় করান হইল,—শীতল ভাবিল তাহার সকলই ফুরাইল,— আর বিলম্ব নাই,—সংসারে তাহার নির্দ্দোষিতা বুঝিবার জন প্রাণী নাই,—সংসারে নির্দ্দোষীর বিচার হয় না। নির্দ্দোষী বিপদে পড়িলে এই রূপেই জীবন হারায়,—প্রাণ গেল—যাউক,—কিন্তু সে যে নির্দ্দোষী এ কথা কেহ বুঝিল না,—মানুষ সমস্তই ভ্রান্ত,—মানুষের বুদ্ধি নানা রূপে কলুষিত, সংসার চিন্তার কদাচারগ্রস্ত;—না বুঝিলে বুঝিতে পারে, কিন্তু ভগবান বুঝিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য! তাঁহার নিকট যে সত্যের আদর আছে বলিয়া শুনিতাম তাহার ত কোন লক্ষণই দেখিতেছি না,—হা ভগবান,—তোমার সত্যের এত দোষ! এত নিগ্রহ! সত্য পথে চলিয়া লোকের জীবন যায়! কখন কোন পাপ করিয়াছি বলিয়াত স্মরণ হয় না। তোমার সংসারের রহস্য কিছুই বুঝিলাম না। ভগবান তুমি বই জীবের আপনার বলিতে কেহ নাই,—সে সম্বন্ধও ত তুমি রাখিলে না। শীতলের গলদেশে রজ্জু অর্পিত হইল, রজ্জুস্পর্শে শীতল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "হা ভগবান! কিছুই বুঝলাম না,—তুমি সকলই জান,—জীবনত গেল।"

জনতার মধ্যে শব্দ হইল "হেম সরকার—এই যে হেম সরকার—[illegible] জন্যে শীতলের ফাঁসী "এই কথা সকলের কাণে

পৌঁছিল। হেম সরকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে গললগ্ন কৃতবাসে দাঁড়াইয়া বলিল "খোদাবন্দ আমার নাম হেমচন্দ্র-সরকার,—আমার জন্য শীতলের ফাঁসী হচ্চে,—আমি হাজির। ফাঁসী মথুব হয়।" সকলেই স্তম্ভিত হইল। জল্লাদের হস্ত কম্পিত,—গলায় ফাঁসী পরাইতে পারিল না, যেন তাড়িৎক্ত সংস্পর্শে তাহার সর্ব্বশরীর চঞ্চল হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন "সবুর।" হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি নিশ্চয় হেমচন্দ্র সরকার হও ?"

হেম। হাঁ সাহেব আমি হেমচন্দ্র সরকার।

মাজি। তুমি মরিয়া থাকার কথা নালিশ হইয়াছিল ?

হেম। হাঁ—হুজুর।

মাজি। তুমি মর নাই ?

হেম। না হুজুর বেঁচে আছি, প্রাণ ভয়ে পালিয়ে ছিলাম।

মাজি। কেন পালিয়ে ছিলে ?

হেম। জামাই বাবু বলে ছিলেন—"তোরে কোম্পানী বাহাদুর ধরে নেগিয়ে জেলে পুরে ঘানি টানাবে—তুই বগড়ীতে শীতল বোসের স্ত্রীকে ধরেছিলি।" কাল-রাত্রে লুকিয়ে সুন্দরপুরে জামাই বাবুর কাছে দেখা কত্তে এসে সেখানে শুনলাম আমার জন্যে শীতল বোসের আজ ফাঁসী হবে। তা আমরা মশায় বোসজা মশায়ের বাপের খেয়ে মানুষ হয়েছি। তাই ছুটে আসচি।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন ফাঁসী মকুব হয়। শীতলকে ফাঁসী কাষ্ঠের উপর হইতে নামান হইল,—তখন শীতল অজ্ঞান,—তাহার চেতনা নাই। অনেকক্ষণ পরে চেতনা হইল। নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইয়াছে জানিতে পারিল, চক্ষের জলে, মনের সুখে মাখামাখি করিয়া প্রাণ ভরিয়া শীতল ভগবানকে ডাকিয়া মনের খেদ মিটাইয়া লইল।

তাহার পর সে অব্যাহতি পাইল। সেই হইতে মৃতদেহ না পাইলে অপরাধীর বিরুদ্ধে হাজার প্রমাণ থাকিলেও তাহার আর ফাঁসী হয় না।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

—————(*)—————

গোবর্দ্ধনের পরিণাম।

যে দিন গোবর্দ্ধনের ফাঁসীর হুকুম হইল, সেই দিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে জেলখানায় আসিবার সময় পথ হইতে অশ্বিনী বাগদী আহ্বান করিলে গোবর্দ্ধন মরিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল নতুবা সেও পলাইবার সুবিধা করিতে পারিত। ফাঁসীর আসামীকে জেলখানায় বিশেষ সাবধানে রাখা হয়। গোবর্দ্ধন জেলখানা প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহাকে পৃথক গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। সে গৃহে আর কেহ থাকিবে না, কেবল মাত্র গোবর্দ্ধন, গৃহ প্রবেশ করাইয়া গোবর্দ্ধনের দুই পায়ে দুই গাছি শৃঙ্খল, দুই হস্তে দুই গাছি শৃঙ্খল সংলগ্ন করিয়া দেওয়ালের কড়ায় আবদ্ধ করা হইল। গোবর্দ্ধন আনায়নিক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় জেল খানার ভিতর শায়িত; —বাহিরে প্রহরী যুগল কোষ নিষ্কাষিত সঙ্গীন কীরিটী টোটাবারুদ পূর্ণ বন্দুক স্কন্ধে দ্বাররক্ষায় যত্নশীল।

নিদাঘ মধ্যাহ্নপ্রতপ্ত দিবাকর আজি নিবিড় নীরদজালাচ্ছন্ন,—গোবর্দ্ধন বিপদ বারিধিবিনিক্ষিপ্ত,—গোবর্দ্ধন মৃত্যুকে ভয় করে না,—কিয়দ্দিবস হইতে মৃত্যু তাহার বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। গোবর্দ্ধন জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করে,—জীবনের প্রতি তাহার কিছু মাত্র মমতা নাই,—জীবন মুক্ত হইতে পারিলে এখন যেন তাহার সকল কষ্টের অবসান হয়। মৃত্যু এতাধিক বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহার কষ্ট এই যে বাল্যাবধি কখন তাহার পরাজ্ঞা পালন সহ্য হইত না। পরাজ্ঞাপালন দূরে থাকুক পরাজ্ঞা শব্দ তাহার কর্ণে যেন কণ্টক বিদ্ধ করিত, গাত্রে জলন্ত অগ্নি প্রবাহ অনুভূত হইত। সেই গোবর্দ্ধন আজি বন্দীভাবে মেদিনীপুর জেলে নিগড় নিরুদ্ধ,—পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা নাই, এ যন্ত্রনা গোবর্দ্ধনের মৃত্যু যন্ত্রনা অপেক্ষা মর্ম্মঘাতী,—এক এক বার আপনার বর্ত্তমান দর্শা যেমন অনুভূত হইতেছে অমনি লক্ষ্মীকান্তের মিত্রদ্রোহিতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার কথা মনে

পড়িতেছে,—এই পাপত্রয়ের মোচন নাই, —গোবর্দ্ধন যখন যেখানে ঘোরতর পাপের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছে নিজ হস্তে তাহার প্রতিকার করিয়াছে,—অন্যের অপরাধের বিচার জন্য কখন তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইতে হয় নাই, সে স্বয়ং তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিত,—এজন্য কত প্রজাপীড়ক জমিদারকে নিঃস্ব, পথের ভিখারী করিয়াছে,—দুর্ব্বলন্তপ গৃহস্থকে ছারখার করিয়াছে,—গোবর্দ্ধন রাজা বা সমাজপতি না থাকিলেও এই সকল অত্যাচার তাহার নিকট অশাসিত থাকিত না। আমরা অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছি গোবর্দ্ধনকে না চিনিলেও অনেকে তাহার নাম জানিত, —গোবর্দ্ধনের নাম চন্দ্রকোণার বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশব্যাপী,—যে গ্রামে গোবর্দ্ধনের নাম ছিল, যে দেশে গোবর্দ্ধনের ভুজবলের প্রচার ছিল, সেই দেশের লোকেই তাহার ন্যায়দণ্ডকে ভয় করিত,—কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সাধারণ্যে তাহা অতি সঙ্গোপন রাখিত পাছে কোন প্রকারে সে কথা গোবর্দ্ধনের শ্রুতি স্পর্শ করে। যে হেতু সকলেই জানিত গোবর্দ্ধন শুনিলেই তাহার দণ্ড বিধান করিবে। গোবর্দ্ধনের সেই প্রবল পরাক্রম, অটুট প্রতিপত্তি আজি ডুবিয়া গিয়াছে,—গোবর্দ্ধন এখন আপনাকে কুকুর শৃগাল প্রভৃতি ইতর প্রাণী অপেক্ষা নীচ ও অকর্ম্মণ্য মনে করিতেছে,—জীবনে ধিক্কার জন্মিতেছে, অতীত পরাক্রম এবং স্তিমিত প্রায় ভুজবীর্য্যস্মৃতিকে জাগ্রত করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছে,—পূর্ব্বে ইহার অনুভূতিজ্ঞান থাকিলে জীবিত থাকিয়া ঘোর নরক যন্ত্রনা অপেক্ষাও অন্যবিধ যাতনা ভোগ তাহার শ্রেয়ঃজ্ঞান হইত। কিন্তু কি হইবে,—এখন তাহার উপায় নাই। সংসারে যাহা একবার যায় তাহা প্রায় ফিরিয়া আইসে না।

রাত্রি আসিল,—কারাগার নীরব নিস্তব্ধ হইল,—পাপীর আশ্রয়ভূত কারাগৃহ রাশি রাশি পাপীকে ঘুম পাড়াইয়া সমস্ত দিনের পর যেন শান্তিসুখ ভোগে নিলীন হইল,—গোবর্দ্ধনের চক্ষে নিদ্রা নাই,— সেই পাপাশ্রমের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার এক একটা সুদীর্ঘ শ্বাস পতনের সঙ্গে কারাগার বিকম্পী গম্ভীর "শ্যামা! শিবসুন্দরী" এই শব্দ প্রহরীদিগের অঙ্গ শিহরাইয়া আকস্মিকী ভীতি সঞ্চার করিতে লাগিল। সেই আবেগপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসে আর কোন কথা না থাকিলেও যেন তাহার মনের সমস্ত কথা বলিয়া দিতে পারিত।

এইরূপে প্রথম রাত্রি কাটিয়া গেল,— ভোর হইল, ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল, কারাগার জাগ্রত হইল,—পূর্ব্বের ন্যায় কাজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। ডাক্তার সাহেব প্রতিদিনের ন্যায় জেলখানা দেখিতে আসিলেন,—গোবর্দ্ধনের গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, অদ্য হইতে তাঁহার একটী কাজ বাড়িল, গোবর্দ্ধন যতদিন ভগ্নকল্প পাঞ্চভৌতিক পিঞ্জরে অবস্থিতি করিবে তত

পিঞ্জরের অযত্নতায় পিঞ্জরপক্ষীর অকাল প্রস্থান না ঘটে তাঁহাকে তাঁহার তদ্বির করিতে হইবে,—কারণ তাহার অবহেলায় পক্ষী আপন যত্নে পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিলে প্রতিহিংসা বৃত্তির পরিতৃপ্তি হইবে না। ডাক্তার সাহেব গোবর্দ্ধনের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন,—গোবর্দ্ধন বাল্যে সে কখন পরান্ন গ্রহণ করে নাই, করিবে না;—ইহাতে তাহার জীবন থাকুক আর যাউক,সে বিষয়ে সে অতি অল্প মাত্রই ক্ষতি বোধ করে। এ অবস্থায় গোবর্দ্ধনের বন্ধনমোচন করা নিয়মবহির্ভূত সুতরাং ডাক্তার সাহেব অন্য আহারীয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে দুগ্ধ আর শর্করা খাইতে প্রস্তুত আছে। ডাক্তার সাহেব আপনার চিকিৎসাবিজ্ঞান স্মরণ করিয়া বুঝিলেন শর্করা এবং দুগ্ধ ভক্ষণেও লোক জীবিত থাকিতে পারে,—এই ভাবিয়া তিনি তাহাতে গোবর্দ্ধনের নির্ব্বন্ধ প্রযুক্ত অগত্যা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অদ্যাবধি গোবর্দ্ধন প্রাতে সায়াহ্নে দুগ্ধ ও শর্করা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল,—বহুদিন হইতে গোবর্দ্ধনের এ অভ্যাস ছিল। সেই দুগ্ধ ও শর্করা জেলখানার ডাক্তার অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দিতেন,—এরূপ সতর্কতার কারণ আছে আহারীয়ের সহিত বিষভক্ষণে অপরাধী আত্মহত্যা করে,তাহা হইলেও প্রতিহিংসাপূর্ণ রাজদণ্ড প্রতিপালিত হইবে না। প্রাণের বর্ত্তে প্রাণদণ্ডকে প্রতি হিংসা বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

এইরূপে গোবর্দ্ধনের সমস্ত দিন ফুরাইয়া আসিল,—সহরের সকল স্থানেই শুনিতে পাওয়া গেল পর দিন গোবর্দ্ধন দিক্‌পতির ফাঁসী হইবে। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থান হইতে গোবর্দ্ধনের ফাঁসী দেখিতে লোক জন আসিতেছে,—অনেকেই গোবর্দ্ধনের নাম শুনিয়াছিল,কখন তাহাকে দেখে নাই, তাই সেই প্রাতঃস্মরণীয় দস্যুকে দেখিবার জন্য মেদিনীপুরে আসিল ;—তাহার উপর অধিক কৌতূহল যে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ, প্রবাদ এইরূপ যে যাহার নামে বহুদিন হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে অহিনকুলে, শার্দ্দুল সারমেয়ে সদ্ভাবে সময় কাটাইত,—অপরাধ বিনিময়ে সেই মহাপুরুষের জীবন গৃহীত হইবে। কেহ কেহ বা মৃত্যুকালে গোবর্দ্ধনকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার, কেহ বা দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনে আনুকূল্য প্রত্যাশায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল,—ফাঁসীর দিন আসিল,—গোবর্দ্ধন যথারীতি প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া বধ্যভূমিতে নীত হইল। সমবেত মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে গোবর্দ্ধনের অনেক আত্মীয় অন্তরঙ্গ উপস্থিত ;—তাহাদের মধ্যে পাঠকের বহুদিন পরিচিতা শ্যামাঙ্গী ললনা একটী আতপসন্তাপিতা লতিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা,—সেই শীর্ণ, মলিনপ্রভা লতিকা-অঙ্কে একটী প্রভাতপ্রকটিত কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি শিশু নিদ্রিত ;—পৃথিবীর কোন পদার্থে গোব-

র্দ্ধনের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না,—তাহার স্থির অচঞ্চলা দৃষ্টি অন্তরীক্ষে বিনিয়োজিত;—তাহার পরে সেই ললিত-লতিকাকান্তি কামিনী মূর্ত্তিতে,—এই কামিনী মূর্ত্তি চণ্ডালিনী মঙ্গলার;—স্বামীকে শৃঙ্খল বেষ্টিত দেখিয়া মঙ্গলার চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল,—বস্ত্রাঞ্চলে মঙ্গলা অশ্রু-মোচন করিতে লাগিল,—তখনও গোবর্দ্ধনের পরমায়ু কিয়ৎক্ষণের জন্য ছিল,—গোবর্দ্ধন মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিল "আমি ঐ স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে চাই।" কিন্তু এ সময়ে সমাগত লোকজনের এতাদৃশ কোলাহল;—কেহ বলিতেছে "সর্ব্বনাশ হইল,—কিরূপে দিন কাটাইব,—গোবর্দ্ধন চলিল, অনাথের আশ্রয় ঘুচিল,—কেহ বলিতেছে "বাপু গোবর্দ্ধন সকলই ফুরাইল, তোমার নাম ফুরাইবে না,—আজি কয়েক দিন উদরে অন্ন নাই, একটা ব্যবস্থা করিয়া যাও,—তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা রহিয়াছে।" কিয়ৎকাল পরে গোলমাল একটু কমিল,—গোবর্দ্ধনের প্রার্থনা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুমতি দিলেন সে মঙ্গলার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে পারে। মঙ্গলা একটু অগ্রসর হইয়া গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তিনী হইল,—তাহার জলসিক্ত কাচের মত দুইটী চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতে ছিল,—বারম্বার অশ্রুমোচনেও অশ্রুর বিরাম নাই;—গোবর্দ্ধন মঙ্গলাকে নিকটে পাইয়া বলিল "মঙ্গলা কাঁদিও না;—ইহলোকে হইতে চলিয়া যাইতেছি বলিয়া মনে করিও না যে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সকলই ফুরাইল,—আমার দেহের ক্ষয়ব্যয় আছে কিন্তু আমি অক্ষয় অব্যয়, সংসারের দেহ সংসারে রাখিয়া আমি যেখানকার সেই খানে চলিলাম,—সংসারে এখন আর আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—কেবল সেই ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি দেখিতেছি, জলে স্থলে শূন্যে চারি দিকে জ্ঞান বই আমার চক্ষু কিছুই দেখিতেছেনা,—সংসারের "আমি" জ্ঞান এখনও সম্যক ঘোচে নাই, তাই এক এক বার তুমি আমি বলিয়া ভ্রম হইতেছে,—নতুবা তুমি আমি পৃথক নয়, যেন একই দেখিতেছি,—আজি আমার সুখের দিন,—তুমি কাঁদিও না,—আমি চলিলাম,—সংসারে জীবের আপনার বলিতে কেহ নাই, অথচ ভাবিয়া দেখিলে সকলেই আপনার,—আত্মীয় হইতেও আত্মীয়—এক আমি বই আর জগতে কিছুই নাই, সমস্ত সংসারই আমিময়, সংসারে সকলেই আপনার আমি ভিন্ন আর কেহ নাই। "ছেলেটী তোমার?"

কাঁদিতে কাঁদিতে।

মঙ্গ। হাঁ,—অভাগা ছেলে আমারই হইয়া আসিল, আমারই হইয়া রহিল,—তোমার হইয়াও আর তোমার নয়।

গোব। জীবনে তোমার যে অভাব ছিল, এতদিনে মিটিল,—ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চলিবে, কষ্ট থাকিবে না। পুত্রে স্নেহ, তোমার ভাল বাসায় যেন মন আর ভুলিতে চাহিতেছেনা। আমার সময় শেষ হ

আর বিলম্ব নাই,—টাকাকড়ি যা আনিয়াছ কাঙ্গালীদিগকে বিলাইয়া দাও।

মঙ্গলা স্বামীর সমক্ষে তিন চারি সহস্র মুদ্রা দরিদ্রকে বিতরণ করিল,—গোবর্দ্ধন পুনরপি বলিল, “মঙ্গলা, সংসারে আসিয়া দেহের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,—জানিতাম দেহ যেমন ভঙ্গুর,—তোমার সহিত সম্বন্ধও তেমনি ভঙ্গুর সেই ভঙ্গুর দেহ, ভঙ্গুর সম্বন্ধ এতদিনে ভাঙ্গিল।”

গোবর্দ্ধনের সময় আসিল, গোবর্দ্ধন ফাঁসী কাষ্ঠের উপর গিয়া দাঁড়াইল, অন্তরীক্ষে দৃষ্টি পাত করিয়া বলিল,—“শ্যামা শিব সীমান্তনা,—মা গোবর্দ্ধন চলিল।” গোবর্দ্ধনের দৃষ্টি স্থির হইল,—গোবর্দ্ধন নড়িল চড়িল না। তাহার প্রাণ পক্ষী দেহ পিঞ্জর হইতে প্রস্থান করিল,—ঘাতক গোবর্দ্ধনের গলে রজ্জু সংলগ্ন করিতে গিয়া দেখিল গোবর্দ্ধন আর নাই;—দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে কোলাহল উঠিল গোবর্দ্ধন সাধু পুরুষ,—গোবর্দ্ধনের অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু নাই,—ঘাতক সেকথা শুনিল না,—যাহার উপর গোবর্দ্ধন দণ্ডায় মান ছিল সেই ধরণার কাষ্ঠ খণ্ড (Scaffold) সরাইয়া লইল,—গোবর্দ্ধন নড়িল চড়িল না, যেমন তেমনি ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে লাগিল। পাঁচ মিনিটের স্থলে দশ মিনিট গোবর্দ্ধনের শব ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া রহিল। ডাক্তর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন গোবর্দ্ধনের সকলই ফুরাইয়াছে। সাহেবদের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করেন নাই যে গোবর্দ্ধনের প্রাণবায়ু ফাঁসীর পূর্ব্বে বহির্গত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের মৃত্যু যন্ত্রনা কেহই দেখিতে পাইল না, অথচ গোবর্দ্ধন সংসার হইতে চলিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব আপনার মেমোরেণ্ডাম মধ্য লিখিয়া রাখিলেন যে “আমি গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি নামা মেদিনীপুর অঞ্চলের এক জন দস্যুকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ফাঁসী দেওয়াইয়াছি,—মৃত্যুকালে তাহাকে কোন যন্ত্রনা অনুভব করিতে দেখিনা,—এরূপ মৃত্যু অতিবিরল। এজন্য পরীক্ষা হওয়া উচিত এরূপ মৃত্যুতে যান্ত্রিক বিকৃতি না হইবার কারণ কি!”

গোবর্দ্ধন আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাহার নাম আজিও এতদ্দেশে জীবিত রহিয়াছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

DIEU ET MON DROIT